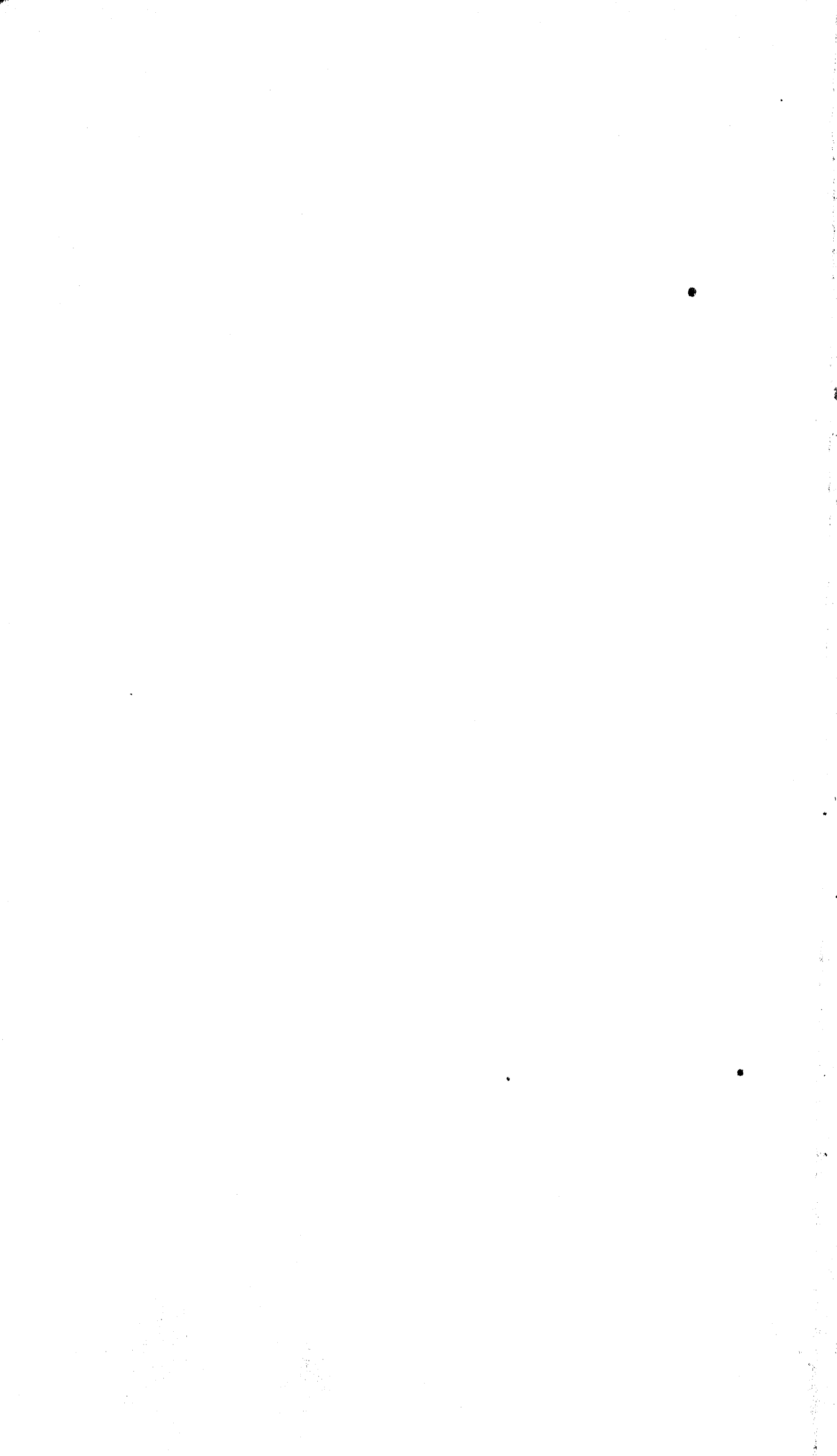




কায়স্থপুরাণ

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীশশিভূষণ নন্দী

প্রণীত।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার চৌধুরী

প্রকাশিত।

চিত্রগুপ্ত কথাং দিব্যাং কায়স্থোৎপত্তিসংজ্ঞকাং।
ভক্তিযুক্তেন মনসা যো শৃণ্বন্তি নরোত্তমাঃ॥
দীর্ঘায়ুষো ভবিষ্যন্তি সর্ব্বব্যাধি বিবর্জ্জিতাঃ
সর্ব্বে বিষ্ণুপদং যান্তি যত্র যান্তি তপোধনাঃ॥

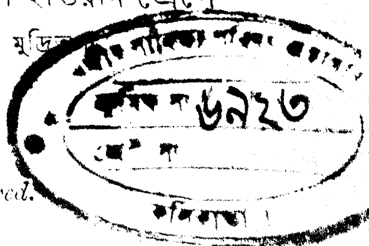
ইতি ভবিষ্যপুরাণং।

ভবানীপুর

২১৫, রসাপাগলা রোড এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান প্রেসে

শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮৮।





শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণম্।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত জানকীনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়
শ্রীচরণেষু।

দেব,

আপনার উৎসাহবাক্যে সাহসী হইয়া ধৃষ্টজনবৎ এই দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। আপনার প্রসাদেই কায়স্থ-পুরাণের জন্মলাভ। প্রথম ভাগ আপনার করকমলে অর্পিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনার আশীর্ব্বাদে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। সুতরাং লালনার্থ আপনার কর-কমলে ইহাকেও অর্পণ করিলাম। ইতি ১২৮৮ সাল, ২১ এ ভাদ্র।

প্রণত দাস
শ্রীশশিভূষণ নন্দী।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণম্।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়

শ্রীচরণেষু—

দেব,

কায়স্থপুরাণের প্রকৃত শ্রীসম্পাদনের মূলই আপনি। আপনার সাহায্য ব্যতীত কখনই দুরপরিগ্রহ হিন্দুশাস্ত্রের মীমাংসা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। আপনি স্বার্থবিহীন হইয়া যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কায়স্থ-পুরাণের পুষ্টিবর্দ্ধন করিয়াছেন, তাহাতে কায়স্থপুরাণ আপনার নিকট চিরকালের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিল। ইতি ১২৮৮ সাল, ২১এ ভাদ্র।

প্রণত দাস

শ্রীশশিভূষণ নন্দী।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণম্।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়

শ্রীচরণেষু—

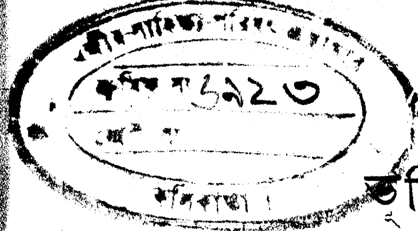
দেব,

কায়স্থপুরাণের প্রকৃত শ্রীসম্পাদনের মূলই আপনি। আপনার সাহায্য ব্যতীত কখনই দুরপরিগ্রহ হিন্দুশাস্ত্রের মীমাংসা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। আপনি স্বার্থবিহীন হইয়া যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কায়স্থ-পুরাণের পুষ্টিবর্দ্ধন করিয়াছেন, তাহাতে কায়স্থপুরাণ আপনার নিকট চিরকালের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিল। ইতি ১২৮৮ সাল, ২১এ ভাদ্র।

প্রণত দাস
শ্রীশশিভূষণ নন্দী।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।



ভূমিকা।

পরম পরাৎপর জগদীশ্বরের কৃপায় কায়স্থপুরাণের দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ হইল। এই পুরাণের প্রথম ভাগ ১২৮৫ সালের ২০এ বৈশাখ প্রকাশ হয়, নানা কারণ বশতঃ এতাধিককাল বিলম্বে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। কিন্তু এই বিলম্বের নিমিত্ত দোষার্পিত হইতে পারে না; কারণ, জাতিসম্বন্ধীয় গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা যত বিলম্বে হয়, ততই সন্দেহবিহীন হওয়া সম্ভব।

প্রথম ভাগ কায়স্থপুরাণের ভূমিকায় বিবৃত হইয়াছে যে কায়স্থ জাতির পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করাই কায়স্থপুরাণের উদ্দেশ্য। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে বঙ্গদেশস্থ প্রায় সকল জাতিরই মূলতত্ত্ব নির্ণয় করা হইয়াছে। অতএব অনেকে বলিতে পারেন যে কায়স্থজাতির মূল নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশে বল্লাল-নিয়মাধীন কায়স্থ উপাধিসম্পন্ন ক্ষত্রিয়বংশজ অর্থাৎ কুলীন ও মৌলিক কায়স্থ ও আচরণীয় রাঢ়শ্রেণী, বৈদিকশ্রেণী ও বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর আর্য্য জাতি নাই। ইংরাজী বিদ্যাপ্রভাবে বঙ্গদেশে প্রায় সমস্ত জাতিই আর্য্যভাব ধারণ করিয়া আপনাদের মূলতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া সময়ে সময়ে আর্য্যবংশজ বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকেন; এবং কলিকাতার নিয়মশূন্য ও স্বেচ্ছাচারী সমাজে (পল্লীগ্রামের সমাজে নহে) তাঁহারা আর্য্যবংশজ স্বরূপ গৃহীত ও আর্য্য কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) ও ব্রাহ্মণকে আপনাদের সমকক্ষ বলিয়াও মনে করিতেছেন।

এদিকে বঙ্গদেশস্থ বর্ত্তমান হিন্দুশাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপকগণ হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থ নিগম, আগম, যামল, বেদ, উপনিষদ, সংহিতা, পুরাণ ও প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশীলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ সকল মূল শাস্ত্র বিষয়ে একবারে অজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছেন। এমন কি, নিগমবেত্তা, আগম (তন্ত্র) বেত্তা, বেদবেত্তা, পুরাণ-বেত্তা ও প্রাচীন স্মৃতি ও সংহিতা তত্ত্ববিৎ অধ্যাপক এক্ষণে বঙ্গদেশে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা কেবল রঘুনন্দনের টিপনীর তুই এক পাতা ও ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে গৌতমসূত্রের এক আধটা বচন পাঠ করিয়া সমুদ্রবৎ হিন্দুশাস্ত্রের পারদর্শী হইয়াছেন মনে করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারা

স্বার্থ অনুসারে হীন জাতিকে আর্য্য ও আর্য্য জাতিকে অনার্য্য বলিতেছেন। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজও প্রাচীন অবস্থা ও শাস্ত্র বিষয়ে অজ্ঞ। সুতরাং অধ্যাপকগণ যাহা বলিতেছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা তাহাতে উদাসীন ভাব অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু সমস্ত শাস্ত্র না জানিয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা করা ও পাতি দেওয়া যে পাপাবহ, তাহা কয়জন অধ্যাপক মনে করিয়া থাকেন? এই সকল কারণে জাতিবিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া যে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া গেল, তাহা সাধারণের বিদিতার্থ এই গ্রন্থে বিবৃত হইল।

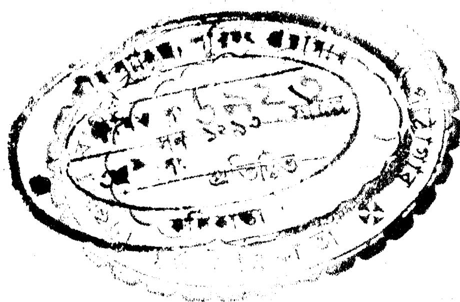
যেরূপ শাস্ত্রে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক ঘটনা ও জনশ্রুতি সহ সংমিলন করিয়া প্রত্যেক জাতির মূল নির্ণয় করা হইল। এই মীমাংসা যাঁহাদের অপ্রিয়জনক বোধ হইবে, তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে কায়স্থপুরাণকার বিদ্বেষবশতঃ স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু কায়স্থপুরাণের প্রকৃতি এরূপ নীচ নহে। তিনি যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রবাক্য সাময়িক ঘটনা সহ সংমিলিত মাত্র। যাহা হউক, কায়স্থপুরাণ তথাচ বিনয় পুরঃসর নিবেদন করিতেছেন যে অজ্ঞান ও ভ্রমপ্রমাদ বশতঃ যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা দয়া প্রকাশে তাহা মার্জ্জনা করিবেন। মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তি যে ঐরূপ অপরাধে লিপ্ত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

যাঁহারা এই গ্রন্থের সমালোচনা বা প্রতিবাদ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের কৃত মীমাংসা আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। তাহা হইলে স্বীয় ভ্রম সংশোধন অথবা সমালোচক বা প্রতিবাদকারীর ভ্রম দূর করিতে যত্ন করিব। কায়স্থজাতি লইয়া দীর্ঘকাল বাদানুবাদ চলিতেছে, স্বপক্ষ বিপক্ষ অনেক গ্রন্থও প্রণীত হইয়াছে। কায়স্থ জাতি কি? কৌস্তুভ ব্যতীত কেহই এই বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসায় প্রবৃত্ত হন নাই। বিপক্ষগণ করণ উপলক্ষ করিয়া কেবল কূট তর্ক স্থাপন করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু কূট তর্ক দ্বারা প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে না। কূটবুদ্ধি ও মীমাংসাবুদ্ধি স্বতন্ত্র, প্রথমটী কেবল সন্মীমাংসা বিনষ্ট ও দ্বিতীয়টী সৎ মীমাংসা স্থাপন করে। সুতরাং কায়স্থপুরাণের বাসনা যে কূট তর্ক স্থাপন না হইয়া কায়স্থ সম্বন্ধে একটী মীমাংসা

হয়। অতএব কায়স্থপুরাণের বিরুদ্ধে বা অনুকূলে যিনি যাহা লিখেন তাহা প্রাপ্ত হইলেই উহা কূটবুদ্ধিপ্রসূত কি মীমাংসাবুদ্ধি জনিত তাহা অবগত হইতে পারিব।

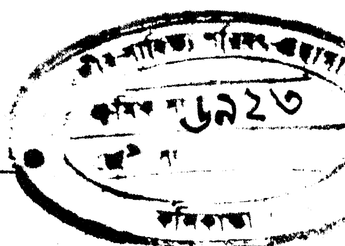
শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৫	আনায়ন	আনয়ন
২	২৩	ক্রমৎ	ক্রমাৎ
৮	১৩	কলধর্ম্ম	কুলধর্ম্ম
১০	২৭	প্রাড়বিবাকদৃক্ষদর্শকৌ	প্রাড়বিবাগহ্ক্ষদর্শকৌ
১৮	১৮	গ্রহণ করিয়া	গ্রহণ না করিয়া
১৯	১৬	দাস	দাম
৫৭	২১	ব্যোমসংহিতায়	আচারনির্ণয়তন্ত্রে
৬০	৩	দত্তাশ্রম	দণ্ডাশ্রম
৬৪	২৭	বিদ্যাদাকারং	বিদ্যাদকারং
৬৫	১৮	মসীশাহি	মসীশোহি
৯৮	৬, ৮, ৯	চ্যবন	শ্বেতকেতু
১০৮	৭	মনীশ	মসীশ
১০৯	২৭	পদ্মপুরাণ	শ্রুতি
১১০	২৪	বৃষলঃ স্মৃতঃ	বৃষলোচ্যতে
১১৩	২৪	বণিগ্বৃত্তিঃ	বণিগ্‌বৃত্তিঃ
১১৮	১	সত্রী-গৃহপতিঃ	তন্ত্রী-গৃহপতিঃ
১২২	১৫	অন্ন	অন্য
১২৭	১৫	ব্রহ্মপুত্রং	ব্রহ্মপুত্রঃ
”	১৯	ক্রমাদ্দেশান্তবং	ক্রমাদ্দেশান্তরং
১২৯	১৮	ভয়াব্রহ্মকঃ	ভয়াদ্রক্ষকঃ
১৩৫	২৫	জন্মতো	জন্মনা
১৩৮	১৪	প্রবল তরলসঙ্কুল	প্রবল তরঙ্গসঙ্কুল
১৪৬	১২	ধারণ করিলেও	ধারণ না করিলেও
১৫০	২৩	কেবল উপাধিতে	কেবল কায়স্থ উপাধিতে
১৫২	১২	বর্ণসংজ্ঞকঃ	বর্ম্মসংজ্ঞকঃ
১৬৯	১৪	প্রচক্ষতে	প্রচক্ষ্যতে
২২০	২২	করণ	কায়স্থ
২৬৮	১৪	ক্ষত্রিয়াদ্বিজাত্যাক্রান্তয়ে,	ক্ষত্রিয়াদি জাত্যাক্রান্তয়ে
২৮০	১১	মতদোষ	মাতৃদোষ
২৯৪	২৭	ব্যবস্থিত হয়,	ব্যবস্থিত হয় নাই
৩৩১	২৫	Dauts	Jauts
৩৩৩	১৮	ঐ এক শাখা	এক শাখা



কায়স্থ পুরাণ।

দ্বিতীয় ভাগ।



প্রথম খণ্ড।

কায়স্থদিগের কৌলীন্য পদ্ধতি পুনঃ প্রচলিত হইবার কারণ নির্ণয়।

আর্য্য নিয়ম কৌলীন্য পদ্ধতি মহারাজ বল্লাল সেন নূতন সংস্থাপন করেন নাই। বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, ও দত্ত ইহারা আদি কুলীন অর্থাৎ অতি প্রাচীন কাল অবধিই কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করিয়া আসিতেছেন। বল্লাল সেন কেবল মাত্র বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র প্রভৃতি স্থানবাসী ঐ পঞ্চ বংশজাত ও মৌলিক কায়স্থগণের বংশধরদিগকে আনায়ন পূর্ব্বক তাহাদিগের মেলবদ্ধ করিয়াছিলেন। আর্য্য-জাতি-সমূহ মধ্যে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বর্ণে কৌলীন্য প্রথা অতি প্রাচীন কাল অবধি প্রচলিত আছে। আর্য্যদিগের মধ্যে যাহারা রাজবংশীয় মহাকুলোদ্ভূত আর্য্য, সভ্য, সজ্জন ও সাধু তাহারাই

কুলীন। (১) কুলীন ব্যতীত রাজ সভাসদ হইতে পারিত না। (২) কুলীনের স্বাক্ষ্য বাক্যেই অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণীত হইত। (৩) আর্য্য-দিগের মধ্যে কুল মর্য্যাদা গ্রহণ করিবার নিয়মও প্রচলিত ছিল। কুলীন বংশজ মদ্রাধিপতি মহারাজ শৈল পাণ্ডুরাজের সহিত আপন ভগিনী মাদ্রীর বিবাহ সময়ে কুল মর্য্যাদা গ্রহণ করিয়াছিলেন। (৪)

ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যাহারা, মন্ত্রী সচীব, অমাত্য, প্রাড়্‌বিবাক (জজ্) পুরোহিত, কোষাধ্যক্ষ হইতেন তাঁহারা মহাপাত্র। (৫) কঞ্চুকী, গ্রামকর্ত্তা, নগরপাল, দূত, দ্বারপাল, চর, এবং সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারী ক্ষত্রিয়গণও

---

(১) রাজবীজী রাজবংশ্যোবীজ্যস্তু কুলসম্ভবঃ।
মহাকুলকুলীনার্য্যসভ্যসজ্জনসাধবঃ॥
ইত্যমরঃ।

(২) ধর্ম্মশাস্ত্রার্থ কুশলাঃ কুলীনাঃ সত্য বাদিনঃ।
সমাঃ শত্রৌচ মিত্রে চ নৃপতেঃ স্যুঃসভাসদঃ॥
ইতি নারদঃ।

(৩) ক। তপস্বিনো দানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
ধর্ম্ম প্রধানা ঋজবঃ পুত্রবন্তোধনান্বিতাঃ॥
ত্রয়ো বা স্বাক্ষিণো জ্ঞেয়াঃ শ্রৌত স্মার্ত্ত ক্রিয়ারতাঃ॥
যাজ্ঞবলক্য।

খ। কুলীনা ঋজবঃ শুদ্ধা জন্মতঃ কর্ম্মতোঽর্থতঃ।
ত্রয়ো বা স্বাক্ষিনো জ্ঞেয়াঃ শুচয়ঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ॥
নারদঃ।

(৪) মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত। ৪৭৮, ৪৮৬, ৪৮৭

(৫) রাজন্যকঞ্চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ।
মন্ত্রিধীসচিবোঽমাত্যোঽন্যকর্ম্মসচিবাস্ততঃ॥
মহাপাত্রাঃ প্রাধনানি পুরোধাস্তু পুরোহিতঃ।
দ্রষ্টরি ব্যবহারাণাং প্রাড়্‌বিবেকোঽক্ষদর্শকৌ॥
ইত্যমরঃ।

রাজন্য বলিয়া প্রখ্যাত। (১) এই সকল ক্ষত্রিয়গণই 'অচলা' মহাপাত্র। যখন ক্ষত্রিয়গণ কুলীন, মহাপাত্র ও 'অচলা' মহাপাত্র এই তিন সম্প্রদায়ে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পূর্ব্ব হইতে সমাজ স্থাপন করিয়া আসিতেছিলেন, তখন বঙ্গবাসী ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) কি নিমিত্ত মহারাজ বল্লাল কর্ত্তৃক ঐ তিন শ্রেণীতে পুনর্ব্বার বিভক্ত হইয়াছেন? ব্রাহ্মণগণই বা কি নিমিত্ত কেবল কুলীন ও শ্রোত্রিয় এই দুই শ্রেণীতে সংবদ্ধ হইলেন? বঙ্গদেশে যাহারা এক্ষণে গোস্বামীর হস্ত প্রভাবে বৈশ্য বলাইতে আটখানা হইয়াছেন, যাহারা রাহু-গ্রস্ত জাতিমিত্রের তেজে কটিদেশ চিরবিলাসিনী ঘুনসী উর্দ্ধধারিণী করিয়া কণ্ঠশোভিনী করিয়াছেন, এবং নবোন্নতিলাভের উৎসাহে মত্ত হইয়া কৌলীন্য প্রথা স্থাপক বল্লাল সেনকে আপনাদের আদি পুরুষ বলিয়া আমোদে নৃত্য করিতেছেন, কি কারণই বা ঐ নিয়ম তৎ কর্ত্তৃক তাহাদের সংস্থাপিত হইল না।

অনেকে অনুমান করেন, বঙ্গবাসিগণ সদ্‌গুণ সম্পন্ন হইবে এই উদ্দেশে প্রথমতঃ কৌলীন্য নিয়ম সংস্থাপিত হয়। কিন্তু তাহা হইলে সকল জাতির মধ্যে উহা প্রচলিত হইত, এবং অসদ্‌গুণ সম্পন্ন কুলীনও মৌলিক এবং সদ্‌গুণ বিশিষ্ট মৌলিকও কুলীন হইত। কুলীনই আর্য্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যই আর্য্য; শূদ্র অনার্য্য এবং বর্ণ সঙ্কর, পতিত ও নিষ্কুল। সুতরাং শূদ্র অথবা বর্ণসঙ্কর সদ্‌গুণ বিশিষ্ট হইলে কখন ব্রাহ্মণ, অথবা ক্ষত্রিয় কি বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া কুলীন হইতে পারে না।

শূদ্র যে কখন কুলীন অথবা কুলীন বলিয়া পরিগণিত নহে তাহা ধর্ম্ম শাস্ত্র দ্বারা ও সপ্রমাণ হয়। নারদ বলেন, ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশারদ, সত্যবাদী, এবং শত্রু ও মিত্রের সমদর্শী কুলীনই রাজ সভাসদ হইবে। কত্যায়ন বিধি করিয়াছেন, কার্য্য বশতঃ রাজা প্রজাদিগের সমস্ত কার্য্য দর্শন করিতে না পারিলে বিদ্বান্, বেদ পারগ, বিনীত, অপক্ষপাতী, পরলোক ভীত, ধর্ম্মিষ্ঠ, কার্য্যদক্ষ ও ক্রোধশূন্য কুলীন ব্রাহ্মণ তৎকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তদভাবে ঐ সকল গুণ বিশিষ্ট ক্ষত্রিয়, তদভাবে ঐরূপ বৈশ্য নিযুক্ত হইবেন, কিন্তু

---

(১) অমর কোষ ক্ষত্রিয় বর্গ দেখ।

শূদ্র কখনই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। ঐ সকল গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দুর্ল্লভ হইলে জ্ঞান হীন দ্বিজাতি ও ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইবে, তথাপি শূদ্র নিযুক্ত হইতে পরিবে না। শূদ্র যে রাজার রাজকার্য্য দর্শন করে, তাহার রাজ্য পঙ্ক-পতিত গাভীর ন্যায় অবসন্ন হয়। ব্যাস বলেন, যে রাজা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রদিগের সহিত রাজকার্য্য দর্শন করে তাহার রাজ্য দুর্ব্বল এবং সৈন্য ও সঞ্চিত ধন বিনষ্ট হয়। (১) যখন কুলীনই রাজসভাসদ হইবে, যখন কুলীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অপ্রাপ্য হইলে রাজা বরং বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাজকার্য্য দর্শন করিবেন, তথাপি শূদ্রকে ঐ অধিকার প্রদত্ত হইবে না, তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ই কুলীন ; শূদ্রজাতিরা কখনই কুলীন নহে।

---

(১) ক। ধর্ম্মশাস্ত্রার্থ কুশলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
সমাঃ শত্রৌচ মিত্রেচ নৃপতেঃ স্যুঃ সভাসদঃ॥
নারদঃ।

খ। যদিকার্য্যবশাদ্রাজা ন পশ্যেৎ কার্য্য নির্ণয়ম্।
তদা নিযুঞ্জ্যাৎ বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং বেদপারগং॥
দান্তং কুলীনং মধ্যস্থ মনুদ্বেগকরং স্থিতম্।
পরত্রভীরুং ধর্ম্মিষ্টমুদ্যুক্তং ক্রোধবর্জ্জিতম্॥
কাত্যায়নঃ।

গ। যদি বিপ্রো ন বিদ্বান্স্যাৎ ক্ষত্রিয়ং বাথযোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্র যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥ ঐ

ঘ। জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাৎ ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
ধর্ম্মপ্রবক্তা নৃপতের্নতু শূদ্রঃ কদাচন॥ ঐ

ঙ। যস্য রাজ্ঞস্তু কুরুতে শূদ্রোধর্ম্মবিবেচনম্।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ॥ ঐ

চ। দ্বিজান্ বিহায় যঃ পশ্যেৎ কার্য্যাণি বৃষলৈঃ সহ।
তস্য প্রক্ষুভ্যতে রাষ্ট্রং বলং কোষশ্চ নশ্যতি॥
ব্যাসঃ।

সুতরাং তাহারা কুলীনবংশজ অথবা কুলীন বলিয়া প্রখ্যাত হইতে পারে না।

ইতিপূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে বর্ণসঙ্করগণ বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসী। আর্য্যবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কনৌজ ও গৌড় দেশ হইতে আগমন করিয়া এ দেশে বসবাস করিয়া আছেন। প্রত্যুপকার স্মরণার্থ তাঁহারা নিকৃষ্ট শূদ্র, বৈদ্য, অম্বষ্ঠকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে তাঁহারা ও অন্যান্য জাতিগণ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত একভাবে কাটাইয়া ছিলেন, সুতরাং আর্য্যে, অনার্য্যে, রাজন্যে, রাজবংশজে প্রভেদ নির্ণয় ছিল না। ধর্ম্মাচারে সকলেই সমভাবে ছিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার সংস্পর্শদোষও লোপ হইল। এই সুযোগে অনেক অনার্য্যও আর্য্যোচিত আচার ব্যবহার অনুশীলন পূর্ব্বক উন্নতি লাভ করেন। বৈদ্য অম্বষ্ঠ ত পূর্ব্বেই এক প্রকারে আচরণীয় হইয়াছিলেন। এ দিগে কতিপয় হীনজাতি সাত শতী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইলেন। তাহাদের ও ব্রহ্মার মুখজাত ব্রাহ্মণবংশজ-দিগের মধ্যে যে স্বতন্ত্রভাব ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে লোপ হইয়া উভয় বংশই ক্রমে সমকক্ষ হইয়া উঠিতে লাগিলেন; এইরূপে এই সময়ে বর্ণের ব্রাহ্মণগণও লব্ধোদয় হইলেন। ব্রহ্মকায়স্থ ও ডেঙ্গরা কায়েতের মধ্যেও সেই ভাব দেখা দিল।

আর্য্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, তাহাদের আর আর্য্যমর্য্যাদা থাকে না। হীন জাতিরা ব্রাহ্মণবংশজ বলিয়া পরিচিত এবং ভিষক্ অম্বষ্ঠও আদৃত ও স্পর্শীয় হইয়াছে, ডেঙ্গরা কায়েত ও অন্যান্য বর্ণসঙ্কর জাতিরা আর্য্যব্যবহারে রত, দীর্ঘকাল গত হইলে তাহারাও আর্য্য বলাইতে পারে—সুতরাং বঙ্গবাসী আর্য্য অনার্য্য বংশজদিগের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিবে না—ইত্যাদি বিষয় তাহাদের চিন্তামার্গে সমুদিত হইল। তাহারা ভাবিলেন, তাহাদিগের বঙ্গ-বাসের কারণ ব্যক্ত ও আদিবাসভূমির নির্ণয় এবং তাহাদের আর্য্যমর্য্যাদা বিশেষরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহাদের বংশধরগণ আর প্রকৃত আর্য্য মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না; তাহাদের ও বঙ্গবাসী অনার্য্যবংশজদিগের কোন প্রভেদ লোপ হইবে; অনার্য্যরাও আর্য্য বলাইবে। তাহাতে আবার

ঘোর কলি আগত প্রায়। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা মহারাজ বল্লাল সেনের নিকট প্রস্তাব করিলেন, বঙ্গবাসী অনার্য্যগণ হইতে বিভেদ করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে মেলবন্ধন প্রথা প্রচলিত করেন এবং সেই উপায়ে বঙ্গে আর্য্যদিগের কৌলীন্য পরিরক্ষিত এবং এই বিভিন্ন প্রকার মানবদিগের প্রভেদক চিহ্ন চির প্রতিষ্ঠিত করেন।

মহারাজ বল্লাল সেন তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আর্য্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে আনয়ন করিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাদি এবং তাহাদিগের আদি বাসস্থান ও তত্তৎ স্থানের মাহাত্ম্য ও তাহাদের বঙ্গবাসের কারণ প্রভৃতি নানা বিষয় অবগত হইলেন। প্রথমে ব্রাহ্মণই রাজা ছিলেন, কালক্রমে তাহারা রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র ধর্ম্মযাজনে প্রবৃত্ত হন। অতএব ঐ সময়ে যাহারা হীনাচারী ছিলেন, তাহারা শ্রোত্রিয় ও অবশিষ্ট সদাচারী ব্রাহ্মণগণ কুলীন বলিয়া নির্নীত হইলেন। কায়স্থগণের (ক্ষত্রিয়গণ) মধ্যে যাহারা রাজবংশজ তাহারাই কুলীন, যাহারারাজবংশজ হইয়াও অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারা 'মধ্যল্য', যাহারা রাজবংশজ হইয়াও ক্রমে ক্রমে রাজন্য হইয়া মন্ত্রী প্রভৃতি পদে অভিষিক্ত হইয়া ছিলেন, তাহারা মহাপাত্র, যাহারা রাজন্য হইয়া ক্রমান্বয়ে কঞ্চুকী, গ্রামকর্ত্তা, প্রতিহারী প্রভৃতি পদাভিষিক্ত ছিলেন, তাহারা 'অচলা' মহাপাত্র এইরূপে শ্রেণীবদ্ধ হইলেন। এইরূপে মহারাজ বল্লাল সেন দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় আর্য্য ব্রাহ্মণদিগকে কুলীন ও শ্রোত্রিয় এই দুই শ্রেণীতে ও আর্য্য কায়স্থদিগকে কুলীন, 'মধ্যল্য', মহাপাত্র ও 'অচলা' মহাপাত্র এই শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভাগ করিরা আর্য্যমর্য্যাদা সংরক্ষণ মানসে মেলবদ্ধ করিলেন।

কুলীন কায়স্থদিগের "বিপ্র দাস" এই উপাধি-লাভের কারণ নির্ণয়।

মহারাজ বল্লাল সেন কনৌজী ও গৌড়ীয় বঙ্গবাসী ক্ষত্রিয়ের (কায়স্থ) মধ্যে আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ ও দান

এই নবগুণ বিশিষ্ট মহাকুলোদ্ভব রাজবংশজদিগকে কুলীন এবং বিদ্যাবান্, শুচি, ধীর, দাতা, পরোপকারী, রাজকর্ম্মচারী, দয়াবান এই সপ্ত গুণ সম্পন্ন রাজকুলোদ্ভব রাজণ্য বংশজাতদিগকে মৌলিক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। (১) এই নবগুণ সম্পন্ন মহাকুলজাত কনৌজী ব্রাহ্মণেরাও কুলীন হইয়াছেন। ঐ দুই বর্ণের কুলীন, নির্ণায়ক গুণের কোন ইতর বিশেষ নাই। সুতরাং বঙ্গাগত কনৌজী কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) ও ব্রাহ্মণ এক-আচার, এক-ধর্ম্ম, এক-বৃত্তি, এক-ক্ষমতাপন্ন—বংশভেদ ব্যতীত তাহাদের মধ্যে অন্য কোন প্রভেদ নাই; কিন্তু এইরূপ হইলেও কায়স্থ কুলীনেরা "বিপ্রদাস" এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি তাহা গ্রহণ করণে অসম্মত হইয়াছিলেন, তিনি হীনমর্য্যাদ হইয়াছেন। বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র অপেক্ষা দত্ত অগ্রগণ্য হইলেও ঐ উপাধি গ্রহণ না করিয়া দণ্ডস্বরূপে মৌলিকভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণই বেদাচারী হিন্দুদিগের গুরু ও ব্রহ্ম। (২) সুতরাং ক্ষত্রিয়; বৈশ্য ও শূদ্র—এই তিন বর্ণই সামান্যতঃ ও বিশেষতঃ তাহাদের দাস। কায়স্থেরা যদি ত্রিবর্ণের কর্ম্মজ দাস হইতেন, তাহা হইলে তাহাদের দাসোপাধি স্বভাব লব্ধ স্বরূপে পরিগণিত হইত। সুতরাং তাহাদের আর "ব্রাহ্মণ দাস" উপাধি নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন কি ছিল?

কূটতর্ক হইতে পারে যে কণৌজী পঞ্চ কায়স্থ তত্তৎস্থানীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণের নিযুক্ত পরিচারক কর্ম্মজ দাস তাহারা বঙ্গবাসী হইবার পরে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে অন্যান্য জাতির ন্যায় দাস্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সমাজিক উন্নতি লাভ করেন এবং কালসহকারে সর্ব্ববিষয়ে স্বস্ব প্রভুর সমতুল্য হইয়াছিলেন। সুতরাং কুলীন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবার সময় ঐ পঞ্চ জনের পূর্ব্ববৃত্তি

---

(১) আচারোবিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম॥
বিদ্যাবাংশ্চশুচির্ধীরো দাতা পরোপকারকঃ।
রাজসেবী দয়াশীলো কায়স্থঃ সপ্ত লক্ষণঃ॥
কুলদীপিকা॥

(২) বর্ণানাংব্রাহ্মণো গুরু।

স্মরণ রাখিবার জন্য তাহাদিগকে ঐ উপাধি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, যে কায়স্থের প্রাচীন বিবরণ ব্রাহ্মণ দ্বারা গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তদ্দ্বারা তাহারা মহাকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের সমধর্ম্মী নবগুণ সম্পন্ন রাজবংশজ ও রাজবংশোচিত বেশে ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া সসৈন্যে কেহ অশ্বে কেহ গজে, কেহ শিবিকায় বঙ্গদেশে আগমন করেন, ইহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কবিভট্ট তাহাদিগকে দ্বিজ বলিয়াছেন। (১) অতএব ঐ তর্ক কেবল বিদ্বেষজনিত কূট তর্ক মাত্র।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজে দুই স্বতন্ত্র সম্প্রদায় উন্নতশিরা হইয়াছেন। এক সম্প্রদায় ইংরাজী শিক্ষানুসারে নিজের যুক্তির ও ইংরাজী গ্রন্থোক্ত প্রমাণের সেবক। ইহারা উন্নত সম্প্রদায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর এক সম্প্রদায় হিন্দু শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের কিছুমাত্র অমান্য না করিয়া সাধ্যমত কুলধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের আখ্যা বৃদ্ধসম্প্রদায়। উন্নত সম্প্রদায় যুক্তির অধীন, যুক্তি অভ্রান্ত হইলেও বলবৎ প্রমাণ। সুতরাং যুক্তির দ্বারায় প্রথমতঃ ঐ বিষয়ের কারণ নির্ণয় করা আবশ্যক।

উন্নত সম্প্রদায়ের অন্যতর মুখপত্র আর্য্যদর্শন বলেন, গ্রীসীয়ানদিগের ন্যায় আর্য্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা রক্ষার্থ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ এবং পরশুরাম ও ক্ষত্রিয়গণ তাহার উদাহরণ। এতদ্দ্বারা প্রতীতি হয় এই বর্ণদ্বয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠসম্ভ্রম লাভার্থ প্রাচীন কাল হইতে বিদ্বেষভাব চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং ক্ষত্রিয়গণ (কায়স্থগণ) কখন ব্রাহ্মণের সমকক্ষ না হয়, এরূপ চিন্তা ব্রাহ্মণদিগের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল। যে সময়ে ক্ষত্রিয়েরা তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিতেন, কি শ্রেষ্ঠ অথবা সমকক্ষ হইতে যত্ন করিয়াছেন, সেই সময়েই তাঁহারা কখন অভিসম্পাতে, কখন কৌশলে, কখন বা অস্ত্রবলে তাহাদিগকে উৎসন্ন করিয়াছেন। নহুষ রাজা ব্রাহ্মণের দ্বারা আপন শিবিকা বহন করাইতেন; সেই অপরাধে দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে তাহাকে সর্পদেহ ধারণ করিতে হইল।

(১) প্রথমভাগ দেখ।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র অহঙ্কার করিলেন, অমনি বিশ্বামিত্রের কৌশলে তাঁহাকে চণ্ডাল হইতে হইল। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, যিনি বগলামন্ত্র জপ করেন তিনি ব্রাহ্মণ। (১) ঐ মন্ত্র-প্রভাবে চিত্রাঙ্গদ ব্রাহ্মণ হইবার যত্ন করিয়া অভিশম্পাতের বলে পাতালে গমন করিলেন। পরশুরামের অস্ত্রবলের ত কথাই নাই। তবে ক্ষত্রিয়েরা যখন ক্রীতদাসের ন্যায় ব্রাহ্মণের সেবা ও আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা তাঁহাদের অনুগ্রহের, স্নেহের ও আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন।

উন্নতসম্প্রদায়ের মতে বেদ ব্যতীত তন্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বিনাশার্থ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক আধুনিক সংরচিত গ্রন্থ। এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইলে ব্রাহ্মণই ব্রহ্ম, পরমেশ্বর বিষ্ণু বিপ্রপদাঘাত সহ্য করিয়াছেন, বিপ্র-পাদোদক ধারণ করিলে পাপক্ষয় হয়, ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত শাসন ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতাসূচক, কল্পনাপ্রসূত ও তাহাদের নিজের সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা সংস্থাপ-নার্থ উদ্ভূত হইয়াছে মাত্র। অতএব কালক্রমে ব্রাহ্মণেরা হীনতপা, হীন-বীর্য্য হইলে ক্ষত্রিয়দিগের পূর্ব্বকার্য্য স্মরণ করিয়া তাহারা এরূপ চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন যে ক্ষত্রিয়গণ পুনরায় ঐরূপ করিতে উদ্যত হইলে আর দমন করিবার সাধ্য ছিল না। অতএব ইহাদিগকে একবারে নিস্তেজ করা কর্ত্তব্য। শুভক্ষণে বুদ্ধ দেবের আবির্ভাব হইল, সকল জাতিই এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলেন; এতদ্দেশীয় ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) যজ্ঞোপবীত-বিহীন ও সাবিত্রী-সংস্কার-বর্জ্জিত হইলেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণের যত্নে ঐ ধর্ম্ম লোপ হইল; ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে হীনাচারী করিবার বাসনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ প্রায় তুল্যমর্য্যাদ ছিলেন। কলিযুগেই ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের সমবৃত্তি ও সমপদবিশিষ্ট হইয়া বিরাগের ভাজন হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরাই হিন্দুদিগের পুরোহিত, তাহারাই যাজ্ঞিক। সুতরাং তাহারা পুরোধাঃ ও পুরোহিত উপাধি-সম্পন্ন। এ নিমিত্ত তাঁহারা হিন্দু সমাজে পরম পূজনীয় হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে দেবতা মন্ত্রের অধীন,

---

(১) কায়স্থপুরাণ, প্রথমভাগ, আচারনির্ণয় তন্ত্র দেখ।

মন্ত্র ব্রাহ্মণের আয়ত্ত, সুতরাং ব্রাহ্মণই ব্রহ্ম। (১) কিন্তু অমরকোষে দেখা যাইতেছে, ক্ষত্রিয়েরা (কায়স্থেরা) এই মন্ত্র আপনাদের আয়ত্ত করিয়া যাজ্ঞিক ও পুরোহিতপদলাভেও কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কায়স্থউপাধিসম্পন্ন ক্ষত্রিয় চিত্রাঙ্গদ ঐ মন্ত্র আয়ত্ত করিয়া ব্রাহ্মণ হইবার নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। অমরকোষ অমর সিংহের কৃত, অমর সিংহ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ। বিক্রমাদিত্য ১৯০০ বৎসরের লোক। সুতরাং ক্ষত্রিয়গণ ঐ সময়ে ও তাহার পূর্ব্বে পুরোধাঃ ও পুরোহিতের আসন লাভে সফলপ্রয়াস হইয়াছিলেন। (২) ব্রাহ্মণদিগের উপাধি শর্ম্মা, মৌলিক কায়স্থদিগের এক সম্প্রদায়ের উপাধিও শর্ম্মা। আদিশূরের যজ্ঞে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র ও দত্ত ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ পূর্ব্বক আনয়ন করেন এবং আপনারা স্বতন্ত্র বেদিতে বসিয়া স্বাহোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দান করিয়া ভূস্বামি-বরণ প্রভৃতি যাজ্ঞিক কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। অতএব এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) ১৯০০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ ও সমপদবিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণের যেরূপ স্নেহের ও আদরের পাত্র হইয়াছিলেন, তাহার বর্ণন অনাবশ্যক। তবে; তৎকালে ক্ষত্রিয়েরা বীর্য্যবান, কাজেই ব্রাহ্মণেরা বিদ্বেষের কার্য্য করিবার যত্ন করিতে পারেন নাই।

বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলেও ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের (কায়স্থের) বিদ্বেষী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তন্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে, ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয়; চিত্রগুপ্ত যমবংশজ। ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) ব্রাহ্মণের অর্চ্চক, সেবক ও দাস। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তথাপি কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিলে (পণ্ডিতেরা নহে) সাধারণতঃ ব্রাহ্মণমণ্ডলী যেন

---

(১) দেবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণজ্ঞেয়া ব্রাহ্মণো দেবতা ততঃ॥

(২) রাজন্যকঞ্চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ।
মন্ত্রী ধীসচিবোঽমাত্যোঽন্যকর্ম্মসচিবস্ততঃ॥
মহামাত্রাঃ প্রধানানি পুরোধাস্তু পুরোহিতঃ।
দ্রষ্টরি ব্যবহারাণাং প্রাড়্‌বিবাগ্‌ দৃক্ষদর্শকৌ॥

ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠেন। প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ শাস্ত্রানুসারে কায়স্থের যজ্ঞোপবীত পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন; তৎসম্বন্ধে কায়স্থ-কৌস্তুভ প্রচার হইল। অমনি চতুর্দ্দিক হইতে ব্রাহ্মণগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। অজ্ঞের ন্যায় মনে যাহা উদয় হইল, বকিতে ক্ষান্ত হইলেন না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতি ধ্বংস করিবার প্রস্তাব লইয়া ইংরাজী-কৃতবিদ্যগণ মেদিনী তোলপাড় করিতেছেন। "বঙ্গ দর্শন" পক্ষপাতশূন্য ষড়-রিপু-বর্জ্জিত নূতন মুনির অবতার স্বরূপ নব্য সম্প্রদায়ের মাননীয় হইয়াছেন। কিন্তু তাহার কার্য্য প্রণালী দেখিলে তাহা পক্ষ-পাত-শূন্য নহে, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। ১২৮১ সালের মাঘ মাসের সংখ্যায় বাঙ্গালার ইতিহাস নামক একটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। তাহা সম্পূর্ণরূপে বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাসের উপর সংস্থাপিত। মুখোপাধ্যায় মহাশয় আইন আকবরির উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন, প্রাচীনকালে "বাঙ্গালার জমীদারেরা কায়স্থ,—২৩৩৩০ অশ্বারোহী,—* * দিয়া থাকেন।" বঙ্গদর্শন ঐ অংশটুকু উদ্ধৃত করিবার সময়ে কায়স্থ শব্দের পরিবর্ত্তে কয়েকটী বিন্দু দিয়া "কায়স্থ" শব্দটি অপলোপ করিয়াছেন। ইহার কারণ কেবল দ্বেষ ও জাত্যভিমান। জমীদারই ভূস্বামী, রাজা; প্রাচীন কাল হইতে কায়স্থ জাতি এদেশের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলে এক্ষণে তাহাদিগকে দাস বলা সঙ্গত হইতে পারে না। ইহাতেই ঐ রূপ প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। বঙ্গ-দর্শনই বলিতে পারেন, এরূপ সত্যাপলোপ-প্রবৃত্তি সৎশিক্ষার ফল ও উন্নত নীতির পরিচায়ক কি না?

মহাত্মা কাশীরাম দাসের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। তিনি বঙ্গ ভাষায় মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের বিদ্বেষ ও অত্যাচারে তাহাকে স্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গিয়া বাস করিতে হইয়াছিল। তথাপি বঙ্গদর্শনের মতে ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপর নহেন। নব-প্রসূত কল্পদ্রুম 'কায়স্থ পুরাণ' প্রথমভাগের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করা হইল। কিন্তু তথাপি পূর্ব্ব বিদ্বেষ বশতঃ কল্পদ্রুম কি রূপ প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত হইয়াছেন।

ইত্যগ্রে বর্ণিত অবস্থা ও তৎপ্রণোদিত যুক্তি দ্বারা প্রমাণ হয়, যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবার পর কনৌজি পঞ্চ কায়স্থের বংশধরগণ সাবিত্রীভ্রংস হেতু শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইলেন। যখন বল্লাল সেন তাহাদিগের মেলবদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহাদের কৌলীন্য পদ সংস্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন তখন ব্রাহ্মণেরা নহুষ প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের অনুষ্ঠিত কার্য্য স্মরণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহারা আবার তাহাদের সমকক্ষ হইয়া উঠিল। যাহা হউক কৌশল ক্রমে পুনর্ব্বার ইহাদিগকে চিরাধীনতায় রাখিবার উপায় না করিলে সর্ব্বোচ্চ পদ মর্য্যাদা থাকিবে না; বিশেষতঃ বিনাশ্রমে ও পরশ্রমে সুখভোগ করা কঠিন হইবে। তন্ত্র পুরাণ মতে আমরা ব্রহ্ম, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) ও বৈশ্য আমাদের সেবক, অর্চ্চক ও দাস। দেখা আবশ্যক, ইহারা আপনাদিগকে আমাদের দাস বলিয়া স্বীকার করে কি না? না করিলে ইহারা অদ্যাপিও বৌদ্ধমতাবলম্বী, হিন্দুধর্ম্মাশ্রয়ী নহে; সুতরাং কুলীন হইলেও আর্য্য-মর্য্যাদা পাইতে পারে না। এইরূপ সংকল্প করিয়া তাহারা মহারাজ বল্লাল সেনের নিকট আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি ভাবিলেন, ব্রাহ্মণই ব্রহ্ম; ব্রহ্মশাপ প্রকৃতই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ। সেই শাপভয়ে তিনি অগত্যা তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া প্রথমতঃ দত্তকে ঐ উপাধি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া রাজপ্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন। এতদ্দর্শনে ঐ উপাধি সাধারণতঃ সমস্ত কুলীন কায়স্থকে অর্পণ করিবার সংকল্প হইল।

এরূপ তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে ব্রাহ্মণগণ কায়স্থদিগের বিদ্বেষী হইলে কখনই তন্ত্র পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে তাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইতেন না। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ যে সময়ে সংরচিত হইয়াছে তৎকালে তাহাদিগকে ব্রহ্ম-কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় বলিয়া সাধারণের অবগতি ছিল। সুতরাং সে সময়ে তাহা-দিগকে একবারে সহসা শূদ্র বলিয়া ব্যক্ত করা বড় সহজ ছিল, না; কৌলীন্য প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া "ব্রাহ্মণের দাস" এই উপাধি প্রাপ্ত হইবার পর হইতে ঐ রূপ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

বৃদ্ধসম্প্রদায়ের বিশ্বাস তন্ত্র ও পুরাণাদি ধর্ম্মের সকল সমস্তই ঈশ্বরোক্তি।

এক্ষণে সেই সকল গ্রন্থানুসারে ক্ষত্রিয়দিগের "বিপ্রদাস" উপাধি লাভসম্বন্ধে মূলতত্ত্ব নির্ণয় করা আবশ্যক। অতএব প্রথমতঃ বিবেচনা করা যাউক যে 'দাস' শব্দ কি রূপ স্থলে কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দাসত্ব তিন প্রকার। বিশেষ দাসত্ব, সামান্য দাসত্ব ও কর্ম্মজ দাসত্ব। এই কার্য্যত্রয়ে ইতর বিশেষ থাকিলেও ঐ ত্রিবিধ কার্য্য কারক সাধারণতঃ দাস, সেবক, ভৃত্য ও কিঙ্কর এই চতুর্বিধ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। বিশেষ দাসত্ব ধর্ম্মানুগত, সামান্য দাসত্ব ব্যবহারসম্মত। জীবিকা নির্ব্বাহার্থ নিরবচ্ছিন্ন পরিচর্য্যা অর্থাৎ হীনকর্ম্মজনিত কার্য্যই কর্ম্মজ দাসত্ব।

অগ্রপশ্চাৎ-জন্মজনিত গুরুতর ও লঘুতর সম্পর্ক বিবেচনায় অর্থাৎ মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি গুরুতর ব্যক্তির শরীর ও মনের তুষ্টিসাধন মানসে যে কোন প্রকার দাসত্বের কার্য্য করা যায়, তাহা বিশেষ দাসত্ব। পুনঃসংস্কার হইলে দ্বিতীয়বার জন্ম হয়। বিদ্যাই ঐ সংস্কারের মূল। সুতরাং বিদ্যাগুরু, দীক্ষাগুরু প্রভৃতি সম্পর্কবান্ ব্যক্তিরাও ঐ জন্ম-জনিত সম্পর্কের অন্তর্গত। এই রূপ সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের সেবা শুশ্রূষা, পূজা প্রভৃতি দাসত্বের কার্য্য করা পরম ধর্ম্ম। অতএব এই দাসত্ব হেতু কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) কি বৈশ্য, সমস্ত বর্ণই শ্রেণীপরম্পরা সম্পর্ক বিবেচনায় পরস্পর পরস্পরের দাস।

সামান্য দাসত্ব বিশেষ দাসত্বের অন্তর্গত হইলেও জন্ম জনিত গুরুতর সম্পর্ক ব্যতীত শ্রেষ্ঠ পদ, মান ও ক্ষমতার আধিক্য হেতু গৌরব বৃদ্ধি করণার্থ হীনতা স্বীকারের জন্য দাস, ভৃত্য, সেবক, কিঙ্কর শব্দ প্রয়োগ দ্বারা যে কার্য্য করা যায়, তাহা সামান্য দাসত্বের কার্য্য। আর্য্যদিগের মধ্যে প্রাচীন কাল অবধি এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। পত্র লিখিবার পাঠনির্ব্বাচন বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সেবক ও আজ্ঞাকারী প্রভৃতি আত্মপ্রযোজ্য পাঠ এবং পরমপূজনীয়, মদেকসদয় প্রভৃতি যথাযোগ্য সম্মানসূচক পাঠ অদ্যাপিও পল্লীগ্রামের সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। কেবল এক্ষণকার ইংরাজীরসমার্জ্জিত নিয়মত্যাগী স্বেচ্ছাচারী সহরের হিন্দু সমাজ হইতে ঐ প্রথা অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে এতৎসম্বন্ধে জ্ঞানকৌমুদী নামে একখানি গ্রন্থও প্রণীত হইয়াছিল।

সম্রাটদিগের সম্ভ্রমার্থ মহারাজগণও দাসত্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন ; এক্ষণেও হইতেছেন। সম্রাট যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত ছিলেন। অন্যান্য রাজগণের মধ্যে কেহ চামরধারী, কেহ প্রতীহারী, কেহ বা অন্যান্য রূপ সেবকের কার্য্য সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হন। ভারতেশ্বরী কুইন-ভিক্টোরিয়ার রাজসূয় যজ্ঞে কাশ্মীরের মহারাজের পুত্র ভাইসরয় গবর্ণর জেনেরেলের (page) ভৃত্য পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজেরাও রাজকীয় বিষয় সম্বন্ধীয় পত্রে "আপনার দাস" এই শব্দ অগ্রে লিখিয়া তাহার পর নাম স্বাক্ষর করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রেও ব্যক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণপ্রভৃতি সমস্ত অসংকীর্ণ বর্ণ শ্রেণী বিভাগানুসারে স্ববর্ণের ও স্বস্ব উপরিতন বর্ণের দাস স্বরূপ। মিতাক্ষরায় দাস শব্দের বিবরণে নারদের শাসনের উল্লেখ হইয়াছে। যথা,

শুশ্রূষকঃ পঞ্চবিধঃ শাস্ত্রে দৃষ্টো মনীষিভিঃ।
চতুর্ব্বিধঃ কর্ম্মকরস্তেষাং দাসা স্ত্রিপঞ্চকাঃ॥
শিষ্যোঽন্তেবাসী ভৃত্যশ্চ চতুর্থস্ত্বধিকর্ম্মকৃৎ।
এতে কর্ম্মকরা জ্ঞেয়া দাসাস্তু গৃহজাদয়ঃ॥

অর্থাৎ শিষ্য বেদবিদ্যার্থী, অথবা শিল্পবিদ্যাদি-শিক্ষা-কাম কিম্বা অধিকর্ম্মকারীরা দাস। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

অর্থস্থ পুরুষোদাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যার্থেন কৌরবৈঃ॥

বগলামুখীস্তোত্রে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সর্ব্ববর্ণকেই দাস বলিয়া পরিচয় দিতে হয়। যথা

দাসোঽহং শরণাগতং করুণয়া বিশ্বেশ্বরি, ত্রাহি মাং। ইত্যাদি।
কুব্জিকাতন্ত্রং।

সুতরাং এই দাস কর্ম্মজ দাস নহে, সামান্য দাস মাত্র। অতএব কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয় (কায়স্থ), কি বৈশ্য, সমস্ত আর্য্যবর্ণই সামান্যতঃ দাসপদবীসম্পন্ন। কিন্তু তাহারা বিশেষ ও সামান্যতঃ দাসপদবী সম্পন্ন হইলেও তাহাদের স্বতন্ত্র পরিচায়ক উপাধি আছে; যথা,—শর্ম্মা, বর্ম্মা, ধন ইত্যাদি।

বঙ্গদেশে স্মার্ত্তবাগীশের মত প্রচলিত হইলে বঙ্গবাসী কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) আপনাপন বংশের আদি পুরুষের নামে পরিচায়ক-উপাধি সম্পন্ন হইয়াছেন। যথা, বসু, ঘোষ, ইত্যাদি।

জীবিকা নির্ব্বাহার্থ নিরবচ্ছিন্ন শ্রমজনিত হীনকার্য্য অর্থাৎ পরিচারকের কার্য্য করাই কর্ম্মজ দাসত্ব। হিন্দুগণ কর্ম্মকে অদৃষ্ট বলেন। অদৃষ্ট ঈশ্বর-পদবাচ্য। ঈশ্বরই ব্রহ্মা। অতএব ব্রহ্মার নিরূপণানুসারে সর্ব্ববর্ণের শারীরিক সেবা ও পরিচর্য্যার দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ ও তদ্দ্বারা ধর্ম্ম সাধন করার কার্য্যই হিন্দু শাস্ত্রমতে কর্ম্মজ দাসত্ব। এই দাসত্ব নিযোজ্য পরিচারকের কার্য্য। যথা—

ভৃত্যে দাসেরদাসেয়দাসগোপ্যকচেটকঃ।
নিযোজ্যঃ কিঙ্করোপ্যেষ ভুজিষ্যা পরিচারিকা॥
ইত্যমরঃ।

অতএব এই দাসত্ব কেবল অসংকীর্ণ শূদ্রের প্রতি প্রয়োজ্য হইতেছে। বর্ণসঙ্কর জারজ রূপে উদ্ভব হেতু পতিত ও কুলশূন্য। তাহারা আর্য্যের অনাচারণীয় ও অব্যবহার্য্য। সুতরাং তাহারা শূদ্রের কর্ম্মজ দাস। অতএব ক্ষত্রিয়েরা (কায়স্থেরা) ব্রাহ্মণের বিশেষ ও সামান্য দাস বটেন, কর্ম্মজ দাস নহেন।

যদিও কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের সামান্য ও বিশেষ দাস বটেন, তথাপি বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই তাহারা "ব্রাহ্মণের দাস" এই উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। অতএব কেবল মাত্র বঙ্গদেশের কায়স্থগণের এইরূপ আখ্যাত হইবার কারণ কি ?

আচারনির্ণয়তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, পার্ব্বতী মহাদেবকে বলিলেন, আপনি অতি আশ্চর্য্য কথা বলিতেছেন, শূদ্রের কনিষ্ঠজাতি কি প্রকারে বিপ্র সেবা করিতে পারে। (১) এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, অসংকীর্ণ বর্ণ চতুষ্টয় ব্যতীত কোন বর্ণসঙ্কর জাতির বিপ্রসেবায় অধিকার নাই। এক্ষণে দেখা

(১) অতীব চিত্রং শম্ভো ত্ব মুক্তবানাবয়োরুত।
শূদ্রাৎ কনীয়সী জাতি রভবদ্বিপ্রসেবকঃ॥

আবশ্যক কি নিমিত্ত ঐ মুখ্যধর্ম্ম সাধনে বর্ণসঙ্কর জাতির অধিকার নাই।

ভগবদ্‌গীতায় ব্যক্ত আছে, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর সংযোগে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি। তাহাদের কোন কুল নাই, তাহারা মাতৃ-পিতৃ-উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি যাহা করে, সমস্তই পণ্ড। তাহাদের নিশ্চিত আবাসস্থান নরক। যথা

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥

মানবে বর্ণিত হইয়াছে, সত্যযুগে বেণ রাজার অধিকারসময়ে কয়েক জন মনুষ্য পশু-ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া সম্পর্কভেদজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া যে সকল পরস্ত্রী, অনূঢ়া ও রজস্বলাস্ত্রীগমন করিয়াছিল, তাহাদের গর্ভজাত সন্তানেরাই বর্ণ-সঙ্কর। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উক্ত আছে, আদি বর্ণ চতুষ্টয়ের অবৈধ সংযোগে বর্ণসঙ্কর উদ্ভূত হইয়াছে। অমরকোষে ব্যক্ত আছে, করণ ও অম্বষ্ঠ অবধি চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমস্ত জাতি সঙ্কীর্ণ (জারজ) শূদ্র। যথা—

আচণ্ডালাস্ত সঙ্কীর্ণা অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ।
শূদ্রাবিশোস্ত করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্দ্বিজন্মনোঃ॥

অতএব বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তির অবস্থা ও ভগবদ্‌গীতার বচন দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয়, ঐ সকল জাতির কোন প্রকার ধর্ম্ম সাধনে অধিকার নাই, সুতরাং তাহারা বিপ্র সেবাতেও বঞ্চিত হইয়াছে। এরূপ বলা যাইতে পারে, বর্ণসঙ্করেরা ধর্ম্মসাধনে অনধিকারী হইলে ব্রাহ্মণগণ কি নিমিত্ত তাহাদের ধর্ম্ম যাজন করিতেছেন। এস্থলে কৃত্তিবাসের বাক্য বিভীষণের প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখা উচিত। তিনি শপথ করিয়াছিলেন, অবিশ্বাসের কার্য্য করিলে তিনি কলির ব্রাহ্মণ হইবেন। অতএব কলির অবস্থা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশে কনৌজ ও গৌড় হইতে আগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ব্যতীত আর সমস্ত জাতিই অনার্য্য বর্ণসঙ্কর। মহারাজ বল্লাল সেন দেখিলেন, বর্ণসঙ্কর জাতির ধর্ম্মসাধনে অধিকার না থাকায় বিপ্রসেবায় অধিকার নাই। ব্রাহ্মণের

পূজা কে করে তাহার অবধারণ আবশ্যক। বল্লাল ভূপতির এইরূপ মনোভাব অবগত হইয়া; ব্রাহ্মণেরা আপনাদের মনোগত স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশে বলিলেন, এ দেশে কায়স্থ ব্যতীত আর্য্যজাতি নাই। প্রাচীন কাল হইতে কায়স্থ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরাই আমাদের পূজক ও শিষ্য। অতএব তাহারাই আমাদের সেবক হইবেন। সুতরাং তিনি নিশ্চয় করিলেন, বঙ্গদেশে ইহারাই ব্রাহ্মণের মানপ্রদ, ইহাদের দ্বারাই যথাযোগ্য ব্রাহ্মণের পূজা হইবে। এইবশতঃ ইহাদিগকে আর্য্যচিহ্ন-স্বরূপ "বিপ্রদাস" উপাধি প্রদান করিবার আবশ্যক হইল।

রাজদত্ত মর্য্যাদা পরীক্ষা ব্যতীত প্রদত্ত হয় না। কায়স্থগণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রভাবে "জাতি নাই" এই উপদেশে দীক্ষিত হইয়া বহু কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিশেষ ও সামান্য দাসত্ব আর্য্যদিগের পরম ধর্ম্ম। অতএব কায়স্থেরা আপন অগ্রজ (ব্রাহ্মণের) গুরুর দাসত্ব করিতে সম্মত আছে কি না, পরীক্ষা করিবার আবশ্যক হইল।

কুলীন নির্ণায়ক নবগুণের মধ্যে বিনয়গুণানুসারে কায়স্থগণ আপন অগ্রজের নিকট দাস বলিয়া স্বীকার করে কি না, এ বিষয় পরীক্ষা করিবারও প্রয়োজন হইল। সুতরাং কায়স্থদিগকে "বিপ্রদাস" এই আর্য্য-চিহ্ন উপাধি প্রদান করিবার প্রয়োজন হইল।

কায়স্থদিগের কুলীন, 'মধ্যল্য' মহাপাত্র ও অচলা-মহাপাত্র নির্ণয়।

কায়স্থগণের (ক্ষত্রিয়গণের) মধ্যে কনৌজ হইতে আগত বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র ও দত্ত এই পঞ্চ জনই আদি কুলীন। (১) তাহাদের বংশজাতদিগকে মেলবদ্ধ করণার্থ মহারাজ তাহাদিগকে "বিপ্রদাস" উপাধি প্রদান করিবার প্রস্তাব করিলেন। এতচ্ছ্রবণে তাহারা ইতিকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

---

(১) তত্রাদিশূররাজেন কান্যকুব্জদেশাদানীতৈ ব্রাহ্মণপঞ্চকৈঃ।
সহ ঘোষবসুমিত্রদত্তগুহাঃ পঞ্চাগতা আদিকুলীনাঃ॥
ইতি কুলদীপিকা॥

দত্ত ভাবিলেন, বঙ্গদেশ অপবিত্র, বর্ণসঙ্কর জাতির বাসস্থান; কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত এস্থানে আর আর্য্য জাতি নাই। "বিপ্রদাস" এই পরম পবিত্র আর্য্য-চিহ্নের মর্ম্ম ঐ সকল জাতিরা অবগত নহে। তাহারা ব্রাহ্মণবিদ্বেষী রক্ষঃ-স্বভাব-সম্পন্ন, পাপবংশজ, গুরু-আজ্ঞালঙ্ঘনে ভীত নহে, গুরুর গামছা ভূপতিত হইলে উঠাইয়া লইতে ঘৃণা বোধ করে, গুরুর প্রসাদ গ্রহণ করিতে চাহে না। অতএব চিরকাল এই সকল অসভ্য অনার্য্য বন্য জাতির মধ্যে বাস করিতে হইবে। কালক্রমে "বিপ্রদাস" উপাধি সংক্ষেপ হইয়া কেবল দাস উপাধি থাকিবে। পরিবৃত্তি-গর্ভজাত ডেঙ্গরা কায়েতগণ দাসউপাধি-সম্পন্ন। কায়স্থ ও কায়েত এই দুয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিবে না। সুতরাং দীর্ঘকাল পরে আর্য্যবংশজগণ দাস শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইবে। পরে আমাদের রাজ-বংশজ মহাকুলোদ্ভব বলিয়া তখন কেহই সমাদর করিবে না। এই সকল চিন্তা পরবশ হইয়া দত্ত অভিমানের বশবর্ত্তী হইলেন। তিনি বলিলেন, মহারাজ, আমার আদিপুরুষ ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন। আমরা কাহারও দাস বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। অতএব আমরা ঐ চিহ্ন ধারণ করিব না। এতচ্ছ্রবণে মহারাজ বল্লাল সেন ভাবিলেন, দত্ত অতিশয় অভিমানী (১) সুতরাং তিনি দত্তবংশকে 'মধ্যল্য' অর্থাৎ কুলীনাপেক্ষা হীন বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। দত্তের অনুভব সুসঙ্গত বটে। "বিপ্রদাস" উপাধি গ্রহণ করিয়া মধ্যল্য হইতে হইলেও তাহার বংশধরদিগকে এক্ষণে "দাস দত্ত" "দত্ত দাস" এইরূপ পরিচয় দিতে হইয়াছে।

বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র ভাবিলেন, আমরা আর্য্য ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব রাজবংশজ। বিপ্রসেবায় নিরত থাকা আমাদের বংশানুগত পরম ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণই ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণই আমাদের উপাস্য পরমেশ্বর। স্বয়ং বিষ্ণু বিপ্রপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। অতএব ব্রাহ্মণের পূজায় নিযুক্ত হইয়া "বিপ্রদাস" এই আর্য্যচিহ্ন ধারণ করণাপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? বর্ণসঙ্কর জাতিরা যাহাই বলুক, তাহাতে ক্ষতি কি? ধর্ম্ম গ্রন্থের বাহিরে কেহই যাইতে পারিবেন না। অতএব "বিপ্রদাস" এই উপাধি

---

(১) অভিমানে বালির দত্ত যায় গড়াগড়ি।

গ্রহণ করা অতি কর্ত্তব্য। এই রূপ স্থির করিয়া বিষ্ণু যেমন বিপ্রপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, ইহারাও তদ্রূপ ঐ উপাধি ধারণ করিতে সম্মত হইলেন। তদ্দর্শনে মহারাজ বল্লাল সেন, সহর্ষ-চিত্তে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। তাহাদিগকে কুলীন বলিয়া মেলবদ্ধ করিলেন; এইরূপে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র কুলীন-বংশজ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন।

মধ্যল্য শব্দে কুলীনের কুলরক্ষা ও বিবাদ ভঞ্জন করা। (১) দত্ত, নাগ, নাথ এই তিন ঘর মধ্যল্য বলিয়া নির্ণীত হইল।

ইতিপূর্ব্বে নির্ণয় করা হইয়াছে, ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যাহারা মন্ত্রী, অমাত্য, সচিব, প্রাড়্বিবাক (জজ) প্রভৃতি দেওয়ানী কার্য্যাবলম্বী, তাহারাই মহাপাত্র। ইহারা ক্রমে সপ্তগুণ-বিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। বগলামন্ত্র জপ করিলে তীর্থ-দর্শন ও তপশ্চরণের আবশ্যক নাই। সুতরাং এই দুই লক্ষণ ব্যতীত কায়স্থেরা বিদ্যাবান্, শুচি, ধীর, দাতা, পরোপকারী, রাজ-কর্ম্মচারী, ক্ষমাবান্ ও দয়াশীল—এই সপ্তগুণসম্পন্ন। মহারাজ বল্লাল সেন রাজবংশজ বিংশতি ঘর কায়স্থকে মহাপাত্র বলিয়া মেলবদ্ধ করিলেন। তদনুসারে দাস, সেন, কর, দাস, পালিত,চন্দ্র, পাল, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, সিংহ, বিষ্ণু, আঢ্য ও নন্দন এই বিংশতি বংশ মহাপাত্র বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। (২)

---

(১) কুলীনকুলরক্ষার্থং বিবাদেষু মীমাংসয়া।
এতেষাং গুণমাশ্রিত্য মধ্যল্যকুলমুত্তমং॥
ইতি কুলদীপিকা।

(২) কুলীন ইতি সংজ্ঞা স্যাৎ মধলাশ্চ তথাপরঃ।
মহাপাত্রোঽচলশ্চৈব ইতিসংজ্ঞাচতুষ্টয়ং॥
বসুর্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ।
দাসঃ সেনঃ করোদামঃ পালিত্য শ্চন্দ্রপালকৌ॥
রাহাভদ্রৌ ধরোনন্দী দেবঃ কুণ্ডশ্চ সোমকঃ।
রক্ষিতাঙ্কুরসিংহাশ্চ বিষ্ণুরাঢ্যশ্চ নন্দনঃ॥

অমরকোষের লিখনানুসারে যাহারা রাজবংশজ, কিন্তু মহাপাত্রাপেক্ষা নিম্নপদাভিষিক্ত, অর্থাৎ কঞ্চুকী, প্রতীহারী, সৈনিক প্রভৃতি পদারূঢ় ছিলেন, তাহারা সমভাবাপন্ন বলিয়া অচলা মহাপাত্র নামে আখ্যাত হইলেন। যথা—

রাজন্যকঞ্চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ।

* * * প্রতীহারে দ্বারোপালো দ্বাস্থো দ্বাস্থিতদর্শকঃ॥

ইত্যাদি অমরকোষ ক্ষত্রিয় বর্গ দেখ।

অতএব দ্বিসপ্ততি ঘর কায়স্থ বংশজ অচলা মহাপাত্র বলিয়া মেলবদ্ধ হইলেন। (৩)

চত্বারোঽগ্র্যা স্ত্রয়ো মধ্যা মহাপাত্রাঃ পরে তথা।
এতেষাং সপ্তবিংশতির্বল্লালেন প্রশংসিতাঃ॥

ইতি কুলীনমধ্যল্যমহাপাত্রাঃ।

অচলান্ বক্ষ্যামি।

(৩) হোড়শ্চ স্মরকশ্চৈব ধরণী বাণ এবচ।
আইচঃ পৈগুরশ্চৈব শানশ্চ ভঞ্জবিন্দুকৌ॥
গুহশ্চ বললোধৌচ শর্ম্মা বর্ম্মাচ ভূমিকঃ।
হুইশ্চ রুদ্রকশ্চৈব বাণাদিত্যৌ চ পীলকঃ॥
খিলশ্চ গুপ্তচাক্রীচ বন্ধুশ্চ শাক্রিসংজ্ঞকঃ।
হেশশ্চ সুমন্থু গর্গৌ রাণারাহুতদাহকাঃ॥
দানাগণাপমানাখ্যাঃ থামঃ ক্ষেমশ্চ তোষকঃ।
বৈশ্চাপি ঘরবেদৌচ ভূতার্ণবকব্রহ্মকাঃ॥
ইন্দ্রশ্চ শক্তিসঙ্গৌচ ক্ষেমাশৌ বর্দ্ধনস্তথা।
হেমশ্চ বন্ধকশ্চৈব ভঞ্জঃ কীর্ত্তিশ্চ শীলকঃ॥
ধনুর্গুণো যশশ্চৈব মনোরীতিশ্চ দাড়িকঃ।
চাকিশ্চ শ্যামপুক্রিশ্চ গণ্ডকো নাদকস্তথা॥
বোইশ্চ হোমকশ্চৈব চাশকশ্চ তথৈব চ।
ঢোলশ্চ দূতকশ্চেতি দ্বিসপ্তত্যচলাঃ স্মৃতাঃ॥

ইতি ঘটকরামানন্দশর্ম্মকৃতকুলদীপিকা।

কনৌজ ও গৌড় পরিত্যাগের পর বঙ্গদেশই কায়স্থগণের মাতৃভূমি হইয়া পড়িয়াছিল। কায়স্থগণ মাতৃখণ্ড বঙ্গবিভাগ পরিত্যাগ করিয়া রাঢ় খণ্ডের দক্ষিণদিগ্বাসী হইয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ইহারা বঙ্গবিভাগ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় হইয়া আদিম কায়স্থ হইতে সম্পূর্ণ রূপে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। ক্রমে বল্লাল কৃত মেলবন্ধনের প্রণালী ও নিয়মাবলী তাহাদের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল। কে মধ্যল্য, কে মহাপাত্র, কে অচলা মহাপাত্র তাহারা তদ্বিষয়েও অজ্ঞ হইয়া পড়িলেন। 'বিপর্য্যয়ে কুলং নাস্তি' প্রভৃতি নিয়মের বিশৃঙ্খলা ঘটিল। এইরূপে দ্বাদশ পুরুষ অতিবাহিত হইল। ত্রয়োদশ পুরুষের সময় পুরন্দর বসু তৎস্থানীয় সমস্ত কায়স্থকে একজাই করিলেন। তিনি বঙ্গদেশ হইতে ঘটককারিকা গ্রন্থ ও ঘটকদিগকে আনয়ন করিয়া সমস্ত অবগত হইলেন। কিন্তু তৎকালে বল্লালিনিয়মানুসারে একজাই করা কঠিন হইয়া উঠিল। সুতরাং দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় তিনি মেলবদ্ধ করিলেন। (১)

মধ্যল্যের লক্ষণ এই ;—দশপুরুষ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে অনবচ্ছিন্ন রূপে কুলক্রিয়া করিলে মধ্যল্য অর্থাৎ কুলীনের কুলরক্ষক হইতে পারিবার বিধি বল্লাল সেন কর্ত্তৃক সংবদ্ধ হইয়াছিল। ঐ মধ্যল্য দ্বিবিধ ; সিদ্ধ ও সাধ্য। (২) অতএব এই সমাজের মেলবদ্ধ হইবার সময় যাহাদের অধিক পরিমাণে কুলক্রিয়া ছিল, তাহারা সিদ্ধ, ও যাহাদের কম পরিমাণে ছিল, তাহারা সাধ্য

---

(১) পুরন্দরবসুনৈষাং ত্রয়োদশ পর্য্যায়াবধি শ্রেণী-
পর্য্যায়বন্ধভ্রমকৃতকুলোদ্ধারণে কৃতে ॥
ইতি দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলদীপিকা।

(২) মধ্যল্য শব্দোরূঢ় ইত্যন্যঃ ডিথডবিথবৎ।
মধ্যল্যঃ কুলমধ্যস্থঃ কুলীনস্য বিশ্রামস্থলমিত্যর্থঃ।
মধ্যল্য শব্দস্য লক্ষণান্তরং—
কুলীনেতর সিদ্ধবংশজাতকত্বে সতি দশপুরুষাবধি অনবরত-
কুলার্চ্চনত্বং মধ্যল্যত্বং। স চ দ্বিবিধঃ সিদ্ধঃ সাধ্যশ্চ।
কুলদীপিকা।

মৌলিক হইলেন। এই সময়ে শোভাবাজারের দেববংশজগণ সর্ব্ববিষয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন। সুতরাং ঐ বংশজগণ সিদ্ধ মৌলিকের অগ্রগণ্য হইলেন।

এই মেলবদ্ধ হওনের সময় এই সমাজে ঘোষ, বসু, মিত্র এই তিন শ্রেণী কুলীন ছিলেন। সুতরাং এই সমাজেও তিনটি কুলীনশ্রেণী নির্ণীত হইল।

দক্ষিণরাঢ়ীয় দিগের এই রূপে মেলবদ্ধ হইয়াছে। ঘোষ, বসু, মিত্র এই তিন বংশ কুলীন। দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ, এই আট ঘর সিদ্ধমৌলিক (১)। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, গণ, ভঞ্জ, ভদ্র, নাগ, মন, ইন্দ্র, চন্দ্র, সোম, রক্ষিত, আদিত্য, পাল, নাথ বিদিৎ, ধনু, বাণ, গুণ, স্বর, তেজ, শক্তি, সাম, ধর, আইচ, অর্ণব, আষ, দানা, খিল, পিল, শীল, সানা, রাজ, রাহুৎ, রাণা, শূর, কীর্ত্তি, বল, বর্দ্ধন, অঙ্কুর, নন্দী, বিন্দু, বন্দ, শর্ম্মা, হুই, গুই, গণ্ড, দাম, নাদ নোদ, গুত, বই, গুপ্ত, বেশ, যশ, ভুই, রাহা, দাহা, কুণ্ড, পই. ধরণী, হোড়, মান, হেম. দণ্ডী, হোম, গুহ, ক্ষেম, থাম, খেম, খঞ্জ, বর্ম্মা, এই দ্বিসপ্ততিঘর সাধ্য মৌলিক বলিয়া মেলবদ্ধ হইয়াছেন। এই রূপে দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে মোট তিরাশী বংশ কায়স্থ বাস করিতেছেন।

উত্তর রাঢ়ীয়গণ আদৌ "বিপ্রদাস" উপাধি গ্রহণ করিলেন না। মহারাজ বল্লাল সেন তাহা গ্রহণার্থ অনুরোধ করায় সিংহ ক্রোধভরে অনেক সদর্প-বাক্ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তদ্বশতঃ সিংহের মস্তকে করপত্র বসাইবার আদেশ হয়; অমনি রাজাদেশে তাহার মস্তকে করপত্র বসান হইল। কিন্তু তিনি স্থিরচিত্তে মৃত্যুগ্রহণে স্বীকৃত হইলেন, তথাপি " বিপ্রদাস " উপাধি গ্রহণ করিতে সম্মত ও রাজার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। মহারাজ বল্লাল সেন সিংহের এই রূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও উন্নতমন দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহার জীবন রক্ষা করিলেন। এতদ্দর্শনে এই সমাজস্থ কায়স্থগণ ঐ উপাধি গ্রহণ করিতে একবারে অনিচ্ছু হইলেন। সুতরাং তাহাদিগকে ঐ উপাধি প্রদান করা হইল না। তবে তাহাদের মধ্যে

---

(১) এই গুহ কনৌজী কুলীনবংশজ গুহ নহে।
স্থানান্তরে এ বিষয়ের বিস্তারিত উল্লেখ আছে॥

যাহারা রাজবংশজ তাহারা কুলীন; যাহারা রাজন্যবংশজ তাহারা মধ্যল্য ও মৌলিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেন। যাহা হউক সর্ব্ব সমাজের কায়স্থেরই এই প্রথা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা হইলে আর কলির ব্রাহ্মণের বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইত না।

উত্তর রাঢ়ীয় দিগের মধ্যে এইরূপে মেলবদ্ধ হইয়াছে। সিংহ ও ঘোষ এই দুই বংশ কুলীন, দাস মধ্যল্য এবং মিত্র ও দত্ত মৌলিক অর্থাৎ মহাপাত্র। এতদ্ব্যতীত এই সমাজে আর কোন বংশ নাই। এই মিত্র, ঘোষ ও দত্ত কনৌজী বংশজ নহে।

বঙ্গীয় কুলীন, মধ্যল্য ও মহাপাত্রের বংশাবলি।

মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞে দশরথ বসু, মকরন্দ ঘোষ, বিরাট গুহ, কালিদাস মিত্র ও পুরুষোত্তম দত্ত এই পঞ্চ জন আদি কুলীন বংশজাত কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) আসিয়াছিলেন। ঐ দশরথ বসুর বংশোদ্ভব লক্ষ্মণ বসু ও পূষণ বসু, মকরন্দ ঘোষের বংশোদ্ভব মহাকীর্ত্তি ও চতুর্ভুজ; বিরাট গুহের বংশজাত দশরথ গুহ, মিত্র বংশীয় তারাপতি মিত্রকে মহারাজ বল্লাল সেন মুখ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া নির্ব্বাচিত করিলেন। (১)

---

(১) বসুবংশেচ মুখ্যৌ দ্বৌ নাম্না লক্ষ্মণপূষণৌ।
ঘোষেষুচ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভুজমহাকৃতিঃ॥
গুহে দশরথশ্চৈব, মিত্রে তারাপতিস্তথা।
দত্তে নারায়ণশ্চৈব, এতে চ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ॥
নাগে দশরথশ্চৈব, মহানন্দশ্চ নাথকঃ।
চন্দ্রশেখর দাসস্তু সেনে গঙ্গাধরস্তথা॥
দামোদর করঃ খ্যাতো দামস্তূষাপতিস্তথা।
পালিতে জনসংজ্ঞঃ স্যাৎ চন্দ্রে নারায়ণাখ্যকঃ॥
পালে আবঃ সমাখ্যাতো রাহা বংশে চ কৃষ্ণকঃ।
ভদ্রে দিগম্বরশ্চৈব ধরেতু ব্যাসসংজ্ঞকঃ॥

দত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত, নাগবংশীয় দশরথ নাগ, নাথবংশীয় মহানন্দ নাথ এই তিন জন মধ্যাল্য হইলেন।

দাসবংশীয় চন্দ্রশেখর দাস, সেন বংশজাত গঙ্গাধর সেন, কর বংশীয় দামোদর কর, দাম বংশীয় উষাপতি দাম, পালিত বংশজাত জনসংজ্ঞক পালিত, চন্দ্রবংশোদ্ভব নারায়ণ চন্দ্র, পাল বংশজ আব পাল, নন্দী বংশজ প্রভাকর নন্দী, দেববংশজ কেশব দেব, কুণ্ড বংশজ অধিপতি কুণ্ড, সোম বংশজাত বংশধর সোম, রাহা বংশজাত কৃষ্ণ রাহা, ভদ্র বংশজ দিগম্বর ভদ্র, ধরবংশজ ব্যাস ধর, সিংহবংশজ রত্নাকর সিংহ, রক্ষিত বংশজ নারায়ণ রক্ষিত, অঙ্কুর বংশজ বেদগর্ভ অঙ্কুর, বিষ্ণুবংশজ দৈত্যারি বিষ্ণু, আঢ্য বংশজ ত্রিলোচন আঢ্য, নন্দন বংশজাত উষাপতি নন্দন, এই বিংশতি জন মহাপাত্র বলিয়া নির্ণীত হইলেন। মহাত্মা মহারাজ বল্লাল সেন কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে এই সকল কায়স্থগণ নির্দ্দেশিত হইয়াছেন।

রাঢ়ীয় কুলীনদিগের বংশ নির্ণয়।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই সমাজের কায়স্থদিগের আদিপুরুষেরা মাতৃভূমি বঙ্গ বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করিয়া আদি সমাজ হইতে স্বতন্ত্র অবস্থান করেন। ইহাদের বিবরণ কিছুমাত্র লিপিবদ্ধ ছিল না; সেই কারণে দীর্ঘকালক্রমে তাহাদেরও বংশাবলি ও রীতি নীতি প্রভৃতি বিস্মৃতিজলে বিসর্জ্জিত হয়। তৎপরে ত্রয়োদশ পুরুষের সময় পুরন্দর বসু

প্রভাকরস্তু নন্দী স্যাৎ কেশবো দেববংশজঃ।
অধিপতি রিতিখ্যাতঃ কুণ্ডবংশে প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সোমে বংশধরশ্চৈব সিংহে রত্নাকর স্তথা।
নারায়ণঃ সমাখ্যাতোরক্ষিতে চ তথা পরে॥
বেদগর্ভাঙ্কুরশ্চৈব দৈত্যারিবিষ্ণুসংজ্ঞকঃ।
আঢ্যে ত্রিলোচনঃ খ্যাতো নন্দনে চ উষাপতিঃ॥
এতে বঙ্গজনির্দ্দিষ্টা বল্লালেন মহাত্মনা॥

দেবীবরঃ।

কর্ত্তৃক এই সমাজস্থ কায়স্থদিগের মেলবদ্ধ হইয়া বংশাবলি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হয়। অতএব এই সমাজে যে মেল চলিতেছে, তাহা বল্লালকৃত মেল নহে। তবে বল্লালসেন যাহাদিগকে কুলীন, মধ্যল্য মহাপাত্র ও "অচলা" মহাপাত্র করেন, তাহাদের বংশজাত কায়স্থগণই এই সমাজের কুলীন, সিদ্ধ ও সাধ্য-মৌলিক।

ইহাদিগের কুলাচার্য্য কারিকায় লিখিত আছে, (১) "আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত আদিকুলীন ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, গুহ, এই পঞ্চজনকে আনয়ন করেন। তাহাদিগের বংশাদিপরিচয় এই ;—সৌকালীন গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, গৌতমগোত্রীয় দশরথ বসু, বিশ্বামিত্র গোত্রীয় কালিদাস মিত্র, কাশ্যপগোত্রীয় দশরথ গুহ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত। বল্লাল সেন কর্ত্তৃক মেলবদ্ধ হইবার পর ছয় পুরুষের সময় নিশাপতি ঘোষ বালিতে ও প্রভাকর ঘোষ আকনায়, বসুর পঞ্চম পুরুষ শুক্তি বসু বাগাণ্ডি ও মুক্তি বসু মাহিনগরে, মিত্রের ষষ্ঠ পুরুষ ধুঁই বড়িশাগ্রামে ও গুঁই ঢেকা গ্রামে

---

(১) অথ দক্ষিণরাঢ়ীয়কায়স্থকুলীনাঃ।

তত্রাদিশূররাজেন কান্যকুব্জদেশাদানীতৈর্ব্রাহ্মণপঞ্চকৈঃ সহ ঘোষবসুমিত্রদত্তগুহাঃ পঞ্চাগতা আদিকুলীনাঃ। যথা সৌকালীনগোত্রো মকরন্দ ঘোষঃ গৌতমো দশরথবসুঃ বিশ্বামিত্রগোত্রো কালিদাসমিত্রঃ। কাশ্যপগোত্রো দশরথ গুহঃ * * * ভরদ্বাজগোত্রো পুরুষোত্তমদত্তঃ * * * বঙ্গজ কুলচার্য্যগ্রন্থে স এব মৌদ্গল্যগোত্রঃ। * * অথ বল্লালসেন কৃতসমাজাদয়ঃ। তত্রাদ্যস্য ষষ্ঠপুরুষয়োর্নিশাপতিপ্রভাকর ঘোষয়ো র্বাসস্থানে ক্রমেণ বালী-আকনাখ্যৌ গ্রামৌ। দ্বিতীয়স্য পঞ্চমপুরুষয়োঃ শুক্তিমুক্তিবস্বোর্বাসস্থানে ক্রমেণ বাগাণ্ডি-মাহিনগরাখ্যৌ গ্রামৌ। তৃতীয়স্যাষ্টমপুরুষয়োঃ ধুঁই গুঁই মিত্রয়ো র্বাসস্থানে ক্রমেণ বড়িশাঢেকানামগ্রামৌ। অপরেঽষ্টাদশসমাজাস্তৎস্থানীয়াঃ কুলাভাবাৎ ন লিখিতাঃ॥

ইতি কুলাচার্য্যকারিকা।

বাস করেন। এতদ্ব্যতীত আর অষ্টাদশ সমাজ আছে তাহাদের বিবরণ স্থলাভাববশতঃ লিখিত হয় নাই।”

উল্লিখিত অবস্থা ব্যতীত এ সমাজের সিদ্ধ ও সাধ্য মৌলিকের নাম প্রভৃতি আর অধিক কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু যাহা পাওয়া গেল, তাহাতেও ভ্রম হইয়াছে। আদিশূরের যজ্ঞে বিরাট গুহ আসিয়াছিলেন, দশরথ গুহ নহেন। দশরথ বিরাট গুহের বংশজাত। যজ্ঞে মৌদ্গল্য গোত্রীয় দত্ত আগমন করেন, ভরদ্বাজ গোত্রীয় নহে। যাহা হউক, এইরূপ ভ্রম হইবারও যথেষ্ট কারণ আছে। যেহেতু বল্লালসেন কর্তৃক মেলবদ্ধ হইবার পর ষষ্ঠ পুরুষের সময় ও কোন কুলীন বংশজ বা পঞ্চম পুরুষাবধি আকনা প্রভৃতি স্থানে বাসের কথা ইহাদের ঘটককারিকায় লিখিত হইয়াছে। অতএব তৎপূর্ব্বে কে কোন্ স্থানে ছিলেন, আদিশূরের যজ্ঞে আনীত কুলীনদিগের যে প্রথম পুত্রদিগের নাম কি, কে সিদ্ধ, কে সাধ্য, তাহার কিছুমাত্র তাহাদের জানা ছিল না।

—০ঃ০ঃ০—

আদিশূরের যজ্ঞে আনীত পঞ্চ কায়স্থের পুত্রগণের নাম ও বাসস্থান নির্ণয়।

পুরুবংশীয় চক্রবর্ত্তী বসুবংশোদ্ভব গৌতম গোত্রীয় যে দশরথ বসু যজ্ঞে আগমন করিয়াছিলেন তাহার দুই পুত্র—পরম বসু ও কৃষ্ণ বসু।

পরম বসু বঙ্গবিভাগে বাসস্থান মনোনীত করেন। তাহার পুত্র লক্ষ্মণ বসু ও পূষণ বসু।

কৃষ্ণবসু দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করেন। তাঁহার পুত্র ভব বসু। ভবের পুত্র হংস। হংসের তিন পুত্র শুক্তি, মুক্তি ও অলঙ্কার। দক্ষিণ রাঢ়ীয় বসুগণ এই শুক্তি ও মুক্তির বংশজাত। ইহারা প্রথমে বাগাণ্ডি ও মাহীনগরবাসী ছিলেন।

অলঙ্কার বসু পুনর্ব্বার বঙ্গে বাস করেন। তাহার পুত্র মধু বসু। মধুর পুত্র গুণাকর। গুণাকরের পুত্র অনন্ত বসু ও উদয় বসু। (১)

---

(১) গৌতমগোত্রে সর্ব্বাদৌ দশরথবসুসুতৌ পরমবসুকৃষ্ণবসুকৌ।
পরমবসুস্তৎসুতৌ লক্ষ্মণবসুপূষণবসুকৌ বঙ্গে খ্যাতৌ।

দেবলোকবিজেতা সূর্য্যবংশীয় ঘোষ-কুলোদ্ভব সৌকালীন-গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ যজ্ঞে আগমন করিয়া প্রথমে বঙ্গবাসী হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ;— সুভাষিত ঘোষ ও ভবনাথ ঘোষ।

সুভাষিত ঘোষ বঙ্গে রহিলেন, তাঁহার পুত্র চতুর্ভুজ ঘোষ।

ভবনাথ ঘোষ দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘোষগণ এই ভবনাথের বংশপ্রসূত। ইহারা প্রথমে বালি ও আকনা গ্রামে বাস করেন। (২)

ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথের বংশোদ্ভব কাশ্যপগোত্রীয় বিরাট গুহ উক্ত যজ্ঞে আগমন পূর্ব্বক বঙ্গবাসী হন। ইহাঁর বংশজগণ বঙ্গবিভাগে রহিলেন ; তাহারা রাঢ় খণ্ডে বাস করেন নাই। দশরথ গুহ মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। এই বংশোদ্ভব মহারাজ প্রতাপাদিত্য যশোহরে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক মুসলমানের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ স্বাধীন করিয়া বঙ্গবাসীদিগের শূরত্বের অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। (৩)

বিশ্বামিত্র বংশোদ্ভব বিশ্বামিত্র-গোত্রীয় কালিদাস মিত্র যজ্ঞে আগমন

কৃষ্ণবসুর্দ্দক্ষিণরাঢ়ে খ্যাত স্তস্যসুতোভববসুঃ
তৎসুতো হংসবসু স্তৎসুতাঃ শুক্তিমুক্তি-অলঙ্কারবসুকাঃ।
অলঙ্কারবসোঃ সুতো মধুবসু স্তৎসুতো গুণাকরবসুঃ।
তৎসুতাবনন্তোদয়ৌ।

ইতি বঙ্গজকুলদীপিকা ও বংশাবলিঃ।

(২) সৌকালীনগোত্রৌ মকরন্দঘোষসুতৌ
সুভাষিতঘোষভবনাথঘোষৌ।
সুভাষিতঘোষো বঙ্গে খ্যাতঃ তস্য সুত
শ্চতুর্ভুজ ঘোষঃ ॥
ভবনাথঘোষো দক্ষিণরাঢ়ে খ্যাতঃ।

ইতি বঙ্গজকুলদীপিকা ও বংশাবলিঃ।

(৩) বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ।

দেবীবরঃ।

গুহে দশরথশ্চৈব, ইত্যাদি। ঐ

করিয়া বঙ্গবাসী হন। তাঁহার দুই পুত্র, অশ্বপতি ও শ্রীধর। অশ্বপতি বঙ্গে রহিলেন। তাহার পুত্র তারাপতি মিত্র।

শ্রীধর মিত্র দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করিলেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের মিত্র-বংশজগণ এই শ্রীধর মিত্রের বংশ; ইহারা প্রথমে বড়িশা ও ঢেকা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। (১)

ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব মহামানী মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত যজ্ঞে আগমন করিয়া বঙ্গবাসী হন। তাহার বংশজাত নারায়ণ দত্ত বঙ্গবিভাগে মধ্যল্য স্বরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। এই দত্তবংশজাত দত্তবংশই দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থের মধ্যে সিদ্ধমৌলিক বালির দত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কিন্তু কে বালিতে বাস করিয়াছিলেন, তাহার নাম কি—জানিবার সম্ভাবনা নাই। এই দত্তবংশ সম্বন্ধেই প্রবাদ আছে, "অভিমানে বালির দত্ত যান গড়াগড়ী।" (২)

কৌলীন্য বিধি।

মহারাজ বল্লালসেন কায়স্থদিগের কৌলীন্য পদ্ধতির মেলবদ্ধ করিয়া তৎসম্বন্ধে নানাবিধ নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। সাধারণের গোচরার্থ কতকগুলি নিয়ম উদ্ধৃত হইল। যথা;—

সপর্য্যায় ও সমঘরে কন্যাদান ও কন্যাগ্রহণ করা উত্তম। পরস্পর

---

(১) বিশ্বামিত্রগোত্রৌ সর্ব্বাদৌ কালিদাসমিত্র-
স্বুতৌ অশ্বপতিমিত্রশ্রীধরমিত্রৌ।
অশ্বপতিমিত্রো বঙ্গে খ্যাত স্তস্য সুতস্তারাপতিমিত্রঃ।
শ্রীধরমিত্রো দক্ষিণরাঢ়েখ্যাতঃ।
বঙ্গজকুলদীপিকা ও বংশাবলিঃ।

(২) মৌদ্গাল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোহস্মি তবালয়ে॥
দত্তে নারায়ণশ্চৈব ইত্যাদি।
দেবীবরঃ।

প্রতিজ্ঞা করিবেন, যদি কন্যার অভাব হয়, তবে কুশত্যাগ করা কর্ত্তব্য। পর্য্যায়ক্রমে যিনি কুলীনের কন্যা গ্রহণ ও কুলীনকে কন্যাদান করেন, তিনি কুলদীপক। কুলকর্ম্ম চারিপ্রকার; যথা—আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা। (১)

বিপর্য্যয়ে বিবাহ করিলে কুল থাকিবে না। বাগ্দত্তা কন্যার নির্ব্বাচিত বরের সহিত বিবাহ না হইলে ঐ কন্যা রণ্ডা নামে খ্যাত হয়। রণ্ডাকন্যাকে বিবাহ করিলে কুল থাকিবে না। বংশহীন ব্যক্তিও নিষ্কুল হইয়া থাকে।

পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিলে ঐ পুত্রের কুল থাকিবে না। ডেঙ্গুরা কায়েতের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুল-ক্ষয় হইবে অর্থাৎ পতিত হইতে হইবে। (২)

—০ঃ০ঃ০—

কায়স্থসমাজনির্ণয়।

বঙ্গস্থ কায়স্থ বঙ্গীয় (বঙ্গজ), দক্ষিণরাঢ় ও উত্তররাঢ়বাসীরা দক্ষিণরাঢ়ীয় ও উত্তর রাঢ়ীয় এবং বরেন্দ্রভূমিবাসিগণ বারেন্দ্র বলিয়া খ্যাত। তদনুসারে তাহাদের মধ্যে বঙ্গীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই সমাজচতুষ্টয়ে মেলবদ্ধ হইয়াছে। (৩)

---

(১) সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণ মুত্তমং।
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরং॥
কুলীনস্য সুতাং লব্ধা কুলীনায় সুতাং দদৌ।
পর্য্যায়ক্রমতশ্চৈব স এব কুলদীপকঃ॥
তথাচ;—
আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগ স্তথৈব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রে চ কুলকর্ম্ম চতুর্ব্বিধং॥

(২) বিপর্য্যয়ে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ।
পোষ্যপুত্রে কুলং নাস্তি ডেঙ্গরে চ কুলক্ষয়ঃ॥
ইতিকুলদীপিকা।

(৩) উদগ্দক্ষিণরাঢ়ৌচ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা।
ইতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃ স্যুস্তত্তদ্দেশনিবাসনাৎ॥

মহারাজ বল্লালসেন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের আর্য্য নিয়মের মেলবন্ধন করিয়া আপন রাজ্য বঙ্গ, বাগাড়ী রাঢ়, বরেন্দ্র, ও মিথিলা এই পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। (২) অতএব কি নিয়মে এইরূপ বিভাগ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিলেই বঙ্গীয় প্রভৃতি সংজ্ঞার কারণ প্রকাশ হইবে।

বঙ্গ, রাঢ় ও বাগাড়ী এই খণ্ডত্রয়ের সমষ্টিই বঙ্গদেশ। (৩) শ্রীযুক্তরামচরণ শিরোরত্ন প্রণীত ভারতবর্ষ-বিচারে শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রের এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে যথা,—

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশোময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ॥

দক্ষিণ সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গতিস্থলে লাঙ্গলবন্ধ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ; এদেশ সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির সাধক। এই গ্রন্থের মতে বঙ্গদেশের পশ্চিমসীমা বৈদ্যনাথ। বঙ্গের পশ্চিমসীমা, অঙ্গদেশের আরম্ভ,—যে বৈদ্যনাথ, উক্ত বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত। যাহা হউক বঙ্গদেশ কোন কালেই বৈদ্যনাথের পশ্চিমেও বিস্তৃত নহে, বৈদ্যনাথ হইতে অঙ্গদেশের আরম্ভ যথা,—

"বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
তাবদঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং নহি দুষ্যতে॥"

অতএব এই গ্রন্থের মতেও বঙ্গ ও রাঢ় এক বঙ্গদেশ। (৪) তবে ইনি গৌড় ও বঙ্গদেশ এক বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, ইটি অনবধানতা মাত্র। ঐ তন্ত্রে ও পুরাণে গৌড়দেশ বঙ্গদেশ হইতে পৃথক্ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (৫)

এস্থলে একটী অবস্থা বর্ণনার আবশ্যক হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে প্রথমভাগে

কুলং চতুর্ব্বিধং তেষাং শ্রেণীশ্রেণীবিশেষতঃ।
দেবীবরঃ।

(২) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বঙ্গইতিহাস।

(৩) কায়স্থপুরাণ প্রথমভাগ, পৃঃ ৮১—৮২।

(৪) ভারতবর্ষবিচার পৃঃ ৩১—৩৩।

(৫) কায়স্থপুরাণ, প্রথমভাগ পৃঃ ১১৭।

বলা হইয়াছে, বঙ্গদেশ পতিত, তীর্থ যাত্রা ব্যতীত এদেশে আগমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়—এদেশে অসভ্য বন্য বর্ণসঙ্কর জাতির আদিম বাসস্থান ইত্যাদি। কিন্তু ভারতবর্ষ বিচারে এদেশ সর্ব্ববিদ্যার প্রদর্শক, প্রাচীন সভ্য এবং সমৃদ্ধিশালী বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। অতএব এই অনৈক্যের নিরাকৃতি আবশ্যক।

বঙ্গদেশ সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থ তন্ত্রের যে বচন প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে, বঙ্গদেশ " সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদর্শকঃ " অর্থাৎ সর্ব্বমোক্ষের কিম্বা কামনা-প্রাপ্তির প্রদর্শক। কিন্তু গ্রন্থকার অর্থ করিয়াছেন, সর্ব্ববিদ্যার প্রদর্শক। ইটি ভ্রমমাত্র। সিদ্ধিশব্দে মোক্ষ, কামনাপ্রাপ্তি , যোগবিশেষ ইত্যাদি বুঝায়।

ইনি অঙ্গদেশ সম্বন্ধে যে বচন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে, অঙ্গদেশে তীর্থযাত্রা হেতু গমন করিলে কোন দোষ নাই।

"যাত্রায়াং নহি দুষ্যতে।"

যাত্রাশব্দে সামান্যতঃ "গমন" মনে হয় বটে, কিন্তু তাহা নহে। ফল-কামনা পূর্ব্বক গমন করিলেই তাহাকে যাত্রা বলে; হিন্দুশাস্ত্রমতে ধর্ম্ম-সাধনই প্রকৃত ফল; তীর্থপর্য্যটনই ধর্ম্মসাধন; অতএব যাত্রাশব্দে, কামনা পূর্ব্বক তীর্থগমন বুঝাইবে—সামান্যতঃ গমন নহে। এ নিমিত্ত সর্ব্বতীর্থে তীর্থপ্রদর্শক "যাত্রাওয়ালা" বলিয়া প্রখ্যাত। অঙ্গদেশে গমন করিলে যদি দোষ না হইত, তবে ঐরূপ লিখিবার প্রয়োজন হইত না। "যাত্রায়াং নহি দুষ্যতে"—এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট বুঝাইতেছে,—ধর্ম্মকামনা অর্থাৎ তীর্থদর্শন-কামনায় গমন করিলে কোন দোষ নাই; এতদ্ব্যতীত অন্য কামনায় গমন করিলে দোষ আছে।

"অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥"

অতএব এই বচনের সহিত অঙ্গদেশ সম্বন্ধে ঐ বচনের সম্পূর্ণ ঐক্য হই-তেছে। যখন অঙ্গ সম্বন্ধে ঐক্য দেখা যাইতেছে, তখন বঙ্গসম্বন্ধে অনৈক্য হওয়া সম্ভব নহে।

বঙ্গদেশ সর্ব্বসিদ্ধির প্রদর্শক বটে। চৈত্রমাসে বুধাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রে

লাঙ্গলবন্ধের ঘাটে স্নান করিলে, সর্ব্বসিদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বকামনা বা মোক্ষ লাভ হয়। উক্তদিনে এই তীর্থের মাহাত্ম্য অন্য সকল তীর্থ অপেক্ষা অধিক হয়। পরশুরাম মাতৃহত্যা করিলে মহাপাপ বশতঃ তাহার হস্ত হইতে টাঙ্গী স্খলিত হইল না। এতদ্দর্শনে তিনি পাতক বিমোচনার্থ পৃথিবীস্থিত সর্ব্বপ্রকার তীর্থে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার পাপ বিনষ্ট হইল না। পরিশেষে তিনি চৈত্রমাসের বুধাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রস্থিত কুণ্ডে স্নান করিলেন; স্নানমাত্র সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিলেন, অমনি হস্তস্থিত টাঙ্গীও স্খলিত হইল। তদবধি আর্য্যগণ নিশ্চয় করিলেন, ঐ যোগে ঐ তীর্থ সর্ব্বতীর্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রভাব প্রাপ্ত হয় ও সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করে। বঙ্গদেশে কামনাকূপ আছে; যথা গঙ্গাসাগরে কপিলাশ্রম। সর্ব্বশক্তির আদ্যাশক্তিই কালী, কালীঘাটে তাঁহার আবির্ভাব। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য তীর্থও আছে। সুতরাং ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশ সর্ব্বসিদ্ধির প্রদর্শক হইল। আর্য্যগণ দেখিলেন, বঙ্গদেশ পতিত, তথায় গমন করা নিষিদ্ধ। কিন্তু এ দেশ সর্ব্বসিদ্ধির প্রদর্শক স্বরূপ, অতএব অন্ততঃ তীর্থযাত্রায় গমন করাও কর্ত্তব্য। সুতরাং তীর্থযাত্রা ব্যতীত বঙ্গদেশে গমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে এই নিয়ম সংবদ্ধ হইল। অতএব বঙ্গদেশ যে পতিত ও আর্য্যবাসভূমি নহে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এরূপ বলা যাইতে পারে, বঙ্গদেশ সর্ব্বসিদ্ধির প্রদর্শক হইলে কি প্রকারে পতিত হইবে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে চীন দেশের জল সুরা (মদ) এবং ঐ দেশও ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু বশিষ্ঠ মুনি কোন স্থানেই তারা-মন্ত্র-সিদ্ধ হইতে না পারিয়া পরিশেষে মহাচীনে গমনপূর্ব্বক সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি চীনদেশ পবিত্র হইতে পারিল না। কর্ম্মানুসারে ভোগ; পাপের ভোগ না হইলে মুক্তিলাভ হয় না। পতিত স্থান নরকসদৃশ; তৎস্থানে গমনহেতু পাপের ভোগ ও তৎস্থানীয় তীর্থে স্নানাদি করিলেই মোক্ষ প্রাপ্তি হইবে এই উদ্দেশেও পতিত স্থানে তীর্থ স্থাপন হইতে পারে। যাহা হউক, জগদীশ্বরের ইচ্ছার উপর কাহারও অধিকার নাই।

ভারতবর্ষবিচার ব্যক্ত করিয়াছেন, বঙ্গদেশ প্রাচীন কালেও সমৃদ্ধশালী ছিল। তৎসম্বন্ধে রামায়ণ হইতে এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে; যথা,—

দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবিড়াঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গমাগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ॥

কিন্তু এইবচন দ্বারা কাশী ও কোশলই সমৃদ্ধিশালী (উন্নত) অর্থাৎ ইহাতে যে সমস্ত রাজ্যের উল্লেখ হইয়াছে তাহার মধ্যে কেহই কাশী ও কোশলার সমতুল্য নহে। অদ্যাপিও কাশীধাম হিন্দুচক্ষে সর্ব্বরাজ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধিশালী।

ঐ গ্রন্থে আরও ব্যক্ত হইয়াছে, রঘুরাজা দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে বঙ্গদেশে গমন করিলে বঙ্গাধিপতি (অর্ণবযান) নৌকা আরোহণে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অসভ্য হউক, সভ্য হউক, পারুক বা নাপারুক, বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করা রাজধর্ম্মের বিরুদ্ধ। লুসাই প্রভৃতি অসভ্য জঙ্গলী পাহাড়ি জাতিরাও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অতএব এ অবস্থার দ্বারাও বঙ্গদেশ প্রাচীন সভ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তাহা হইলে লুসাই, কুকী প্রভৃতিকেও সভ্য বলিতে হয়। বঙ্গদেশ প্রাচীন দেশ বটে, তবে ইহার সভ্যতা ও উন্নতাবস্থা আধুনিক।

স্মার্ত্তবাগীশ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মতে বর্দ্ধমান ও রাঢ় খণ্ড বঙ্গদেশ হইতে স্বতন্ত্র—ভারতবর্ষ-বিচার এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে জ্যোতিষ তত্ত্বের এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা ;—

প্রাচ্যাং মাগধশোনৌচ বারেন্দ্রীগৌড়রাঢ়কাঃ।
বর্দ্ধমানতমোলিপ্তি-প্রাগ্‌জ্যোতিষোদয়াদ্রয়ঃ॥

কিন্তু ঐ বচনে রাঢ় ও বঙ্গ যে স্বতন্ত্র দেশ তাহা ব্যক্ত হয় নাই। সে যাহাই হউক, রঘুনন্দন প্রকৃতার্থে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তর্কানুরোধে স্বীকার করিলেও প্রতীতি হয়, মহারাজ বল্লাল সেন কর্তৃক তাহার রাজ্য বঙ্গ, রাঢ়, বাগাড়ী প্রভৃতি খণ্ডে বিভক্ত ও পৃথক পৃথক সংজ্ঞায় অভিহিত হইবার পর ঐ সকল খণ্ড স্বতন্ত্র দেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং স্মার্ত্তবাগীশ ইহাদিগকে পৃথক বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। রঘুনন্দন বহুকালের পর প্রাদুর্ভূত হন। যাহা হউক, রাঢ়, বঙ্গ ও বাগাড়ী যে এক বঙ্গরাষ্ট্র, তাহাতে সন্দেহ নাই।

লাঙ্গলবন্ধ অবধি পদ্মার পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত সমস্ত ভূভাগ অর্থাৎ এক্ষণকার জেলা ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও জেলা নদীয়ার কিয়দংশ এবং যশোহরই বঙ্গ; পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যস্থিত ভূভাগ অর্থাৎ এক্ষণকার জেলা নদীয়া, ২৪ পরগণা, ও সুন্দরবনের কিয়দংশ প্রভৃতি স্থানই বাগাড়ী এবং ভাগীরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ-ভাগস্থিত ভূভাগ অর্থাৎ বর্ত্তমান জেলা হুগলী বর্দ্ধমান, তমলুক প্রভৃতি স্থান, মেদিনীপুরের কিয়দংশ, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি নদীয়ার কিয়দংশ, খিদিরপুর, চেতলা, বোড়াল, বাশদ্রোণী, সুন্দরবনের কিয়দংশ, জয়নগর, ডায়মণ্ডহারবার ও মেটীয়াবুরুজ প্রভৃতি স্থান যাহা ২৪ পরগণার সামিল, ঐ অংশ ও মানকর এবং সাঁওতাল পরগণা অবধি বৈদ্যনাথের সমীপ পর্য্যন্ত গঙ্গার আদিস্রোতের পশ্চিমবর্ত্তী সমস্ত স্থানই রাঢ়। এইরূপে বঙ্গদেশ খণ্ডত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছে। বঙ্গ দেশের সীমা অবধি গৌড় দেশের আরম্ভ অর্থাৎ পদ্মানদীর উত্তর, করতোয়া ও মহানন্দার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগই বরেন্দ্র। রাজসাহী জেলা প্রভৃতি স্থান বরেন্দ্র ভূমির অন্তঃপাতী। মহানন্দার পশ্চিম অর্থাৎ ত্রিহুত জেলা প্রভৃতি ভূভাগই মিথলা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এই রূপে মহারাজ বল্লাল সেনের রাজ্য পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল।

ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আদিশূর বৌদ্ধদিগের হস্ত হইতে গৌড়দেশ অধিকার করেন। কালক্রমে তিনি গৌড়, বঙ্গ, রাঢ় ও বরেন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত ভূমিখণ্ডের অধীশ্বর হইয়া সর্ব্বভূমীশ্বর বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। (১) দেবীবর বল্লালসেনের বহুকাল-পরবর্ত্তী, সুতরাং তিনি রাঢ়, বঙ্গ, বরেন্দ্র প্রভৃতি নাম ব্যবহার করিয়াছেন। ফলতঃ ইহার তাৎপর্য্য এই যে আদিশূর দক্ষিণ সমুদ্র অবধি লাঙ্গলবন্ধ ও বৈদ্যনাথের সমীপ অবধি অঙ্গরাজ্যের সীমাসংলগ্ন ভুবনেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তাহার বংশধরগণ ৭১৪ বৎসর পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত রাজ্যের উপর আধিপত্য করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম

---

(১) অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ়ো গৌড়ো বরেন্দ্রশ্চ বঙ্গদেশ স্তথৈবচ ॥
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো যথা।
দেবীবরঃ।

প্রচলিত হইলে পতিত ও পবিত্র স্থানের ভেদাভেদ ছিল না। আদিশূর অম্বষ্ঠ বৈদ্য, বর্ণসঙ্কর জাতি, বঙ্গের আদিমবাসী; সুতরাং তিনি অথবা তাহার বংশজেরা ঐ বিষয়ের আর প্রভেদ রাখিলেন না। কালক্রমে এই সমস্ত রাজ্য এক রাষ্ট্র ও তৎস্থানীয় অধিবাসীরা এক্ষণকার ন্যায় এক রাষ্ট্রের অধিবাসী অর্থাৎ বাঙ্গালি বলিয়া পরিচিত হইল।

বল্লাল ভূপতি আর্য্য কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের মেলবন্ধ করিয়া তাহাদের ও আপন রাজ্যের প্রাচীন বিবরণ অবগত হইলেন। তিনি দেখিলেন, তাহার রাজ্য এক রাষ্ট্র নহে। তন্মধ্যে পতিত ও পবিত্র দেশ, পতিত ও পবিত্র জাতি, এবং পতিত ও পবিত্র স্থানের অধিবাসীরা রহিয়াছে। তিনি স্থানীয় গুণানুসারে তাহার রাজ্য পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত হওয়া উচিত বিবেচনায় আপন রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতে মনস্থ করিলেন।

বরেন্দ্র শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। বরেন্দ্র গৌড় দেশের এক নাম (১)। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে. বল্লাল সেনের রাজ্যের যে ভাগ অন্যান্য ভূভাগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাই বরেন্দ্র সংজ্ঞায় পরিচিত ছিল। গৌড় দেশ সর্ব্ব দেশাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর্য্যবাসভূমি ও সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ (২)। অতএব কালক্রমে এই রাষ্ট্রের বরেন্দ্র সংজ্ঞার লোপ হইয়া বঙ্গদেশ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। সুতরাং বঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া এই রাষ্ট্র বরেন্দ্র (শ্রেষ্ঠ) বলিয়া পুনরাখ্যাত হইল।

মিথিলা জনকরাজার রাজধানী, অযোনিসম্ভবা সীতাদেবীর জন্মভূমি, অতি পবিত্র ও প্রাচীন আর্য্যস্থান। সুতরাং ইহাকেও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্বরূপে গণ্য করিয়া ইহার প্রাচীন নাম মিথিলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

রাঢ়ক শব্দ প্রাকৃত ভাষায় রাঢ়ব বলে। রাঢ়ব শব্দের অর্থ অসভ্য, অশিষ্ট ও মূঢ় (৩)। রাঢ়ব শব্দের অপভ্রংশ (ব লোপান্তে) রাঢ় শব্দ এক্ষণে প্রচলিত হইয়াছে। এক্ষণেও বিদ্রূপস্থলে রাঢ়ীয়কে রেঢ়ো (অসভ্য,

(১) ইতি শব্দার্থরত্নমালা।

(২) কায়স্থ পুরাণ প্রথম ভাগ। পৃ ১১৭।

(৩) ইতি শব্দার্থরত্নমালা।

অশিষ্ট ও মূঢ়) বলিয়া থাকে। অতএব বঙ্গরাষ্ট্রের যে খণ্ডে আদিমকালে অসভ্য অশিষ্ট ও মূঢ় জাতির বাস ছিল, সেই স্থান রাঢ় নামে খ্যাত ছিল। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এই খণ্ডে অসভ্য, অশিষ্ট ও মূঢ় জাতির সংখ্যা অধিক। ডুলে, বাগদী, কাওরা, পোদ, সাঁওতাল, ধাঙ্গড় প্রভৃতি জাতি বঙ্গবিভাগে আদৌ নাই। আর্য্য কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ এস্থানে বাস করিলেও সংসর্গদোষে অধিক পরিমাণে রাঢ়-সুলভ-গুণসম্পন্ন হইয়াছেন। এস্থানে বেশভূষা ও ধনেই জাতিগত শ্রেষ্ঠতা। যাহা হউক এ বিষয়ের অধিক আন্দোলন করা নিষ্প্রয়োজন। বঙ্গদেশের যে ভাগে অসভ্য, অশিষ্ট ও মূঢ় জাতির সংখ্যা অধিক, অধিবাসীদিগের গুণানুসারে সেই স্থানই রাঢ়সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে।

এ দেশে এক্ষণে বিদ্যালোচনার বিলক্ষণরূপে প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনেকেই শাস্ত্রানুশীলনপর, শাস্ত্রীয় নানা বিষয়ের অনুসন্ধানে সমুৎসুক— দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি জাতিগত সকল বিষয় আজিও তাহারা জানিতে পারেন নাই। গণক আচার্য্য অনাচরণীয় শ্রেণী; পূর্ব্ব বঙ্গে ইহারা ব্রাহ্মণকায়স্থের সহিত একাসনে বসিতে অধিকারী নহে; কিন্তু এখানে ইহাদের সে ভাব নহে; এমন কি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আচার্য্যদিগের সহিত একপংক্তিতে বসিয়া ভোজনাদি করিতে সংকুচিত হন না। (১) কৈবর্ত্ত অতি নীচ জাতি, বর্ণত্রয়ের অস্পৃশ্য; কিন্তু দক্ষিণরাঢ়ীয় বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলেই তাহারা সমাজে আচরণীয় হইয়া থাকে। গোপজাতি আপনাদের নামের পূর্ব্বে সৎ শব্দ বসাইয়া, ধোবা 'চাষা' শব্দ যোগ করিয়া আপনাদিগকে উচ্চ জাতি বলিয়া পরিচয় দিতেছে। আর্য্য ধর্ম্মে দৃঢ়বিশ্বাস-

---

(১) ক, দেবলাদ্বৈশ্যাগর্ভজাতো গণকঃ।
তস্য কর্ম্ম তিথিবারাদিজ্ঞাপনং।
ইতি পরাশরঃ।

খ, বরং চণ্ডালসংস্পর্শং কুর্য্যাত্তু সাধকোত্তমঃ।
তথাপ্যস্পৃশ্য গণকঃ সর্ব্বথা তং পরিত্যজেৎ॥
মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্রং।

সম্পন্ন ব্রাহ্মণাদি জাতিও তাহাদের উন্নত আকাঙ্ক্ষার প্রতিরোধী না হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন। এই সকল শোচনীয় অবস্থা যে কেবল ঐ সমস্ত জাতির মূলসম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা-প্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই।

বগ্র্ শব্দে বাক-দম্ভ অর্থাৎ দর্পের সহিত কথা কহা (২) বগ্র্ শব্দহইতে বাগাড়ি উৎপন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশের যে ভাগের অধিবাসীরা কেবল বাক্যে দাম্ভিকতা (কার্য্যে নহে) প্রকাশ করে, সেই স্থান বাগাড়ী বলিয়া প্রখ্যাত। এক্ষণেও দেখা যায়, ঐ স্থানবাসীরা কার্য্যে না পারুন, মুখে হঠিবেন না। বিশেষতঃ এস্থানবাসীরা সংক্ষেপবক্তা নহে। বল্লাল সেনের সময় এ স্থানে আদৌ কায়স্থ ছিল না। সুতরাং বাগাড়ী সংজ্ঞায় কোন সমাজ স্থাপিত হয় নাই।

বঙ্গদেশের যে ভাগ প্রাচীন বলিয়া পরিচিত, সেই স্থান আদিনামে বঙ্গসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ খণ্ড যে আদিম কালে পরিচিত ছিল, তাহা সকলেরই জানা আছে। লাঙ্গলবন্ধ, বামপাল, বিক্রমপুর, ও চন্দ্রদ্বীপ অতি প্রাচীন কালাবধি পরিচিত স্থান। এই সকল অবস্থা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, স্থানীয় গুণানুসারে বঙ্গদেশ বঙ্গ, রাঢ় ও বাগাড়ী এই খণ্ড ত্রয়ে বিভক্ত এবং তদনুসারে কায়স্থসমাজের সংজ্ঞা হইয়াছে; অর্থাৎ যে কায়স্থ যে খণ্ডের অধিবাসী তাহাদিগকে সেই খণ্ডের নামানুসারে সমাজবদ্ধ করা হইয়াছে। এই রূপে বল্লাল সেন কর্তৃক তাহার রাজ্যস্থিত আর্য্য কায়স্থদিগের আদিম সমাজ চতুষ্টয় স্থাপন হইয়াছে; যথা, বঙ্গ, দক্ষিণরাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয়, ও বারেন্দ্র।

মহারাজ বল্লাল সেন তিনটি রাজধানী স্থাপন করেন; সুবর্ণগ্রাম, নবদ্বীপ ও গৌড়। তিনি কখন গৌড়ে, কখন সুবর্ণগ্রামে, কখন নবদ্বীপে থাকিতেন। এই রূপে তিনি কায়স্থদিগের আর্য্য-নিয়ম পুনঃ প্রচলিত ও সমাজবদ্ধ করিয়া ৫০ বৎসর কাল রাজত্বের পর লোকান্তর হইয়াছেন। তৎপরে তাহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন সিংহাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিজয়স্তম্ভ সংস্থাপন করেন। তাহার

---

(২) শব্দার্থরত্নমালা।

মন্ত্রীর নাম হলায়ুধ; ইনি ব্রাহ্মণ। ইনি "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" গ্রন্থ রচনা করিয়া ভূদেব শব্দের অর্থ কেবল ব্রাহ্মণ—এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভূদেব শব্দে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়কেই বুঝাইত।

রাজা লক্ষ্মণসেন সর্ব্বদা নবদ্বীপে থাকিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ঐ নগর প্রধান রাজধানী হইল। সর্ব্বস্থান বাসিগণ তথায় কার্য্যোপলক্ষে আসিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার নিকটস্থ গ্রামসমূহ ভদ্র জাতির দ্বারা পরিপূর্ণ হইল। এই রূপে বাগাড়ী খণ্ডের অনেক গ্রাম বঙ্গীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও উত্তর রাঢ়ীয় প্রভৃতি কায়স্থদিগের বাসভূমি হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে বাগাড়ী খণ্ডে এই তিন সমাজই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এস্থলে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইতেছে। ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আর্য্যদিগের কৌলীন্য মেলসংবন্ধকারী বল্লাল ভূপতি জাতিতে কায়স্থ, বৈদ্য অম্বষ্ঠ নহেন। তিনি ১১১৪ শকে ভাদ্র মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বৈদ্য অম্বষ্ঠ বল্লাল সেনের পরবর্ত্তী রাজা। এতৎসম্বন্ধে দেবীবরের এই বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যথা,—

"বেদচন্দ্রধরাক্ষৌণীশাকে সিংহস্থভাস্করে।
নিত্রসেনস্য পুত্রোঽভূৎ শ্রীলবল্লালভূপতিঃ॥" (১)

কিন্তু আইন আকবরীর মতে কায়স্থ বল্লালসেনই সম্রাট; তিনি তিন ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। এতদ্দর্শনে কোন কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি দেবীবরের উল্লিখিত বচনের নিম্ন লিখিত অর্থ ও যুক্তি স্থাপন করিয়া নিশ্চয় করিতেছেন, ইনি বৈদ্য অম্বষ্ঠ, বল্লাল সেনের পরবর্ত্তী লোক নহেন, বরং তাহার বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

যেমন খৃষ্টীয় শক, বঙ্গাব্দ ও হিজরী শাকের পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশে সন শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে, যথা "সন ১৮৭৮," "সন ১২৮৫," ইত্যাদি, তদ্রূপ শক ও সংবৎ শকের পরিবর্ত্তে ও সামান্যতঃ শক শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। শকাদিত্যের প্রচলিত শাক শকাব্দা বলিয়া পরিচিত। অতএব দেবীবরের ঐ বচনের "শাকে" এই কথাটি সামান্যতঃ অব্দ রূপে গণ্য করিয়া সম্বৎ শক

(১) প্রথমভাগ কায়স্থ পুরাণ—পৃঃ ১৫২—১৫৬।

ধরিলে সম্বৎ শকের ১১১৪ শাকে বল্লাল সেনের জন্ম হইয়াছে; সুতরাং ৮২১ বৎসর গত হইল, তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। লোকের জীবিত-কাল সামান্যতঃ ৩০ বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। ২৪ পুরুষ অতীত হইল, এ দেশে প্রথম কৌলিন্য প্রথা সংস্থাপিত হয়। প্রত্যেক পুরুষের জীবিত কাল গড়ে ৩০ বৎসর ধরিলে ৭২০ বৎসর হইল, কৌলীন্যপ্রথা স্থাপিত হইয়াছে। বল্লালসেন ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন; জন্মগ্রহণ কাল ৮২১ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর বাদ দিলে ৭৭১ বৎসর থাকে; তাহা হইতে কৌলীন্য প্রথা স্থাপনের সময় ৭২০ বাদ দিলে ঐ সময়ে তাহার বয়ঃক্রম ৫১ বৎসর হয়। আইন আকবরীর মতে ৮১২ বৎসর হইল, তিনি সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয় দেবীবরের সহিত ঐক্য করিলে সিংহাসন-গ্রহণ সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৯ বৎসর ছিল। বল্লাল সেনের বংশ মোট ১০৩ বৎসর রাজত্ব করেন। অতএব ১০৩ বৎসর ৮২১ হইতে বাদ দিলে ৭১৮ বৎসর হইল, তাহার বংশের রাজত্ব লোপ হইয়াছে। বৈদ্য অম্বষ্ঠ বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেন অতি ভীরুস্বভাব ছিলেন; ৬৭৬ বৎসর হইল, ১৭ জন মুসলমান কর্ত্তৃক তাহার রাজ্য বিজিত হইয়াছে। কায়স্থ বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ঐ সময়ের মধ্যে—প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও বলেন, সম্রাট না হইলে বল্লাল সেন কদাচ কৌলীন্য প্রথার মেলবন্ধ করিতে পারিতেন না। এবং ব্রাহ্মণগণও তাঁহার বিধানের অধীন হইতেন না। অতএব আইন আকবরীর লিখিত কায়স্থ-বংশজ বল্লাল সেনই দেবীবরের বর্ণিত মিত্র সেনের পুত্র ও কৌলীন্য-মেলসংস্থাপক। বৈদ্য অম্বষ্ঠ বল্লাল সেন তাহার বহু কাল পরবর্ত্তী মনুষ্য। যাহা হউক কায়স্থপুরাণের স্থূল মন্তব্য এই যে, কৌলীন্য-মেলসংবদ্ধ-কারক বল্লাল সেন জাতিতে কায়স্থ ছিলেন; বৈদ্য অম্বষ্ঠ নহেন।

লক্ষ্মণ সেনের সময়ে রাঢ়সমাজ প্রতিপত্তি লাভ করিল। ক্রমে কৃষ্ণনগর, বালি, বড়িশা, আকনা মাহীনগর, বাগাণ্ডী প্রভৃতি স্থানই এই কায়স্থদিগের শাখা সমাজ হইয়া উঠিল।

চন্দ্রদ্বীপে দনুজমর্দ্দন দেব রাজা হন। তৎপরে বসুবংশজগণ এস্থানের রাজা হইয়া একচ্ছত্রে বঙ্গ দেশ শাসন করিতে লাগিলেন (১)। সুতরাং তাহারা বঙ্গীয় কায়স্থদিগের সমাজপতি হইলেন। এই সময়ে চন্দ্রদ্বীপ ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহ প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিল। ক্রমে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থেরাও তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বাকলা, চন্দ্রদ্বীপ, মালখা নগর ও ইদীলপুর প্রভৃতি স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্বরূপে পরিগণিত হইয়া ঐ সকল স্থানীয় কায়স্থগণ চন্দ্রদ্বীপের সমাজস্থ হইলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে কনৌজ হইতে আগত কুলীন গুহবংশজ প্রতাপাদিত্য যশোহরের রাজধানী সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। তিনি বাহুবলে মুসলমানের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ স্বাধীন করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে যশোহরের সমাজ স্থাপিত হয়। এই সময়ে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থেরা অনেকে এই রাজধানীর অধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিয়াছেন। ইনিও সমাজপতি হইলেন; তাহার সমাজ যশোহরের সমাজ বলিয়া প্রখ্যাত হইল।

আদিশূরের সময় বিক্রমপুরে যাহারা বাস করিয়াছিলেন, তাহারা আবার স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। কালক্রমে ঐ সমাজ বিক্রমপুরের সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইল।

পদ্মার পূর্ব্ব কুমারনদের উত্তর এই খণ্ড ফতেয়াবাদ মধ্যদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিম্বদন্তী আছে, এই স্থান নদীচরসম্ভূত। মুসলমানের সময় ফতেয়ালি নামক এক ব্যক্তি এই স্থান আবাদ করায় ইহার নাম ফতেয়াবাদ হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপ, যশোহর ও বিক্রমপুর হইতে কায়স্থগণ জমীদারী উপলক্ষে ও অন্যান্য কার্য্যবশতঃ এস্থানে আসিয়া বাস করিয়াছেন। ক্রমে ইহারাও এক স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঐ সমাজ ফতেয়াবাদ সমাজ বলিয়া গণ্য হইল।

উত্তর রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্রী কায়স্থদিগেরও ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন শাখা সমাজ স্থাপন হইয়াছে।

---

(১) বসুবংশ ছত্রধারী, চন্দ্রদ্বীপের অধিকারী ইত্যাদি,

বাঙ্গালা ঘটককারিকা।

বঙ্গীয় সমাজ সকলের আদি। তাহার চারিটি শাখাসমাজ—চন্দ্রদ্বীপ (বাকলা) যশোহর, বিক্রমপুর ও ফত্তেয়াবাদ। ইহাদের শাখা প্রশাখা সমাজও আছে।

আদিসমাজ দক্ষিণরাঢ়ীয়। কৃষ্ণনগর, বালি, আকনা, মাহীনগর, বাগাণ্ডী, বড়িশা প্রভৃতি ইহার শাখাসমাজ। ইহার আরও প্রশাখা সমাজ আছে।

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থের এই কয়েকটী সমাজ। জেমকান্দী, পাঁচথুবি, বাগডাঙ্গা, যজান, ছাতনেকান্দী ইত্যাদি।

বরেন্দ্রীশ্রেণীর কায়স্থেরও ভিন্ন ভিন্ন আদি শাখাসমাজ আছে।

কনৌজী গুহবংশ দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গীয় এই উভয় সমাজের কুলীন।

যে কারণেই হউক, দক্ষিণ রাঢ়ীয়দিগের সংস্কার এই যে কনৌজ-সমাগত বিরাট গুহের সন্ততি বঙ্গীয় সমাজের কুলীন গুহবংশ মৌলিক ; কিন্তু তাহাদের নিজের কুলদীপিকাতেই লিখিত রহিয়াছে, বসু, ঘোষের ন্যায় গুহও আদি কুলীন। (১) ইহাদের ঘটককারিকায় লিখিত আছে মৌলিক কায়স্থ গৌড়রাজ্যের চিরাধিবাসী, অর্থাৎ দেশান্তর সমাগত নহে। এই মৌলিক দুই প্রকার, সিদ্ধ ও সাধ্য। দেব, দত্ত; কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ, এই কয়েকজন সিদ্ধ মৌলিক। (২) অতএব সিদ্ধমৌলিক গুহ ও কনৌজী গুহ যে পৃথক বংশ, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটককারিকায় গুহ বংশ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, এ কুল-পদ্ম অন্ধকারের দীপ শিখার ন্যায়। (৩) ইহার কারণ এই যে, আদিশূরের সভায় পরিচয় দিবার সময় গুহ শব্দ শুনিয়া সভাসদ্‌গণ হাস্য করিয়াছিলেন। আদিশূর নিজে বর্ণসঙ্কর, অসভ্য বঙ্গবাসী জাতি, বিদ্যাবুদ্ধি—

---

(১) তত্রাদিশূররাজেন কান্যকুব্জদেশাদানীতৈ ব্র্াহ্মণপঞ্চকৈঃ
সহ ঘোষবসুমিত্রদত্তগুহাঃ পঞ্চাগতা আদিকুলীনাঃ ॥

(২) গৌড়েহষ্টৌ কীর্ত্তিমন্ত শ্চিরবসতিকৃতা মৌলিকাঃ। * * *।
দেবদত্ত করপালিতসেনদাসসিংহগুহা এতেষাং সিদ্ধমৌলিকাঃ।

(৩) দ্বিজাতিপালনার্থকোহপ্যসৌ চ হর্ষসেবকঃ।
কুলাম্বুজ প্রকাশকো যথান্ধকারদীপকঃ ॥

বিহীন, তাঁহার সভাসদ্‌গণও প্রভুগুণোপেত; গুহ শব্দে—বিষ্ণু, কার্ত্তিক প্রভৃতি অর্থ বুঝায়, ইহা তাহাদের অবগতি ছিল না। এ নিমিত্ত গুহের পরিচয়দাতা বন্দী (১) ক্রোধভরে বলিয়াছিলেন 'আপনারা হাসিবেন না, ইনি যখন বঙ্গদেশে আগমনের উদ্যোগ করিয়াছেন তখনই ইনি বিবিধ প্রকারে মানহীন হইয়াছেন, ইনি মহারাজাধিরাজ দশরথের বংশোদ্ভব। অন্ধকার মধ্যে দীপের ন্যায় এই সভামধ্যে কুলগৌরবে এই গুহ উজ্জ্বলদীপ্তিমান। ভাস্কর যেরূপ পদ্মের, ইনি তদ্রূপ কুলপদ্মের প্রকাশক। অর্থাৎ কুলে ইনি সকলকেই পশ্চাৎ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন।"

দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকার কোন স্থানে বর্ণিত হয় নাই যে কনৌজ হইতে আগত গুহ বঙ্গের কুলীন, তাহাদের সমাজের মৌলিক। দত্ত যখন বিনয়-গুণাভাব বশতঃ নিষ্কুল হইয়াছে, তখন গুহ কেবল বঙ্গের কুলীন হইলে অবশ্য তাহার উল্লেখ থাকিত।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ বল্লালকৃত মেলবদ্ধ হইবার পর দ্বাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত পর্য্যায়হীন ছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ ছিল না। ত্রয়োদশ পুরুষাবধি পুরন্দর বসু কর্ত্তৃক তাহারা পুনর্ব্বার মেলবদ্ধ হন ও ঘটক কারিকাদি প্রস্তুত হয়। এই সময়ে কুলীন গুহবংশজগণ উক্ত সমাজভুক্ত ছিলেন না, এবং তাহাদের বংশপর্য্যায় সম্বন্ধে কোন বিষয় অনেকের জ্ঞানগতও ছিল না। সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থে গুহ বংশ সম্বন্ধে কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। তবে আদিশূরের যজ্ঞে গুহ আসিয়াছিলেন ও তিনি ক্রোধভরে যে রূপ পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অন্যান্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল; তদ্দৃষ্টে এই কারিকায় কেবল তাহার পরিচয় লিখিত হইয়াছে মাত্র। তাহার পরিচয়ে লিখিত আছে " দশরথাভিধানোমহান্ "। সেই লিখন দেখিয়া পণ্ডিত চূড়ামণিগণ মনে করিলেন দশরথ গুহ এখানে আসিয়াছিলেন; এবং সেই জ্ঞান অনুসারে লিখিয়া গেলেন—'কাশ্যপ গোত্রে দশরথ গুহঃ'। কিন্তু বস্তুতঃ দশরথ গুহ আদিশূরের সভায় আসেন নাই, বিরাট গুহ আসিয়াছিলেন। বংশের কোন প্রসিদ্ধনামা আদিপুরুষের

(১) ভাট।

নামে অধস্তন পুরুষগণ আখ্যাত হইয়া থাকেন। সর্ব্বদেশেরই ইহা চিরন্তন প্রথা। ইক্ষ্বকুর বংশধরগণ ইক্ষ্বাকু নামে অভিহিত হইতেন, সেইরূপ রঘুনামে রঘুবংশজগণ, পুরুনামে পুরুকুলসম্ভবগন সমাখ্যাত হইতেন। দশরথও সূর্য্যবংশের এক প্রধান পুরুষ। সেই কারণে বন্দী তাহাকে দশরথ নামে পরিচয় দিয়াছিলেন মাত্র। ফলতঃ সেই সময়ে ঐ গ্রন্থ সমূহের প্রণেতৃগণ গুহকুল সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, কেবল গ্রন্থের পূর্ণতা সাধন প্রয়াসে গুহের কথার উল্লেখ করিয়া উক্ত প্রকার বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

গুহের পরিচয়ে লিখিত আছে, " স বঙ্গ গমনোদ্যতো বিবিধ মানভঙ্গে রতঃ "। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গীয় দিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই বিষয় লইয়া বহুকালাবধি তর্ক চলিয়া আসিতেছে। [১] এই কারণে স্বাভীষ্টসাধন-প্রয়াসী গ্রন্থকার ঐ পরিচয়ের বাক্যগুলির পৃথক ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যকারিকায় বর্ণনা করিয়াছেন, ইনি বঙ্গে গমনোদ্যত হওয়াতে মান-হীন হইয়াছেন, কিন্তু রাজ নিয়মানুসারে বঙ্গাগত কনৌজী কায়স্থ রাজ-গণের পরিচয় ভাটের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছিল। সেই কারণে তাহাদের পরিচয় তৃতীয় পুরুষোক্ত বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। ঐ বাক্য আদিশূরের সভায় ব্যবহৃত হইয়াছে, বল্লাল সেনের সময়ে নহে। বঙ্গদেশে ঘোষ বসু প্রভৃতি পঞ্চজনই আসিয়াছিলেন। এস্থানে আগমন হেতু মানহীন হইলে সকলেরই সমভাব ঘটিত, তাহা হইলে ঘোষবসু সম্বন্ধেও ঐ রূপ লিখিত হইত। গুহ সম্বন্ধে ঐ রূপ ঘটিয়াছে তর্কানুরোধে ইহা স্বীকার করিলেও প্রতীতি হয় যে কেবল বঙ্গাগত গুহ মানহীন হইয়াছেন, ঐ বংশজগণের মধ্যে যাহারা দক্ষিণরাঢ়ে রহিয়াছেন তাঁহারা বীতমান হন নাই। সুতরাং তাঁহারা অবশ্য দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে কুলীন। কিন্তু এই সমাজে কেহই গুহকে কুলীন বলেন না। যদি বলা যায় এ বংশের সকলেই বঙ্গে গিয়াছেন ; দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে গুহ নাই, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সিদ্ধ মৌলিক গুহ কথনই কনৌজী গুহ বংশজ নহে। সুতরাং কুলীন গুহ ইহাদের মৌলিক নহে।

---

[১] যে কারণে এই রূপ বিবাদসূচনা ঘটিয়াছে, তাহা পশ্চাৎ বিবৃত হইল।

গুহের পরিচয়ে "গমনোদ্যত" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। বঙ্গদেশে গমন হেতু গুহ মানহীন হইলে ঐ শব্দ কদাচ ব্যবহার হইত না। বঙ্গে অবস্থিত, এই রূপ অর্থ বোধক বাক্য ব্যবহার হইত। এ বাক্যের দ্বারা গুহ বঙ্গে একবারে গমন করিয়াছেন বুঝায় না, গমনের উদ্যোগ বুঝায় মাত্র। বরং এরূপ স্পষ্ট বুঝায় যে গুহ যে সময় কনৌজ হইতে বঙ্গগমনের উদ্যোগ করিয়াছেন সেই সময়ের অবস্থা গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে গুহের পরিচয় দাতা বন্দী আদিশূরের সভাসদ্‌দিগকে বলিয়াছিলেন—'বঙ্গদেশে গমনের উদ্যোগ করিয়া ইনি বিবিধ প্রকারে অপমানের ভাজন হইয়াছেন'। এই সকল কারণে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে ঐ কুলাচার্য্যকারিকা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক তর্কানু-রোধে বা স্বদলপ্রীতিসাধনবাসনায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে আট ঘরের অর্থাৎ সিদ্ধমৌলিকর মধ্যে যেমন এক গুহ আছে, তদ্রূপ বায়াত্তর অর্থাৎ সাধ্য মৌলিকের মধ্যেও গুহ এক বংশ আছে [১] পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ত্রয়োদশ-পর্য্যায়াবধি পুরন্দর বসু কর্ত্তৃক এই সমাজের মেলবদ্ধ হয়, তৎকালে অধিকাংশ কুলক্রিয়ান্বিত মৌলিকেরা সিদ্ধ ও কুলক্রিয়াহীনগণ সাধ্য মৌলিক বলিয়া প্রখ্যাত হন। ইহারা উভয়েই গৌড় দেশের চিরাধিবাসী। এই রূপে দুই গুহ এক বংশ প্রসূত বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, সিদ্ধ মৌলিক গুহ কুল ক্রিয়া শূন্য, এই মাত্র বিশেষ। বঙ্গীয় সমাজে ও সাধ্য অর্থাৎ অচলামহাপাত্র গুহ [গোহ] সংজ্ঞায় এক বংশ আছেন। এই গোহ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের সিদ্ধ ও সাধ্য গুহ এক। ইহারা দুই সমাজই মৌলিক।

কালক্রমে বঙ্গীয় সমাজে মিত্র বংশ অপত্যবিহীন হইলে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিলেন। "পোষ্য পুত্রে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ" এই বিধি অনুসারে এই বংশ নিষ্কুল হইয়াছেন। কিন্তু দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের মিত্রকুলের কুলহানি ঘটে নাই। সমাজের দর্প অতি ভয়াবহ। আমেরিকা [কৌমারিকা] বাসী ইংরাজেরা বৃটন (আবৃতন) বাসী ইংরাজদের বংশজ,

---

[১] ব্রহ্মা, বিষ্ণু রুদ্র গণ, * * * গুহ এতেষাং সাধ্যমৌলিকাঃ।

দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা।

উভয়ে এক মূল প্রসূত, তথাপি সামাজিকদর্পানুসারে উভয়ে উভয়কেই বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। স্বভাবের গতিই এইরূপ। বঙ্গীয় ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণ এক বংশজ, একের সন্তান। কিন্তু সমাজের দর্পানুসারে বঙ্গীয় সমাজ দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিলেন "মিত্র আমাদের মৌলিক——তোমাদের কুলীন"। দর্প সহ্য করা সহজ নহে। সুতরাং ইহারা বলিতে লাগিলেন, গুহ আমাদের মৌলিক, তোমাদের কুলীন। ক্রমে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গীয় সমাজে মিত্র বলিলেই যেমন কুলশূন্য মৌলিকের তুল্য বোধ হয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে গুহ বলিলেই সেইরূপ মৌলিক বুঝায়। যাহা হউক, কনৌজ হইতে আগত বিরাট গুহের বংশজ দশরথ গুহের বংশধরগণ রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের যে কুলীন ও গৌড়দেশবাসী গুহ যে বঙ্গের অচলামহাপাত্র (সাধা ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের সিদ্ধ) মহাপাত্র ও সাধ্য মৌলিক তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

কায়স্থগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত বিবাহ প্রচলিত থাকা নির্ণয়।

হিন্দুশাস্ত্র মতে বিবাহ আট প্রকার। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও নিকৃষ্ট পৈশাচ। (১) মনুর সময়ে প্রথমতঃ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য আসুর, ও গান্ধর্ব্ব এই ছয় প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের; আসুর গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ও পৈশাচ, এই তিন প্রকার বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে ধর্ম্ম-বিহিত। (২) সুতরাং তৎকালে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহ ক্ষত্রিয়ের এবং রাক্ষস বিবাহ বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু তৎপরে আবার

---

(১) ব্রাহ্মোদৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্য স্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো, রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥

(২) ষড়ানুপূর্ব্ব্যান্ বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরো বরান।
বিটশূদ্রয়োস্ত তানেব বিদ্যাদ্ধর্ম্ম্যান্ ন রাক্ষসান্॥

বিধিবদ্ধ হইল, যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য বিবাহ ব্রাহ্মণের, রাক্ষস-বিবাহ ক্ষত্রিয়ের, ও আসুরিক বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত। (১) ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রশস্ত বিবহের অভাবে পূর্ব্বোক্ত বিবাহ হইতে পারিবে।

স্বভাব পরিবর্ত্তনে মনুষ্যপ্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া নবভাব ধারণ করে। সুতরাং মনুষ্যসমাজের নিয়মও পরিবর্ত্তিত হয়। অতএব পুনরায় বিধিবদ্ধ হইল, যে প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ও পৈশাচ এই পাঁচ বিবাহের মধ্যে প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, ও রাক্ষস বিবাহ সকল বর্ণের ধর্ম্ম্য, পৈশাচ ও আসুর বিবাহ সর্ব্ববর্ণের পক্ষে অকর্ত্তব্য। (২) ব্রাহ্মণের পক্ষে আসুর, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের আসুর ও পৈশাচ; বৈশ্য ও শূদ্রের রাক্ষস বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। তবে যে বর্ণের যে বিবাহ বিহিত, তাহার পক্ষে বিহিত বিবাহের অভাব নিষিদ্ধ বিবাহও কর্ত্তব্য হইবে। অতএব ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাক্ষস বিবাহই প্রশস্ত; তবে তাহার অভাবে প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিতে পারে। এক্ষণে আর গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত নাই; সুতরাং তৎ-সম্বন্ধে কোন কথা বলা অনাবশ্যক।

তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আচরণ কর,—বরকন্যাকে এই কথা বলিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক বরকে যে কন্যাদান করা যায়, উক্ত দান সম্পাদ্য বিবাহকে প্রাজাপত্য বিবাহ (৩) বলে। এই বিবাহ এক্ষণে বঙ্গরাষ্ট্রে সাধারণতঃ চলিতেছে।

বলপ্রকাশ পূর্ব্বক হনন ও ছেদন অর্থাৎ যুদ্ধ দ্বারা বাধাদানকারীদিগকে নিহত বা নিরস্ত করিয়া বিবাহ করাই রাক্ষস বিবাহ। (৪) কোন কোন

(১) চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈক মাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥

(২) পঞ্চানান্তু ত্রয়ো ধর্ম্ম্যা দ্বাবধর্ম্ম্যৌ স্মৃতাবিহ।
পৈশাচশ্চাসুর শ্চৈব ন কর্ত্তব্যো কদাচন॥

(৩) সহোভৌ চরতাং ধর্ম্ম মিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদান মভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥

(৪) হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বাচ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥

মতে এই বিবাহে কন্যা দানের আবশ্যকতা নাই, কোন কোন মতে এরূপ অবস্থার পরও দানগ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহ করিতে হয়। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাক্ষস বিবাহ কন্যাকর্ত্তার বাটীতে নিষ্পন্ন হইতে পারে না; হরণকারীর স্বাভিলাষিত স্থানেই উহা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

প্রাজাপত্য বিবাহ কন্যার বাটীতে নিষ্পন্ন হয়। বরকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া কন্যাকর্ত্তা আপন আলয়ে আনয়ন পূর্ব্বক কন্যাদান করিবেন। দক্ষিণ উরু স্পর্শ করিয়া বরকে কন্যাদান করিতে হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিমৎ চিত্তে অর্চ্চনা পূর্ব্বক দান করিলেই তাহা ফলপ্রদ হয়; অর্চ্চনার সময়ে পূজনীয় ব্যক্তির পদ ধারণ করিতে হয়। বোধ হয় পদধারণের পরিবর্ত্তে উরুস্পর্শ করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে পায়ে ধরে কন্যাদান করিতে হয়। এই অবস্থার প্রতি প্রণিধান করিলে প্রতীতি হয়, যেখানে বরকন্যা উভয়ই সমান বংশপ্রসূত সেই স্থলেই প্রাজাপত্য বিবাহ প্রশস্ত; যে জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ বংশের প্রভেদ আছে তৎপক্ষে ইহা সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ উৎকৃষ্ট বংশজাত ব্যক্তি নিকৃষ্ট বংশজের পদ ধারণ অথবা উরু স্পর্শ করিয়া কন্যাদান করিলে উৎকৃষ্ট বংশজের সম্ভ্রম থাকিতে পারে না; সুতরাং উচ্চ নীচ বংশের প্রভেদ থাকার নিয়ম লোপ হইয়া পড়ে। মনুর সময়ে ব্রাহ্মণগণের সকলেই সমতেজঃসম্পন্ন ছিলেন। তাহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বংশজের কোন প্রভেদ ছিল না। এতদ্বশতঃ প্রাজাপত্য বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

বাহুজ ক্ষত্রিয় বিরাট অর্থাৎ কায়স্থগণ কেহ বা চন্দ্রবংশীয়, কেহ বা সূর্য্য-বংশীয়, কেহবা চিত্রগুপ্তের ও চিত্রসেনের বংশীয়, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন আচার ও মর্য্যাদা-সম্পন্ন-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এইরূপ নানাবিধ সম্প্রদায় রহিয়াছে। প্রাজাপত্য বিবাহ সাধারণতঃ প্রচলিত হইলে মর্য্যাদার ইতর বিশেষ সংরক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং ইহাদের পক্ষে প্রাজাপত্য বিবাহ প্রশস্ত বলিয়া ধার্য্য হয় নাই। তবে প্রশস্ত বিবাহের অভাবে এই বিবাহ বিধেয় বটে।

ক্ষত্রিয়দিগের শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ বংশের প্রভেদ বীর্য্য বিবেচনায় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যিনি বীর্য্যবান তিনিই শ্রেষ্ঠ, যিনি বীর্য্যহীন, তিনিই

কনিষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হন। (২) যিনি শূরত্ব প্রভাবে অন্যকে আপন অধিকারে আনিয়াছেন তাহার বংশই শ্রেষ্ঠ বংশ বলিয়া অভিহিত। রঘু-বংশ ও পুরুবংশ তাহার প্রমাণের স্থল। ভোগবিলাসে, কি সামাজিক নিয়মে, কি রাজকার্য্যে সর্ব্ববিষয়েই ক্ষত্রিয়দিগের শূরত্ব প্রখ্যাপন করা আবশ্যক। এই সকল অবস্থার প্রতি প্রণিধান করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে কেবল বীর্য্যবল সমৃদ্ধির জন্যই রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কারণ, কন্যা হরণ সময়ে যুদ্ধ হওয়াই সম্ভব, যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া কন্যা হরণ করিলে হরণকর্ত্তা নিকৃষ্টবংশ প্রসূত হইলেও শ্রেষ্ঠ বংশ-জের ন্যায় মাননীয় হইলেন। সুতরাং কন্যা হরণ করিয়া লইয়া গেলেও কন্যাকর্ত্তা কনিষ্ঠবংশজ বরের উরু স্পর্শ করিয়া কন্যা দান করিতে পারেন। তাহাতে মর্য্যাদার হানি হইতে পারে না।

বঙ্গশ্রেণীর কায়স্থগণের বিবাহ অদ্যাপিও এইরূপে হইতেছে। শ্রেষ্ঠ কুলীনবংশজ কন্যার সহিত নিকৃষ্ট বংশজাত বরের বিবাহ সম্বন্ধ হইলে কন্যা বরভবনে আনীত হইয়া থাকে; কন্যাকর্ত্তা বরভবনে উপস্থিত হইয়া কন্যা দান করিয়া থাকেন। রাক্ষস বিবাহে কন্যা হরণ সময়ে কন্যা অথবা তাহার মাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের এরূপ চীৎকার করা আবশ্যক যে ক্রোশৈক দূর হইতে ক্রন্দনধ্বনি শুনা যাইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিলেও আত্মীয়েরা অগ্রসর হইয়া কন্যাকে রক্ষা করিবে। কায়স্থগণের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। ঐ বিবাহস্থলে কন্যা ও তাহার আত্মীয়েরা, বিশেষ কন্যার মাতা ভয়ানক চীৎকার স্বরে রোদন করিয়া থাকেন। বংশ বিবেচনায় কন্যা উঠাইয়া আনিবার নিয়ম কুলীন মৌলিক উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠবংশজ বরের সহিত কনিষ্ঠ বংশজাত কন্যার সম্বন্ধ হইলে প্রাজাপত্য বিবাহের বিধা-নানুসারে কন্যাকর্ত্তা বরকে আপন আলয়ে আনয়নপূর্ব্বক বিবিধ সম্মানসহ

---

(২) বিপ্রাণাং জ্ঞানতোজ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণান্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাঙ্কানাধনতঃ শূদ্রানামেব জন্মতঃ॥

মনুঃ, ২৮ অং।

কন্যা দান করিয়া থাকেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, যে মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ বংশজাত কন্যা উঠাইয়া আনিবার নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। কনিষ্ঠবংশজ বরকে আপন আলয়ে উঠাইয়া আনিয়া অর্চ্চনা-পূর্ব্বক কন্যাদান করিলে শ্রেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ বংশের মর্য্যাদার প্রভেদ থাকে না।

রাক্ষস বিবাহে, বল প্রকাশে হনন, ছেদন ও যুদ্ধ করার আবশ্যক। তবে ক্ষত্রিয়গণ স্বাধীন থাকিলে এই নিয়ম যেমন সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইতে পারে, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিজেতার অধীন হইলে কদাচ ঐ নিয়ম সম্যক্ প্রকারে প্রতিপালিত হইতে পারে না। কালসহযোগে হিন্দুগণ সময়ে সময়ে যবনের ও দীর্ঘকাল মুসলমানের অধীনে ছিলেন; এক্ষণে ইংরাজজাতির অধীনে রহিয়াছেন। শান্তিরক্ষা ও বিচারের ভার বিজেতৃগণের হস্তে রক্ষিত। রাক্ষস বিবাহে শান্তিভঙ্গ ও প্রাণনাশ ঘটনার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ মুসলমানেরা নিজেই বল প্রকাশ করিত। বলপ্রকাশপূর্ব্বক বিবাহ করিবার প্রথা তৎকালে প্রচলিত থাকিলে বোধ হয় কোন হিন্দুমহিলার সম্ভ্রম থাকিত না। তদ্বশতঃ মুসলমান-অধিকারে বলপ্রকাশ পূর্ব্বক বিবাহ করিবার প্রথা রহিত হইয়া নিয়ম হইল যে কন্যাকে বরের বাটীতে উঠাইয়া আনিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেই রাক্ষস বিবাহের নিয়ম সংরক্ষিত হইবে। দীর্ঘকাল এই নিয়ম চলিয়া আসিয়া এক্ষণে ব্যবহারস্বরূপে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং বলপ্রকাশের নিয়ম উঠাইয়া দিয়া কায়স্থগণ কন্যা উঠাইয়া আনিয়া বিবাহ করার নিয়মে আপনাদের কুলগত রাক্ষস বিবাহ প্রচলিত রাখিয়াছেন। ইংরাজ রাজত্বের সময়েও কথন কথন বলপ্রকাশে বিবাহ হইত। অদ্য বিংশতি বৎসর মাত্র অতীত হইল, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর নিবাসী মৌলিক কায়স্থ জয়হরি বক্সী, জয়কালী বসুর কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলে কন্যাকর্ত্তা বিবাহ দিতে অসম্মত হন। তখন বকৃসি মহাশয় তাৎকালিক সৈন্য অর্থাৎ লাঠীয়াল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বসু মহাশয়ের বাটী হইতে কন্যাকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তবে দণ্ডবিধি আইন (Penal code) জারি হওয়া পর্য্যন্তই সকলের বল অবলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে।

রাক্ষস বিবাহ জন্য যে সকল সময়েই বল প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা নহে। ইহার মূল উদ্দেশ্য এই যে শ্রেষ্ঠ বংশ কনিষ্ঠ বংশের সহিত সম্বন্ধ করিতে অস্বীকার করিলে কনিষ্ঠ বংশজ আপন শৌর্য্য-বীর্য্য-বলে জ্যেষ্ঠবংশজের অবনমন সাধন ও তৎসমীপে আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রখ্যাপন পূর্ব্বক কন্যা লইয়া আসিতে পারিলেই কন্যাকর্ত্তা বরভবনে উপস্থিত হইয়া সম্প্রদান করিয়া দিবে। তবে ইহাতে হনন ও ছেদনের আবশ্যক হইলেঃকদাচ বিমুখ হইবে না। কিন্তু কনিষ্ঠবংশজ শ্রেষ্ঠবংশপ্রসূত কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রয়াসে "কন্যা দাও, আমি স্বয়ং বিবাহ করিব" অথবা "অমুক ব্যক্তিকে বিবাহ দিব" এইরূপ বলিলে যদি শ্রেষ্ঠ বংশজ কন্যা দিতে সম্মত হয় তাহা হইলে আর বল প্রকাশের প্রয়োজন থাকে না। শ্রেষ্ঠবংশপ্রভব ব্যক্তি নিজেই হীনতা স্বীকার করিলেন, নিজের কার্য্যদ্বারাই আপনাকে নিষ্প্রভ বলিয়া স্বীকার করিলেন। হস্তিনানাথ পাণ্ডুর সহিত কুলীন বংশজা মাদ্রীকে বিবাহ দিবার উদ্দেশে মহাত্মা ভীষ্ম শল্যের নিকট মাদ্রীকে চাহিলে শল্য তৎক্ষণাৎ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অস্বীকার করিলে অভীষ্ট সাধন নিমিত্ত ভীষ্মের বলপ্রয়োগ আবশ্যক হইত। কায়স্থগণের মধ্যেও এইরূপ হইতেছে। অগ্রে সম্বন্ধ স্থির করিয়া তৎপরে কন্যা উঠাইয়া আনা হয়।

এস্থলে এরূপ তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে কন্যাকর্ত্তা ধনহীন হইলেই বিবাহের ব্যয়সংকুলনে অসামর্থ্য বশতঃ কন্যা বরগৃহে নীত করিয়া বিবাহিত করেন। এই তর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, কারণ অমূলক। উল্লিখিত প্রথা যদি কেবল নির্দ্ধন পরিবারগণ মধ্যে অনুষ্ঠিত হইত তবেই উক্ত রূপ তর্ক সঙ্গত হইত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ধনাঢ্য হউন বা নিঃস্বম্বল হউন, উৎকৃষ্ট-বংশপ্রসূত হইয়া নিকৃষ্ট বংশে কন্যাসম্প্রদান করিতে হইলেই বরভবনে আনয়ন পূর্ব্বক কন্যাকে পরিণীত করিবার পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। যাহা হউক, এই নিয়মের বিবাহ যে রাক্ষস বিবাহ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই রূপ বিবাহ পূর্ব্বে দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল; স্থল বিশেষে এখনও আছে।

রাক্ষস বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম্ম্য; সুতরাং উপরের লিখিত নিয়মানুসারে

সময়ে সময়ে বঙ্গীয় রাঢ়শ্রেণী ব্রাহ্মণের মধ্যেও এই বিবাহ কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়া থাকে।

কায়স্থজাতি মধ্যে অদ্যাপি ক্ষত্রিয়বৃত্তির অস্তিত্ব নিরূপণ।

ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা, ঈশ্বরারাধনা, প্রত্যহ ব্রাহ্মণকে দান, রাজ্য পালন, শরণাগতকে রক্ষা, প্রজাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন, দুঃখীদিগকে প্রতিপালন, ধর্ম্ম কর্ম্ম ও তপ ইত্যাদি কার্য্য, বিদ্বান হইয়া নীতি-শাস্ত্র-বিধান রক্ষা, পিতৃপুরুষের অর্চ্চনা ও বিধি অনুসারে তাহাদের শ্রাদ্ধাদি ও প্রজা রক্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। তাহারা কদাচ রণে ভীত হইবে না ; এবং অস্ত্র বিদ্যায় নিপুণ হইবে। পিতৃলোকের অর্চ্চনা ও পিতৃযজ্ঞ পরায়ণ হইবে। (১)

এক্ষণে ঐ সকল কার্য্যের এক একটী লইয়া কায়স্থদিগের পূর্ব্বতন ও

---

(১) দ্বিজার্চ্চনং ক্ষত্রিয়াণাং তথা নারায়ণার্চ্চনং।
রাজ্যানাং পালনঞ্চৈব রণে নির্ভয়তা তথা॥
নিত্যং দানং ব্রাহ্মণেভ্যঃ শরণাগতরক্ষণং।
পুত্রতুল্যং প্রজানাঞ্চ দুঃখিনাং পরিপালনং॥
শস্ত্রেষস্ত্রেষু নৈপুণ্যং রণে সৌন্দর্য্য মেবচ।
তপশ্চ ধর্ম্মকৃত্যঞ্চ যত্নতঃ কুরুতে মুদা॥
পণ্ডিতঞ্চাতিশাস্ত্রজ্ঞং নিত্যঞ্চ পরিপালয়েৎ।
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৮৩ অ।

অর্চ্চয়িত্বা পিতৄন্ সম্যক্ পিতৃ যজ্ঞং যথাবিধি।
পাদ্মে স্বর্গখণ্ডে ২৮ অ।

অধ্যয়নং যজনং দানঞ্চ।
প্রজারক্ষণং জীবিকা।
শ্রীভাগবত ২০ অধ্যায়।

ইদানীন্তন অবস্থার সহিত ঐক্য করিয়া দেখা আবশ্যক, সৃষ্টির প্রথম হইতে তাহারা ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন কি না।

মুসলমান ও ইংরাজের অধিকারে হিন্দু-সমাজ স্বেচ্ছাচারিতা গ্রহণ করিলে কোন কোন হীন জাতি সমস্ত কার্য্য না করুন, কিয়ৎপরিমাণে ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য কলাপের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে অবস্থা স্বতন্ত্র। কোন জাতির মূল নির্ণয় করিতে হইলে উৎপত্তি কালাবধি সেই জাতি যে বৃত্তি গ্রহণ করিয়া আসিতেছে তদ্দ্বারাই তাহাদের ধর্ম্ম ও কার্য্য বিনির্ণয় কর্ত্তব্য। কারণ, আর্য্য ভূপালগণের অধিকারসময়ে এক জাতি অন্য জাতিব্যবস্থিত বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত না। ত্রেতাযুগে জনৈক শূদ্র তপস্যা করেন, তৎপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণপুত্রের অকালে মৃত্যু ঘটনা হয়। সুতরাং পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র তাহার মস্তক-চ্ছেদন করেন। অতএব এই কায়স্থগণের সাবিত্রী দীক্ষা না থাকুক, ইহারা যখন ক্ষত্রিয়জাতি তখন অবশ্যই আদিমকালাবধি ক্ষত্রিয় বর্ণ-বিহিতবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। বৃত্তি সম্বন্ধে ইহাদের কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

ক্ষত্রিয়ের প্রথম বৃত্তি দ্বিজার্চ্চনা। বল্লালী কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ-মধ্যে মৌলিকেরা চিত্রগুপ্তবংশজ ও কুলীনগণ কেহ সূর্য্যবংশীয়, কেহ পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়। সূর্য্যবংশজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় বঙ্গবাসী কুলীনকায়স্থগণ যে দ্বিজার্চ্চনায় বিশেষরূপে রত, তাহা বর্ণনা করা অনাবশ্যক; কুলীনের উপাধিই বিপ্রদাস। মৌলিকদিগের আদিপুরুষের বৃত্তান্ত প্রথমভাগে বর্ণিত হইয়াছে। আচার নির্ণয় তন্ত্রে ব্যক্ত আছে, কায়স্থ সামাদি লিখিত বেদ না মানিয়া স্বভাবসিদ্ধ-রূপে ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেও ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি করিতে ত্রুটি করিতেন না; ইহারা বিপ্রার্চ্চক। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, কায়স্থগণ নিজবর্গের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের পুষ্টিসংবর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

" পোষ্টারো নিজবর্গাণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ "।

আচার নির্ণয় তন্ত্রে ব্যক্ত আছে, কায়স্থ জন্মাবধিই দ্বিজার্চ্চনায় রত।

" জন্মাবধি দ্বিজার্চ্চায়াং মতিরেব নিরন্তরং। "

" বিপ্রপ্রিয়া বিপ্রভক্তা বিপ্রমানপ্রদা যতঃ। "

ইহাঁদের বর্ত্তমান অবস্থা বলা অনাবশ্যক। সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন, কায়স্থের নিকটেই ব্রাহ্মণের মান। তবে ইংরাজি বিদ্যা-বলে ব্রাহ্মণেরাও নূতন ব্রহ্মাবতার হইতেছেন, কায়স্থেরাও নূতন উপচারে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শিষ্য গুরুর অনুকরণপ্রিয়।

ক্ষত্রিয়ের দ্বিতীয় কার্য্য নারায়ণের অর্চ্চনা। এস্থলে দেখা উচিত, হিন্দুসমাজে কোন্ সময়ে কি প্রকারে নারায়ণের (ব্রহ্মের) অর্চ্চনা হইয়াছে। সত্যযুগে সামবেদের মতে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা, ঋগবেদ মতে ইন্দ্র, অগ্নি, প্রভৃতির, যজুর্ব্বেদ মতে পঞ্চভূতের, অথর্ব্ববেদ মতে আল্লারসুর, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতির অর্চ্চনা বিহিত হইয়াছে। ত্রেতাযুগে নিরাকার ও সাকার রাম, বামন, মধুসূদন প্রভৃতির, দ্বাপরে সাকার ব্রহ্ম গোপাল, গোবিন্দ প্রভৃতির, এবং কলিযুগে সাকার ব্রহ্ম সূর্য্য, শক্তি, শিব, গণেশ ও বিষ্ণুর অর্চ্চনা হইতেছে। সূর্য্য ও চন্দ্র বংশ প্রসূত ক্ষত্রিয়েরা যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঐরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য। তদ্বংশজাত কুলীনকায়স্থেরাও এক্ষণে শক্তি, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি স্ব স্ব ইষ্ট দেবের (নারায়ণের) অর্চ্চনা করিতেছেন। মৌলিকদিগের পূর্ব্ব পুরুষ কায়স্থ (মসীশ) সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর পর্য্যন্ত স্বভাবসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া সেই জ্ঞানানুসারে ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছেন। চিত্রগুপ্ত অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মজ্ঞানী, যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণে অধিকারী; চিত্রসেন শক্তি (বগলা) উপাসক; চিত্রাঙ্গদ শক্তির উপাসনা দ্বারা ব্রাহ্মণ হইবার জন্য তপস্যা করেন। চিত্রগুপ্তের বংশজাত চিত্রকূট পর্ব্বতের রাজা চৈত্ররথ গৌতম মুনির শিষ্য। ভবিষ্য পুরাণ মতে গৌড় কায়স্থ অর্থাৎ মৌলিক কায়স্থেরা শক্তি ও বিষ্ণুর উপাসক। ইহারা এক্ষণেও শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব।

ক্ষত্রিয়ের তৃতীয় কার্য্য—রাজ্যপালন। যুদ্ধসংক্রান্ত (military) ও দেওয়ানী সংক্রান্ত (civil) কর্ম্মচারী ও রাজা (king) এই তিনের সমষ্টির দ্বারাই রাজ্য পালন হইয়া থাকে। সূর্য্যবংশীয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা যে, এই সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহার প্রমাণপ্রয়াস অনাবশ্যক। তাহাদের বংশ-ধর, বঙ্গীয় কুলীন কায়স্থগণের পিতৃপুরুষ, যাহারা এ দেশে আসিয়াছিলেন,

তাহারা সসৈন্যে, রাজবেশে, ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আদিশূরের সভায় সমাগত হন। ইহাদের পদস্পর্শে বৈদ্য অম্বষ্ঠজাতি পবিত্র হইল,— ইত্যাদি বিনয় সহকারে রাজা আদিশূর তাহাদের স্তব করিয়াছিলেন। কায়স্থ নৃপগ্রন্থে কায়স্থ রাজাদিগের নাম বিবৃত রহিয়াছে। মৌলিকদিগের পূর্ব্বপুরুষ কায়স্থেরা (মসীশ) ত্রিলোকের অধিপতি। চিত্রগুপ্ত স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের বিচারকর্ত্তা। রৌচ্যমন্বর কল্পে চিত্রসেন ও বিচিত্র (চিত্রাঙ্গদ) সমস্ত বসুন্ধরা ও পাতালখণ্ডের রাজা ছিলেন। (১) চৈত্ররথ চিত্রকূট পর্ব্বতের রাজা ছিলেন। (২) চিত্রগুপ্তের বংশজ গৌড় কায়স্থ অর্থাৎ এই মৌলিক কায়স্থগণ প্রজাদিগের বিচারকর্ত্তা; তাহাদের নিকট হইতে করগ্রহণপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। (৩) মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বে ভোজ, গৌড়, পাল ও সেনবংশীয় কায়স্থগণ সম্রাট ছিলেন, তাহারা ১৩০২ বৎসর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য করিয়াছেন। (৪) কুলীন গুহবংশজ প্রতাপাদিত্য বঙ্গদেশের স্বাধীন রাজা হইয়া দিল্লী আক্রমণ করিতে উদ্যত হন। ইহার ন্যায় প্রতাপ-শালী ব্যক্তি অদ্যাপিও বঙ্গদেশে অন্য কোন জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইহার কেবলমাত্র ঢালী ৫২০০০ ছিল। ইহার প্রতিষ্ঠিত যশোহরেশ্বরী জয়পুরে অবস্থিত থাকিয়া অদ্যাপি ইহার কীর্ত্তি ও গৌরব পশ্চিম দেশীয়

---

(১) পরাশর উবাচ।

ত্রয়োদশো রৌচ্যনামা ভবিষ্যতি মুনে মনুঃ।
সুত্রামণিঃ সুকর্ম্মাণঃ সুধর্ম্মাণস্তথাপরঃ॥
ত্রয়স্ত্রিংশদ্বিভেদাস্তে দেবানাং যে তু বৈ গণাঃ।
দিবস্পতির্ম্মহাবীর্য্য স্তেষামিন্দ্রো ভবিষ্যতি॥
নির্ম্মোহস্তত্ত্বদর্শী চ নিষ্প্রকম্পো নিরুৎসকঃ।
ধৃতিমানব্যয়শ্চান্যঃ সপ্তমঃ সুতপা মুনিঃ॥
সপ্তর্ষয়স্থিমে তস্য পুত্রানপি নিবোধ মে।
চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা ভবিষ্যন্তি মহীক্ষিতঃ॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অংশে ২ অধ্যায়।

(২) (৩) (৪) কায়স্থপুরাণ, প্রথমভাগ দেখ।

জাতিসমূহ মধ্যে প্রচার করিতেছেন। দনুজমর্দ্দনদেব প্রভৃতি দেববংশীয় ও বসুবংশীয়েরা চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করিয়া একচ্ছত্রে বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের সময়ে যে সকল স্বাধীন, করদ ও অধীন রাজা ছিলেন, তাহাদের বিস্তারিত বর্ণনা করিতে গেলে গ্রন্থে স্থান সংকুলন হয় না। এক্ষণেও ভগলপুরের রাজা, দিনাজপুরের রাজা, চাঁচরার রাজা, আন্দুলের রাজা, পাইকপাড়ার রাজা, শোভাবাজারের রাজা, লক্ষ্মীকোলের রাজা, উজানীর রাজা, সেওড়াপুলির রাজা প্রভৃতি বহুতর রাজা ও জমিদার বর্ত্তমান রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ইহাদের স্বাধীন ক্ষমতা ছিল, এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের আইনানুসারে রাজ্য পালন করিতেছেন। দেওয়ানীপদ পূর্ব্বাবধিই কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের অধিকারে ছিল; সম্প্রতি অন্যান্য জাতির মধ্যেও কেহ কেহ ইহাতে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছেন। তথাপি সর্ব্বোচ্চ পদ এক্ষণে কায়স্থেরই অধিকারে রহিয়াছে; বঙ্গদেশের মন্ত্রী (Secretary) ও হাইকোর্টের জজ কায়স্থ। রাজকীয় পদের সংখ্যা করিলে অধিকাংশ শ্রেষ্ঠপদ কায়স্থের অধিকারে রহিয়াছে। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাসানুসারে কায়স্থজাতিই বঙ্গদেশের ভূস্বামী ও সমাজপতি। বর্ত্তমান সময়েও বঙ্গদেশের জমিদারের সংখ্যা করিলে কায়স্থজাতীয় জমিদারই অধিক হইবেন। অতএব এদেশস্থ কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ যে আদিম কালাবধি রাজ্যপালন করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

ক্ষত্রিয়ের চতুর্থ কার্য্য রণে নির্ভয়তা ও নবম কার্য্য শস্ত্রবিদ্যাবলে সমরে নৈপুণ্য প্রদর্শন। এই দুই বিষয় "কায়স্থের ক্ষত্রিয়বীর্য্যনির্ণয়" এই অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়ের পঞ্চম কার্য্য ব্রাহ্মণকে নিত্য দান করা। বঙ্গসমাজের কায়স্থগণ এক্ষণেও সাধ্যানুসারে এই কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য সমাজও করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রাচীনকালাবধি ইহারা দানশক্তিবলে সর্ব্বজাতিকে অতিক্রম করিয়া উন্নতকক্ষে দণ্ডায়মান আছেন। সেওড়াপুলীর জমীদারী দেনার দায়ে নিলাম হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু তাহার জমিদারীর ব্রহ্মোত্তর ভূমির এক বৎসরের কর আদায় করিয়া লইলে সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়।

এই রাজাদের জমিদারীর ৷৵ আনা ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর। টাকীর মুন্সী বাবুদিগের ত কথাই নাই। বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মহারাজ রঘু যেমন মৃৎপাত্রাবশেষ হইয়াছিলেন, ইহারাও সেইরূপ দান করিয়া এক্ষণে নির্ধন হইয়া পড়িয়াছেন। অনেক সমৃদ্ধ কায়স্থবংশ এইরূপ কার্য্যে এক্ষণে নিরন্ন ও কৃপাপাত্র হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক এবিষয়ের অধিক আন্দোলন করা বাহুল্য। বঙ্গদেশে এমন ব্রাহ্মণই নাই, যিনি পুরুষানুক্রমে কায়স্থের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ও বৃত্তি ভোগ ও দানগ্রহণ না করিয়া আসিতেছেন। আদিম কালেও ইহারা ব্রাহ্মণের প্রতিপালক ছিলেন। "ভবিষ্য পুরাণে ব্যক্ত আছে, পোষ্টারো নিজবর্গাণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।" "আচারনির্ণয় তন্ত্রেও ইহারা অনেক প্রতিপালকৃৎ অর্থাৎ বহুজনপোষক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

ক্ষত্রিয়দিগের ষষ্ঠ কার্য্য শরণাগতরক্ষণ। বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে এই মহৎ কার্য্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই জন্যই গ্রাম্য দলাদলি ও মোকদ্দমা এত অধিক। কায়স্থ জমিদারদিগের স্বাধীন ক্ষমতা না থাকায় প্রবৃত্তিস্বরূপে উক্ত কার্য্য এই ভাব ধারণ করিয়াছে। টাকীর মুন্সীবাবুরা লক্ষ টাকা দিয়া একজন বধ্য ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, বঙ্গবাসীমাত্রেই গৌরব সহকারে এই কথার উল্লেখ করিয়া থাকেন। ফল কথা, বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থদিগের পরোপকারসাধন যাহা কিছু কোনরূপে সাধ্যায়ত্ত, তাহা করিতে তাহারা পরাঙ্‌মুখ নহেন।

ক্ষত্রিয়ের সপ্তম ও অষ্টম কার্য্য পুত্রতুল্য প্রজা প্রতিপালন ও লোকের দারিদ্র্য বিমোচন। এ বিষয়েরও অধিক আন্দোলন করা নিষ্প্রয়োজন। নড়ালের বাবু রামরত্ন রায় বাহাদুর, শ্রীনগরের জমিদারবংশ, সেওড়াফুলীর রাজগণ ও অন্যান্য কায়স্থ ভূস্বামিসমূহের প্রজাগণ অদ্যাপিও এই সুখানুভব করিতেছেন। প্রাচীন রাজা ও সম্রাটদিগের ত কথাই নাই। তবে রাজার কার্য্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, সুতরাং তাহাদিগকে দুষ্ট প্রজার শাসন করিতে হইয়াছে। রাজধর্ম্মের নিয়মই এই। দুঃখীদিগকে প্রতিপালন করার বিষয়ও বলা অনাবশ্যক। অনেকে অবগত আছেন, টাকীনিবাসী বাবু

বৈকুণ্ঠ নাথ মুন্সী রায় বাহাদুর আপন জমিদারির লাটের খাজানা দিবার নিমিত্ত টাকা কর্জ্জ করিয়া লইয়া চিতপুর দিয়া আসিতেছিলেন। ঐ স্থানের প্রজাগণের গৃহদাহ হইয়াছিল; তাহারা মুন্সী বাবুকে দর্শন করিয়া আপনাদের বিপন্নাবস্থা নিবেদন করিলে তিনি জমীদারি নিলাম হইবার কথা মনেও না করিয়া ঐ বীতসর্ব্বস্ব ব্যক্তিদিগকে সমস্ত টাকা দান করিয়াছিলেন। ইহাঁরাই সাধারণের উপকারার্থ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া টাকীর পাকা রাস্তা প্রস্তত করিয়া দিয়াছেন। রাঢ়শ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের সমাজপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর মুরসীদাবাদের নবাবের প্রাপ্য খাজানা দিতে অসমর্থ হইয়া কারাগারে নীত হইতেছিলেন। তথায় সেওড়াপুলীর বর্ত্তমান রাজার পূর্ব্বপুরুষ উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ-রাজার বিপদ দর্শন করিয়া তিনি নবাব সরকারে নিজের দেয় খাজানার টাকা দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের ফলস্বরূপ নবাব তাহাকে মহাশয় উপাধি দান করেন। সেই উপাধিতে আজিও তাহার বংশধরগণ পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

ভবিষ্যপুরাণে ব্যক্ত আছে, কায়স্থগণ দানশীল; তাহারা "বৈষ্ণবা দানশীলাশ্চ পিতৃযজ্ঞপরায়ণাঃ।" বঙ্গীয় কায়স্থগণ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ক্ষত্রিয়ের দশম কার্য্য যত্ন পূর্ব্বক তপস্যা ও ধর্ম্ম সঞ্চয় করা। কুলীনদিগের আদি পুরুষ সূর্য্যবংশীয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ যে ঐ সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কায়স্থদিগের আদি পুরুষ চিত্রাঙ্গদ ব্রাহ্মণ হইবার নিমিত্ত তপস্যা করিয়া নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন। ব্যোগসংহিতায় লিখিত আছে, শর্ব্ব তপস্যা করিয়া ব্রহ্মে লীন হন। ইহারা জন্মাবধি যাগ যজ্ঞে রত। দান, ধর্ম্ম, সদাব্রত, জলাশয়, ঘাট ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মস্থাপন, দেবস্থাপন, সহায়-বিহীনকে আশ্রয় দান—এই জাতির প্রধান ধর্ম্ম, বর্ত্তমান অবনতভাব প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের বংশগুণ সংকীর্ত্তন করিতেছে। এখন পর্য্যন্তও বৃন্দাবনে অগ্রে "লালা বাবুর জয়", তৎপরে রাধা রাণীর জয়কীর্ত্তন হইতেছে।

ক্ষত্রিয়ের একাদশ কার্য্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের প্রতিপালন। অধিকাংশ অধ্যাপকই প্রাচীন কাল অবধি কায়স্থজাতির নিকট বার্ষিক বৃত্তি গ্রহণ

পূর্ব্বক পরিবার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব এ বিষয়েরও অধিক আন্দোলন করা নিষ্প্রয়োজন। তন্ত্র পুরাণেও ইহা ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ কার্য্য পিতৃযজ্ঞ (শ্রাদ্ধ) করা। ভবিষ্য পুরাণেলিখিত আছে, কায়স্থজাতি পিতৃযজ্ঞপরায়ণ।

"বৈষ্ণবা দানশীলাশ্চ পিতৃযজ্ঞপরায়ণাঃ।"

সূর্য্যবংশীয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ যে এই কার্য্যে নিরত ছিলেন, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। যজ্ঞ প্রভৃতি কার্য্যে ক্ষত্রিয়গণ আদিম কালাবধি ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণের অগ্রগণ্য। কায়স্থেরা (ক্ষত্রিয়েরা) এখন বঙ্গদেশে বাস করিয়াও পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধাদিতে সর্ব্বজাতির অগ্রগণ্য। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মাতার শ্রাদ্ধের বিষয় অদ্যাপিও সমস্ত জাতির অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে। এই শ্রাদ্ধে ৫২,০০,০০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। রাঢ়শ্রেণীয় ব্রাহ্মণদিগের সমাজপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের পুত্র রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর এই শ্রাদ্ধের আয়োজন দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "দেওয়ানজী, এ যজ্ঞ যে দক্ষযজ্ঞ" তাহাতে দেওয়ানজী রাজাকে বাড়াইবার জন্য যুক্তকরে বলিলেন, "ঠাকুর, ইহা দক্ষযজ্ঞাপেক্ষা বেশী।" এতচ্ছ্রবণে রাজা বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ভাবিলেন, এ ব্যক্তি অতিশয় অহঙ্কৃত। তদ্দর্শনে তিনি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "ঠাকুর, ইহা প্রকৃতার্থেই দক্ষ-যজ্ঞাপেক্ষা বেশী, দক্ষযজ্ঞে শিবের আগমন হয় নাই, এ যজ্ঞে শিবের আগমন হইয়াছে।" অমনি রাজা শিবচন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধের বিষয়ও অনেকে অবগত আছেন, ইহাতে ৯,০০,০০০ টাকা ব্যয় হয়। সম্প্রতি নড়াইলের জমীদার বাবু রাম রত্ন রায় বাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধে ৩,০০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে; তাঁহার নিজের শ্রাদ্ধেও ১০০,০০০ টাকার কম ব্যয় হয় নাই। স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শ্রাদ্ধে ১৫০,০০০ টাকার কম ব্যয় হয় নাই। এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, সাধারণের জ্ঞাতার্থ কয়েকটী উদাহরণ স্বরূপে উল্লিখিত হইল। এই জাতি

যে উৎপত্তির সময় অবধি পিতৃযজ্ঞপরায়ণ—তাহা সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রেই প্রকাশিত আছে।

ক্ষত্রিয়ের ত্রয়োদশ কার্য্য অধ্যয়ন ও যজন। অধ্যয়ন শব্দে বেদ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন বুঝাইবে। কায়স্থেরা আদিম কালাবধিই সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ। মেরুতন্ত্রে প্রকাশ আছে, বেদের আর্য্যাছন্দ কায়স্থের কৃত; ভবিষ্যপুরাণে ইহারা সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ও পণ্ডিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন

সুধিয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কারবোধকাঃ।

আচারনির্ণয়তন্ত্রে লিখিত আছে, কায়স্থ উপেক্ষা করিয়া লিখিত বেদ মানে নাই, দিব্যজ্ঞানযোগে ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন।

ইত্যগ্রে বর্ণিত সমস্ত অবস্থা দ্বারা প্রমাণ হয় যে কায়স্থগণের সাবিত্রী-দীক্ষা না থাকিলেও সাময়িক নিয়মানুসারে আপনাদের আদিম ক্ষত্রিয়বৃত্তি-সকল সম্যকরূপে বলবৎ রাখিয়া আসিতেছেন।

বঙ্গদেশস্থ আর্য্য কায়স্থদিগের মধ্যে অদ্যাপি আদিম ক্ষত্রিয়াশ্রমাবলম্বন প্রথার প্রচলন নির্ণয়।

ক্ষত্রিয়দিগের আশ্রম তিন। গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ। (১) শিষ্য গুরুগৃহে গমন করিয়া শুদ্ধচিত্তে গুরুকে প্রণাম পূর্ব্বক সর্ব্বদা শাস্ত্র বিচার করিবে, গুরুর পদ সেবা করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। গুরুর ধ্যান করিয়া তাঁহার তুষ্টি সাধন করিবে। বিদ্যা সমাপ্ত হইলে গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। (২) গুরু দ্বিবিধ, বিদ্যাগুরু ও মন্ত্রগুরু। মন্ত্রগুরু এক্ষণে কুলগত ও বিদ্যাগুরু অভিমত হইতেছে। জীবনের

---

(১) শ্রীভাগবত ২০ অ, দেখ।

(২) ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং তাবৎ শৃণু সর্ব্বাধিবাসনং।
গত্বা গুরুগৃহং শিষ্যো নমস্কৃত্য গুরুং শুচিঃ॥
সদা বিচারঃ শাস্ত্রস্য গুরুপাদাভিবাদনং।

যে ভাগ ব্রহ্মবিষয়ের চর্চ্চায় নিযুক্ত করিয়া কালাতিপাত করা যায়, তাহা-কেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বলে। বিদ্যা ও মন্ত্র এই দুই পদার্থই ব্রহ্মচর্য্যের মূল। দত্তাশ্রম ঋষ্যাশ্রম প্রভৃতি আশ্রম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে স্বতন্ত্র। প্রাচীন কালাবধি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) গণই সর্ব্বজাতির বিদ্যাগুরু। স্থানে স্থানে মন্ত্রগুরু কায়স্থও আছেন।

আচারনির্ণয়তন্ত্রে লিখিত আছে, কায়স্থ (মসীশ) গুরুর কুশাসনাদি মস্তকোপরি ধারণ পূর্ব্বক গুরুর সেবা করিয়া সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ ও বগলা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। ভবিষ্যপুরাণানুসারে চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত ধর্ম্ম পালনে আদিষ্ট হন। কুলীন কায়স্থদিগের পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্যবংশীয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। এক্ষণেও কায়স্থগণ বিদ্যাগুরুর নিকট বিদ্যা অনুশীলন করিয়া মন্ত্রগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কালাতিপাত করিতেছেন এবং তদর্থে গুরুকে দক্ষিণা দিতেছেন ; এতদ্ব্যতীত, বার্ষিক দিতেছেন ও গুরুর আবশ্যক ব্যয়ের সংকুলান করিয়া থাকেন। গুরুরআজ্ঞা তাহাদের নিকট অলঙ্ঘনীয়।

গুরুই ব্রহ্ম, যেমন দেবতা নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তদ্রূপ গুরুও নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি রূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন। যে ব্যক্তি গুরু ও দেবতাকে ভিন্ন জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি নিরয়গামী হয়। যে ব্যক্তি গুরুকুলজাত কোন ব্যক্তিকে গুরু হইতে ভিন্ন জ্ঞান করে সে মূঢ়, তাহার সমস্ত ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়। গুরুই সমস্তবর্ণের ব্রাহ্মণ। (১) কায়স্থগণ এরূপ গুরুভক্ত যে প্রসাদ জ্ঞানে গুরুর উচ্ছিষ্ট

তদাজ্ঞাপালনং ধ্যানং তুষ্টিঃ সন্তুষ্টিঃ সমাগমঃ ॥
সমাপ্তবিদ্যো গুরবে দক্ষিণাং প্রতিপাদ্য চ ॥ ইত্যাদি।
ইতিপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে ২৫। ২৬। ২৭ অ।

(১) [ক] বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
[খ] গুরুপুত্রেষু পৌত্রেষু গুরুভ্রাতৃষু যো ভিদাং ॥
কুর্য্যাৎ স উচ্যতে মূঢ়ো গুরুধর্ম্মবিলোপকৃৎ।
তস্মাদ্ গুরোর্ব্বংশজাতং বয়োঃসমন্যপণ্ডিতং ॥

যেরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ গুরুবংশজ অন্য কোন আর্য্য ব্রাহ্মণের প্রসাদ গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। তবে ইংরাজী তেজে গুরুবংশজ ব্রাহ্মণই হীনতেজ হইয়াছেন, তৎপ্রভাবে শিষ্যও চক্ষু মুদিত করিতেছেন। যাহা হউক, কায়স্থগণ এই অবনত অবস্থাতেও আপনাদের আদিম ক্ষত্রিয়াশ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম একরূপ প্রচলিত রাখিয়া আসিতেছেন।

দ্বিতীয় গার্হস্থ্যাশ্রম। ক্ষত্রিয়েরা বিদ্যানুশীলন সমাপ্ত করণানন্তর গুরুর আদেশমতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কুলীন-বংশজাতা, সুশীলা, ধর্ম্মচারিণী, সুচরিত্রা, প্রিয়ম্বদা, শাস্তগুণসম্পন্না কন্যাকে বিবাহ করিয়া আশ্রমে থাকিবে। এই আশ্রমের প্রধান ধর্ম্ম—অতিথিসেবা এবং পিতৃপুরুষ ও দেবগণের অর্চ্চনা। (১) কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ কুলীনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া প্রাচীনকালাবধি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীনকালাবধি কায়স্থগণ অতিথিসেবা, পিতৃযজ্ঞ ও দেবতাগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অতিথিসেবা কায়স্থদিগের নিত্যনৈমিত্তিক ব্রত।

গুরুং কুর্য্যাত্তু দীক্ষায়া মবিচার্য্য গুরোঃ কুলং।
নানামূর্ত্তি র্যথা দেবো নানামূর্ত্তিস্তথা গুরুঃ।
পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ জাবালে নাত্র সংশয়ঃ॥
দেবানাঞ্চ গুরূণাঞ্চ ভেদো বাল্যাদিনা কৃতঃ।
পাতয়েন্নরকে তীব্রে গুরুভেদকরং নরং॥

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে।

(১) ক, গৃহাশ্রমং ততোগচ্ছেদ্ গুরোরাজ্ঞা মধিক্রবন্।
উদ্বহেৎ কুলজাং কন্যাং সুশীলাং ধর্ম্মচারিণীং॥
অনহংবাদিনীং সৌম্যাং সুচরিত্রাং প্রিয়ম্বদাং।
গৃহিণাং প্রথমো ধর্ম্মোঽতিথিপূজৈব পার্থিব॥

ইতি পাদ্মে, ২৫। ২৬। ২৭ অ,

খ, অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥

ঐ

ভবিষ্যপুরাণে ব্যক্ত আছে,—

"পূজনং দেবতানাঞ্চ পিতৄণাং যজ্ঞসাধনম্।
বর্ণানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সর্ব্বদাতিথিসেবনং॥"

স্কন্দপুরাণে ব্যক্ত আছে,—

"সদাচারপরা নিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে।
দেবানাঞ্চ পিতৄনাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ॥

ক্ষত্রিয়ের তৃতীয় অর্থাৎ শেষ আশ্রম বানপ্রস্থাশ্রম। গৃহাশ্রম-বিহিত কার্য্যসমূহের যথাবৎ অনুষ্ঠানান্তে পুত্র ও ভার্য্যা পরিত্যাগ অথবা তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে গমন পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র ধর্ম্মসাধন করিবে। ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা এই আশ্রমের মুখ্য ধর্ম্ম। (১) সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তীর্থবাস অবলম্বনও বানপ্রস্থ আশ্রমের ধর্ম্ম। আচারনির্ণয়তন্ত্রে ব্যক্ত আছে, চিত্রাঙ্গদ অরণ্যবাসী হইয়া তপস্যা করেন। ভবিষ্যপুরাণ-মতে কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত ধর্ম্ম পালন করিবে। সুতরাং তন্ত্র ও পুরাণ সৃষ্টির সময়ে কায়স্থজাতি যে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রাচীনকাল অবধি বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থই এই আশ্রম অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণেও কাশীবাসী, গঙ্গাবাসী, বৃন্দাবন-বাসী প্রভৃতির সংখ্যা করিলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সংখ্যাই অধিক হইবে। সত্য বটে, ব্রাহ্মণের মধ্যে কেবল মহারাজ রামকৃষ্ণ অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন নাই; কিন্তু প্রকৃতার্থে ইন্দ্রতুল্য সুখ সম্পদ ভোগা-

---

(১) বানপ্রস্থাশ্রমং গচ্ছেৎ কৃতকৃত্যো গৃহাশ্রমাৎ।
তদাবশ্যকশাস্ত্রানি যোঽধীত্য চ স্বধর্ম্মবিৎ॥
ঊর্দ্ধরেতাঃ প্রব্রজিত্বা গচ্ছত্যক্ষরসাম্যতাং।
সুতে ভার্য্যাং পরিন্যস্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা॥
শান্তঃ শুদ্ধান্তরাত্মা চ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
ভৈক্ষ্যচর্য্যা স্বাধিকারঃ প্রশস্তং ইহ মোক্ষিণঃ॥
ইতি পাদ্মে স্বর্গখণ্ডে ২৫। ২৬। ২৭।

নন্তর একবারে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া বনবাসী হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত কায়স্থের মধ্যেই পাওয়া যায়। পাইকপাড়ার রাজবংশীয় ভূতপূর্ব্ব মহাত্মা, যাহাকে সাধারণতঃ লোকে লালা বাবু কহে, তিনি অতুল সুখসম্পদের পূর্ব্বাস্বাদন পাইয়া তৎপরে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বৃন্দাবনে বাস করেন। ইনি ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া শাস্ত্রমতে ধর্ম্মসাধন পূর্ব্বক স্বর্গীয় হইয়াছেন। শোভাবাজারের ভূতপূর্ব্ব স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরও এইরূপে সর্ব্বসুখসম্পদ বিসর্জ্জন দিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। ইনিও ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মসাধন পূর্ব্বক স্বর্গীয় হইয়াছেন। যাহা হউক, কায়স্থগণ প্রাচীন কালাবধি আপনাদের ক্ষত্রবর্ণোচিত বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন।

ইত্যগ্রে যে সকল অবস্থার উল্লেখ হইল, তদ্দ্বারা প্রমাণ হয়, আর্য্য কায়স্থগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন অদ্যাপিও প্রচলিত রহিয়াছে।

বঙ্গদেশস্থ আর্য্য কায়স্থদিগের যজ্ঞোপবীত না থাকার কারণ নির্ণয়।

প্রথমভাগ কায়স্থপুরাণে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ হইয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনর্ব্বার প্রচলিত হইলে কায়স্থদিগের আশ্রম সম্বন্ধে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বিনাশক ব্রাহ্মণেরা যাহা নির্ণয় করিয়া ছিলেন, তাহাই কায়স্থগণ গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহারা যজ্ঞোপবীত ধারণে বঞ্চিত হইয়াছেন। (১) কিন্তু কায়স্থগণ ভূস্বামী, ক্ষত্রিয় ও সমাজপতি; তাহারা প্রবল প্রতাপের সহিত বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

অতএব বৌদ্ধধর্ম্ম বিলোপনান্তে হিন্দুধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব সময়ে ব্রাহ্মণ-গণের নির্দ্দেশানুসারে ঐ সময়ে তাহাদের সাবিত্রীসংস্কার পুনর্ব্বার গ্রহণ না করার অবশ্য কোন কারণ থাকিবে।

---

(১) প্রথমভাগ কায়স্থপুরাণ। পৃষ্ঠা ১৩৬। ১৪০

সত্যে বেদ, ত্রেতায় স্মৃতি, দ্বাপরে পুরাণ, ও কলিতে তন্ত্রই ধর্ম্ম-প্রদর্শক।

আচারনির্ণয়তন্ত্রে ব্যক্ত আছে, বগলার অর্চ্চনায় গুরুপূজা, ঋষ্যাদির ন্যাস ও ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি কোন কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যক নাই। বগলা স্বয়ং সিদ্ধবিদ্যা, যিনি বগলার উপাসক, তিনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। (১)

যজ্ঞোপবীত গ্রহণ প্রভৃতি অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকাণ্ড কেবল সিদ্ধিলাভ—সাধন মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে আর কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন থাকে না।

বৃহস্পতি বলেন, সাম, ঋক্ ও যজুঃ এই বেদত্রয়, এবং অগ্নিহোত্র, ত্রিদণ্ড ভস্মাবলেপন প্রভৃতি কার্য্যবুদ্ধি ও পৌরুষবিহীন লোকদিগের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় মাত্র। ভণ্ড ধূর্ত্ত ও নিশাচরের দ্বারা বেদ রচিত হইয়াছে। (২) পরমহংস ও সিদ্ধপুরুষগণের অর্থাৎ যাহারা দিব্যজ্ঞান লাভে অধিকারী হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র জ্ঞানযোগ দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করেন তাহাদের আদৌ যজ্ঞোপবীত অথবা সাবিত্রীসংস্কারের প্রয়োজন নাই। কায়স্থ ব্রহ্ম হইতে বিপ্রস্বরূপে উদ্ভূত, কেবল জ্ঞানযোগে ব্রহ্মোপাসনায় রত হন। সুতরাং তাহারা স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। সুতরাং ত্রয়ীবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের অধীন না হইয়া স্বভাবতঃ অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়া ছিলেন। এই কারণে প্রথমে তাহাদের সাবিত্রীসংস্কারের প্রয়োজন হয় নাই। (৩)

---

(১) গুর্ব্বাজ্ঞা মে পুরাভূচ্চ সর্ব্বং ত্যক্ত্বা জপং কুরু।
অতোঽহং সকলং ত্যক্ত্বা কেবলং বগলাং জপে॥
ইত্যাদি॥

(২) অগ্নিহোত্রং ত্রয়ীতন্ত্রং ত্রিদণ্ডং ভস্মপুণ্ড্রকং।
প্রজ্ঞাপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারঃ ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।
সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

(৩) ক, ব্রাহ্মণো বিপ্রমূর্ত্তেস্তু পাদাংশে সম্ভবন্তি তৎ।
কায়স্থা ইতি সংজ্ঞাঃ স্যুঃ সুযজ্ঞেষাং শিবা মতিঃ॥
খ, কক্কারং ব্রাহ্মণং বিদ্যাদাকারং নিত্যসংজ্ঞকং॥

দ্বাপর যুগের শেষ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ যুগসন্ধি প্রবৃত্তির প্রারম্ভে কায়স্থ বগলামন্ত্রের উপাসক হন। বগলারাধনা তন্ত্রোক্ত উপাসনা; তন্ত্র হইতে বেদের উৎপত্তি। (১) সুতরাং এই সময়েও কায়স্থ সাবিত্রীসংস্কারাদি বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের অধীন না হইয়া স্বভাবসিদ্ধরূপে সিদ্ধবিদ্যা বগলার উপাসক হইয়া পূর্ব্ববৎ স্বভাবসিদ্ধ ব্রহ্মণ্যসম্পন্ন হইয়া ছিলেন। তবে বৈদান্তিক ব্রাহ্মণের নিকট বগলা মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক এই সময়ে তাহারা কেবল ব্রাহ্মণের শিষ্য-ভাব প্রাপ্ত ও তদ্বশতঃ ব্রাহ্মণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র।

যিনি কালী তিনিই বগলা; যিনি বগলা, তিনিই ব্রহ্ম-গায়ত্রী ও সাবিত্রী। (২) সুতরাং দ্বাপরসন্ধি প্রবৃত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বসময়ে তন্ত্রমতে নামান্তরে তাহারা সাবিত্রীর উপাসক ছিলেন। কেবল বেদোক্ত সাবিত্রীসংস্কারের কার্য্য যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

অয়ান্ত নিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়েহি তিষ্ঠতি।
কায়স্থোহতঃ সমাখ্যাতো মসীশং প্রোক্তবাংশ্চ যং॥

গ, ** সামাদিবেদান্ হি ক্ষত্রোবিট্ শূদ্র এবহি।
গৃহীতবান্নতৎ কিঞ্চিন্মসীশোহলসতঃ শিবে॥
অতো যজ্ঞোপবীতী ন তেহি যজ্ঞোপবীতিনঃ।
এতে স্যু বৈদিকাচারা মসীশাহি স্বভাবতঃ॥

আচারনির্ণয়তন্ত্রং।

(১) নিগমাদাগমোজাত আগমাৎ যামলোদ্ভবঃ।
যামলাদ্বেদ উৎপন্নো বেদাৎ স্মৃত্যাদয়োঽপি চ॥

পাদ্মে।

(২) বগলা পীতবস্ত্রাচ পীতপুষ্পপ্রিয়া সদা॥
পীতাম্বরা পিবদ্রক্তা পীতপুষ্পোপশোভিতা॥
নিত্যানন্দময়ী নিত্যা সচ্চিদানন্দবিগ্রহা।
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মগায়ত্রী সাবিত্রী ব্রহ্মসংস্তুতা॥

মহাভাগবতপুরাণং।

দ্বাপরের শেষ ও কলির প্রথম এই সন্ধিসময়ে রৌচামনুর কল্পে কায়স্থ-বংশজ শর্ব্বনামা মসীশ ব্রহ্মকায় হইতে চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র এই তিন মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে কায়স্থ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক ব্রহ্মার নিরূপণানুসারে ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ হন। তাহারা বেদাচারী ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় সাবিত্রী সংস্কার ও যজ্ঞোপবীত ধারণ প্রভৃতি দশসংস্কার গ্রহণ করেন ; কিন্তু পূর্ব্বমত স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার্থ চিত্রগুপ্তের আদেশ অনুসারে বগলা-উপাসনাও প্রচলিত রাখিলেন। (১) অতএব এই সময় অবধি বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব পর্য্যন্ত কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ সাবিত্রী সংস্কার-সম্পন্ন ও বগলার উপাসক ছিলেন।

---

(১) ক, ত্রয়োদশ রৌচ্যনামা ভবিষ্যতি মুনে মনুঃ।

* * *

চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা ভবিষ্যন্তি মহীক্ষিতঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ।

খ, একোমশীশঃ শর্ব্বাখ্যঃ। * * *

বিহায় দেহং ভূয়শ্চ ত্রিধারূপো বভূব হ॥

চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনশ্চিত্রাঙ্গদ ইতি ত্রয়ঃ।

আচারনির্ণয়তন্ত্র।

গ, ব্রহ্মোবাচ।

নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোঽসি মম কায়াদভূর্গতঃ।

তস্মাৎ কায়স্থ বিখ্যাতি লোকে তব ভবিষ্যতি॥

কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়বর্ণো ন তু শূদ্রঃ কদাচন।

অতো ভবেয়ুঃ সংস্কারা গর্ভাধানাদিকা দশ॥

বিজ্ঞানতন্ত্র।

ঘ, ইত্যাকর্ণ্য ততো ব্রহ্মা পুরুষং স্বশরীরজং।

প্রহৃষ্যা প্রত্যুবাচেদমানন্দিতমতিঃ পুনঃ॥

* * *

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূত স্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ।

কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ বিষয়সুখ-পরতন্ত্র হইয়া রাজকীয় কার্য্য ও ক্ষমতা আয়ত্তাধীনে আনয়ন পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়কে আপনাদের অধীনস্থ করিয়া লইলেন। তদ্বশতঃ ক্ষত্রিয়েরা আর অস্ত্রবলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তাহার ফলস্বরূপ ভারতখণ্ডও বিদেশীয় যবন ও ম্লেচ্ছের পাদপদ্মে অবনত-মস্তকে নিপতিত হইল। যাহা হউক এই সময়ে ক্ষত্রিয়গণ যে কোন কার্য্য করুন না কেন, ব্রাহ্মণের অনভিপ্রায়ে করিতে সক্ষম ছিলেন না।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে আর্য্যগণ পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন।

স্থানবিশেষে কায়স্থ-সংজ্ঞাধারী ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদের ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত ধর্ম্ম অনুসারে আচার্য্যের নিকট যজ্ঞোপবীত ও সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ করণানন্তর আবার তন্ত্রমতে দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদের মধ্যে অদ্যাপিও ঐ নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যতি॥
ক্ষত্রবর্ণোচিতোধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।

* * *

পুত্রান্ বৈ স্থাপয়ামাস চিত্রগুপ্তো মহীতলে॥
ধর্ম্মাধর্ম্মবিশেষজ্ঞ শ্চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ।

* * *

যা মায়া প্রকৃতিঃ শক্তিশ্চণ্ডী চণ্ড-প্রমর্দ্দিনী।

ভবিষ্যপুরাণ।

ঙ, ব্রহ্মকায়-সমুদ্ভূতঃ কায়স্থো বর্ম্ম-সংজ্ঞকঃ।
কলৌ হি ক্ষত্রিয় স্তস্য জপ-যজ্ঞেষু রাজনং।

ব্যোমসংহিতা।

চ, শৌচ মাস্তিক্যমভ্যাসো বেদেষু গুরুপূজনং।
প্রিয়াতিথিত্বমিজ্যা চ ব্রহ্মকায়স্থলক্ষণং।

আয়ুর্ব্বেদ॥

কাশ্মীরে বেদ, দ্রাবিড়ে জ্যোতিষ, কাশীতে সাহিত্য ও বঙ্গদেশে ন্যায়-শাস্ত্রের আলোচনার সমধিক প্রাদুর্ভাব। এজন্য বঙ্গবাসিগণ স্বভাবতঃ সূক্ষ্মদর্শী ও তত্ত্বান্বেষী। বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপাবসানে তাহারা বেদবিহিত সাবিত্রী-সংস্কার সমাধানের পর আবার তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ আরম্ভ করিলেন। ক্ষত্রিয় অর্থাৎ কায়স্থ-সংজ্ঞাধারী বঙ্গদেশস্থ গৌড় (কুলীন ও মৌলিক) কায়স্থগণ চিন্তা করিলেন, ব্রাহ্মণেরা কলির প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহার্থ যাহাই করুন, তন্ত্রের আদেশে যখন কলিযুগে অন্য নিয়মে ব্রহ্মোপাসনা করিলে নারকী হইতে হইবে, তখন ঈশ্বরাদেশ তন্ত্রবাক্য হেলন করিয়া বেদানুসারিণী কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণ করা নিতান্ত দূষণীয়। এই সকল কারণে তাহারা কেবল তন্ত্রানুসারে চলিতে মনস্থ করিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশের সময় ও তৎপূর্ব্বে কোন কোন সময়ে যজ্ঞোপবীত দ্বারা জাতীয় উৎকর্ষ প্রতিপাদন হইত না। বৌদ্ধধর্ম্ম-বিনাশকারী ব্রাহ্মণ-গণ স্বদলের পুষ্টিসাধন মানসে আদৌ জাতি-বিচার করেন নাই। নীচ-জাতিদিগকে বেদোক্ত ধর্ম্মের অধীন করিয়া তাহাদের যাজন কার্য্য নির্ব্বাহার্থ নানাবিধ নীচ জাতিকে যজ্ঞোপবীত প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগকে ঐ সকল নীচ জাতির ব্রাহ্মণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ব্যাসদেব হাড়িকে ব্রাহ্মণত্ব পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তদবধি তাহারা ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ বলিয়া সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইলে বৈরাগী-সমাজের সৃষ্টি হইল; ঐ ধর্ম্মানুসারে বৈরাগীর পুত্র 'জাত বৈষ্ণব' বলিয়া উপবীত গ্রহণে অধিকারী হইল। এই সুযোগে বৈরাগী সমাজভুক্ত নানাবিধ নীচ অস্পৃশ্য জাতিরাও উপবীত ধারণ করিয়া কেহ "রামাইত" কেহ "গোস্বামী," কেহ "অধিকারী" কেহ "ফজদার" প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। এই সকল কারণে কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, প্রভৃতি নানা প্রকার জাতিরা উপবীত-ধারী হইয়াছে। কিন্তু উপবীত থাকা হেতু সমাজে তাহারা উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া আচরণীয় হয় নাই। পূর্ব্ব-বঙ্গখণ্ডে কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি আর্য্যগণ অদ্যাবধিও তাহাদের জলস্পর্শ করেন না, এক আসনে বসিতে দেন না এবং তাহারা কায়স্থের জলপূর্ণ হুকা স্পর্শ করিলে

কায়স্থগণ জল ফেলিয়া দেন। অতএব প্রাচীন কালে উপবীত কেবল বেদ ধর্ম্মসাধনের চিহ্নস্বরূপে ব্যবহৃত হইত মাত্র।

ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়াই মুখ্য ধর্ম্মসাধন। বেদোক্ত-সংস্কার প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ড ঐ ধর্ম্মসাধনের প্রবৃত্তিমার্গ মাত্র। ব্রহ্মোপাসনায় তন্ত্র বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র বিহিত কোন প্রকার সংস্কার, ন্যাস, কালাকাল, উপবাস, আচার, নিয়ম প্রভৃতি কোন প্রকার কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন নাই। (১) ব্রহ্মকায়স্থ স্বভাবসিদ্ধরূপে ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হন। সুতরাং তাহারা বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের অধীন না হইয়া কেবল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপাসনায় নিরত হইয়াছিলেন। এতদ্বশতঃ তাহারা উন্নত-ব্রাহ্ম অর্থাৎ কায়স্থশব্দে অভিহিত হইয়া সাধারণতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। সমাজেও অগ্রে তাহাদের প্রশংসাবাদ হইত। তদনুসারেই অগ্রে কায়স্থ তৎপরে ব্রাহ্মণের উল্লেখ হইবার নিয়ম প্রচলিত হয়। অদ্যও ঐ প্রথা প্রচলিত

---

(১) সএক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ সদা পূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ॥
তদধীনাং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং।
তদালম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতর্কমিদং জগৎ॥
তস্মিং তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।
তদারাধনতো দেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ॥
আয়াসো নোপবাসশ্চ কায়ক্লেশো ন বিদ্যতে।
নৈরাচারাদিনিয়মো নোপচারশ্চ ভূরিশঃ॥
ন দিক্কালবিচারোঽস্তি না মুদ্রান্যাসসংহতিঃ।
যৎসাধনে কুলেশানি তং বিনা কোঽন্যমাশ্রয়েৎ॥
কুলাকুলাদিনিয়মো ন সংস্কারোঽত্রবিদ্যতে।
সর্ব্বথা সিদ্ধমন্ত্রোঽয়ং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
কিং তস্য বৈদিকাচারৈস্তান্ত্রিকৈর্ব্বাপি তস্য কিম্।
ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ স্মৃতঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

আছে ; যথা " কায়স্থ ব্রাহ্মণ " ।

তন্ত্রোক্ত সাকার ব্রহ্মোপাসনা প্রচলিত হইলে কায়স্থগণ আপনাদের আদিম উন্নত ব্রাহ্মত্ব স্থাপন ও তন্ত্রমতে সাকার ব্রহ্মোপাসনা যুগপৎ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। বগলা উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা। উহাতে কোন প্রকার কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতা নাই। বগলার উপাসক ব্রাহ্মণ ; সুতরাং তাহারা আপনাদের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার্থ বগলামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা করিলেন।

প্রথমাবধিই ব্রাহ্মণত্বসম্পন্ন ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) দিগের প্রতি ব্রাহ্মণগণের বিদ্বেষভাব ছিল। তাহারা মনে করিলেন, বগলামন্ত্রে দীক্ষিত হইলে কায়স্থদিগের যজ্ঞোপবীত থাকিবে না। যজ্ঞোপবীত না থাকিলে ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ যাহা ঘটিতে পারে, তাহা ব্যক্ত করা অনুচিত। সুতরাং " স্বকার্য্যং সাধয়েৎ প্রাজ্ঞঃ " এই সাধারণ উপদেশ অনুসারে ব্রাহ্মণগণ তাহাতেই সম্মত হইলেন। এইরূপে কায়স্থগণ তন্ত্রমতে বগলামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তান্ত্রিক বলিয়া পরিচিত হইলেন। (১)

টীকা—প্রাচীন কালে লেখকপদে ব্রহ্ম-কায়স্থ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কে বুঝাইত।

ক্রমে সৌর, শাক্ত, প্রভৃতি পঞ্চবিধ পশ্বাচার উপাসনা প্রচলিত হইল। মনুষ্য রুচি-পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং কায়স্থগণের মধ্যে অনেকে আবার অন্যান্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রথমে যজ্ঞোপবীত সংস্কার গ্রহণ না করায় বঙ্গদেশে ও স্থানবিশেষে অন্যান্য কায়স্থগণের যজ্ঞোপবীত অন্তর্হিত হইয়া কেবল তন্ত্রানুসারিণী দীক্ষা সংস্কার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

---

(১) রাজন্যকঞ্চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ।

* * *

তান্ত্রিকো জ্ঞাতসিদ্ধান্ত স্তন্ত্রী গৃহপতিঃ সমৌ।
লিপিকারোঽক্ষরচনোঽক্ষরচঞ্চুশ্চ লেখকঃ॥

ইত্যমরঃ।

বঙ্গদেশস্থ কায়স্থদিগের একমাস অশৌচ হওয়ার কারণ নির্ণয় ।

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র জাতির উদ্ভব হইয়াছিল। এই চারিবর্ণই যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকারী।

ব্রহ্মা এইরূপে বর্ণ চতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিলে উহাদিগের মন পরিশুদ্ধ ও সদাচারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, * * এবং উহারা নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্বান্তর্যামী সনাতন বিষ্ণুর স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্ট হইয়া ত্রেতা যুগের কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সমভাবে কাল হরণ করেন, তৎপরে ভগবানের কালস্বরূপ অংশ হইতে রাগাদি সমুৎপন্ন হইয়া উহাদিগকে আশ্রয় পূর্ব্বক ঐ ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের অশেষ ক্লেশ উৎপাদন করিল। * *

প্রথমে বর্ণচতুষ্টয়ের বেদে সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। বিদ্বেষ বশতঃ শূদ্র সম্পূর্ণ বেদে, বৈশ্য ত্রিপাদে, ক্ষত্রিয় একপাদ বেদে বঞ্চিত হইয়াছেন।" অতএব কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সর্ব্ববর্ণ সমভাবে ছিলেন। সুতরাং তাহাদের অশৌচ পালনের নিয়মেরও কোন তারতম্য ছিল না।

বৃহস্পতি বলেন, ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায়ের জন্য মৃত ব্যক্তির প্রেতকার্য্য অর্থাৎ অশৌচ পালন ও শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা হইয়াছে; পূর্ব্বে উহা ছিল না। (১)

ধর্ম্ম শাস্ত্রে শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে। অত্রির তনয় নিমির এক ত্রিলোকবিখ্যাত মহাতপাঃ পুত্র ছিলেন। ঐ পুত্রের মৃত্যু হইলে নিমি শোকাভিভূত হইয়া দিবা রাত্রি চিন্তাকুল হইলেন। তিনি চিন্তা করিতে করিতে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানবিধি কল্পনা পূর্ব্বক ফল, মূল, নূতন রস, মাংস ও শাকাদি

---

(১) ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিদিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি নতনাদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ॥

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

আনয়ন করিয়া বিপ্রদিগকে পূজা এবং নাম ও গোত্রের উল্লেখ করিয়া কুশোপরি পিণ্ড দান করিতেছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ তপস্যার্থ অরণ্যে গমনক্রমে নিমির আশ্রমে সমাগত হইলেন। নারদকে দর্শন করিয়া নিমি ভয়াকুল অন্তঃকরণে মুহুর্মুহুঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক করুণ-স্বরে গদ্গদ বচনে নারদকে বলিলেন, ঋষিবর, আমি পুত্রস্নেহে আপ্লুত হইয়া এইরূপ কল্পনা করিয়াছি। সপ্তঋষির উদ্দেশে তর্পণ, এবং ফল ও অন্ন দান করিয়া পশ্চাৎ ভূতলে দর্ভাসন স্থাপন পূর্ব্বক পিণ্ড দান করিয়াছি। শোক ও স্নেহ প্রভাবে আমি এই কর্ম্ম করিয়াছি। পূর্ব্বে কোন দেবতা অথবা ঋষি ইহা করেন নাই। এক্ষণে আপনি পাছে অভিসম্পাত প্রদান করেন, এই আশঙ্কায় আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। নারদ বলিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ভীত হইও না; পিতৃপুরুষের শরণাপন্ন হও; শ্রাদ্ধকর্ম্মে কোন অধর্ম্ম নাই, ইহাতে বরং ধর্ম্মলাভই হইতে পারে। (১)

---

(১) ধরণ্যুবাচ।

কো গুণঃ পিতৃযজ্ঞস্য কথমেব প্রপূজ্যতে।
কেনচোৎপাদিতং শ্রাদ্ধং কস্মিন্নর্থে কিমাত্মকং॥
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ বদস্ব মে।
বারাহ উবাচ।
মনোস্তু বংশসম্ভূত আত্রেয় ইতি বিশ্রুতঃ।
আত্রেয়স্যাত্মজো বিপ্রো নিমিনামা তপোধনঃ॥
নিমিপুত্রস্তু ধর্ম্মাত্মা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা বসুন্ধরে॥
মৃত্যুকালমনুপ্রাপ্তস্ততঃ পঞ্চত্বমাগতঃ।
নষ্টঞ্চ তং সুতং দৃষ্ট্বা নিমেঃ শোক উপাবিশৎ॥
পুত্রশোকাভিসংযুক্তো দিবা রাত্রৌচ চিন্তয়ন্।
নিমিঃ কৃত্বা ততঃ শোকং বিধিনা তত্র মাধবি॥
তমেব গতসংকল্প স্ত্রিরাত্রে প্রত্যপদ্যত।
তস্য প্রতিবিশুদ্ধস্য মাঘমাসে তু দ্বাদশীম্॥

বৃহস্পতির উল্লিখিত বচন ও শ্রাদ্ধের উৎপত্তির অবস্থাদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আদিম কালে প্রেতকার্য্য প্রভৃতি, অশৌচ-পালনাদি ও শ্রাদ্ধ নিয়ম কিছু মাত্র ছিল না। নিমি কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধের ব্যবহার উদ্ভাবিত হইলে ক্রমে ক্রমে নানাবিধ নিয়ম, মন্ত্র, প্রেতকার্য্য, এবং জনন ও মরণজনিত অশৌচ-পালনাদির ব্যবহার স্থাপিত হইয়াছিল। কালক্রমে তাহাই ধর্ম্মবিধিস্বরূপে পরিগণিত হইয়া ঐ সকল নিয়ম অবশ্য প্রতিপাল্য, এবং অপ্রতিপালনকারী জাতিভ্রষ্ট, সমাজচ্যুত, ধর্ম্মভ্রষ্ট ও নিরয়গামী হইবে—এইরূপ শাসন স্থাপিত হইয়াছে।

প্রেতকার্য্য প্রভৃতি অশৌচপালন ও শ্রাদ্ধের ব্যবহার প্রচলিত হইলেও প্রথমে শ্রাদ্ধ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রের ও নিয়মের অধীন ছিল না; সকলেই স্ব স্ব মনোভাবানুসারে প্রেতকার্য্য ও শ্রাদ্ধাদি করিতেন। ক্রমে বুদ্ধি ও পৌরুষ-হীন ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল কার্য্য জীবিকা অর্জ্জনের উপায়স্বরূপে আয়ত্ত করিয়া মানবসমাজের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য দেশকালপাত্র বিবেচনায় সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র ও নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রাদ্ধের মন্ত্রের ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় শ্রাদ্ধপ্রণালীর প্রতি মনোনিবেশ করিলে ঐ সকল বিষয় স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে *।

---

* মনঃ সংস্থাপ্য বিষয়ং বুদ্ধির্বিস্তারগামিনী ॥
স নিমি শ্চিন্তয়ামাস শ্রাদ্ধকল্পং সমাহিতঃ।
যানি তস্যৈব ভোজ্যানি মূলানি চ ফলানি চ ॥
যানি কানি চ ভক্ষ্যাণি নবঞ্চ রসসম্ভবং।
যানি তস্যৈব চেষ্টানি সর্ব্বমেতদুদাহরৎ ॥
আমন্ত্র্য ব্রাহ্মণং পূর্ব্বং শুচিভূর্ত্বা সমাহিতঃ।
দক্ষিণাবর্ত্ততঃ সর্ব্বং ঋষিঃ স্বয়মকুর্ব্বত।
সপ্তকৃত্বা ততস্তত্র যুগপৎ সমুপাবিশৎ ॥
দত্ত্বা তু মাংসং শাকানি মূলানি চ ফলানি চ।
পূজয়িত্বা তু বিপ্রান্ স সপ্তকৃত্বস্তু সুন্দরি ॥

ত্রেতাযুগে জনৈক ঋষির সপ্তশিষ্য গুরুর অজ্ঞাতে তাঁহার একটী গাভী-বৎস বধ করিয়া ভোজন করে। ঋষিবর বৎসের তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে শিষ্যেরা বলিল যে তাহারা ঐ বৎস বধ করিয়া ভোজন করিয়াছে। এতচ্ছ্রবণে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমরা বৎসমাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া ভোজন করিয়াছ কি না? তদুত্তরে তাহারা বলিল, যে পিতৃশ্রাদ্ধ না করিয়া তাহারা মাংস ভোজন করিয়াছে। তখন ঋষিবর একবারে ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাদিগকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন যে তোমরা

কৃত্বা তু দক্ষিণাগ্রাংশ্চ কুশাংশ্চ প্রযতঃ শুচিঃ।
প্রদদৌ শ্রীমতে পিণ্ডং নামগোত্রমুদাহরন্॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবি নারদো দ্বিজসত্তমঃ।
জগাম তাপসোঽরণ্যং ঋষ্যাশ্রমবিভূষিতং॥
তং দৃষ্ট্বা পূজয়ামাস স্বাগতেনাথ মাধবি।
ভীতো গদ্গদয়া বাচা নিশ্বসংশ্চ মুহুর্মুহুঃ॥
সব্রীড়ো ভাষতে বিপ্রঃ কারুণ্যেন সমন্বিতঃ।
কৃতঃ স্নেহশ্চ পুত্রার্থে ময়া সংকল্প্য বৎকৃতং॥
তর্পয়িত্বা দ্বিজান্ সপ্ত অন্নাদ্যেন ফলেন চ।
পশ্চাদ্বিসর্জ্জিতং পিণ্ডং দর্ভানাস্তীর্য্য ভূতলে॥
উদকানয়নঞ্চৈব ত্বপ্যসব্যেন পারিতং।
শোকস্নেহপ্রভাবেন এতৎ কর্ম্ম ময়া কৃতং॥
ন চ শ্রুতং ময়া পূর্ব্বং ন দেবৈর্ঋষিভিঃ কৃতং।
ভয়ং তীব্রং প্রপশ্যামি মুনিশাপাৎ সুদারুণাৎ॥

নারদউবাচ।

ন ভেতব্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ পিতরং শরণং ব্রজ।
অধর্ম্মং ন চ পশ্যামি ধর্ম্মেণৈবাত্র সংশয়ঃ॥
নারদেনৈবমুক্তস্ত নিমির্ধ্যান মুপাবিশৎ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা পিতরং শরণং গতঃ॥

ব্যাধকুলে জন্মপরিগ্রহ কর। এই দারুণ অভিশাপ শ্রবণে তাহারা নিতান্ত ভয়াকুল হৃদয়ে নানাবিধ স্তব স্তুতি দ্বারা মুনির তুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরু স্তবে প্রসন্ন হইয়া পুনর্ব্বার এই বর প্রদান করিলেন, যে তোমরা প্রথমতঃ ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তৎপরে ক্রমে ক্রমে মৃগ, চক্রবাক, হংস প্রভৃতি তির্য্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পরিশেষে বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইবে। (১) এই বিষয়ের প্রতি বিবেচনা করিয়া শ্রাদ্ধনিয়ম-প্রচলনকারিগণ স্থির করিলেন যে পিতৃশ্রাদ্ধ না করিয়া বৎসমাংস ভোজন করাতেই সপ্তশিষ্যকে দুর্গতি সহ্য করিতে হইয়াছে। এবং শ্রাদ্ধবিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য তদবধি এই মন্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছে। যথা—

সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালিঞ্জরে গিরৌ।
চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে॥
তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ এবং অন্যান্য মুনি ও রাজগণ বেদোক্ত ও স্মৃতি-সম্মত আচারে নিরত হইয়া প্রেতকার্য্য, অশৌচপালনাদি ও শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে নিরত ছিলেন। বিশেষতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই বিধির অধীন ছিলেন। সুতরাং জীবিকা অর্জ্জনের উপায় উদ্ভাবনার্থ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধসম্বন্ধে যে পথ ক্ষুণ্ণ

ততোঽতিচিন্তয়ামাস বংশকর্ত্তারমাত্মনঃ।
ধ্যায়মানস্ততোঽপ্যাশু আজগাম তপোধনঃ॥
পুত্রশোকেন সন্তপ্তং পুত্রং দৃষ্ট্বা তপোধনঃ।
পুত্রমাশ্বাসয়ামাস বাগ্‌ভিরিষ্টাভিরব্যয়ৈঃ॥
নিমেঃ সঙ্কল্পিতঃশ্রেয়ান্ পিতৃযজ্ঞ স্তপোধন।
পিতৃযজ্ঞেতি নির্দ্দিষ্টো ধর্ম্মোঽয়ং ব্রহ্মণা স্বয়ং॥

ইতি বারাহে শ্রাদ্ধোৎপত্তির্নামাধ্যায়ঃ।

(১) হরিবংশ দেখ।

হইয়াছিল, তিনিও সেই পথ অনুসরণ করেন; সুতরাং মহাভারতে তিনি ধর্ম্মবৃক্ষ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ শাখাস্বরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। যথা—

" যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধার্জ্জুনো
ভীমসেনস্তু শাখা, মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে।

দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবেরা ঐ সকল ধর্ম্মের অনুসরণ না করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি ও তাঁহার ভ্রাতারা অধর্ম্মের বৃক্ষস্বরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। যথা—

দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধস্করণঃ
শকুনিস্তস্য শাখা দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন দ্বাপর যুগের শেষ ও কলির প্রথমের মনুষ্য। তাঁহাদের লোকান্তরের পর কলিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধর্ম্মবিধি স্থাপিত হইল। ঐ সময়েই বৈদিক ও স্মার্ত্তধর্ম্মাবলম্বী ঋষিগণ শ্রাদ্ধবিষয়ে মানবগণের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য মহাভারতের ঐ বচনগুলি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধমন্ত্রে সন্নিবেশিত করিলেন। তদবধি ঐ সকল মন্ত্র শ্রাদ্ধমন্ত্র বলিয়া পরিগৃহীত ও পঠিত হইতেছে। ঐ দুই মন্ত্র যে কলিতে উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

গয়াক্ষেত্রের মাহাত্ম্য প্রচার হইলে জীবিকা অর্জ্জনার্থ ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ শোকসূচক মন্ত্র উদ্ভাবন করিলেন। অন্যান্য স্থানের শ্রাদ্ধাপেক্ষা গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করা বিশেষ ফলপ্রদ। সুতরাং প্রবৃত্তি ও অধিকতর ভক্তি জন্মাইবার নিমিত্ত মাতৃষোড়শী প্রভৃতি অসংখ্য মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে অদ্যাবধি ঐ সকল মন্ত্রের উদ্ভাবন হয় নাই।

প্রেতের উদ্দেশে যে দান করা যায় তাহা প্রেতসম্বন্ধীয় দান। প্রথমতঃ তৎসম্বন্ধীয় দানের দ্রব্যাদি অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। কেহই তাহা গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু জীবিকা নির্ব্বাহ করাও আবশ্যক। ক্রমে লোভপরতন্ত্র হইয়া একজন ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করিলে তিনি অগ্রদানীয় নামে পরিচিত হইয়া সমাজে অব্যবহার্য্য হইলেন। তাহার বংশধরেরাই বর্ত্তমান অগ্রদানীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া এক্ষণে পরিচিত। যখন অন্যান্য ব্রাহ্মণ

গণ দেখিলেন যে শ্রাদ্ধের দানের বস্তু গ্রহণ করিলে বড় সহজ ক্ষতি নহে, তখন কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণেরা কৌশলক্রমে দর্ভদ্বারা ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিয়া দর্ভময় ব্রাহ্মণকে প্রেত সম্বন্ধীয় দানের বস্তু সম্প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং তাহা আত্মসাৎ করিয়া লইতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত কোন কোন স্থানে "দর্ভময় ব্রাহ্মণায় নমঃ" "যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" এইরূপ কৌশলময় মন্ত্রের ও নিয়মের আবির্ভাব হইয়াছে। কোন কোন স্থলে "দর্ভময় ব্রাহ্মণ" প্রতিষ্ঠা না করিয়াই স্বয়ং ব্রাহ্মণেরাই দান-দ্রব্য মন্ত্রপূত করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। এ নিমিত্ত মাতৃপক্ষে ও পিতৃপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন দর্ভময় ব্রাহ্মণ স্থাপন না হইয়া দুইটী ব্রাহ্মণই আহূত হন, তাহা-দিগকেই দান-দ্রব্য উৎসৃষ্ট হইয়া থাকে। দ্রাবিড় দেশের কোন কোন স্থানে এই নিয়ম অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তৎপরে চৈতন্য দেবের আবির্ভাবে চৈতন্যপ্রচলিত-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কুশধারণ করিয়া শ্রাদ্ধ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে মালসাভোগই প্রচলিত।

প্রেতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম দৃষ্ট হয়। একস্থলের ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতির মধ্যে যেরূপ ব্যবহার প্রচলিত, স্থানান্তরবাসী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতির মধ্যে সেইরূপ নিয়ম প্রচলিত নাই। কোন স্থানে অগ্রে চিতাপিণ্ড দান করিয়া পশ্চাৎ শবদাহ, কোন স্থানে অগ্রে দাহ, পরে চিতাপিণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে। কোন স্থানে শবদাহ করিয়া তৎক্ষণাৎ চিতা নির্ব্বাণ করা হয়, কোন স্থানে সম্পূর্ণ এক দিন চিতানল প্রজ্জলিত থাকে, তৎপর দিবস চিতা নির্ব্বাণ করা হয়। কোন স্থানে গৃহাভ্যন্তরে মৃত্যু হওয়া দুষণীয়, কোন স্থানে গৃহাভ্যন্তরে মৃত্যু হওয়া দুষণীয় নহে; কোন স্থানে মৃত ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় যে গৃহে বাস করিত, ঐ গৃহের চারি কোণে কলার ডোঙ্গা অথবা মৃণ্ময় সরাব জ্বালাইয়া শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিবস পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রেতের স্নান ও পানের নিমিত্ত দুগ্ধ ও জল দিতে হয়; কোন স্থানে ঐরূপ প্রথা আদৌ প্রচলিত নাই। মন্ত্রটি এই—

শ্মশানানলদগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ।
ইদং নীরমিদং ক্ষীর মত্র স্নাত্বা ইদং পিব ॥
আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়।
অত্র স্নাত্বা ইদং পিত্বা স্নাত্বা পিত্বা সুখী ভব ॥

পরমহংস ও দণ্ডী প্রভৃতি সম্প্রদায় শবদাহ না করিয়া সমাধিস্থ করেন। বৈরাগীর দলের মধ্যেও প্রায় ঐরূপ নিয়ম প্রচলিত। তাহারা শবের মুখে বাতি দিয়া সমাধিস্থ করেন। অতএব প্রেত সম্বন্ধীয় যে কোন কার্য্য হউক না কেন, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিয়া বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নিয়ম ও ব্যবহার বিভিন্ন স্থানের সমাজসমূহে প্রচলিত আছে। এইরূপে সামবেদী, যজুর্ব্বেদী ও অথর্ব্ববেদীর; বেদান্তদার্শনিকের ও সাঙ্খ্যমতাবলম্বীর; তান্ত্রিক, নাস্তিক, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীর কর্ম্মকাণ্ড স্বতন্ত্ররূপে স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রাদ্ধপদ্ধতি প্রভৃতি প্রেত-কার্য্য সাধারণতঃ মানব সমাজে প্রচলিত হইলে এবং প্রেত সম্বন্ধীয় দান অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইলে ক্রমে ক্রমে মৃতাশৌচ পালনের নিয়মও প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল, অর্থাৎ কিছু কাল অশুচি থাকিয়া তৎপরে তিলকাঞ্চন দান পূর্ব্বক শুচি হইবার উপায় উদ্ভাবন হইল। হিন্দুগণের কোন কোন দর্শন অনুসারে কালক্রমে এই রূপ সংস্কার জন্মিল যে, মৃত ব্যক্তিই প্রেত-দেহ ধারণান্তর স্বীয় কর্ম্মানুসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং ঐ প্রেত-সম্বন্ধীয় অশৌচপালনের নিয়মই জাতাশৌচরূপে পরিগণিত হইল। বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড যাহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে জ্ঞানোন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি তদনুসারে প্রথমতঃ অশৌচপালনের নিমিত্ত অল্পকাল কর্ম্মকাণ্ড বর্জ্জিত হইয়া অশৌচ প্রতিপালন করিতেন। এইরূপে প্রথমতঃ স্নানমাত্র শুচি হইবে, এই নিয়ম প্রচলিত হইয়া ক্রমে ক্রমে এক রাত্রি, দুই রাত্রি, ত্রিরাত্রি, চারি রাত্রি, দশ রাত্রি প্রভৃতি দীর্ঘকাল অশৌচ পালনের

নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। (১) কিন্তু এই বিধিও প্রথমতঃ কেবল বেদ ও স্মৃতিসম্মত নিয়মাধীন সমাজের জন্য স্থাপিত হইয়াছিল। তান্ত্রিক, ব্রহ্মজ্ঞানী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রাবলম্বীর আদৌ অশৌচ পালনের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম রাখিলেন না; তাহারা স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করিলেন। যাহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি সেইরূপ নিয়ম পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। (২) কোন কোন তান্ত্রিকেরা আদৌ অশৌচ পালন করিলেন না। জৈমিনির মতাবলম্বীরা আদৌ অশৌচপালন করেন না। পশ্চিমাঞ্চলবাসী কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যেও অশৌচপালন ও শ্রাদ্ধাদির নিয়ম প্রচলিত নাই।

পরমহংস, যোগী ও অন্যান্য উন্নত সম্প্রদায়ও অশৌচপালন করেন না। চৈতন্যদেবের মতাবলম্বীদিগের মধ্যেও স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত নিয়মাবলি প্রচলিত নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হইলে স্মৃতিসম্মত কর্ম্মকাণ্ড একবারে বিলুপ্ত প্রায় হইয়া উঠিল। অনেক শাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণগণের জীবিকা অর্জ্জনের স্বরূপ প্রেতকার্য্যাদিকর্ম্মকাণ্ডলব্ধ আয়ের হানি হইতে আরম্ভ হইল। তখন

---

(১) অগ্নিহোত্রার্থং স্নানোপস্পর্শনাৎ শুচিঃ।
মন্বর্থমুক্তাবলিধৃতশঙ্খলিখিতবচনং।

(খ) রাজর্ষিগ্‌দীক্ষিতানাঞ্চ বালে দেশান্তরে তথা।
ব্রতিনাং সত্রিনাঞ্চৈব সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥
হীনে হীনতরে চৈব ত্র্যহশ্চতুরহস্তথা।
ততো হীনতমে চৈব ষড়হঃ পরিকীর্ত্তিতং ॥
ইত্যাদি দক্ষস্মৃতিঃ।

(গ) একাহাৎ শুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দিনৈঃ ॥
পরাশরসংহিতা।

(২) ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ স্মৃতঃ।
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং।

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানানুসারে যে সকল বর্ণসঙ্কর জাতির ধর্ম্মাচারে অধিকার ছিল না, সেই সকল নীচ জাতীয়দিগকে ব্রাহ্মণগণ বেদ, স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মের অধীন করিয়া দলপুষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে অনেক বর্ণসঙ্কর জাতির মধ্যে কাহারও মাতৃকুল, কাহারও বা পিতৃকুল বিবেচনায় জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচপালনের নিয়ম স্থাপন হইল। এই সুযোগে চণ্ডালের দশ দিন, মুচির দ্বাদশ দিবস, আচার্য্যের দশ দিন, ডোমের দশ দিন, অম্বষ্ঠ বৈদ্যের মধ্যে কোন্ কোন দলের এক পক্ষ, এবং অন্যান্য বর্ণসঙ্কর জাতির অন্যান্য প্রকার অশৌচ পালনের নিয়ম স্থাপিত হইল। সুতরাং যে দেশে যেরূপ ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল পরম্পরাক্রমে তাহাই বিধিস্বরূপে গণ্য হইল। (১) তদনুসারে মরীচি নিয়ম করিলেন যে, যে দেশে যে নিয়ম প্রচলিত, তাহাই সেই দেশের ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে (২)।

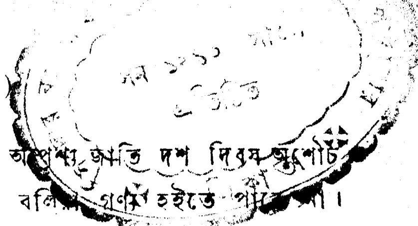
বেদ ও স্মৃতি সম্মত কর্ম্মকাণ্ড কেবল ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জনের প্রবৃত্তিমার্গ। দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে আর অশৌচপালনাদি কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন নাই। তখন কেবল মনের পরিশুদ্ধি আবশ্যক। এই জন্য দক্ষ প্রভৃতি প্রণীত স্মৃতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে শুচিতা দুই প্রকার। বাহ্যিক ও মানসিক। কিন্তু মানসিক শুচিতাই শ্রেষ্ঠ (৩)। অতএব এই সকল কারণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বৃহস্পতি যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত; অর্থাৎ প্রেতকার্য্য প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ড ও বেদত্রয় বুদ্ধি ও পৌরুষহীনদিগের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়। সুতরাং স্থানবিশেষে ক্ষত্রিয়সমাজ স্বতন্ত্র উপাধিতে সংজ্ঞিত হইয়া ত্রিংশ দিবস অশৌচপালনের নিয়মাধীন হইলেও তৎপ্রযুক্ত ঐ

---

(১) যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারম্পর্য্যো বিধীয়তে।

(২) যেষু স্থানেষু যচ্ছৌচং ধর্ম্মাচারাশ্চ যাদৃশঃ।
তত্র তন্নাবমন্যেত ধর্ম্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ।

(৩) শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমভ্যন্তরন্তথা।
অশৌচাদ্ধি বরং বাহ্যং তস্মাদাভ্যন্তরং বরম্॥
দক্ষঃ।



সমাজকে নীচজাতীয় সমাজ, অথবা কোন অস্পৃশ্য জাতি দশ দিবস অশৌচ পালন করে বলিয়া ঐ জাতি শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং অশৌচপালন সম্বন্ধীয় নিয়মের ইতরবিশেষ জাতীয় উৎকর্ষ বা নিকৃষ্টতার প্রতিপাদক নহে। তাহা হইলে চণ্ডাল, মুচি প্রভৃতি যে সকল অস্পৃশ্য হীন জাতির মধ্যে দশাহঃ অশৌচপালন প্রচলিত আছে, তাহারাও ব্রাহ্মণসদৃশ বলিয়া পরিগণিত হইয়া সমাজে তাদৃশরূপে আদৃত হইত। অতএব কোন কোন স্থানে ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ ত্রিংশ দিবস অশৌচ পালন করেন বলিয়া নিরবচ্ছিন্ন ঐ অবস্থার দ্বারা তাহাদিগকে শূদ্র বলা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক, স্থানবিশেষে ব্রহ্মকায়স্থের ত্রিংশ দিবস অশৌচ পালনের নিয়ম কি নিমিত্ত প্রচলিত হইয়াছে। ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ঐ কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়োচিত দ্বাদশ দিবস অশৌচপালনের নিয়ম অদ্যাপিও প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশে অর্থাৎ বল্লালনিয়মাধীন স্থানসমূহে ঐ কায়স্থগণের অশৌচকাল ত্রিংশ দিবস হইবার কারণ কি? যখন ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, যখন ঐ কায়স্থগণের মধ্যে স্থানবিশেষে ক্ষত্রিয়োচিত দ্বাদশ দিবস অশৌচপালনের বিধি আছে, তখন বঙ্গদেশে এইরূপ না হইবার অবশ্য কোন কারণ থাকিবে। এই কারণ নির্ণয় করণার্থ দেখা আবশ্যক, কোন্ সময় ঐ ব্রহ্মকায়স্থ জাতির মধ্যে অশৌচপালনের নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে।

বেদধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের উৎপত্তির বহুকাল পরে ব্রহ্মকায়স্থ ব্রহ্মার দেহ হইতে উদ্ভূত হন। কিন্তু তাঁহারা বেদোক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা দিব্য জ্ঞানের অধীন হইয়া কেবল জ্ঞানবলে ব্রহ্মনিষ্ঠায় নিরত হইয়া সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের কিয়ৎকাল অতিবাহিত করেন (১)। এই সময়ে তাঁহারা কোন বর্ণের মধ্যে নিবিষ্ট হন নাই। তাঁহারা উন্নত ব্রাহ্ম বলিয়া স্বতন্ত্র সমাজবদ্ধ ছিলেন। অতএব এ কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মকায়স্থগণের মধ্যে বেদ অথবা স্মৃতিসম্মত জাতাশৌচ অথবা মৃতাশৌচ প্রচলিত হয় নাই। ঐ সময়ে তাঁহারা উন্নত ব্রাহ্ম ছিলেন, সুতরাং

(১) প্রথম ভাগে আচারনির্ণয় তত্ত্ব দেখ। ১৩—১৫ পৃষ্ঠা।

কোন প্রকার কর্ম্মকাণ্ডের অধীন না হইয়া কেবল দিব্য জ্ঞানের অধীন ছিলেন।

দ্বাপরযুগের কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর কায়স্থ জাতি পুনরায় তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া তন্ত্রমতে বগলামন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বগলার উপাসক হন। যিনি বগলামন্ত্র জপ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ। বগলা-উপাসকের কোন প্রকার কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন নাই। এই সময়েও তাঁহারা গুণে ক্ষত্রিয়ের তুল্য, আর্য্যসমাজসংবদ্ধ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন; কিন্তু কোন বর্ণের মধ্যে পরিগণিত হন নাই। অতএব এই সময়েও তাঁহাদের মধ্যে বেদ অথবা স্মৃতি সম্মত অশৌচপালনের নিয়ম প্রচলিত ছিল না। তাঁহারা এই সময়েও দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধি ও পৌরুষ-হীন ব্রাহ্মণদিগের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় স্বরূপ কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বন করেন নাই।

দ্বাপরের শেষ কলির প্রথম এই যুগসন্ধির সময়ে ত্রয়োদশ মন্থর কল্পে ব্রহ্মকায় হইতে চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র আবির্ভূত হন। এই সময়ে কায়স্থ ব্রহ্মার নিরূপণ অনুসারে ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয় বর্ণো-চিত সংস্কারাদি ধর্ম্ম পালন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় হইতেই কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া নির্ণীত ও নির্দ্ধারিত হন। (১) এই সময় হইতেই কায়স্থ-গণের মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত অশৌচ পালনের নিয়ম অর্থাৎ দ্বাদশ দিবস অশৌচ পালনের নিয়ম সংস্থাপিত হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হইলে প্রায় সকল জাতিই ঐ নিয়মে দীক্ষিত হইয়া বেদ ও স্মৃতি সম্মত কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মকায়স্থেরাও বেদ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ, এই ক্ষত্রিয় জাতিই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের মূল। শাক্যসিংহই বুদ্ধদেব—বলিয়া আখ্যাত হই-য়াছিলেন। সুতরাং কায়স্থ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা বেদোক্ত অশৌচপালনের নিয়ম অতিক্রম পূর্ব্বক বেদধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। এই সময়ে

---

(১) প্রাচীন কায়স্থপুরাণ ৪৫—৫৬ ও ৬০—৭১ পৃষ্ঠা দেখ।

কায়স্থদিগের মধ্যে দ্বাদশ দিবস অশৌচ পালন বিধির লোপ হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ হইলে যে যে স্থানের কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) সাবিত্রী সংস্কার-সম্পন্ন হইয়া আবার তন্ত্রানুসারিণী দীক্ষা সংস্কার গ্রহণ করিলেন, তাহাদের মধ্যে দ্বাদশ দিবস অশৌচ পালন নিয়ম প্রচলিত হইল। অদ্যাবধিও তাহারা দ্বাদশ দিবস অশৌচ পালন করিতেছেন। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহা-দের সংখ্যা অধিক।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বঙ্গবাসীরা স্বভাবতই ন্যায়দর্শী। তাহারা স্থির করিলেন, কলিযুগে তন্ত্রানুসারী কর্ম্মকাণ্ডই ফলপ্রদ। অন্যমতে ধর্ম্মার্জ্জন-করা পাপাবহ। সুতরাং তাহারা নিরবচ্ছিন্ন তন্ত্রানুসারে চলিতে মনস্থ করি-লেন। কায়স্থজাতি প্রথমে স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব-সম্পন্ন অর্থাৎ উন্নত ব্রাহ্ম ছিলেন। অতএব আপনাদের আদিম স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত তন্ত্রানুসারে ব্রহ্মনিষ্ঠ ও কেহ বা বগলা মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। এতদ্বশতঃ তাহারা তান্ত্রিক বলিয়া খ্যাত হইলেন। তান্ত্রিকদিগের অশৌচ পালনের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, তাহারা স্বেচ্ছাচার সম্পন্ন। সুতরাং তাহারা আদৌ বেদোক্ত অথবা স্মৃতিসম্মত অশৌচ পালনের নিয়ম প্রচলিত রাখিলেন না। অদ্যাবধিও অনেকের মধ্যে ঐ নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। যশোহরের কায়স্থ-বংশজ মজুমদারদিগের মধ্যে অশৌচ পালনের নিয়ম নাই। তাহারা তান্ত্রিক।

মানবপ্রকৃতি সকল সময়ে একরূপ থাকে না। কালক্রমে ব্রাহ্মণকৃত ধর্ম্ম প্রবলবেগে প্রচলিত হইয়া বেদ ও তন্ত্র এই দুই শাস্ত্রোক্ত মিশ্র ধর্ম্ম প্রচলিত হইল। সমাজের অধিকাংশ লোকই ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। সুতরাং তান্ত্রিক কায়স্থগণও ঐ মিশ্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে কলিতে ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই, ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল বর্ণই বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এই দৈববাণী প্রচার হইল। যেমন উন্নত ব্রাহ্মের প্রতি এক্ষণে সকলেরই বিদ্বেষ রহিয়াছে তদ্রূপ প্রাচীনকাল অবধি ব্রহ্মকায়স্থগণের প্রতি বেদধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের বিদ্বেষ ছিল। তজ্জন্য বেদধর্ম্মাবলম্বীরা নিয়ম করিয়াছিলেন যে শূদ্রের নাম বৃষল নহে; বেদের নাম বৃষ, অলং শব্দে

অসমর্থ, অতএব যে বিপ্র বেদে অসমর্থ তাহারাই বৃষল। (১) কিন্তু এক্ষণে কত ব্রাহ্মণ বেদে অসমর্থ, তথাচ তাহারা বৃষল নহে। যাহা হউক কায়স্থ প্রথমেই বেদ মানে নাই। সুতরাং তাহারা বৃষল বলিয়া আখ্যাত হয়। আবার বিধিকর্ত্তা রঘুনন্দন ব্যক্ত করিলেন, কলিতে ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই। এই সকল কারণে ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশস্থ কুলীন ও মৌলিক ব্রহ্মকায়স্থ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণের ত্রিশ দিবস অশৌচ পালনের নিয়ম প্রচলিত হইয়া এক্ষণে উহাই বিধিস্বরূপে পরিগণিত হইয়াছে। আদিম শূদ্র অথবা বর্ণসঙ্কর বলিয়া ঐ কায়স্থগণের ত্রিশ দিবস অশৌচ পালনের বিধি সংস্থাপন হয় নাই। তাহারা যে ক্ষত্রিয়বংশজ, শূদ্রবংশজ নহে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, অশৌচপালনের নিয়ম দ্বারা জাতিগত উৎকর্ষ অথবা নিকৃষ্টতা প্রতিপাদন হয় না। উহা কেবল স্থানীয় ব্যবহার মাত্র।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়বীর্য্য নির্ণয়।

ব্রহ্মকায়স্থ চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র প্রভৃতি কায়স্থগণ যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের অধিপতি, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যক্ত আছে। তৎপরে কায়স্থগণের মধ্যে যাহারা সম্রাট ছিলেন তাহাদেরও অনেকের নাম প্রথমভাগ কায়স্থ-পুরাণে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা আবশ্যক, ভারতবর্ষ বিজাতীয় রাজার অধীন হইলেও কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বীর্য্যসম্পন্ন কি না?

বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত বাঙ্গালার ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, "আইন আকবরিতে লিখিত আছে, যে বাঙ্গালার জমিদারেরা প্রায়ই কায়স্থ, এবং তাহারা ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৮ পদাতিক, ১৭০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা দিয়া থাকে। এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিল, তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না।"

---

(১) ন শূদ্রোঃ বৃষলো নাম বেদোবৈ বৃষ উচ্যতে।
যস্য বিপ্রস্য তেনালং স এব বৃষলোচ্যতে ॥

স্মৃতিঃ।

"আকবর সাহের রাজত্বকালে পূর্ব্বদেশে "বারভূঁইয়া" নামক পরাক্রমশালী জমিদারদিগের কথা শুনিতে পাওয়া যায় ; তন্মধ্যে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ভূষণোর মুকুন্দ রায়, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক, বিক্রমপুরের কেদার রায় * * *। জমিদারদিগের দেওয়ানি ফৌজদারী দুই প্রকার ক্ষমতাই ছিল। তাহাদের সৈন্য ছিল, গড় ছিল, বিচারালয় ছিল। তাহারা প্রজাদিগের নিকট খাজানা আদায় করিতেন ; এবং সুবাদার পরাক্রান্ত হইলে তাহার সমীপে রাজস্ব প্রেরণ করিতেন। অনেক সময়ে বল প্রয়োগ না করিলে তাহাদিগের কাছে রাজস্ব সংগ্রহ হইত না।"

"মুসলমান শাসন সময়ে জমিদারেরা করদ রাজাদিগের ন্যায় ছিলেন।"

বঙ্গাধিপ পরাজয়ে গুহবংশজ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বীর্য্যবলের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। প্রাচীন গ্রন্থেও তাহার উল্লেখ আছে। যথা—

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
কেহ নাহি আঁটে তায় নাহি মানে বাদশায়,
ভয়ে যত নৃপতি দ্বারস্থ।"

"বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।"

"যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।"

তিনি সমস্ত বঙ্গদেশের স্বাধীনতা উদ্ধার পূর্ব্বক অবশেষে ভারতউদ্ধার হেতু দিল্লী আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিয়া বেহালায় উপস্থিত হইলেন। তথায় সের খাঁ ও পাঠান সৈন্যের অপেক্ষায় রহিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার আত্মীয় সূর্য্যকুমার ও কচুরায় মাণিকরাজ, যাহাদের অসিবলে ইউরোপীয় সভ্য রণবিশারদ পর্টুগীজসেনাপতি গঞ্জালিসকে ও মুসলমান নবাব সুবেদারদিগকে ভীরু ও কাপুরুষের ন্যায় স্তম্ভিত হইতে হইয়াছিল, তাহাদের সহিত প্রতাপাদিত্যের মনান্তর হইল। তাহারা বাদসাহের সেনাপতি জয়পুরের রাজা মানসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা সম্পূর্ণ করিতে লাগিলেন। "ঘর সন্ধিতে রাবণ বন্দী"; প্রতাপাদিত্য পরাস্ত হইলেন।

নবাব সেরাজউদ্দৌলার অত্যাচার হেতু বঙ্গদেশস্থ সকল জমিদারগণ এক-মত হইয়া ইংরাজদিগকে আনয়ন করেন। সুতরাং তাহাদিগকে অস্ত্রবলের পরিচয় দিবার আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু তাহাদের আধিপত্য স্থাপিত হই-বার প্রথমেও কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয় পরাক্রম একবারে নির্ব্বাণ হয় নাই।

কিম্বদন্তী আছে, দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল বাহাদুর ঢাকা জেলার অন্তর্গত শ্রীনগরের জমীদার লালা কীর্ত্তিনারায়ণ রায়ের বংশজ বসু বাবুদিগের জমিদারী বন্দরখোলা পরগণা বলপূর্ব্বক লইতে ইচ্ছা করিয়া সৈন্য প্রেরণ করেন। শ্রীনগরের জমীদার সসৈন্যে অগ্রসর হন। ডাইবার চর নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে কামান গোলা গুলি প্রভৃতি আগ্নে-য়াস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। বসু বাবুগণের পক্ষ হইতে যে বন্দুক ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার নাম "কলাগেছে বন্দুক।" কিন্তু বসু বাবুদিগের এক জন কর্ম্মচারী অযোধ্যারাম গুহ অসি ধারণ করিয়া অশ্বারো-হণ পূর্ব্বক বিপক্ষ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে দাম্ভিক হিন্দুস্থানীয় সৈন্যদিগকেও উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। বসু বাবুগণ গুহ বীরবরের এই কার্য্যে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অনেক ভূমি নিষ্কর দান করিয়াছিলেন। এই সকল অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয়, বঙ্গদেশস্থ কায়স্থগণ যুদ্ধ বিষয়েও সুনিপুণ ছিলেন।

"১৭৮৯ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ রাজস্ব "নির্দ্দিষ্ট" করিয়া জমিদার-দিগের সহিত দশ বৎসরের জন্য এই নিয়মে বন্দোবস্ত করিলেন যে ইংল-ণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের অনুমোদিত হইলে উহাই "চিরস্থায়ী" হইবে। ১৭৯৩ অব্দে বিলাতের অনুমোদন পত্র পৌঁছিল, এবং দশসালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইয়া গেল। এতদ্দ্বারা অবধারিত হইল যে জমিদারেরা "নির্দ্দিষ্ট" রাজস্ব দিয়া অধিকৃত ভূমি পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিতে পারিবেন; কিন্তু বৎসরের মধ্যে কতিপয় নিরূপিত দিনে রাজস্ব দিতে না পারিলে তাহাদিগের জমিদারি নিলাম হইবে। জমিদারেরা প্রজার নিকট কোন নূতন আবও-য়াব বা মাথট আদায় করিতে পারিবেন না।"

এই গবর্ণর জেনারেলের সময় প্রবিন্সিয়াল কোর্ট, সদর নেজামত,

ও সদর দেওয়ানী আদালত ছিল। ক্রমে মুন্সেফ ও দারগা নিযুক্ত হইল। যাহা কিছু আদালতের গ্রাহ্য, জমিদারেরা তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিতে পারিবেন না—এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইল। পূর্ব্বে জমিদারদিগের যে দেওয়ানী ও ফৌজদারির বিচার করিবার স্বাধীন ক্ষমতা ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইল। এই সময় হইতেই বঙ্গদেশের কপাল পুড়িল। বিষয় থাকিলেই ব্যবস্থা। কায়স্থগণ স্বাধীনতাচ্যুত হইলেন। সুতরাং বীর্য্যস্বরূপ ব্যবস্থাও অন্তর্হিত হইল। আর সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন রহিল না। ক্রমে ক্রমে ইহাদের সম্ভ্রমেরও হানি হইতে আরম্ভ হইল।

"মুসলমান শাসন সময়ে জমিদারেরা করদ রাজাদিগের ন্যায় ছিলেন; ইংরাজ রাজত্বকালে তাহাদিগের সে অবস্থা গিয়াছে। তাহাদিগের আর পূর্ব্বের মত রাজক্ষমতা সূচক সৈন্য, গড় ও বিচারালয় নাই। নিরূপিত দিনে রাজস্ব না দিলে জমিদারি নিলাম হইবে। এ প্রকার নির্দ্দিষ্ট দিবসে রাজকর দেওয়া তাহাদের অভ্যাস ছিল না; সুতরাং তাহাদিগের রাজস্ব বাকি পড়িতে লাগিল, এবং তাহাদিগের ভূসম্পত্তি বাণিজ্য ব্যবসায়ী লোকের হাতে যাইতে আরম্ভ হইল। এইরূপে অল্প দিনের মধ্যে তাহারা বিষয়চ্যুত হইয়া পড়িলেন।" এতদ্দ্বারা প্রতীতি হয় যে, কায়স্থগণের ভূসম্পত্তি অন্যের হস্তগত হইলে যখন তাহারা কায়স্থদিগের সম্মানের ত্রুটি করিতে যত্ন করে, তখন তাহাদের আর সহ্য হইল না। অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত হইলেও শীঘ্র উষ্ণতা পরিত্যাগ করে না। তাঁহারা স্বাধীনক্ষমতাচ্যুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয় হৃদয় সম্যকরূপে বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং যে কোন প্রকারে হউক, আপনাদের চির প্রতিষ্ঠিত আর্য্যোচিত সম্ভ্রম বজায় করিবার জন্য কায়স্থ ভূস্বামিগণ যত্ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে যুদ্ধের পরিবর্ত্তে দাঙ্গার পদ্ধতি প্রচলিত হইল। ইহাতে কামানাদি ব্যবহার হইত না। কিন্তু সড়পী, নেজা, রায়বাঁশ, লাঠি, তরবার ও সময়ে সময়ে বন্দুক ও পিস্তল ব্যবহৃত হইয়াছে।

সমরাঙ্গনে কায়স্থ রণকৌশল দর্শাইতে ত্রুটি করেন নাই। দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজপতি স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও জমিদার বাবু রামরত্ন

রায় বাহাদুর একত্র হইয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশজ টাকির মুন্সী বাবুদিগের সহিত দাঙ্গায় প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। মুন্সী বাবুদিগের রণকৌশলের বিষয় সকলেই অবগত আছেন।

বঙ্গবিভাগে দুদুমিয়া নামক একজন দুর্দ্দান্ত মুসলমান প্রায় ৫০০০০ সহস্র মুসলমানের সর্দ্দার হইয়া হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। ফরিদপুরের অন্তর্গত পাঁচচর নিবাসী বৈকুণ্ঠপুরের জমিদার বৈদ্য অম্বষ্ঠ বংশজ গোপীমোহন বাবু ইহার হস্তে দুর্গতি লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সমস্ত হিন্দুগণ ইহার ভয়ে তটস্থ হইয়াছিলেন। এমন কি গবর্ণমেণ্টকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু ফরিদপুরের অন্তর্গত আবদুল্লাবাদের সামান্য তালুকদার বাবু কাশীচন্দ্র চৌধুরীর বীর্য্য প্রভাবে দুদুমিয়ার সমস্ত প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যায়।

শুনা যায়, খুল্নার ইউরোপীয় নীলকর রেলী সাহেব বাঙ্গালিকে দুর্ব্বল জানিয়া বিলাতি সামর্থ্য প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভদ্রলোকদিগকে বেগার ধরিয়া বাগানের মাটি কাটাইতেন। এতদ্বশতঃ বাবু রামরত্ন রায় বাহাদুরের গুরুদেবকে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই হেতু উক্ত রায় বাহাদুর আপন সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বাঙ্গালি প্লীহা-রোগগ্রস্ত কি না এই বিষয় রেলী সাহেবকে বিলক্ষণ উপদেশ দিয়াছিলেন। সাহেব বাঙ্গালি প্লীহা-রোগগ্রস্ত নহে, পরন্তু তাহাদের সমকক্ষ, এই বিষয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া চিরকালের নিমিত্ত বিলাতি তেজ সংবরণ করিয়া পলায়ন করিলেন। অন্যান্য বঙ্গীয় কায়স্থ জমিদার ও তালুকদারও অনেক সময়ে স্ব স্ব ক্ষত্রিয় বীর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

সত্য বটে, কায়স্থ জমীদারদিগের ভূসম্পত্তি অন্যান্য জাতির হস্তগত হইলে তাহারা কেহ কেহ দাঙ্গায় প্রবৃত্ত হইয়া দাঙ্গাবাজ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা কখন সমযোগ্য অথবা আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত দাঙ্গা করে নাই। কেবল অধীনস্থ প্রজা ও জোতদারের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন। কায়স্থ জমিদারেরা কখন প্রজার প্রতি অত্যাচার করেন নাই। একজন জমিদার অন্য জমিদারের প্রজাকে অপমান

করিতে উদ্যত হইলে তাহার নিবারণই কায়স্থ জমিদারদিগের দাঙ্গার মূল কারণ ছিল।

১৮১৮ অব্দে শুভক্ষণে শান্তিস্থাপক, ক্ষত্রিয়বীর্য্যাপহারক, দেশহিতৈষী সংবাদপত্রের আবির্ভাব হইল। ক্রমে ক্রমে অসংখ্য সংবাদপত্র উদিত হইয়া দাঙ্গার বিষয় সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিতে লাগিল, জমীদারেরা বিলসরকার ব্যতীত আর কিছুই নহে, এইরূপ উপদেশও প্রচার হইল। ক্রমে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও ১০ আইন ও তৎপরে দণ্ডবিধি ও ফৌজদারি আইন জারি হইল। জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি ভূস্বামীদিগের যে একটু পদ ছিল তাহারও লোপ সাধন হইল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য ৫২০০০ ঢালী সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; এক্ষণেও সেরূপ জমীদার আছেন; কিন্তু কাহারও এমন সাধ্য নাই যে এক জন প্রজাকে কার্য্য করিতে বাধ্য করিতে পারেন। সুতরাং দাঙ্গারূপ সমর একবারে নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছে।

পিতামহ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণকে সত্বগুণ, ক্ষত্রিয়কে রজোগুণ, এবং বৈশ্য ও শূদ্রকে তমোগুণসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ক্ষত্রিয়জাতির বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা অধিক বলবতী। বঙ্গদেশীয় ভূস্বামী ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ আইনের প্রবলতা হেতু দাঙ্গা কার্য্যে বিরত হইলেন। কিন্তু তাহাদের রজোগুণ ও তদানুসঙ্গিক বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা লোপ হইল না। যে জাতি সৃষ্টির সময় অবধি দলপতি হইয়া সকলকে আজ্ঞাবহ স্বরূপে রাখিয়াছে; সে জাতি আপন অধিকারস্থ প্রজার প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিতে অসমর্থ হইলে কখনই সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং কায়স্থগণ আপনাদের চিরাগত সম্ভ্রম রক্ষার্থ আইন সংঘটিত যুদ্ধেই প্রবৃত্ত হইলেন; এইরূপে ক্রমে তাহারা মোকদ্দমাবাজ হইয়া পড়িয়াছেন।

এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, যে কায়স্থ ভূস্বামীরা প্রকৃতার্থে এরূপ বলবান হইলে যাহাতে ঐরূপ আইন জারি না হয় তৎপক্ষে অবশ্যই যত্ন করিতেন। কিন্তু দশসালা বন্দোবস্ত দ্বারা কায়স্থগণ অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন। তাহাদের ভূসম্পত্তি লইয়া মুসলমানের রাজত্ব সময়ে সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ হইত। দশসালার বন্দোবস্ত দ্বারা তাহা রহিত হওয়াতে সকলেরই এই ধারণা হই-

য়াছিল, যে সুখে রাজত্ব করিবেন। তৎকালে যদি জানিতে পারিতেন যে কালক্রমে তাহারা বিলসরকার বলিয়া পরিগণিত হইবেন তাহা হইলে বোধ হয় ঐ বন্দোবস্ত সুখকর বলিয়া গৃহীত হইত না।

এক্ষণে আইনের যুদ্ধ মোকদ্দমা চলিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাদই হইয়াছে যে পূর্ব্বে তালুকদারের অস্ত্রযুদ্ধ ছিল; এক্ষণে মোকদ্দমার যুদ্ধ অস্ত্রযুদ্ধের স্থান অধিকার করিয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গখণ্ডে কায়স্থগণ মোকদ্দমা-সমরে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, তাহারা উদর পোষণের অনুরোধে হীন-কার্য্য করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনেকে হীনকার্য্য করেন নাই বটে, কিন্তু নিরন্ন হইয়া আছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আর এরূপ করা উচিত নয়। যখন যেমন তখন তেমন, এই উপদেশানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করাই কর্ত্তব্য।

স্বাধীন অবস্থায় পূর্ব্ব বঙ্গদেশস্থ ভূস্বামী কায়স্থগণ যুদ্ধ বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। স্বাধীনতা রত্ন অপহৃত হইলে দাঙ্গা পদ্ধতি হয়। তৎকালে কামান প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহারের প্রথা অন্তর্হিত হইলেও শড়পী, নেজা, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার হইত। সুতরাং তাহারা ঐ সকল অস্ত্র প্রয়োগ শিক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করিতেন। এমন কি, লেখাপড়া অপেক্ষা অস্ত্র-বিদ্যার আদর অধিক ছিল। পরে যখন পিনালকোড্ প্রবল মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক শড়পী প্রভৃতি অস্ত্র প্রস্তুত করা নিবারণ করিল, তখন অবধি আইনরূপ যুদ্ধ (মোকদ্দমা) অবলম্বিত হইয়াছে।

যে দেশস্থ ব্যক্তিরা যে অস্ত্রে সুনিপুণ হন, সেই অস্ত্র সে স্থানের প্রধান বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত এক্ষণে পূর্ব্ব বঙ্গখণ্ডে প্রবাদই চলিয়াছে যে, ইংরাজের কামান ও বন্দুক, হিন্দুস্থানীর তরবারি, ফরিদপুরের শড়পী, এবং বাখরগঞ্জের নেজা প্রসিদ্ধ। অদ্যাপিও বঙ্গদেশস্থ যোদ্ধৃগণ (লাঠিয়াল) দাঙ্গায় যুদ্ধ সংক্রান্ত সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়া থাকেন; যথা, বামকানি (Left wing), ডানকানি (Right wing), পাটে বোস (Fire) ইত্যাদি।

পূর্ব্ববঙ্গখণ্ডের যোদ্ধৃগণ দেশীয় জলযুদ্ধে এরূপ নৈপুণ্য দেখাইয়া থাকে, যে বোধ হয়, সুশিক্ষিত ইউরোপীয় সৈন্যও ঐ কার্য্যে তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে না। বড় জাহাজের উপর ইচ্ছামত বীর্য্য প্রকাশ করা বড়

দুরূহ নহে, কারণ, যোদ্ধার আস্ফালনে জাহাজ টলে না। কিন্তু ৭।৮ হাত দীর্ঘ ডিঙ্গী নৌকার উপর সসস্ত্র যুদ্ধ করা বড় কঠিন। একটু ওজনের ব্যতিক্রম হইলেই নৌকা জলমগ্ন হইয়া যোদ্ধৃপুরুষকেও জলশায়ী করে। ঐ নৌকা এত লঘু যে মনুষ্য সহজ অবস্থাতেও সাবধানতার সহিত তাহাতে আরোহণ না করিলে, তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু দেশীয় যোদ্ধৃগণ ঐ যুদ্ধে এত নিপুণ যে, ঐ কদলী ডোঙ্গার স্বরূপ নৌকার উপর যুদ্ধের সময় সবলে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বিপক্ষকে প্রহার করেন ও সময়ে সময়ে নিজের নৌকা হইতে লম্ফ দিয়া বিপক্ষের নৌকার উপরে পড়েন ও পলমধ্যে বিপক্ষকে আহত করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় তরিতে প্রত্যাগত হন। এই যুদ্ধে যোদ্ধৃদিগকে অতিশয় সাবধান হইয়া যুদ্ধ করিতে হয়, যাহাতে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাত শরীরস্পর্শ না করে ও আপনার সন্ধান ব্যর্থ না হয় এবং গুরুতর সঞ্চালনে নৌকাও জলমগ্ন হইয়া না যায়, এইরূপে শরীরভারের সামঞ্জস্য রাখিয়া যুদ্ধ করিতে হয়।

উপরিউক্ত সমস্ত অবস্থা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, পূর্ব্ব বঙ্গখণ্ডের কায়স্থগণ (ক্ষত্রিয়গণ) বর্ত্তমান অবনত অবস্থায় নীত হইলেও তাহাদের ক্ষত্রিয়গুণ অর্থাৎ রজোগুণ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। কেবল দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনায় ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে মাত্র। কায়স্থগণের সংসর্গে থাকিয়া পূর্ব্ব বঙ্গখণ্ডের সমস্ত হিন্দুগণ কোপন স্বভাব সম্পন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, কেবল বঙ্গদেশস্থ কায়স্থই যে বলশূন্য হইয়াছেন তাহা নহে, ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষত্রিয়দিগের (রজপুতের) ঐরূপ দশা ঘটিয়াছে। ইংরাজদিগের প্রসাদে এক্ষণে ভারতে শান্তি বিরাজ করিতেছে, এখন সকলেই আইনের পূজা করিতেছেন।

কায়স্থদিগের গোত্র ও গোত্রের মূল নির্ণয়।

কুলীনের গোত্র।

নাম	গোত্র	প্রবর
বসু	গৌতম	গৌতম, অপসার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।

নাম	গোত্র	প্রবর।
ঘোষ,	সৌকালীন	সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, জামজগ্ন্য, নৈধ্রুব।
গুহ	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপসার, নৈধ্রুব।
মিত্র	বিশ্বামিত্র	বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক।

মধ্যল্যের গোত্র।

দত্ত	মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
নাগ	সৌকালীন	সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, জামদগ্ন্য, নৈধ্রুব।
নাথ	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপসার, নৈধ্রুব।

মহাপাত্র (সিদ্ধ মৌলিক)।

দাস	কাশ্যপ,	গুহের গোত্র দেখ।
	আলম্যান,	আলম্যান, শাঙ্কায়ন শাকটায়ন।
	মৌদ্গল্য,	মধ্যল্য দত্তের গোত্র দেখ।
	গৌতম,	বসুর গোত্র দেখ।
	আত্রেয়,	আত্রেয়, শাতাতপ, সাঙ্খ্য।
	ঘৃতকৌশিক,	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।
সেন	আলম্যান,	দাস পদ্ধতি দেখ।
	বাসুকি,	অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাসুকি।
	ধন্বন্তরি,	ধন্বন্তরি, অপসার, নৈধ্রব, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	কাশ্যপ,	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
কর	কাশ্যপ,	ঐ
	আলম্যান,	ঐ
	গৌতম,	ঐ
	জামদগ্ন্য,	জামদগ্ন্য, ঔর্ব্ব্য, বশিষ্ঠ।
	মৌদ্গল্য,	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

নাম	গোত্র	প্রবর
দাম	শাণ্ডিল্য,	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
	ভরদ্বাজ,	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
পালিত	ভরদ্বাজ,	ঐ
	শাণ্ডিল্য,	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে
চন্দ্র	কাশ্যপ,	পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।
	ভরদ্বাজ,	ঐ
	মৌদ্গল্য,	ঐ
পাল	কাশ্যপ	পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে
	শাণ্ডিল্য	ঐ
	ভরদ্বাজ	ঐ
নন্দী	কাশ্যপ,	ঐ
	আলম্যান,	ঐ
দেব	কাশ্যপ,	ঐ
	শাণ্ডিল্য,	ঐ
	বাৎস্য,	ঔর্ব্ব,চ্যবন,ভার্গব,জামদগ্ন্য,আপ্নুবৎ।
	ভরদ্বাজ,	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	আলম্যান,	ঐ
	বশিষ্ঠ,	বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি।
	গৌতম,	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	পরাশর,	পরাশর, শক্ত্রি, বশিষ্ঠ।
	মৌদ্গল্য,	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
কুণ্ড	কাশ্যপ,	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	গৌতম,	ঐ

নাম	গোত্র	প্রবর
সোম	লোহীত্র,	
	কাশ্যপ,	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
রাহা	শাণ্ডিল্য,	ঐ
ভদ্র	চন্দ্রঋষি	চন্দ্রঋষি, পরাশর, দেবল।
	ভরদ্বাজ	ঐ
	আলম্যান	ঐ
ধর	কাশ্যপ	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
সিংহ	বাৎস্য,	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	ঘৃতকৌশিক,	ঐ
	গৌতম,	ঐ
	ভরদ্বাজ,	ঐ
	সাবর্ণ	
রক্ষিত	বাৎস্য,	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	মৌদ্গল্য,	ঐ
অঙ্কুর	কাশ্যপ,	ঐ
	ভরদ্বাজ,	ঐ
বিষ্ণু	ভরদ্বাজ,	ঐ
	শাণ্ডিল্য,	ঐ
	গৌতম,	ঐ
	বৈয়াঘ্রপদ্য,	সাঙ্কৃতি।
আঢ্য	মৌদ্গল্য,	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	কাশ্যপ,	ঐ
	শাণ্ডিল্য,	ঐ
নন্দন	কাশ্যপ	ঐ
	গৌতম	ঐ

নাম	গোত্র	প্রবর
দত্ত	কাশ্যপ,	ঐ
	শাণ্ডিল্য,	ঐ
	ভরদ্বাজ,	ঐ
	কৃষ্ণাত্রেয়,	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবাস।
	আলম্যান,	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	বশিষ্ঠ,	ঐ
	সৌপায়ন,	সৌপায়ন, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন, আপ্নুবৎ
	ঘৃতকৌশিক,	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	ঘৃতকুশিক।	ঘৃতকৌশিক, কৌশিক, বন্ধুল।

অচলামহাপাত্র (সাধ্য মৌলিক)।

নাম	গোত্র	প্রবর
হোড়	মৌদ্গল্য,	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
রাণা	দালভ্য,	ঐ
	কাশ্যপ,	ঐ
	হংসল,	হংসল, বাসল, দেবল।
ভঞ্জ	আলম্যান	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
বল	আলম্যান	ঐ
চাকি	গৌতম,	ঐ
রাহুত	আলম্যান,	ঐ
রুদ্র	কাশ্যপ,	ঐ
আদিত্য	আলম্যান,	ঐ
গুপ্ত	ঐ	ঐ
গুহ (গোহ)	কল্বিষ	
	কাশ্যপ,	ঐ
	কাল্কি	

সমস্ত কায়স্থের গোত্র নির্ণয় করা সুকঠিন। কারণ, এখন কোন্ বংশ কোন্ স্থানে আছেন এবং সমস্ত বংশ জীবিত আছেন কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। সুতরাং যে পর্য্যন্ত সংগ্রহ হইয়াছে তাহাই বিবৃত হইল।

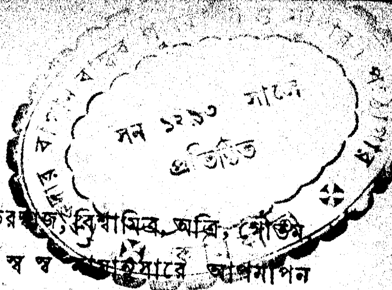
জাতি মিত্র বলেন, "কায়স্থবংশজ সেনের মধ্যে এক বংশের ধন্বন্তরি গোত্র কি কারণে হইল?" ইহার সিদ্ধান্ত করা অতি দুরূহ। ধন্বন্তরি বৈদ্য ছিলেন। বৈদ্যজাতির মধ্যে ধন্বন্তরি-গোত্র অনেক আছে। ধন্বন্তরি বৈদ্য-জাতির গোত্র প্রবর্ত্তক হইতে পারেন।" ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে জাতিমিত্র রাহুগ্রস্ত সূর্য্য; আত্মরক্ষায় অসমর্থ। সুতরাং "স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি" এই ন্যায়ে অন্যের পক্ষ সমর্থন করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য। বৈদ্যশব্দ জাতি-বাচক শব্দ নহে। ধনন্বন্তরি ক্ষত্রিয়, আয়ুর্ব্বেদ বিভক্ত করিয়া তিনি বৈদ্য-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি প্রথমে অমৃত লইয়া সমুদ্র মন্থনে উৎপন্ন হন। তৎপরে কল্পান্তরে ক্ষত্রিয় নহুষ রাজার ভ্রাতা ক্ষত্রবৃদ্ধের বৃদ্ধ প্রপৌত্র দীর্ঘতমার পুত্র হইয়াছিলেন। (১) ইনি নারায়ণের বরে আয়ুর্ব্বেদ আট ভাগে বিভক্ত করেন। অতএব আদিপুরুষের নামে গোত্র হইয়াছে; এইরূপ গণ্য করিলে ধন্বন্তরি কায়স্থের (ক্ষত্রিয়ের) গোত্র হওয়াই সঙ্গত।

মহাত্মা মনুর সময়ে চতুর্ব্বিংশতি গোত্র মাত্র ছিল। যথা শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, সৌকালিন, কল্বিষ, অগ্নিবেশ্ম, কৃষ্ণাত্রেয়, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক, মৌদ্গল্য, আলম্যান, পরাশর, সৌপায়ন, অত্রি, বাসুকি, রোহিত, বৈয়াঘ্রপদ্য ও জামদগ্ন্য। (২)

---

(১) রামসেবক ভট্টাচার্য্যের অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ। পৃঃ ৩৬১।

(২) শাণ্ডিল্যঃকাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যঃ সাবর্ণকস্তথা।
ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালিনস্তথাপরঃ॥
কল্বিষশ্চাগ্নিবেশ্মশ্চ কৃষ্ণাত্রেয়বশিষ্ঠকৌ।
বিশ্বামিত্রঃ কুশিকশ্চ কৌশিকশ্চ তথাপরঃ॥
ঘৃতকৌশিক মৌদ্গল্যৌ আলম্যানঃপরাশরঃ।
সৌপায়নস্তথাত্রিশ্চ বাসুকীরোহিতস্তথা॥
বৈয়াঘ্রপদ্যকশ্চৈব জামদগ্ন্যস্তথাপরঃ।
চতুর্ব্বিংশতি বৈ গোত্রাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বপণ্ডিতৈঃ॥



ধনঞ্জয়কৃত ধর্ম্মপ্রদীপের মতে "জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গৌতম বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও অগস্ত্য—এই কয়েকজন স্ব স্ব নামানুসারে আপনাপন অপত্যাদিগের গোত্র স্থাপন করেন। যাহা হউক ধনঞ্জয়ের মতে সৌকালিন, মৌদ্‌গল্য, পরাশর, বৃহস্পতি, কাঞ্চন, বিষ্ণু, কৌশিক, কাত্যায়ন, অত্রি, কাম্ব, কৃষ্ণাত্রেয়, সাঙ্কৃতি, কৌণ্ডিল্য, গর্গ, আঙ্গিরস, অনাবৃক, অব্য, জৈমিনি বৃদ্ধি, শাণ্ডিল্য বাৎস্য, সাবর্ণ, আলম্যান, বৈয়াঘ্রপদ্য, ঘৃতকৌশিক, শক্তি কান্বায়ন, বাসুকি, গৌতম, শুনক, সৌপায়ন,—এই কয়েকজন আপনাপন অপ্রত্যাদিগের গোত্র স্থাপন করিয়াছেন। (১)

ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে নিম্নলিখিত সাতটি অতিরিক্ত গোত্র দৃষ্ট হয়। যথা, হংসল, কোশল, দাল্‌ভ্য, ঋষ্যশৃঙ্গ, দেব, অলক ঋষি ও হংসঋষি। এতদ্ব্যতীত কায়স্থের মধ্যে ধন্বন্তরি ও লোহিত্র গোত্র আছে। আমরা যে পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি, তাহাতে সর্ব্বসমেত ৫২ টী গোত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়।

---

(১) জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগোতমাঃ।
বশিষ্ঠকশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ॥
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে।
এতদুপলক্ষণমন্যেষামপি দর্শনং॥
তথাচ।
সৌকালিনকমৌদ্গল্যৌ পরাশরবৃহস্পতী।
কাঞ্চনোবিষ্ণুকৌশিকৌ কাত্যায়নাত্রেয়কাম্বকাঃ॥
কৃষ্ণাত্রেয়ঃ সাঙ্কৃতিশ্চ কৌণ্ডিল্যো গর্গসংজ্ঞকঃ।
আঙ্গিরস ইতি খ্যাতঃ অনাবৃকাখ্যসংজ্ঞিতঃ॥
অব্যজৈমিনিবৃদ্ধাখ্যাঃ শাণ্ডিল্যা বাৎস্য এব চ।
সাবর্ণালম্যানৌ বৈয়াঘ্রপদ্যশ্চ ঘৃতকৌশিকঃ॥
শক্তিঃ কান্বায়নশ্চৈব বাসুকিগৌতমস্তথা।
শুনকঃ সৌপায়নশ্চৈব মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে ব্রহ্মার মুখজাত ব্রাহ্মণের দেশভেদে গোত্র ছিল না। (১) শাতাতপে ব্যক্ত আছে, যিনি যে মুনির শিষ্য, তিনি সেই মুনির নামে প্রবর প্রাপ্ত হন। (২) ধনঞ্জয়ের মতে গোত্র আদিপুরুষের নাম; রঘুনন্দনের মতে আদিপুরুষের নামে ব্রাহ্মণের এবং আদি পুরোহিতের গোত্র বা নামে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গোত্র হইয়াছে। (৩)

ব্রাহ্মণবংশজ চ্যবন মুনি শৈশবাবস্থায় আপন মাতার ক্রোড়ে দুগ্ধ পান করিতেছিলেন। এমন সময়ে একজন দৈত্য কামবিহ্বল হইয়া তাহার মাতাকে স্থানান্তরে লইয়া চলিলেন। চ্যবন আপন পিতার নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, ব্রহ্মার নিয়মই এইরূপ। এতচ্ছ্রবণে চ্যবন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, কি আশ্চর্য্য, ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন, নিয়ম করেন নাই। "অদ্য হইতে যে কেহ এইরূপ করিবে সে পতিত হইবে।" (৪) তদবধি পরদার গমন পাপস্বরূপে গণ্য হইয়াছে। এই অবস্থা দ্বারা প্রতীতি হয় যে প্রথমে কোন প্রকার সমাজনিয়ম অথবা জাতিভেদ, ও বংশভেদ ছিল না। সুতরাং তৎকালে গোত্র নির্ণয় করিবারও প্রয়োজন হয় নাই।

চতুর্দ্দশ কল্পে চতুর্দ্দশ মনু হইয়াছেন। আদি মনুর নাম স্বায়ম্ভুব মনু। তিনি ক্ষত্রিয় (৫) তাহার বংশজগণ মনুষ্য নামে খ্যাত। এই মনু গোত্র-

---

(১) বভূবুর্ব্রহ্মণো বক্ত্রাদন্যা ব্রাহ্মণজাতয়ঃ।
তাঃ স্থিতা দেশভেদেষু গোত্রশূন্যাশ্চ শৌনক॥

(২) যে যস্য শিষ্যাস্তৈস্যেব মুনেঃ প্রবরকারিণঃ।

(৩) বংশপরম্পরাপ্রসিদ্ধাদিপুরুষব্রাহ্মণরূপং গোত্রং।
পৌরোহিত্যান্ গোত্রপ্রবরান্ রাজন্যবিশঃ প্রাবৃণত।

(৪) মহাভারত দেখ।

(৫) ক্ষত্রিয়াণাং বী রূপো নাম্না স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
যা স্ত্রীঃ সা শতরূপা চ রূপাঢ্যা কমলা কলা॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রহ্মখণ্ড, ৮ম অধ্যায়।

কারক নহেন। বৈবস্বত মনুর কল্পে জাতিভেদ হইয়াছে। তিনিই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়প্রভৃতি বর্ণসমূহের স্থাপনকর্ত্তা। ঐ মনুর পুত্রগণের মধ্যে বেন, ধৃষ্ট, নরিষ্যন্তি, নাভাগ, ইক্ষাকু, কারুষ, শর্য্যাতি, ইলা, পৃষণ, ও নাভাগারিষ্ট এই দশ সন্তান ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন। ইহারাই বেদাচারী ক্ষত্রিয়-দিগের আদিপুরুষ। কিন্তু ইহারাও গোত্রকারক নহেন।

বেনের সময় কতিপয় মনুষ্য পশুধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক সম্বন্ধ বিচার রহিত হইয়া পরস্ত্রীগমন করেন। তাহাতে চণ্ডাল, বৈদ্য অম্বষ্ঠ প্রভৃতি কয়েক জনের জন্ম হয়। অম্বষ্ঠবংশের আদিপুরুষ অম্বষ্ঠ ও চণ্ডালবংশের আদি-পুরুষ চণ্ডাল। কিন্তু ইহারাও গোত্রকারক নহে।

জাতিভেদ সংস্থাপনের পর প্রত্যেক জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শাখা স্থাপন হইল। সকল শাখা স্ব স্ব আদিম পুরুষের নামে গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। এরূপ অনুমান করিলে এক সম্প্রদায়ের গোত্র অন্য সম্প্রদায়ের গোত্র হইতে পারে না।

স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, পৃথিবীর নিঃক্ষত্রিয়তাসাধক পরশুরামের ভয়ে ভীত হইয়া ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেন রাজার গর্ভবতী স্ত্রী দাল্‌ভ্য মুনির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ গর্ভস্থ সন্তান কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) ও দাল্‌ভ্য গোত্র হইল। ঐ কায়স্থ দাল্‌ভ্য মুনির অপত্য অথবা বংশপ্রসূত নহেন, কারণ দাল্‌ভ মুনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই সকল অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয়, যে আদিপুরুষের নামে গোত্র স্থাপন হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, যে উল্লিখিত গোত্রজ জাতিগণ প্রথমে এক জাতীয় ছিলেন। তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য ও কেহ শূদ্র বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীবদ্ধ হইলেন এবং সকলেই স্ব স্ব বংশের নিরাকরণ নিমিত্ত আপনাপন প্রথম পুরুষের নামানুসারে গোত্র করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে শূদ্রের ঔরসে চণ্ডাল, বৈশ্য ও শূদ্রাণীর সহযোগে করণ, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যার সংযোগে বৈদ্যঅম্বষ্ঠ, এইরূপে অবৈধ সংযোগে সমস্ত বর্ণসঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি দ্বিজগণ মিশ্রবর্ণ নহেন। অতএব কি প্রকারে একের আদিপুরুষ অন্যের আদিপুরুষ হইতে পারেন? কি প্রকারে ব্রাহ্মণের আদি-

পুরুষ চণ্ডালেরও আদিপুরুষ হইলেন? চণ্ডালের আদিপুরুষ একজন শূদ্র। তাহার নাম গ্রন্থে ব্যক্ত নাই।

এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে বৈদ্য অম্বষ্ঠ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভবের পর যিনি যে জাতীয় কন্যার সংযোগে যে পুত্র প্রথমে উৎপাদন করেন, ঐ পুত্র আপন জন্মদাতার গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। এই কথা স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত জাতিই বর্ণসঙ্কর; ভগবদ্গীতার লিখনানুসারে বর্ণসঙ্কর পতিত ও নিষ্কুল; সুতরাং নিষ্কুলের গোত্র নাই। কিন্তু বেদের লিখনানুসারে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণ চতুষ্টয় বর্ণসঙ্কর নহেন; ইহারা আদিম বর্ণ।

অনেকেই অবগত আছেন, কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ ধীবর পরাশরগোত্র। কিন্তু ধীবর পরাশরের আত্মজ নহে। সুতরাং প্রত্যেক জাতির আদিপুরুষের নামে গোত্র হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমাত্মক। পুরোহিতের নামকরণে গোত্র হইয়াছে কি না, এই বিষয় মীমাংসার পূর্ব্বে দেখা আবশ্যক যে পুরোহিত কাহাকে বুঝায়?

এক্ষণে যে পদবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে গুরু ও পুরোহিত বলা যায়, বেদ প্রচলিত থাকার সময় ঐ উভয়ের কার্য্যই এক কার্য্য ছিল।

সত্যে বেদ, ত্রেতায় স্মৃতি, দ্বাপরে পুরাণ, কলিতে তন্ত্র প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং বেদের আচার্য্য বৈদিক, স্মৃতির আচার্য্য স্মার্ত্তাচার্য্য, পুরাণানুসারে আচার্য্য পৌরাণিক আচার্য্য। তন্ত্রানুযায়ী আচার্য্য তান্ত্রিক আচার্য্য। যেমন গ্রীসিয়ান্দিগের মধ্যে এপিকিউরিয়ান, সাইবিনেয়িক, সাইনিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসমাজ হইয়াছিল, যেমন খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে প্রটেষ্টাণ্ট, রোমানকাথলিকপ্রভৃতি সমাজ স্থাপন হইয়াছে; যেমন আধুনিক ব্রাহ্মদের মধ্যে বৈদান্তিক ও কৈশব সমাজ স্থাপন হইয়াছে; তদ্রূপ হিন্দুগণের মধ্যেও বৈদিক, স্মার্ত্ত, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সমাজ ছিল। স্বভাবের নিয়মানুসারে এই সমাজ চতুষ্টয়ের মধ্যে বিদ্বেষ চলিতে আরম্ভ হইল; সকলেই আপনাপন দলপুষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হইল। বৌদ্ধাচার্য্যও আপন দলপুষ্টি করিতে লাগিলেন। এদিকে

চার্ব্বাক প্রভৃতি (নাস্তিক) মুনিগণ ঈশ্বর নাই বলিয়া স্ব স্ব দলবর্দ্ধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে নাস্তিক ও বৌদ্ধধর্ম্মের লোপকরণার্থ ন্যায় প্রভৃতি দর্শনের সৃষ্টি হইল। তাহারা আপনাপন মত প্রবল করণ জন্য যত্নবান্ হইলেন।

বিষ্ণুপুরাণ পাঠে জানা যায় (১) যে প্রথমতঃ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক অষ্টাবিংশতি প্রকারে বেদের বিভাগ হয়। তৎপরে বৈবস্বত মন্বন্তরে (২) যে সমুদায় দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেক দ্বাপরযুগেই বেদ চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। প্রথম দ্বাপরে ব্রহ্মা, দ্বিতীয় দ্বাপর হইতে পর্য্যায়ক্রমে প্রজাপতি, শুক্রাচার্য্য, বৃহস্পতি, সবিতা, মৃত্যু, ইন্দ্র, বশিষ্ঠ, সারস্বত, ত্রিধামা, ত্রিবৃধা, ভরদ্বাজ, অন্তরীক্ষ, অত্রি, ত্রয্যরুণ, ধনঞ্জয়, কৃতঞ্জয়, ঋণ, ভারদ্বাজ, গৌতম, উত্তম, হর্য্যাত্মা, রাজশ্রবা (বেণ,) তৃণবিন্দু, সোমশুষ্মায়ন, বাল্মীকি, শক্তি, পরাশর ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং তৎপরে অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক বেদের বিভাগ হয়।

বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে লক্ষমন্ত্রাত্মক একমাত্র চতুষ্পাদ বেদ বিদ্যমান ছিল। বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি সংখ্যক দ্বাপরযুগে পরাশরের পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঐ বেদ চতুর্ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাঁহার নিকট তাঁহার শিষ্য পৈল ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদ, জৈমিনি সামবেদ এবং সুমন্ত অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করেন। লোম হর্ষণ তাহার নিকট ইতিহাস ও পুরাণ সমুদয় অধ্যয়ন করেন। দ্বৈপায়ন পুনর্ব্বার যজুর্ব্বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি মূল একটী বেদের কতকগুলি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ঋগ্বেদ, কতকগুলি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া যজুর্ব্বেদ, গান সমুদয় উদ্ধৃত করিয়া সামবেদ এবং রাজকর্ম্ম ও ব্রহ্মনিরূপণের বিধি লইয়া অথর্ব্ব বেদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

---

(১) রামসেবক বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ, ২৩৪—২৪৪ পৃঃ দেখ।

(২) এই কল্পে জাতি ভেদ হয়।

একমাত্র বেদমহাতরু পৃথগ্ভূত হইলে সেই বেদ-পাদপের কারণও চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া যায়। প্রথমে মহাত্মা পৈল ঋগ্বেদ বিভাগ করিয়া এক সংহিতা ইন্দ্রপ্রমতিরে ও অন্য এক সংহিতা বাস্কলকে দেন। বাস্কল আপন সংহিতা চারিভাগে বিভক্ত করিয়া বৌদ্ধাদি শিষ্যগণকে প্রদান করেন। পরাশর ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়ে বৌদ্ধ মত অবলম্বন করেন। বৌদ্ধাদি মুনিগণ হইতে সেই সংহিতার অসংখ্য শাখা ও প্রশাখা সমুৎপন্ন হইয়াছে।

ইন্দ্রপ্রমতির পুত্র মাণ্ডুক্য আপন পিতৃলব্ধ সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া স্বকীয় শিষ্য, প্রশিষ্য ও পুত্রাদির হস্তে অর্পণ করেন। শাকল্য তাহা অধ্যয়ন করিয়া মুদ্গল, গোযুগ, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির এই পাঁচ শিষ্যকে প্রদান করেন। (১) মহর্ষি শাকপুনি অন্য তিন সংহিতা ও চতুর্থ নিরুক্ত প্রস্তুত করেন; ক্রৌঞ্চ, বৈতালিক ও বলাক নিরুক্ত প্রস্তুত করিয়াছেন। বাস্কল আর তিন খানি সংহিতা প্রকাশ করেন। কালায়নি, গার্গ্য (২) ও কথাজবও অসংখ্য সংহিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। উল্লিখিত সমস্ত সংহিতা ও নিরুক্ত ঋগ্বেদের শাখা।

বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদ-তরুর সপ্তবিংশতি শাখা প্রস্তুত করিয়া প্রচার করণার্থ শিষ্যদিগকে প্রদান করেন। ক্ষত্রিয় ব্রহ্মরাজপুত্র যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার শিষ্য। যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর শাপে বেদত্যাগী হইয়া পুনর্ব্বার যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবার কামনায় সূর্য্যের স্তব করেন। এই তপোবলে তিনি যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন। উহা বাজিনামে বিখ্যাত হয়। তাহা হইতে কাণ্বাদি বিবিধ শাখা প্রকাশিত হইয়াছে।

জৈমিনি (৩) সামবেদের শাখা বিভাগ করেন। জৈমিনির দুই পুত্র সুমন্তু ও সুকর্ম্মা। সুকর্ম্মা সামবেদসংহিতা হইতে সহস্র সংহিতা প্রস্তুত

---

(১) মুদ্গল্য ও বাৎস্য ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব, বাৎস্যের আদি নাম বৎস্য।

(২) গার্গ্য গোত্রকারক।

(৩) জৈমিনি গোত্রকারক।

করিয়া আপন শিষ্য হিরণ্যনাভ ও পৌষ্পিঞ্জরে প্রদান করেন। পৌষ্পিঞ্জের শিষ্য লোকাক্ষি, কুথুমি, কুসীদি, ও লাঙ্গলি। তাঁহারাও সামবেদের শাখা হইতে অসংখ্য সংহিতা প্রকাশ করিয়াছেন।

অমিতদ্যুতি কবন্ধ নামক শিষ্যকে অথর্ব্ব বেদ অধ্যয়ন করাইলে কবন্ধ তাহা দুই ভাগ করিয়া দেবদর্শ ও পথ্যকে প্রদান করেন। মৈত্র, ব্রহ্মবলি, সৌল্কায়নি ও পিপ্পলাদ দেবদর্শের এবং জাজল, কুমুদাদি শৌনক, আঙ্গিরস ও শান্তিকল্প পথ্যের শিষ্য (১)। তাঁহারা অথর্ব্ববেদের অসংখ্য শাখা প্রকাশ করিয়া স্ব স্ব শিষ্যদিগকে প্রচার করণার্থ প্রদান করেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুরাণ সংহিতা প্রকাশ করিয়া আপন শিষ্য লোমহর্ষণকে (সূত) প্রদান করেন। সূতের শিষ্য সুমতি, অগ্নিবেশ্ম, মিত্রয়ু, শাংসপায়ন অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংসপায়ন পুরাণ সংহিতার প্রচারক। কিন্তু তাঁহাদের সংহিতার মূল লোমহর্ষণ কৃত পুরাণসংহিতা। (২) ন্যায়শাস্ত্রও গৌতমের কৃত।

ব্রহ্মর্ষি, ও রাজর্ষিগণই প্রকৃত ঋষি। অমর কোষেও বর্ণিত হইয়াছে যে ক্ষত্রিয়গণ ক্রমে আচার্য্য (পুরোধা ও পুরোহিত) পদ গ্রহণ করেন। অতএব এই সকল শাস্ত্রোক্ত অবস্থার দ্বারা প্রতীতি হয় যে এক বেদ পৃথক পৃথক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হইয়া যখন ব্রহ্মর্ষি, ও রাজর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রচার হইতে আরম্ভ হয়, তখন যে জাতীয় যে ব্যক্তি যে ঋষির মতাবলম্বন করিলেন, তিনি সেই ঋষির শিষ্য বলিয়া অভিহিত হইলেন এবং তাহার বংশ ঐ ঋষির নামে গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়গণই পৃথিবীপতি রাজা। তাঁহারাই প্রথমে পুরোধা ও পুরোহিত ছিলেন; তাঁহারাই ধর্ম্মরক্ষক ও ধর্ম্মস্থাপক। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ক্ষত্রিয় রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিদিগের দ্বারাই প্রচলিত হইয়াছে। এইরূপে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি বর্ণসঙ্কর সকলেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ঋষির নামানুসারে স্ব স্ব গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

---

(১) শৌনক ও আঙ্গিরস ক্ষত্রিয়; ইহারা গোত্রপ্রবর্ত্তক।
(২) সাবর্ণি ক্ষত্রিয়, ইনি গোত্রকারক।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে আচার্য্য (গুরু ও পুরোহিত) পিতা। উপনয়ন (দীক্ষা) সংস্কার হইলেই দ্বিজ অর্থাৎ দ্বিতীয়বার প্রাপ্তজন্ম হয়। সুতরাং আচার্য্য দ্বিতীয়বারের জনক। অশৌচ ব্যবস্থাস্থলে মনুস্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে, সপিণ্ডের মরণে যে অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়, গুরুর মরণেও সেই অশৌচ গৃহীত হইবে। আচার্য্যের মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্রি কাল এবং তদীয় পুত্র বা পত্নীর মৃত্যু হইলে দিবারাত্রি এবং পুরোহিতের মৃত্যু হইলে পক্ষিণী অর্থাৎ দুই দিবা এক রাত্রি অশৌচপালন করিতে হইবে। (১) পূর্ব্ববঙ্গখণ্ডে হিন্দুগণ অদ্যাবধি এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

সভ্য জাতির মধ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। ইংরাজদিগের মধ্যে যিনি অভ্যুক্ষণ (Baptize) করান, তিনি ধর্ম্মপিতা (God father) যাহারা ধর্ম্মযাজক হইয়া গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও পিতা শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই সকল অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, বৈদিক, স্মার্ত্ত, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক এই প্রধানতঃ চারি প্রকার ধর্ম্ম প্রচার হইলে সর্ব্ব বর্ণের মধ্যে যিনি যে গুরুর অথবা আচার্য্যের শিষ্য হইয়াছিলেন, তিনি ঐ আচার্য্যের পুত্র ও ঐ আচার্য্য শিষ্যের ধর্ম্মপিতা (God father)।

প্রথমে কশ্যপের পুত্র কাশ্যপ, বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ, পুলহের পুত্র বাৎস্য, গৌতমের পুত্র সাবর্ণি ও রুচির পুত্র শাণ্ডিল্যই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক অর্থাৎ

---

(১) ক। ত্রিরাত্রমাহুরাশৌচমাচার্য্যে সংস্থিতে সতি।
সত্যপুত্রে চ পত্ন্যাঞ্চ দিবারাত্রিমিতি স্থিতিঃ॥

খ। শ্রোত্রিয়ে তূপসম্পন্নে ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ।
মাতুলে পক্ষিণীং রাত্রিং শিষ্যত্বিগ্বান্ধবেষু চ॥

গ। গুরোঃ প্রেতস্য শিষ্যস্তু পিতৃমেধং সমাচরন্।
প্রেতাহারৈঃ সমন্তত্র দশরাত্রেণ শুধ্যতি॥

মনু।

তেজস্বী মুনি হইয়া পৃথিবীতে গোত্র স্থাপন করেন। (১) সুতরাং তাহারা পিতা ও তাহাদের শিষ্যগণ পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন।

পরাশর বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত অধিকাংশ জাতির মধ্যে পরাশরগোত্র পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মের লোপের পর যখন পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত হইল, তখন আদিবর্ণ চতুষ্টয় ও বর্ণসঙ্করদিগের মধ্যে কাহারও পূর্ব্ব গোত্র, কাহারও বা আচার্য্যের গোত্রে গোত্র হইল। এই সুযোগে নাপিত প্রভৃতি অনেক বর্ণসঙ্করেরাও ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা সংস্কৃত অর্থাৎ জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচ প্রভৃতি সংস্কার প্রাপ্ত হইল। (২)

ভিন্ন ভিন্ন কারণে গোত্রেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই জন্য প্রবাদই প্রচলিত হইয়াছে " গোত্র হারালে কাশ্যপ গোত্র হয়। "

উল্লিখিত অবস্থা সমূহ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি বর্ণসঙ্কর, সকলেই স্ব স্ব আদি আচার্য্যের নামে প্রথমতঃ গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আচার্য্য পিতা স্বরূপ। সুতরাং ধনঞ্জয় ব্যক্ত করিয়াছেন, বশিষ্ঠ প্রভৃতির অপত্যগণই বশিষ্ঠ প্রভৃতি সংজ্ঞায় গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) ব্রাহ্মণের আচার্য্য বলিয়া ব্যক্ত করিলে,

---

(১) কাশ্যপঃ কশ্যপাজ্জাতো ভরদ্বাজো বৃহস্পতেঃ।
স্বয়ং বাৎস্যশ্চ পুলহাৎ সাবর্ণির্গৌতমাত্তথা॥
শাণ্ডিল্যশ্চ রুচেঃ পুত্রো মুনিস্তেজস্বিনাং বরঃ।
বভূবুঃ পঞ্চগোত্রাশ্চ এতেষাং প্রবরা ভবে॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং।

(২) দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধশীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥
শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসো হ্যসংস্কারৈস্তু নাপিতঃ॥

ইতি পরাশরঃ।

ব্রাহ্মণের সর্ব্বোচ্চ সম্ভ্রম থাকে না। বিশেষতঃ প্রথমে ব্রাহ্মণেরাই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ছিলেন। এই কারণে স্মার্ত্তবাগীশ স্বার্থপরবশ হইয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব আদিপুরুষের এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ আপনাপন পুরোহিতের গোত্রে গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কায়স্থদিগের পদবীর কারণ নির্ণয়।

পদবী ও উপাধি এই দুই শব্দের অর্থ এক নহে। কারণবশতঃ যে আখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে উপাধি বলে ; যথা বিশ্বাস, মুন্সি, সরকার ইত্যাদি। বংশের নির্ণয় রক্ষা করণার্থ আদিপুরুষের যে নাম ব্যবহার করা যায়, তাহাকে পদ্ধতি (পদবী) বলে ; যথা, রামচন্দ্র বসু অর্থাৎ বসু-নামা ব্যক্তির বংশোদ্ভব রামচন্দ্র ; ইহাতে রামচন্দ্র নাম, বসু পদ্ধতি।

ক্ষত্রিয় কায়স্থদিগের এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপ আবশ্যক। শাস্ত্রধার, শস্ত্রধার, শূরধার ও সৈন্যধার। ভগবানের শ্রীবৎস চিহ্ন হইতে কাঠার, কিরীচ, পেষকবজ ও কলমের অগ্রভাব এবং ছেদনী প্রভৃতি স্বয়ং অস্ত্রাকারে উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ সকল অস্ত্র যমধার।

ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, সংহিতা, পুরাণ, ভাগবত, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ, মীমাংসা, ন্যায়, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, রাজবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, বিচিত্রবিদ্যা, বায়ুবিদ্যা, অগ্নিবিদ্যা, জলবিদ্যা, ক্ষিতিবিদ্যা, দেববাণী, মনুষ্যবাণী, পশুবাণী, পক্ষিবাণী, কীটবাণী ও আকাশবাণী—এই ৩১ টী বিষয় শাস্ত্রধার।

কালাগ্নি ব্রহ্ম-অস্ত্র, যমাগ্নি দণ্ডাস্ত্র, দেবাগ্নি বজ্রাস্ত্র, ত্রিদোষাগ্নি ত্রিশূল অস্ত্র, যমধার ছেদনী, হল, মুষল, গদা, শেল, শূল, বাঁটুল, লোহশঙ্কু, সংহাত, তপন, একাগ্নি অস্ত্র, সূচি, জাটা, তোমর, পরশু, অসি, উল্কাস্ত্র ও রণতন্ত্রি—এই দ্বাবিংশতি শস্ত্রধার।

জয়, যুদ্ধ, যজ্ঞ, বল, দর্প, দক্ষতা, বীর্য্য, শৌর্য্য, সাহস, তেজ, ধৈর্য্য, সন্ধি, প্রতাপ, প্রাথর্য্য, প্রতপ্ততা, প্রতিকূলতা, অন্বেষণ, করগ্রহণ, শাসন, তাড়ন, বিদারণ, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড—এই পঞ্চবিংশতি শূরধার।

সেনাপতি, মহারথী, রথী, পদাতি, সারথি, হয়, হস্তী, (ধনুঃ-গুণ-বাণ), ডঙ্কা, পতাকা, তুরী, ভেরী, ঢোল, শঙ্খ, দণ্ডব্যূহ, শকটব্যূহ, বরাহব্যূহ, মকরব্যূহ, গরুড়ব্যূহ, সূচীব্যূহ, চক্রব্যূহ—এই একবিংশতি সৈন্যাধার।

উল্লিখিত ৯৯ টী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আবশ্যক বিষয় সময়ে সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে যিনি প্রথমে যেটী প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি সেই গুণানুসারে আখ্যাত হইয়াছেন। অমরকোষের মতে ক্রমে ক্ষত্রিয়গণ রাজা, রাজন্য ও মহাপাত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া ঐ সকল বিষয় গ্রহণ করেন। (১) অতএব কায়স্থগণের ৯৯ টী পদ্ধতির মর্ম্ম উল্লিখিত ৯৯ টী বিষয়ের সহিত ঐক্য করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে এই সকল পদ্ধতি শাস্ত্রাধার, শস্ত্রাধার, শূরাধার ও সৈন্যাধার এই চতুর্ব্বিধ ক্ষত্রিয়বিষয়াধার হইতে স্থাপন হইয়াছে। সুতরাং ধনুঃ, গুণ, যশ ঢোল, বল, বেদ, দাড়িক, হোড়, প্রভৃতি নবতি পদ্ধতি কায়স্থদিগের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে।

কুলীন ও মৌলিক কায়স্থদিগের পরিচায়ক উপাধি।

বঙ্গদেশের রাঢ়খণ্ডে প্রথমে অসভ্য, অশিষ্ট ও মূঢ় জাতির বাস থাকাতে তথায় হিন্দু নিয়ম প্রচলিত ছিল না। আর্য্যগণ তথায় বাস করিবার বহু পরে স্মার্ত্তবাগীশ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ঐ সকল স্থানের জন্য নূতন স্মৃতি প্রস্তুত করেন। তিনি প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থসমূহ হইতে চাতুর্ব্বর্ণের প্রাচীন পরিচায়ক উপাধি উদ্ধৃত করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন,—কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই; তাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন, যে কায়স্থ সচ্ছূদ্র; অতএব বসু, ঘোষ প্রভৃতি পদ্ধতি সংযোগে তাহাদের নামকরণ কর্ত্তব্য হইয়াছে। (২)

---

(১) অমরকোষের ক্ষত্রিয়বর্গ ৭২৯ হইতে ৭৬১ শ্লোক পর্য্যন্ত দেখ।

(২) সচ্ছূদ্রাণাং নামকরণে বসুঘোষাদিরূপপদ্ধতিযুক্তং নামচ বোধ্যং। উদ্বাহতত্ত্বং।

সচ্ছূদ্র শব্দে কেবল কায়স্থকে বুঝাইবে; যথা,—সচ্ছূদ্রাণাং কায়স্থানাং। ইতি ধরণী।

ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে, কায়স্থগণ প্রথমে শূদ্রের পূজিত এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্য সদৃশ স্বতন্ত্র সমাজবদ্ধ ছিলেন। তৎপরে ব্রহ্মার আদেশে তাঁহারা ক্ষত্রিয়রূপে নির্দ্দেশিত হইয়া "বর্ম্মা" উপাধি প্রাপ্ত হন। এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রাচীনকালে যখন কায়স্থগণের "বর্ম্মা" উপাধি ছিল, তখন আবার পুনরায় তাঁহাদের স্বতন্ত্র উপাধি স্থাপিত হইবার কারণ কি? এই প্রশ্নের মীমাংসার পূর্ব্বে দেখা আবশ্যক, সচ্ছূদ্র শব্দের অর্থ কি? ধরণীকোষে ক্ষত্রিয় পর্য্যায়ে সচ্ছূদ্র শব্দে "মসীশ, "দেব, শ্রীবৎস, অম্বষ্ঠ, মাথুরী ভট্ট, সূর্য্যধ্বজ ও গৌড়" লিখিত হইয়াছে; যথা,—

সচ্ছূদ্রশ্চ মসীশো দেবঃ কায়স্থশ্চ শ্রীবৎসকঃ।
অম্বষ্ঠো মাথুরী ভট্টঃ সূর্য্যধ্বজশ্চ গৌড়কঃ॥

অতএব ধরণীর মতে সচ্ছূদ্র শব্দে ক্ষত্রিয়কে বুঝাইতেছে।

সৎ + শূদ্র = সচ্ছূদ্র, সৎ শব্দার্থে ব্রহ্ম বুঝায় (৩)। ভাবার্থে পূজ্য, শ্রেষ্ঠ। অতএব শব্দার্থ গ্রহণ করিলে সচ্ছূদ্র শব্দে শূদ্রের ব্রহ্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ই শূদ্রের ব্রহ্ম। কারণ, তাহাদের সেবা ব্যতীত শূদ্রের অন্য কোন ধর্ম্ম সাধনে অধিকার নাই। সুতরাং সচ্ছূদ্র শব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝাইতেছে। ভাবার্থেও সচ্ছূদ্র শব্দে ঐ আর্য্য বর্ণত্রয়কে বুঝাইতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যই যে সচ্ছূদ্র, তাহা গৌতম প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণ ব্যক্ত করিয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্রে গৌতম সূত্রের প্রথমে পরিব্যক্ত হইয়াছে;—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ শূদ্রশ্চৈব সুবোধনঃ।
সচ্ছূদ্রস্তু ভবেন্নিত্যং গৌতমে সর্ব্বসম্মতম্॥"

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, শূদ্র ওঁ উচ্চারণ করণে অনধিকারী। স্ত্রী, অনুপনীত ব্যক্তি, শূদ্র অথবা পতিত ব্যক্তি বিষ্ণুচক্র (শালগ্রাম) ও শিবলিঙ্গ স্পর্শকরণে অনধিকারী। যথা,—

স্ত্রিয়ো বানুপনীতো বা শূদ্রো বা পতিতোঽপি বা।
স্পর্শনে নাধিকারী স্যাদ্বিষ্ণোর্বা শঙ্করস্য চ॥

---

(৩) ওঁ তৎসৎ ইতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত হইয়াছে সচ্ছূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যই শালগ্রাম স্পর্শনে অধিকারী, অন্য কেহ নয়; যথা,—

ব্রাহ্মণক্ষত্রবৈশ্যানাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥

অতএব সচ্ছূদ্র শব্দে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সচ্ছূদ্র নামে অভিহিত হইবার কারণ কি? শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, প্রথমে মনুষ্যগণ এক জাতি ছিলেন। সদসৎ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাদের বর্ণভেদ হইয়াছে। যাহারা শৌচাচারসম্পন্ন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং যাহারা অশুচিক্রিয়ায় রত তাঁহারা শূদ্র হইলেন।

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারপরোনিত্যং বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যব্রতঃ স বৈ ব্রাহ্মণউচ্যতে॥
ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসংযুতঃ।
দানাদানরতির্যশ্চ স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে॥
বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরুচিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥
সর্ব্বকর্ম্মরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥

শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে জন্ম দ্বারা শূদ্র, সংস্কার হইলেই দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হয়; যথা,—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদভ্যাসে ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

পদ্মপুরাণ।

অতএব শুচিতাবশতই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সচ্ছূদ্র নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে।

কূট তর্ক হইতে পারে যে, সচ্ছূদ্র শব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে না বুঝাইয়া শূদ্রকেই বুঝাইবে; তবে সচ্ছূদ্র—শূদ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এরূপ তর্ক করিবার অগ্রে স্মরণ রাখা উচিত যে, চারিটি বর্ণ ও তদনুযায়ী চারিটি আশ্রম ব্যতীত আর বর্ণ ও আশ্রম নাই। মনুষ্য যে পর্য্যন্ত সংস্কৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত দ্বিজ নহে। দ্বিজ না হইলেই শূদ্র হইবে। সুতরাং মনুষ্য জন্ম দ্বারা শূদ্র। অতএব যখন সংস্কারবশতঃ এক শূদ্রই সৎ অর্থাৎ সংস্কার হেতু আদিম সম্প্রদায় হইতে শ্রেষ্ঠতর পদলাভ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে, তখন সচ্ছূদ্র শব্দে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকেই বুঝাইবে, শূদ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বুঝাইবে না। কারণ, মনুষ্য সদাচারী হইলে আর শূদ্র নহে, দ্বিজ সদাচারী না হইলেই শূদ্র। রঘুনন্দন বলিয়াছেন, কলিতে ক্ষত্রিয় নাই। এখানে ক্ষত্রিয় শব্দে ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন তাঁহার অভিপ্রেত। নতুবা ক্ষত্রিয়বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে—ইহা বলা কখনই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের উদ্দিষ্ট নহে। ক্রিয়াহীন হইলে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণও প্রাপ্তশূদ্রত্ব অর্থাৎ শূদ্রতুল্য হন। কিন্তু তদ্বশতঃ তাঁহাদিগকে শূদ্রবংশজ বলা যাইতে পারে না। অনেক ক্ষত্রিয় ক্রিয়াহীন হইয়া প্রাপ্তশূদ্রত্ব হইয়াছে। যথা—

শনকৈশ্চ ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥

স্মৃতিতেও লিখিত হইয়াছে, বেদে অসমর্থ হইলেই বৃষল হইবে। যথা—

ন শূদ্রো বৃষলোনাম বেদোবৈ বৃষউচ্যতে।
যস্য বিপ্রস্য তেনালং স এব বৃষলঃ স্মৃতঃ॥

অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও আদিম শূদ্রবংশজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

রঘুনন্দন নিশ্চয় করিলেন, কলিতে ক্ষত্রিয় নাই, সকলেই বৃষলত্ব প্রাপ্ত

হইয়াছে। তান্ত্রিক বঙ্গদেশস্থ ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) বেদাচারসম্পন্ন নহে। ইহারা ক্ষত্রিয় হইলেও বেদোক্ত ক্রিয়াহীন হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইলেও ইহারা প্রকৃতার্থে শূদ্রবংশজাত নহে, বরং শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই ক্ষত্রিয়গণ শূদ্র নহে, সচ্ছূদ্র অর্থাৎ শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ, স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। এই সকল কারণে রঘুনন্দন এতদ্দেশীয় কুলীন ও মৌলিক কায়স্থদিগকে প্রকৃত শূদ্র হইতে বিভেদ করণার্থ বিধিবদ্ধ করিলেন যে বসু, ঘোষ প্রভৃতি সমাজ (ক্ষত্রিয়গণ) সচ্ছূদ্র অর্থাৎ আদিম শূদ্রজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাদের নামকরণ ইহাদের আদিপুরুষের নামে রাখা কর্ত্তব্য। কারণ, প্রকৃত শূদ্রগণ " দাস " উপাধি সম্পন্ন। এই ক্ষত্রিয়গণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হেতু দাস উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারে না, কিন্তু বর্ম্মা উপাধি ধারণেও আর অধিকারী নহে। সুতরাং বর্ম্মা উপাধির পরিবর্ত্তে প্রত্যেকের আদিপুরুষের নামে অর্থাৎ বসুর বংশ বসুর নামে ইত্যাদিরূপে সমস্ত ব্রহ্মকায়স্থের নামকরণ করা কর্ত্তব্য। রঘুনন্দন রাঢ়খণ্ডবাসী; সুতরাং তাঁহার মত প্রথমে বঙ্গ-রাষ্ট্রের রাঢ়খণ্ডে প্রচলিত হয়। কৌলীন্যপ্রথা পুনঃপ্রচলিত হইবার সময়ে কায়স্থগণ আর্য্যচিহ্ন স্বরূপ বিপ্রদাস উপাধি প্রাপ্ত হন। এই নিমিত্ত রাঢ়ীয় কায়স্থগণ দাস ও বসু এই দুই উপাধি সহ পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন্ চিহ্ন কোন্ স্থানে ধারণ করিতে হয়, কাহার নিকট কিরূপ শব্দ ও উপাধি প্রয়োগ করিয়া পরিচয় দেওয়া আবশ্যক ইত্যাদি নিয়ম এই কায়স্থগণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত এ স্থানের কায়স্থগণ নামের সহিত অগ্রে " দাস " ও তৎপরে পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া আপামর সাধারণ সকলের নিকটই পরিচয় দিয়া থাকেন এবং ঐরূপে নাম স্বাক্ষরও করিয়া থাকেন। অদ্যাবধিও এই নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। যথা—রামচন্দ্র দাস বসু ইত্যাদি।

কালক্রমে রঘুনন্দনের মত বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই প্রচলিত হইল। বঙ্গশ্রেণীর কায়স্থগণও ঐ মতানুসারে কেবল পদ্ধতি সহ পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যথা, রামচন্দ্র বসু ইত্যাদি। বল্লাল প্রদত্ত আর্য্য চিহ্নস্বরূপ " বিপ্রদাস " উপাধি কেবল ব্রাহ্মণের নিকট ব্যক্ত করা

কর্ত্তব্য। সুতরাং তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ বাচনিক পরিচয়স্থলে দাসশব্দ ব্যবহৃত হয় না। ব্রাহ্মণের নিকট পত্র লিখিতে হইলে কেহ বা দস্তখতের সময় নামের অগ্রে কেহ বা পদবীর অন্তে "দাস" শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সভ্যতার নিয়ম এই যে, নিজমুখে আপন শ্রেষ্ঠতা ব্যক্ত করিলে অহঙ্কার প্রকাশ হয়। এই নিমিত্ত কেহই স্বয়ং পরিচয় দিবার সময় "রায় বাহাদুর" অথবা "মহারাজা" কিম্বা 'বি, এ' এইরূপ উপাধি ব্যবহার করেন না। নাম স্বাক্ষরের সময় ঐরূপ করিয়া থাকেন। সুতরাং বঙ্গশ্রেণী কায়স্থগণের মধ্যে ঐরূপ নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগন বিপ্রদাস উপাধি গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং সকলেরই নিকট তাঁহারা কেবল পদ্ধতি সহ পরিচয় প্রদানও নাম স্বাক্ষর করিয়া থাকেন, যথা রামচন্দ্র বসু।

এরূপ তর্ক হইতে পারে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে গোপ জাতিকে সচ্ছূদ্র বলিয়াছে, যথা

গোপনাপিতভিল্লাশ্চ তথা মোদককূবরৌ।
তাম্বুলিঃ স্বর্ণকারশ্চ তথা বণিকজাতয়ঃ॥
ইত্যেব মাদ্যা বিপ্রেন্দ্র সচ্ছূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

অতএব সচ্ছূদ্র শব্দে শূদ্রের পূজ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝাইলে গোপও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সদৃশ স্বতন্ত্র আর্য্যসম্প্রদায় হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে "পরিকীর্ত্তিতাঃ" শব্দটির উপর লক্ষ্য করা আবশ্যক। ঐ শব্দ দ্বারা স্পষ্ট বুঝাইতেছে, গোপজাতি প্রকৃতার্থে সচ্ছূদ্র নহে; কারণবশতঃ সচ্ছূদ্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। গোপাদি জাতি বর্ণসঙ্কর হইলেও কাল-ক্রমে কিয়ৎ পরিমাণে গো-প্রতিপালন (রাখালের) বৃত্তি গ্রহণ করেন। ভগবান বিষ্ণু ঐ জাতিমধ্যে অবতীর্ণ হন। সুতরাং তাহারা "ঘোষ" অর্থাৎ "প্রশংসিত" বলিয়া খ্যাতি প্রাপ্ত হন। এই কারণেই গোপজাতি সচ্ছূদ্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। প্রকৃতার্থে তাহারা সচ্ছূদ্র নহে।

হিন্দুসমাজ সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পৌরাণিক সময়ে ও কলির প্রথমে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তৎকালে গোপ

জাতি সৎ-শূদ্র উপাধিতে আখ্যাত হইতেন মাত্র। যে সময়ে বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বিগণ সচ্ছূদ্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল, সে সময়েও কায়স্থ ক্ষত্রিয়। (১) যে সময়ে কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) ক্রিয়াহীন বলিয়া প্রাপ্তবৃষলত্ব শব্দে ঘোষিত হইল, সেই সময়েই তাহারা সচ্ছূদ্র ও তৎকালে গোপজাতি "নবশায়ক" অর্থাৎ জল-আচরণীয় নবশাখা জাতির মধ্যে পরিগণিত হন। রঘুনন্দনের সময় হইতে ঐরূপ হইয়াছে মাত্র। বোধ হয় ১৫০ শত বৎসর অবধি গোপ জলাচরণীয় ও কায়স্থ সচ্ছূদ্র বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে কায়স্থ ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং গোপজাতি সচ্ছূদ্র বলিয়া আখ্যাত ছিলেন মাত্র।

স্মার্ত্তবাগীশ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থা অনুসারে বঙ্গীয় কায়স্থগণ স্ব স্ব আদিপুরুষের নামে অর্থাৎ বসু, ঘোষ ইত্যাদি পদ্ধতি সহযোগে পরিচয় প্রদান করিলেও তাহাদের মধ্যে প্রাচীন ক্ষত্রিয়োচিত পরিচায়ক উপাধি অদ্যাবধিও প্রচলিত রহিয়াছে। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ (রাজপুতগণ) ঠাকুর উপাধিসম্পন্ন। অদ্যাপিও বঙ্গখণ্ডে সর্ব্বজাতিই "বসুঠাকুর" "ঘোষঠাকুর" "গুহঠাকুর" "মিত্রঠাকুর" এইরূপ ঠাকুর উপাধি সংযোগে কায়স্থদিগকে সম্বোধন করিয়া আসিতেছেন। বান্দালী পাড়ার ঠাকুরগণ গুহবংশজ।

পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়দিগেরই বাবু উপাধি ছিল, অন্য জাতির ছিল না। লক্ষ্মীকোল রাজবাটীর রাজা প্রভুরাম গুহ মহাশয়ের বংশধরেরা অদ্যাপিও বাবু উপাধি সম্পন্ন। তাঁহারা "গুহ বাবু" এইরূপ পদ্ধতিসহ নাম স্বাক্ষর

---

(১) ভবিষ্যপুরাণ ও ব্যোমসংহিতা আদিগ্রন্থ দেখ।

খ, বিশুদ্ধান্বয়সম্ভূতো নিবৃত্তো মদ্যমাংসতঃ।
দ্বিজভক্তো বণিগ্বৃত্তিঃ সচ্ছূদ্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

গ, গোপমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদকবারজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥

পরাশরসংহিতা।

করিয়া থাকেন। অনেকে অনুমান করেন, বাহু শব্দ হইতে " বাবু " শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মার বাহুজ বলিয়া প্রাকৃত ভাষায় তাহারা " বাবু " শব্দে খ্যাত হন।

ব্রহ্মকায়স্থ সর্ব্ববর্ণের বিদ্যাগুরু—এই বিষয় প্রতিপাদন।

সত্যযুগে লিখনপ্রণালী (art of writing) প্রচলিত ছিল না ; মনুষ্যগণের স্মরণশক্তি প্রবল ছিল। সমস্ত কার্য্যই স্মরণ দ্বারা নিষ্পন্ন হইত (১)। সকলেই সংকল্পমাত্র ফল সংগ্রহ করিতেন। ক্রমে ক্রমে মানবগণ ভোগবিলাসী ও সুখাভিলাষী হইয়া অলস ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়েন। সুতরাং তাহাদের স্মরণশক্তিও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তদ্বশতঃ ক্রমে লেখা পড়ার আবশ্যক হয়। ব্রাহ্মণমণ্ডলী হইতে প্রদীপ নামা এক ব্যক্তি লিখনপ্রণালী ও তাহার উপকরণ সামগ্রী উদ্ভাবন করিয়া লেখা পড়ার ঈশ্বর মসীশ অর্থাৎ বিদ্যাগুরু বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ঐ প্রদীপই কায়স্থ।

চিত্রগুপ্ত অন্য কল্পে (Revolution) লেখা পড়ার আধার মসী, লেখনী ও ছেদনী সহ ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন হন। এই কল্পে তিনিই মসীশ অর্থাৎ বিদ্যাগুরু অথবা লেখাপড়ার ঈশ্বর। অতএব এই সকল শাস্ত্রোক্ত বিষয় দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে পুরুষোত্তম কায়স্থ প্রদীপ ও চিত্রগুপ্তের উৎপত্তির পূর্ব্বে লেখাপড়ার সৃষ্টি হয় নাই এবং কেহই লেখাপড়া জানিতেন না। পৃথিবীবাসী মানবসমূহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বেদাচারী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি জাতিসমূহ ঐ দুই মহাত্মার ও তাঁহাদের বংশধরের নিকট লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং কায়স্থই সর্ব্ববর্ণের বিদ্যাগুরু।

কায়স্থগণের মধ্যে অনেকে কালক্রমে বিদ্যানুশীলন করাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহার্থ পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক গুরুমহাশয় নামে অভিহিত হইলেন। সমস্ত জাতিই তাঁহাদের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে

---

(১) মহানির্ব্বাণতন্ত্র দেখ।

লাগিলেন। কি ব্রাহ্মণ, কি বেদাচারী ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি অন্যান্য জাতি সকলেই ঐ সকল গুরুমহাশয় অর্থাৎ কায়স্থের শিষ্য হইলেন। তাঁহারা "গুরুমহাশয় বিদ্যাদান করুন" এই স্তব পাঠ করিয়া ঐ বিদ্যাগুরুকে প্রণাম করিতেন, তাহাতে বর্ণভেদ ছিল না।

বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে কায়স্থগণ অর্থাৎ বিদ্যাব্যবসায়ী গুরুমহাশয়গণ পূজা প্রাপ্ত হইতেন এবং তাঁহারা আপন আপন শিষ্যের পিতা অপেক্ষা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য ছিলেন। কারণ বিদ্যাগুরু জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। যথা—

বিদ্যাদাতা মন্ত্রদাতা গুরুর্লক্ষগুণৈঃ পিতুঃ।
মাতুঃ সহস্রগুণতোনাস্ত্যন্যস্তৎসমো গুরুঃ॥
গুরোঃ শতগুণৈঃ পূজ্যা গুরুপত্নী শ্রুতৌশ্রুতা।
পিতুঃ শতগুণৈঃ পূজ্যা যথা মাতা বিচক্ষণ॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্মখণ্ডে।

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে যেমন দেবতারা নানা মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়াছেন, তদ্রূপ গুরু ও পুত্রপৌত্রাদিরূপে প্রকাশমান হইয়াছেন। যথা—

নানামূর্ত্তির্যথাদেবো নানামূর্ত্তিস্তথাগুরুঃ।
পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ জাবালে নাত্রসংশয়ঃ॥

অতএব চিত্রগুপ্তের বংশজ কায়স্থগণ সকলেরই গুরুবংশজ হইতেছেন।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে, গুরু এবং গুরুপুত্র ও গুরুপৌত্র প্রভৃতি গুরুবংশজগণের মধ্যে যাহার বিভেদ জ্ঞান হয়, সে নিশ্চয়ই মূঢ় ও অধার্ম্মিক। যথা—

গুরুপুত্রেষু পৌত্রেষু গুরুভ্রাতৃষু যো ভিদাং।
কুর্য্যাৎ স উচ্যতে মূঢ়ো গুরুহাধর্ম্মলোপকৃৎ॥

অতএব যাহারা হিন্দু নামে অভিহিত ও হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, নিশ্চয়ই বিদ্যাগুরুবংশজ কায়স্থগণ তাঁহাদের মাননীয় ও পূজনীয়।

এরূপ কূট তর্ক হইতে পারে যে ঐ সকল প্রমাণ মন্ত্রগুরুসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে, বিদ্যাগুরু সম্বন্ধে নহে। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বচনানুসারে

প্রতীতি হইতেছে যে বিদ্যাগুরু ও মন্ত্রগুরু সমান সম্ভ্রমের পাত্র। কারণ, বিদ্যাগুরু ও মন্ত্রগুরু উভয়েই পিতা অপেক্ষা লক্ষগুণে পূজনীয়। মন্ত্রগুরু মুক্তিপ্রদায়ক; বিদ্যাগুরুও মুক্তিপ্রদায়ক। কারণ বিদ্যাদ্বারাই দিব্যজ্ঞান জন্মে; দিব্যজ্ঞান জন্মিলেই মুক্তিলাভ হয়। অতএব প্রাচীনকালে বিদ্যাগুরুও মন্ত্রগুরুর সমান সম্ভ্রমের পাত্র ছিলেন। এক্ষণে দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে স্বতন্ত্র প্রথা হইয়াছে।

প্রাচীন কালে সংকল্পিত গুরু ব্যতীত অন্যের নিকট বিদ্যাভ্যাসের নিয়ম ছিল না। সুতরাং মৃণ্ময় দ্রোণ নির্ম্মাণ করিয়াও অনেকে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন।

কায়স্থগণ সর্ব্ববর্ণের বিদ্যাগুরু; সুতরাং সকলেই তাহাদের শিষ্য। শাস্ত্রমতে শিষ্য গুরুর দাস, যথা,

শুশ্রূষকঃ পঞ্চবিধঃ শাস্ত্রে দৃষ্টোমনীষিভিঃ।
চতুর্ব্বিধঃ কর্ম্মকরস্তেষাং দাস স্ত্রিপঞ্চকাঃ॥
শিষ্যোঽন্তেবাসী ভৃত্যশ্চ চতুর্থস্ত্বধিকর্ম্মকৃৎ।
এতে কর্ম্মকরা জ্ঞেয়া দাসাস্তু গৃহজাদয়ঃ॥

অতএব সকলেই যখন কায়স্থের শিষ্য তখন ধর্ম্মানুশাসন অনুসারে সকলেই কায়স্থের শিষ্য দাস। তবে ব্রাহ্মণজাতি কায়স্থের মন্ত্রগুরু। পক্ষান্তরে কায়স্থগণ বিনয়-গুণ-সম্পন্ন ও প্রকৃত ধার্ম্মিক, এই দুই কারণে ব্রাহ্মণের উচ্চ মর্য্যাদা রাখিয়াছেন। বিশেষ ব্রাহ্মণই দেবতা, এই জন্য কায়স্থগণ তাহাদিগের নিকট দাসত্ব স্বীকার করেন। সুতরাং অদ্যাবধিও ঐ নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। কায়স্থগণ ব্রাহ্মণকে ব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস পূর্ব্বক কার্য্য করিতেছেন।

হিন্দুসমাজে সময়ে সময়ে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্বে হিন্দুধর্ম্ম নিয়ম ও সভ্যতা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বৃত্তির নিয়ম নাই, যিনি যে বৃত্তি ইচ্ছা করেন, তাহাই গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং হীন জাতিরাও মাষ্টার, পণ্ডিত, গুরুমহাশয় ও শিক্ষক পদে অভিষিক্ত হইতেছেন। ইংরাজের মতে লঘু গুরু ভেদ নাই। সকলেই সমান; গুরু ও

শিষ্যে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই, সকলেই " তুমি " (You) পদ বাচ্য। অতএব যুবা বাঙ্গালি ও ছাত্রগণও ঐ সভ্যতায় দীক্ষিত হইতেছেন। এই সকল কারণে বিদ্যাগুরুর আর পূর্ব্ব সম্মান নাই। বরং তদন্যথায় আস্তিনের আঘাত সহ্য করিতে হয় এবং শিখাধারী অধ্যাপকের শিখাও কাটা যায়। এই নিমিত্ত স্কুলের পণ্ডিতেরা প্রায়ই আর এখন শিখা ধারণ করেন না। যখন বঙ্গসমাজের এইরূপ শোচনীয় দশা হইয়াছে, তখন বিদ্যাগুরু যে কিরূপ সম্মানের ও পূজার পাত্র, তাহা এই সভ্য উনবিংশ শতাব্দীর লোকেরা কি প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন? যাহাহউক, প্রকৃত সভ্যসমাজে গুরু যে কি পদার্থ কিরূপ সম্মান ও আদরের বস্তু তাহা শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। বিশুদ্ধ হিন্দুসমাজে কায়স্থ বিদ্যাগুরু বলিয়া পূজনীয় ও মাননীয় ছিলেন। এই কারণবশতই বোধ হয় চিত্রগুপ্ত দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সকলের আরাধনীয়, এবং তাহার বংশধরগণ দেববংশজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ কায়স্থগণ যে সমস্ত বর্ণের ও জাতির বিদ্যাগুরু, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

কায়স্থ মন্ত্রগুরু—এই বিষয় নির্ণয়।

অমরকোষে লিখিত হইয়াছে ক্ষত্রিয়গণ কালক্রমে পুরোহিতের (আচার্য্য) কার্য্য অধিকার করেন। তাহারা যজন কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যথা,

রাজন্যকঞ্চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ।
* * * * পুরোহিতঃ।

ক্রমে তাহারা জ্ঞাতসিদ্ধান্ত হইয়া তান্ত্রিক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তন্ত্রানুসারে তাহারা অন্যান্য বর্ণকে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্বয়ংও তন্ত্রোক্ত কার্য্যে নিরত হইলেন। সুতরাং তাহারা তান্ত্রিক বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছেন। যথা,

রাজন্যকঞ্চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ।
* * * *

তান্ত্রিকো জ্ঞাতসিদ্ধান্তঃ সত্রীগৃহপতিঃ সমৌ।
লিপিকারোঽক্ষরচনোঽক্ষচুরঞ্চুশ্চ লেখকে॥

কায়স্থই লেখকপদে অভিহিত। সুতরাং ঐ বচন দ্বারা কেবল কায়স্থ অর্থাৎ কায়স্থ উপাধি সম্পন্ন ক্ষত্রিয়কে বুঝাইতেছে।

কায়স্থগণের (ক্ষত্রিয়ের) মধ্যে কেহ কেহ তন্ত্রানুসারে মন্ত্র প্রদান করিতে অর্থাৎ দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অনেকেই তাহাদিগকে মন্ত্রগুরুত্বে বরণ করিয়া তাহাদের শিষ্য হইলেন। ঐ কায়স্থগণ ঐ সকল শিষ্যের অভীষ্টদেব হইয়া পূজাপ্রাপ্ত হইলেন।

কালক্রমে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচলিত হইলে কায়স্থগণের অনেকে মন্ত্রগুরু হইয়া গোস্বামী ও অধিকারী সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত চন্দ্রপ্রতাপ সাবার থানার অধীন সামেড়া গ্রাম নিবাসী বিনোদবিহারী দেব প্রভৃতি কায়স্থবংশ মন্ত্রদাতা গুরুব্যবসায়ী। কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি তাহাদের শিষ্য।

ঐ জেলার আমলীগোলা পরগণায় নিজ ঢাকায় রাধারমণ দেব প্রভৃতি কায়স্থবংশ গুরুব্যবসায়ী। কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি তাহাদের শিষ্য।

ফরিদপুরের হস্তমপুরের বীরচন্দ্র দেব প্রভৃতি কায়স্থবংশ গুরুব্যবসায়ী। কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি তাহাদের শিষ্য।

ঐ জেলায় যাত্রাবাটীর দেববংশজ কায়স্থগণ গুরুব্যবসায়ী। তাহারা অধিকারী উপাধিতে পরিচিত।

ঢাকা জেলায় রোয়াইল পোষ্ট আপীষ সীমাভুক্ত সানড়া গ্রামনিবাসী বর্ত্তমান মনোমোহন গোস্বামী কায়স্থবংশজ। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ বিষ্ণুদাস ঘোষ; ইনি মহাপণ্ডিত ও কবি ছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি কবীন্দ্র উপাধিতে পরিচিত হন। ইনি গৌরাঙ্গদেবের সময়ের লোক। এবং সিদ্ধপুরুষ বলিয়া মহান্ত উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। গৌরাঙ্গদেবের নিয়োগমতে তিনি আচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার বংশধরেরাই সানড়ার গোস্বামী। তাঁহারা মহান্ত ও গোস্বামী এই দুই উপাধিতেই পরিচিত। রাঢ়শ্রেণী ও বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতিরা ইহাদের শিষ্য।

বৰ্দ্ধমান জেলায় রাণীহাটী গাঙ্গুরিয়া থানার সীমাধীন কুলীন গ্রামের রামানন্দ বসু গুরুব্যবসায়ী, গোস্বামী ও মহান্ত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল জাতিই ইহার শিষ্য ছিলেন। ইহার ডুরি না পৌঁছিলে ৺ জগন্নাথদেবের রথ টানা আরম্ভ হয় না।

অতএব কায়স্থগণ যেমন সর্ব্ববর্ণের বিদ্যাগুরুবংশজ, তদ্রূপ ইহারা প্রায় সকলেরই মন্ত্রগুরু বংশধর।

প্রাচীনকালে ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়গণের পক্ক-অন্ন সর্ব্ব-বর্ণের ব্যবহার্য্য ছিল—এই বিষয় নির্ণয়।

মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে যে সত্যযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণসমূহের আচার, আশ্রম, ক্রিয়া, মন্ত্র, বিধি এক ছিল; সকলেই সমান জ্ঞানবিশিষ্ট, এক দেবানুরক্ত ও সমান কর্ম্মসম্পন্ন ছিলেন। ত্রেতাযুগেও ঐরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল (১)। অতএব এই অবস্থা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে ঐ যুগদ্বয়ে সর্ব্ববর্ণের পক্ক-অন্ন সকলেরই ব্যবহার্য্য ছিল। সুতরাং ব্রহ্ম-কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণের পাক করা অন্ন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল বর্ণেই ভোজন করিতেন।

মহাভারতে আরও লিখিত হইয়াছে, যে দ্বাপরযুগে বেদ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া সকলের ক্রিয়া কলাপও পৃথক্ পৃথক্ হয়। অতএব এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে এই যুগেই বর্ণসমূহের পরস্পরের পক্ক অন্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই সময় হইতেই শূদ্রান্ন পরিত্যজ্য হইয়াছে। কিন্তু এরূপ হইলেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই বর্ণদ্বয় পরস্পরের পক্ক অন্ন ও তাহাদের অন্ন অন্যান্য সকল জাতিই ভোজন করিতেন। দুর্ব্বাসা ঋষি ষষ্টি সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে দ্রৌপদীর ও দুর্য্যোধনের পাক করা অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। এতদ্দেশীয় কুলীন মৌলিক প্রভৃতি অন্যান্য ব্রহ্মকায়স্থগণ

(১) প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদিত মহাভারত বনপর্ব্ব, পৃঃ ৩৫১।

যুধিষ্ঠিরের বহু পূর্ব্বে রৌচ্য মনুর কল্প অর্থাৎ দ্বাপরযুগের সন্ধির সময় হইতে ক্ষত্রিয়। যথা—

ত্রয়োদশো রৌচ্য নামা ভবিষ্যতি মুনে মনুঃ।
চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা ভবিষ্যন্তি মহীক্ষিতঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ।

চিত্রগুপ্ত দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে অবস্থিতি করেন। সুতরাং এই গ্রন্থে মর্ত্ত্যলোকের ঘটনা বর্ণনার স্থলে তাহার উল্লেখ না হইয়া কেবল চিত্রসেন-বিচিত্রাদ্যা অর্থাৎ চিত্রসেন, বিচিত্র প্রভৃতিই ক্ষত্রিয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে। চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র প্রভৃতি ব্রহ্মকায়স্থ ও তাহার বংশধরেরা যে ক্ষত্রিয়, তাহা অন্যান্য গ্রন্থেও বিবৃত হইয়াছে। ভীষ্ম চিত্রগুপ্তের মাহাত্ম্য যুধিষ্ঠিরের সমীপে বর্ণন করিয়াছেন (শান্তিপর্ব্ব দেখ)। ভবিষ্যপুরাণে বিবৃত হইয়াছে দত্তাত্রেয়ের নিকট ভীষ্ম চিত্রগুপ্তের পূজার পদ্ধতি অবগত হইয়া তাহার পূজা করিয়াছিলেন। ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, এক সময়ের লোক। অতএব তাহাদের বহু পূর্ব্ব হইতে ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়। অতএব তাহাদের বংশধর এতদ্দেশীয় কুলীন মৌলিক ও অন্যান্য ব্রহ্মকায়স্থ বংশজ ক্ষত্রিয়গণের পাক করা অন্ন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণই যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্ব হইতে তাহার সময় পর্য্যন্ত ভোজন করিয়া আসিয়াছে।

অমরকোষ বিক্রমাদিত্য রাজার সভাসদ অমরসিংহের সংরচিত। অমরসিংহ ২২০০ বৎসরের লোক। ঐ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে ক্ষত্রিয়েরা ক্রমে পুরোহিত ও মন্ত্রগুরুর আসন অধিকার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে লেখক অর্থাৎ ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ তান্ত্রিক উপাধিতে আখ্যাত হন। এক্ষণেও পুরোহিতের ও মন্ত্রগুরুর পাক করা অন্ন ও প্রসাদ প্রভৃতি সকল বর্ণই ভোজন করিতেছেন। সুতরাং অমরসিংহের সময় অর্থাৎ বিগত ২২০০ বৎসরের সময় যে ব্রহ্মকায়স্থগণের পাক করা অন্ন সকল বর্ণেই ভোজন করিতেন তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়া ১৫০০। ১৬০০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে অন্ন বিচার নাই। শ্রীক্ষেত্রে বৌদ্ধদেবের

প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সুতরাং তথায় অন্ন বিচার নাই। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে, যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল সে সময়েও ব্রহ্মকায়স্থগণের পাক করা অন্ন সকল জাতিই ভোজন করিতেন।

ব্রাহ্মণদিগের যত্নে ও চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ পায়। এজন্য তাহারা সর্ব্ববর্ণের গুরু। গুরুর প্রসাদ ভক্ষণে বিশেষ পুণ্য জন্মে। একারণে তাহাদের পাক করা অন্ন সাধারণতঃ সকল জাতিরই ভোজ্য হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার পরে ও পূর্ব্বে নানা প্রকার সম্প্রদায় ও আচার প্রচলিত হয়। এইজন্য এক সম্প্রদায়ের পক্ক-অন্ন এমন কি আমান্নও অন্য সম্প্রদায়ের পরিত্যজ্য হইল। এইরূপ এক জাতির মধ্যে শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়া পরস্পরের মধ্যে পক্ক অন্ন গ্রহণ রহিত হয়। এই নিমিত্ত রাঢ় শ্রেণীর অন্ন বৈদিকের, বারেন্দ্র শ্রেণীর অন্ন রাঢ়শ্রেণীর ও বৈদিকের, ও বৈদিকের অন্ন অন্যান্য ব্রাহ্মণের পরিত্যজ্য হইল। এই নিয়ম কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) মধ্যেও প্রচলিত হইল। এইরূপে গুজরাটী আগরওয়ালা বণিকেরা ও অন্যান্য স্থানের রজপুত, রাজপুত, বৈশ্যগণ ব্রাহ্মণের পক্ক-অন্ন ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপে পক্ক-অন্ন ও আমান্ন ভোজনের, এমন কি আমান্ন গ্রহণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম ও আচার প্রচলিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে কায়স্থ ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর আর্য্যজাতি ছিল না। অন্যান্য সকল জাতিই বর্ণসঙ্কর। বঙ্গদেশ ন্যায়দর্শী। ব্রাহ্মণগণ গুরুবংশজ; ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয় অন্য অন্য জাতির পূজ্য। বিশেষ তাহারা মন্ত্রগুরু ও বিদ্যাগুরুবংশজ। বৌদ্ধধর্ম্মের পরে ব্রাহ্মণজাতি সাধারণতঃ অন্যান্য সকল জাতির উপরই প্রাধান্য লাভ করেন। কায়স্থগণ তাহাদের শিষ্য। এই সকল কারণে কায়স্থগণ আপন গুরুবংশজের সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা স্থাপনার্থ সমুৎসুক হইলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণের অন্ন কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি, ও কায়স্থের অন্ন অন্যান্য জাতি ভোজন করিবেন। বঙ্গখণ্ডে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্মের পর ব্রাহ্মণজাতি সমস্ত জাতির উপর প্রাধান্য স্থাপন করিলেও কায়স্থগণ আপনাপন গুরু ও পুরোহিত বংশজ ব্রাহ্মণ ব্যতীত নীচ বংশজ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন না। রাঢ় শ্রেণী ও বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ

এক বংশোদ্ভূত, কনৌজ হইতে আগত পঞ্চবিপ্রের সন্তান, কায়স্থগণের গুরু ও পুরোহিত বংশজ, বৈদিক ব্রাহ্মণ ও তাহাদের গুরু ও পুরোহিত বংশজ। সুতরাং কায়স্থগণ কেবল তাহাদেরই অন্ন গ্রহণ করিলেন। সুবর্ণবণিকের কৈবর্ত্তের, মধ্যশ্রেণী, উৎকলশ্রেণী, ভট্ট (ভাট) বর্ণের ও পতিত ব্রাহ্মণের এমন কি অপরিচিত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় ব্রাহ্মণের পক্ক অন্ন তাঁহারা গ্রহণ করিলেন না। এই কারণে ঐ সকল ব্রাহ্মণের অন্ন বঙ্গীয় কায়স্থ ও রাঢ়শ্রেণী, বারেন্দ্রশ্রেণী ও বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করেন না। উল্লিখিত নিয়ম স্থাপন হইলে বঙ্গকুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণের পাক করা অন্ন সামাজিকরূপে আর্য্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত জাতির অর্থাৎ ডেঙ্গরা কায়েত, শূদ্রকরণ কায়েত, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, কৈবর্ত্ত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের লিখিতমত সৎশূদ্র উপাধিধারী গোপ ও তৈলিক, তাম্বূলী, মালাকর, নাপিত, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, বারুই প্রভৃতি নবশায়ক বারসেনি জাতি এবং অন্যান্য সমস্ত বর্ণসঙ্কর জাতির পক্ষে ভোজ্য হইল। সকলেই কায়স্থের পাক করা অন্ন সামাজিকরূপে ভোজন করিতে লাগিলেন। কায়স্থগণ আপন গুরুবংশজ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন না। এই নিয়ম বঙ্গ বিভাগের সমাজে বিগত ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

ইংরাজ রাজত্বে হিন্দুসমাজ নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে। ধনাঢ্য মেথর শ্রেষ্ঠ জাতি, ধনেই জাতিগত মান। গরিব ব্রাহ্মণ তাহা অপেক্ষা হীন। নীচ জাতিরা স্ব স্ব পূর্ব্বতন বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কায়স্থ ব্রাহ্মণের সমপদবিশিষ্টপ্রায় হইয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বে যে সকল জাতিরা কায়স্থের পাক করা অন্ন সামাজিকরূপে পুরুষানুক্রমে পবিত্র প্রসাদ বলিয়া ভোজন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে এক্ষণে গাত্র ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছেন। স্থান বিশেষে নবশায়ক ও বারসেনির মধ্যে অনেকে কায়স্থের পাক করা অন্ন ভোজন করিতে বিরত হইতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু সাধারণতঃ এই নিয়ম চলে নাই। অদ্যাবধি গোপ, নাপিত, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি জাতি কায়স্থের পাক করা অন্ন ভোজন করিতেছেন। অতএব অত্রদেশীয় কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণের পাক করা অন্ন সকল জাতিই প্রাচীন কাল হইতে সামাজিকরূপে গ্রহণ

করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং ঐ কায়স্থগণের পাক করা অন্ন সকল জাতি-রই ভোজ্য।

মুসলমানের রাজত্ব সময়েও কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণের পাক করা অন্ন মুসলমান জাতি ও ভোজন করিতেন। তাহারা অপর কোন জাতির পাক করা অন্ন গ্রহণ করে না। গোপ, নাপিত প্রভৃতি নবশায়ক ও বারসেনি এবং বণিক, কৈবর্ত্ত এমন কি ডেঙ্গরা কায়েতের পাক করা অন্ন তাহারা কদাচ ভোজন করে না। কিন্তু কুলীন মৌলিক কায়স্থগণের ও ব্রাহ্মণের অন্ন তাহারা ভোজন করিয়া থাকে। হিন্দুগণ কাফের, কাফেরের পাক করা অন্ন মুসলমানের পক্ষে নিষিদ্ধ এই উপদেশ প্রচার করিয়া দহুমিয়া ঐ প্রথা নিবারণার্থ বিশেষ চেষ্টা করিয়া প্রথমে অকৃতকার্য্য হন। পরিশেষে তিনি হিন্দুগণের প্রতি অত্যাচার ও মুসলমানের প্রতি বল প্রকাশ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন, তথাপি একেবারে ঐ প্রথা রহিত করিতে সমর্থ হন নাই। এক্ষণেও পূর্ব্ব বঙ্গখণ্ডের অনেক স্থানের মুসল-মানেরা কায়স্থের পাক করা অন্ন ভোজন করিয়া থাকে।

বঙ্গবিভাগের রাঢ়খণ্ড প্রথমে অসভ্য অশিষ্ট ও মূঢ় জাতির বাসস্থান ছিল। তাহারা হিন্দু নিয়ম, ব্যবহার, আর্য্যানিয়ম, হিন্দুধর্ম্ম, গুরু, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ কি পদার্থ কিছুই অবগত ছিল না। সুতরাং তাহাদের মধ্যে আর্য্যোচিত সামাজিক নিয়মও প্রচলিত ছিল না। স্বজাতি পরমগুরু তাহারা এই মন্ত্রে দীক্ষিত ছিল। এ নিমিত্ত এই স্থানবাসিরা প্রায়ই স্বজাতি ব্যতীত অপর জাতির পাক করা অন্ন ভোজন করে না। বিশেষ এখানে শ্রেষ্ঠজাতি ছিল না। সুতরাং শ্রেষ্ঠজাতির পাক করা অন্ন নীচজাতির ভোজ্য এই আর্য্যো-চিত নিয়ম এই স্থানবাসীরা অবগত ছিল না। এই নিমিত্ত এখানে বাগদি, ডুলে প্রভৃতি নীচ জাতিরাও নবশায়ক জাতির ও অস্পৃশ্য আচার্য্য গণক জাতিরাও রাঢ় শ্রেণী ও বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন ভোজন করে না।

কালক্রমে বৈদ্য অম্বষ্ঠ জাতীয় লক্ষ্মণ সেনের সময়ে এই খণ্ড উন্নতি লাভ করিতে প্রবৃত্ত হয়। নবদ্বীপ সহর পরিচিত হইল। বঙ্গরাষ্ট্রের বঙ্গবিভাগ

হইতে কায়স্থ ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মোপলক্ষে এই বিভাগে আগমন পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। ইহারা এই স্থানের নূতন বাসী, পুরাতন অধিবাসীরা ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে অসম্মত হইলেন। তাঁহারা স্বজাতি পরমগুরু এই মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। সুতরাং এস্থানে প্রথমে কায়স্থ ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন প্রচলিত হয় নাই।

রাঢ় বিভাগের ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন যে প্রথমে সকল জাতির মধ্যে গৃহীত হইত না তাহা এই অবস্থা দ্বারা প্রমাণ হয়। সদ্গোপ জাতি এই খণ্ডের কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ জাতির নীচে, নবশায়ক জাতির অগ্রগণ্য। তাহারা এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হইয়াছে। তথাচ হিন্দুধর্ম্মানুসারে গুরু কি পদার্থ, ব্রাহ্মণ কি পদার্থ, গুরুবংশধরেরাই বা কিরূপ মাননীয় এই সকল বিষয় তাহারা ঐ পর্য্যন্ত জানিতে সমর্থ হয় নাই। গুরুই ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণই গুরু, গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন মহাপাপ, গুরুর প্রসাদ গ্রহণ অতিশয় পুণ্যপ্রদ, এই সকল বিষয় তাহারা অদ্যাপিও অবগত হইতে পারে নাই। গুরুর গাত্রমার্জ্জন বস্ত্র দৈবাৎ ভূপতিত হইলে গুরু তাহা তুলিয়া লইতে আজ্ঞা করিলে সদ্গোপ জাতি তাহা তুলে না, সুতরাং তাহারা গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘনে ভীত নহে। তাহারা গুরুবংশজ ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট পত্রে প্রসাদ পায় না। এখণ্ডের রাজপুত, আচার্য্যজাতি, প্রভৃতি অনেক বর্ণসঙ্কর জাতি, (যাহারা পূর্ব্ব-বঙ্গখণ্ডের কায়স্থগণের জলপূর্ণ হুকা স্পর্শ করিলে কায়স্থগণ হুকার জল ফেলিয়া দেন তাহাদের মধ্যে অনেক জাতি) ঐ ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন গ্রহণ করে না। এই সকল অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই বিভাগে ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন প্রথমে সাধারণতঃ সকল জাতি ভোজন করিত না। অতএব ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন যখন প্রথমে গৃহীত হয় নাই, তখন কায়স্থের পাক করা অন্নও যে কেহ ভোজন করে নাই, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

কালক্রমে রাঢ়খণ্ডের হিন্দুসমাজে আর্য্য ব্রাহ্মণগণ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। অনেকে ভূস্বামী হইলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর সমাজপতি ও রাঢ়খণ্ডের প্রায় একছত্র রাজা ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ ব্রাহ্মণ,

সর্ব্বে সর্ব্বা ; গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণই ভূদেবতা এইরূপ প্রতিপাদন করিলেন। এদিকে রঘুনন্দন কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই, কায়স্থ সচ্ছূদ্র এইরূপ অবধারণ করিলেন। ক্রমে রাঢ়খণ্ডের অধিবাসীরা হিন্দুধর্ম্ম ক্রিয়া পূজাদি করিতে ইচ্ছুক হইয়া আর্য্য ব্রাহ্মণদিগকে পুরোহিতত্ব ও গুরুত্বে বরণ করিলেন। এদিকে কায়স্থগণ আপনাদের আদিম সমাজ বঙ্গবিভাগ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সমস্ত আচার ও ক্রিয়া ভুলিয়া গেলেন। বিবাহাদিতেও বিপর্য্যয় ঘটিল। কুশণ্ডিকা প্রভৃতি নিয়মও পরিত্যক্ত হইল। ব্রাহ্মণদিগের সহিত পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের বিদ্বেষ ছিল। এই সকল কারণে এই খণ্ডে কায়স্থের পাক করা অন্ন নবশায়ক জাতি গ্রহণ করিলেন না কিন্তু ব্রাহ্মণের অন্ন সাধারণতঃ প্রচলিত হইল।

রাঢ়খণ্ডের হিন্দুসমাজে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের সময়েও বিশৃঙ্খল ছিল। সুতরাং তিনি আর্য্যোচিত আহারের নিয়ম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জাতির পাক করা অন্ন নিম্নস্থজাতি ভোজন করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎ পরিমাণে এই নিয়ম প্রচলিত ও হইল। বোধ হয় এই জন্যই নদিয়া জেলার অনেক স্থানে সদ্গোপেরা কায়স্থের বাটীতে পরিচারকের অর্থাৎ জল আনয়ন ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কায়স্থের পাক করা অন্ন ভোজন করিয়া থাকে। আমার এক বন্ধু বাবু সর্ব্বেশ্বর বিশ্বাসের বাটীতে এইরূপ দেখা গিয়াছে। কিন্তু এই নিয়মও সাধারণতঃ প্রচলিত হইতে পারিল না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়েই রাজবিপ্লব উপস্থিত হয়। মুসলমানের রাজত্ব লোপ হইয়া ইংরাজের রাজত্ব প্রবৃত্তপ্রায় হইল। আত্মরক্ষার নিমিত্তই সকলে ব্যস্ত, উন্নতির প্রতি আর কে দৃষ্টি করে? সুতরাং এই স্থানে কায়স্থের অন্ন সাধারণতঃ নবশায়ক জাতির মধ্যে প্রচলিত হইতে পারে নাই। তবে অন্যান্য জাতির মধ্যে চলিয়াছে। যাহা হউক শাস্ত্রোক্ত অবস্থা ও বঙ্গদেশের প্রাচীন হিন্দুসমাজ অর্থাৎ বঙ্গবিভাগের আর্য্যসমাজের নিয়মের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন কাল হইতে ব্রহ্ম-কায়স্থ এতদ্দেশীয় কুলীন মৌলিকের পাক করা অন্ন সর্ব্ব জাতিই গ্রহণ করিত ও স্থান বিশেষে করিতেছে।

পূর্ব্ব-বঙ্গখণ্ডে বৈদ্য অম্বষ্ঠজাতি রাজা রাজবল্লভের সময়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। ঐ রাজা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বোধ হয়, এই সময় হইতে এই জাতি আর্য্য কায়স্থের পাক করা অন্ন ভোজনে বিরত হইয়াছেন। ইহারা কায়স্থের পাক করা অন্ন গ্রহণ করেন না বটে, কিন্তু যে সকল নবশায়ক ও অন্যান্য জাতি কায়স্থের পাক করা অন্ন ভোজন করে, তাহারা উহাদের পাক করা অন্ন ভোজন করে না। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐ অম্বষ্ঠগণ অল্পকাল হইল কায়স্থের অন্ন পরিত্যাগ করিয়াছেন। নচেৎ তাঁহারা শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া কায়স্থের অন্ন গ্রহণ করেন না এইরূপ হইলে তাহারা প্রাচীন কাল হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতেন। এবং শ্রেষ্ঠ জাতির পাক করা অন্ন নিম্নস্থ জাতির ভোজ্য এই নিয়ম প্রাচীন কাল হইতে তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হইত। সুতরাং যে সকল জাতি কায়স্থের পাক করা অন্ন ভোজন করে, তাহারাও উহাদের অন্ন ভোজন করিত।

চট্টগ্রাম প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের পরপারের স্থানসমূহ পাণ্ডববর্জ্জিত স্থান। তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মদেশীয় লোকের (Burmese) ব্যবহার ও ভাষা অধিক পরিমাণে প্রচলিত। এই জন্য ঐ স্থানবাসীরা "চাট্‌গাইয়া মগ" এইরূপ নামে পরিচিত। ঐ স্থান অসভ্য স্থান, সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম নাই। এই স্থানে আচার্য্যগণের কন্যা আর্য্য ব্রাহ্মণ অর্থাৎ রাঢ়শ্রেণী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ, ও বৈদ্য অম্বষ্ঠের কন্যা কায়স্থ, ও কায়স্থের কন্যা বৈদ্য অম্বষ্ঠ বিবাহ করে। কিন্তু তাহারা পরস্পর পরস্পরের পাক করা অন্ন গ্রহণ করে না। বিবাহ দেওয়াই মাত্র; কিন্তু কন্যাকে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে দেয় না।

ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের মধ্যে অনেকে প্রায় হিন্দুক্রিয়াবিবর্জ্জিত হইয়াছেন। মুসলমানের জবাই করা মাংস ব্যবহার করেন। সুতরাং অনেক স্থানের কায়স্থের পাক করা অন্ন কেহ ভোজন করে না। কিন্তু যে স্থানে কায়স্থগণ সুবৃত্ত ও সুক্রিয়ানিরত তথায় নবশায়কগণ তাহাদের পাক করা অন্ন গ্রহণ করে।

সর্ব্ব স্থানের ব্রহ্মকায়স্থগণ যে এক বংশ তাহার নির্ণয়।

পরাশর বর্ণনা করিয়াছেন ব্রহ্মার পুত্র প্রদীপ তাঁহার দক্ষিণ পাদ, ও তাহার স্ত্রী বামপাদ হইতে উদ্ভূত হইয়া কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ঐ কায়স্থের তিন পুত্র, চিত্রগুপ্ত, শ্রেণী ও চিত্রাঙ্গদ। চিত্রগুপ্ত স্বর্গে, চিত্রাঙ্গদ পাতালে রহিলেন। শ্রেণী (চিত্রসেন) মর্ত্ত্যলোকে উপস্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে নানা দেশে গমন করিলেন। তাঁহার সন্তানেরা ক্রমে অযোধ্যা, মথুরা, কালিঞ্জন, গুজরাট, নন্দিগ্রাম, দ্রাবিড়, বঙ্গ, রাঢ়, উড়িষ্যা, কামরূপ, গৌড় ও বারেন্দ্র দেশে বাস করিলেন। ইহাদের সন্তানসন্ততিগণ স্বীয় স্বীয় বাস-ভূমির নামানুসারে আখ্যাত হইলেন। (১) অতএব বল্লাল নিয়মাধীন বঙ্গীয় দক্ষিণ রাঢ়ীয় উত্তর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর কায়স্থগণ এক বংশজ হইতেছেন। এস্থলে পুত্র শব্দে বংশ বুঝাইতেছে।

যে কল্পে কায়স্থ ক্ষত্রিয় তাহা নির্ণয়।

বিষ্ণুপুরাণের মনু অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ব্রহ্মা রৌচ্য মনুনামা ত্রয়ো-

---

(১) ব্রহ্মপুত্রং প্রদীপঞ্চ পাদাদ্দক্ষিণতোঽসৃজৎ।
বামপাদোদ্ভবা পত্নী তেন কায়স্থসম্ভবঃ॥
প্রদীপস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ খ্যাতাস্ত্রিভুবনেঽপিচ।
চিত্রগুপ্তো বসেৎস্বর্গে চিত্রাঙ্গোনাগসন্নিধৌ॥
শ্রেণীশ্চ মর্ত্ত্যলোকে বৈ ক্রমাদ্দেশান্তরং গতঃ।
... অযোধ্যায়াং পুরা শ্রেণীঃ ক্রমেণ মথুরাং গতঃ।
কালিঞ্জনং গুর্জ্জরাটং নন্দীগ্রামকদ্রাবিড়ং।
রাঢ়ে, বঙ্গে, ক্রমেণৈব দক্ষিণং রাঢ়মেবচ।
ওড়ে চ কামরূপেচ গৌড়ে বারেন্দ্রদেশকে।
এতেষাঞ্চ সুতাঃ যে যে তেঽপি তদ্দেশসংজ্ঞকাঃ॥
ইতি পরাশরাৎ।

দশ মনু উৎপত্তি করেন; তাহার কল্পে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবতা নির্ণীত হইয়াছে। দিবস্পতি নামা মহাবীর্য্য ইন্দ্র, এবং চিত্রসেন ও বিচিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইলেন। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে এই কল্পে চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র ব্রহ্মকায় হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্ষত্রিয় হইলেন। 'মহীক্ষিত' শব্দে ক্ষত্রিয়। (১)

এস্থলে কেবল চিত্রসেন ও বিচিত্রের নাম স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে, চিত্রগুপ্তের নাম বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু "বিচিত্রাদ্যা" অর্থাৎ বিচিত্র আদি দ্বারাই চিত্রগুপ্তকে নির্দ্দেশ করিতেছে। তাহা না হইলে "আদি" শব্দ ব্যবহার হইত না। বিশেষ চিত্রগুপ্ত স্বর্গে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, পৃথিবীতে নাই। সুতরাং পৃথিবীর বিষয় বর্ণনার সময় তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তাহার নামোল্লেখ হয় নাই।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত হইয়াছে, রৌচ্যমনুর ও দক্ষসাবর্ণি মনুর কল্পে যাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা জাতিতে ও গুণে অন্যান্য কল্পের জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (২) অন্যান্য কল্পের ক্ষত্রিয়গণ কেবল যুদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু চিত্রসেন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়সন্তান কায়স্থগণ ব্রহ্মজ্ঞানী, বিদ্বান্ ও যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ। সুতরাং ইহারা অন্যান্য কল্পের ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সত্যের শেষ হইতে ত্রেতা, ত্রেতার শেষ হইতে দ্বাপর ও দ্বাপরের শেষ হইতে কলিযুগ গণ্য করিতে হয়। প্রথম যুগের শেষ ও পর যুগের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত যে সময় তাহাকে যুগের সন্ধ্যা বলা যায়। কেহ কেহ ঐ সন্ধিক্ষণকে যুগের অন্তর্গত বলিয়াও গণ্য করেন। অতএব চতুর্দ্দশ মনুর কল্প চারি যুগ ও তাহাদের সন্ধিকালে বিভক্ত করিলে রৌচ্য মনুর কল্প দ্বাপরের শেষে পতিত হয়। অতএব দ্বাপর যুগের সন্ধির সময় রৌচ্য মনুর কল্পে ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য কল্পের ক্ষত্রিয় জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

---

(১) ত্রয়োদশো রৌচ্য নামা ভবিষ্যতি মুনে মনুঃ।
চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা ভবিষ্যতি মহীক্ষিতঃ॥

(২) জাতিশ্রেষ্ঠো গুণৈর্যুক্তোদক্ষসাবর্ণিকে শ্রুতে।
বিশাত্রয়ত্যরিবলং রৌচ্যং শ্রুত্বা মনূত্তমং॥

কায়স্থ শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি।

অনেকে কায়স্থ শব্দকে বর্ণ বা জাতিবাচক শব্দ বিশ্বাস করিয়া কায়স্থকে পঞ্চম বর্ণ এই ভ্রমাত্মক মীমাংসা করিয়াছেন; কিন্তু কায়স্থ শব্দ বর্ণবাচক নহে।

চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া পরে তৎসম্বন্ধে পদ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে "ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থবর্ণ উচ্যতে"। "উচ্যতে" এই শব্দের অর্থ কথিত। অতএব ঐ পদের দ্বারা স্পষ্ট বুঝাইতেছে, যে চিত্রগুপ্ত প্রকৃতার্থে জাতিতে বা বর্ণে কায়স্থ নহে, ব্রহ্মকায় হইতে উৎপত্তি হেতু তিনি কায়স্থ উপাধি প্রাপ্ত হন। কালক্রমে ঐ উপাধি বর্ণ বা জাতি গত হইয়া জনসমাজে স্বতন্ত্র এক কায়স্থবর্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কায়স্থপদ উপাধিবোধক বলিয়া ক্লীবলিঙ্গ। মেদিনী বৈশ্যও শূদ্রাগর্ভজাত বর্ণসঙ্কর করণ ও কায়স্থ এই দুইয়ের বিভেদ করণার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কায়স্থ পদ সাধিতে হইলে ক্লীব লিঙ্গ হয়। কিন্তু ঐ করণ পুংলিঙ্গ। (১) ইহার তাৎপর্য্য এই যে ঐ করণ ও কায়স্থ এক নহে। যথা

কায়স্থসাধনে ক্লীবং পুংসি শূদ্রাবিশোঃ সুতে।

মেদিনী বলেন—

ক ব্রহ্মেতি সমাখ্যাতঃ অপঞ্চপ্রাণ সংজ্ঞকঃ।
স্বজাতঃ স স্বরূপশ্চ, থ ভয়াব্রহ্মকঃ স্মৃতঃ॥

আচারনির্ণয় তন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে,—

ককারং ব্রাহ্মণং বিদ্যাদকারং নিত্য সংজ্ঞকং।
আয়স্তু নিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়ে হি তিষ্ঠতি॥
কায়স্থোঽতঃ সমাখ্যাতো মসীশং প্রোক্তবাংশ্চ যং।

এস্থলেও সমাখ্যাতো অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে আখ্যাত এই শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে।

---

(১) বৈশ্য ও শূদ্রাগর্ভজাত কোন্ সময় হইতে কি কারণে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত তাহা এই খণ্ডে করণ অধ্যায়ে স্পষ্ট বিবৃত হইল।

পরাশরীয় কুলার্ণবে কায়স্থশব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপে বিবৃত হইয়াছে। যথা,—

কঃ প্রজাপতিরাখ্যাত আয়ো বাহুস্তথৈব চ।
তত্রস্থস্তৎ সমুদ্ভূতঃ কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

অর্থাৎ ক শব্দে প্রজাপতি, আয়ো শব্দে বাহু, স্থ শব্দে স্থিত, অর্থাৎ ব্রহ্মার বাহুতে থাকিয়া উদ্ভূত এই হেতু কায়স্থ বলিয়া কীর্ত্তিত অর্থাৎ বর্ণিত। কায়স্থ জাতিতে কায়স্থ নহে, কায়স্থ উপাধিতে পরিচিত।

কায়স্থ শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা "কায়ে স্থিতঃ" অর্থাৎ যিনি প্রথমতঃ ব্রহ্মার কায়ে অপ্রকাশ্যভাবে অবস্থিতি করিয়া পুনরায় প্রকাশ্যভাবে উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনিই কায়স্থ। কারণ স্থা ধাতুর উত্তর অতীতকাল বোধক "ক্ত" প্রত্যয় করিয়া "স্থিত" পদটী সিদ্ধ হইয়াছে।

"কায়স্থ প্রথমে অপ্রকাশ্যভাবে ব্রহ্মকায়ে ছিলেন" "পুনরায় প্রকাশ্যভাবে উৎপন্ন হইলেন," এইরূপ লিখনের তাৎপর্য্য কি? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ও প্রথমে ব্রহ্মকায়ে অবস্থিত থাকিয়া পরে প্রকাশ্যভাবে উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু যে ব্যুৎপত্তি অনুসারে কায়স্থশব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্রূপ অন্য কোন বর্ণবাচক শব্দের উৎপত্তি হয় নাই। তবে কায়স্থ সম্বন্ধে এরূপ হইবার কারণ কি?

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আদিম বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি হইবার বহু পরে অর্থাৎ সত্যযুগের শেষ ভাগে লেখাপড়ার আবশ্যক হইলে, কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছে। (১)

ভবিষ্যপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, ব্রহ্মা সমস্ত জগত ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয় প্রভৃতি সকল পদার্থ সৃষ্টি করিবার বহুপরে ব্রহ্মমানের একাদশ সহস্র বৎসর নিশ্বাসবায়ু রোধপূর্ব্বক সমাধিস্থ হইলে তাঁহার শরীর হইতে চিত্রগুপ্তের আবির্ভাব হয়। ব্রহ্মা তদ্দর্শনে বলিলেন, আমার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, এজন্য লোকসমাজে তুমি কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইবে।

---

(১) প্রথম ভাগ কায়স্থপুরাণ পৃঃ ৩৬—৪৫।

আচারনির্ণয় তন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে আর এক কল্পে মসীশ ব্রহ্মার পদাংশ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া উৎপন্ন হয়। তিনি আদিম বর্ণচতুষ্টয়ের ন্যায় বেদত্রয় অনান্য করিয়া স্বভাবসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানী অর্থাৎ উন্নত ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন; তাঁহার বংশোদ্ভূত শর্ব্বনামা মসীশ মহাপ্রলয়ের সময় ব্রহ্মেলীন হইয়া অন্য কল্পে চিত্রগুপ্ত, চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রসেন এই তিন মূর্ত্তিতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের অধিপতি হন।

অতএব সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, আদিম বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তির বহুপরে ব্রহ্মার কায় হইতে কায়স্থ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব যে সময়ে আদিম বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি হইয়াছিল সেই সময়ে কায়স্থ উপাধি সম্পন্ন মহাত্মা ব্রহ্মকায়ে অপ্রকাশ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি পুনরায় প্রকাশ্যভাবে উৎপন্ন হইয়াছেন, এই নিমিত্ত কায়স্থ অর্থাৎ " কায়েস্থিত " এই উপাধিতে পরিচিত হইয়াছেন।

"কায়স্থ সদ্গোপসংহিতা" কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া বড় ধূমধাম করিয়াছেন। তিনি বলেন, " ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছি বলিয়া আপনাদিগকে ব্রহ্মকায়স্থ " নামে পরিচিত করিতেছে। ভাল জিজ্ঞাসা করি, কায়া হইতে উৎপন্ন হইলেই যে কায়স্থ হইবে, এ কীদৃশ ব্যুৎপত্তি মূলক অর্থ হইয়াছে। যদি বল, "কায়ায়াঃ স্থিতঃ" এইরূপ পঞ্চমী সমাস মূলক কায়স্থ শব্দই তাদৃশ ব্যুৎপত্তির মূল। না 'কায়ায়াঃ স্থিতঃ' কায়স্থ এরূপ বিগ্রহই অগ্রে সম্ভব; যেহেতু স্থা ধাতুর অর্থ অবস্থিত, "কায়ায়াঃ" এই পঞ্চম্যন্ত শব্দের অর্থ 'কায়া হইতে'—কায়া হইতে অবস্থিতি এরূপ অর্থ সম্ভবে না, "ইত্যাদি নানাবিধ মূর্খতা প্রকাশ করিয়া কায়স্থ জাতির প্রতি নানাবিধ কঠোর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক অবশেষে কায়া শব্দে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবাকার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (১)

কায়স্থ সদ্গোপ সংহিতাকারের শাস্ত্র বিষয়ে কিছুমাত্র দর্শন নাই, কেবল পূর্ব্বপ্রচারিত কায়স্থ দীপিকার বমণ গ্রহণপূর্ব্বক সংহিতা স্থলে রাঢ়দেশীয়

(১) কায়স্থ সদ্গোপ সংহিতা পৃঃ ১৮—২০।

সদ্গোপদিগের পক্ষ গ্রহণ করিয়া কায়স্থদিগের প্রতি অনর্থক কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এ বিষয় পণ্ডিতমাত্রেই অবগত আছেন, অতএব কায়স্থ শব্দে তাঁহার যে ঐরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? সুতরাং তাঁহার কথার প্রতিবাদ করা অকর্ত্তব্য। তাঁহাকে কেবল এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে "কায়া" শব্দ সংস্কৃত ভাষায় নাই, শব্দটী কায়। অতএব কায়ে-স্থিত-কায়স্থ এইরূপ ব্যুৎপত্তিমূলক শব্দই কায়স্থ।

শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়গণের আদিপুরুষ উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মার কায়ে অপ্রকাশ্য ভাবে অবস্থিতি করিয়া আদিমবর্ণ চতুষ্টয়ের সৃষ্টির পর পুনরায় প্রকাশ্য ভাবে উৎপন্ন হন। সুতরাং তিনি জনসমাজে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত। তাঁহার বংশধরদিগের ক্ষত্রিয় সংজ্ঞা ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া কায়স্থ সংজ্ঞা প্রচলিত হইয়াছে। কাল-ক্রমে উপাধি জাতিগত হইয়া ক্ষত্রিয় জাতিই কায়স্থ জাতিতে পরিচিত হইয়াছেন। প্রকৃতার্থে তাহারা জাতিতে কায়স্থ নহে, জাতিতে ক্ষত্রিয়।

বেদ হইতে বৈদ্যশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। এ কারণে আয়ুর্ব্বেদদর্শী ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণেরা প্রথমে বৈদ্য উপাধিতে পরিচিত ছিলেন, যথা ধন্বন্তরি, দিবদাস, কাশীরাজ ইত্যাদি। কিন্তু কালক্রমে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে যিনি জন্মেন, তিনি জাতিতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, এবং ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মেন তিনি জাতিতে অম্বষ্ঠ; আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা করিয়া তাঁহারা বৈদ্য উপাধিতে আখ্যাত হন। তৎপরে কালক্রমে ঐ দুই জাতিই বৈদ্য জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। তদ্রূপ ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়জাতিই কালক্রমে কায়স্থজাতি বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছেন। প্রকৃতার্থে কায়স্থশব্দ জাতিবাচক শব্দ নহে, উপাধিবাচক শব্দ। বঙ্গদেশস্থ আর্য্যকায়স্থগণ ফলতঃ জাতিতে ক্ষত্রিয়, কায়স্থ সংজ্ঞায় অভিহিত মাত্র।

আদিমবর্ণ চতুষ্টয় ও ব্রহ্মকায়স্থ জাতির উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। *

হিন্দুশাস্ত্রসমূহের বাক্য বিন্যাসদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে ঐ সকল গ্রন্থ কবি-কল্পনা-প্রসূত নানাবিধ অলঙ্কারাদি দ্বারা সুশোভিত হওয়ায় প্রকৃত অবস্থা এরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে এক্ষণে তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। সুতরাং কবি-কল্পনাপ্রসূত অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্ভবপর ভাব গ্রহণ করিলে কিয়ৎ পরিমাণে যাথার্থ্যের উপলব্ধি হইতে পারে। অতএব হিন্দুজাতির মূল নির্ণয়ার্থ দেখা আবশ্যক, হিন্দুদিগের মধ্যে প্রথমে জাতি-ভেদ ও ভিন্ন ভিন্ন আচার ও ক্রিয়া প্রচলিত ছিল কি না?

হিন্দু শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে প্রথমে বর্ণ ভেদ ছিল না, সমস্ত জগতই ব্রহ্মময় অর্থাৎ সকলেই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন এক মনুষ্য জাতি। কাল-ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মানুসারে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ বা জাতি স্থাপন হইয়াছে। যথা—

ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্।

বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে, প্রথমে জাতিভেদ ছিল না। অহঙ্কার, রাগ, দ্বেষ, ও খলতা বশতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয় স্থাপন হইয়াছে। যথা—

তমঃ প্রধানাস্তাঃ সর্ব্বাশ্চাতুর্বর্ণ্যমিদং ততঃ॥

মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে "সত্যযুগে সকলেই সমান জ্ঞান সম্পন্ন, সকলেরই আচার, আশ্রম, ক্রিয়া, মন্ত্র, ও বিধি এক ছিল। সাম ঋগ্ ও যজু-র্ব্বেদানুসারে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত না"। (১)

---

* এই গ্রন্থ যাঁহারা সমালোচনা অথবা প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের এই অধ্যায় বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক।

(১) প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদিত মহাভারত বনপর্ব্ব ৩৫১ পৃষ্ঠা দেখ।

বেদান্তদর্শন বলেন " সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম "। অর্থাৎ সমস্ত জগতই ব্রহ্মময়; আবার অনেক গ্রন্থের মতে ব্রহ্ম নিরাকার। যথা—

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যোন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥
যস্যামতং তস্যমতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং॥

উপনিষদ।

সাঙ্খ্য মতে প্রকৃতি হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব এই সকল অবস্থা দ্বারা প্রতীতি হয় প্রথমে বর্ণ ভেদ এবং আকার বিশিষ্ট ব্রহ্মা ও সাম ঋক্ যজু এই বেদত্রয়ের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু এইরূপ হইলেও পুনরায় সাকার সৃষ্টিকর্ত্তা ও তাহার মুখ, বাহু, উরু, ও পদ, ও তদুদ্ভূত বর্ণচতুষ্টয়ের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ কি ?

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে মনুষ্যগণ ক্রমে ক্রমে সুখাভিলাষী ও ভোগবিলাসী হইলে নিরাকার ব্রহ্মের উপসনায় অসমর্থ হন। সুতরাং সাধকের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপ কল্পনা হইয়াছে। যথা—

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

দার্শনিকেরা বলেন সত্ব রজঃ ও তমো গুণে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সঙ্ঘটন হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতীতি হয় যে সাধকের হিতের নিমিত্ত ঐ কল্পনার বলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ঐ গুণত্রয়ের পরিবর্ত্তে কল্পিত হইয়াছেন।

সাকার ব্রহ্ম স্থাপন হইলে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন উপাসনা প্রণালী ও বৃত্তি প্রচলিত হইয়াছে; এই নিমিত্তই মনুষ্যগণের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণী বা সমাজ স্থাপন হইয়াছে। কালগতে এই সকল সমাজই বর্ণ বা জাতি রূপে অভিহিত হইয়াছে।

সাকারবাদিগণ সমস্ত ঘটনাকেই সৃষ্টিকর্ত্তার সংরচিত ও সমস্ত জগত ব্রহ্ম শরীর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করেন। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা। সুতরাং কবি কল্পনার বলে রূপকাদি অলঙ্কার দ্বারা শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য

ও শূদ্র এই সমাজ চতুষ্টয়কে বর্ণত্বে স্থাপন করিয়া তাহা ব্রহ্মার দেহ হইতে নির্গত, এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ক্রমে মানব সমাজ খলতা, ও অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ; এই হেতু বর্ণ চতুষ্টের মধ্যে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ণীত হইয়াছে। শাস্ত্র ব্রাহ্মণাধীন ; অতএব ব্রাহ্মণ অগ্রজ ও উত্তম, ক্ষত্রিয় তৎপরে জাত ব্রাহ্মণাপেক্ষা নিকৃষ্ট, বৈশ্য তৃতীয়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াপেক্ষা নিকৃষ্ট ; এবং শূদ্র সকলের অধম এই রূপ নির্দ্দিষ্ট হইল। তদনুসারে কবি কল্পনার বলে রূপকাদি অলঙ্কার দ্বারা উত্তম অধম বিবেচনায় ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরু হইতে শূদ্র পদ হইতে উৎপন্ন এইরূপ পরিব্যক্ত হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক কি নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা শূদ্র ব্রহ্মার পদ, বৈশ্য উরু, ক্ষত্রিয় বাহু ও ব্রাহ্মণ মুখ হইতে উদ্ভূত এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কোন গ্রন্থকার ব্যক্তি করিয়াছেন প্রথমে মনুষ্যগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ক্রমে হীনকার্য্য দ্বারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে অভি-হিত হইয়াছেন যথা—

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃকৃষ্যনুজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসাণৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃশূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।

কোন কল্পে এরূপ ঘটনাও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

কাহারও মতে মনুষ্য জন্মতঃ শূদ্র, সংস্কার হেতু দ্বিজ, বেদাভ্যাস হেতু বিপ্র ও ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ; যথা

জন্মতো জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজউচ্যতে।
বেদভ্যাসে ভবেৎ বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

এক্ষণেও দেখা যাইতেছে যে, যে পর্য্যন্ত দীক্ষিত বা উপনীত না

হয়, সে পর্য্যন্ত দ্বিজ হওয়া যায় না। দ্বিজ না হইলেই শূদ্র বলিয়া পরিচিত হয়।

ইদানীন্তন পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা বলেন মনুষ্যজাতি প্রথমে অসভ্য ছিল, তাতার ও অন্যান্য বন্যজাতির ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। তাহারা ফল মূল ও অপক্ক মাংস দ্বারা উদর পরিপোষণ এবং বল্কল ও পশুচর্ম্ম পরিধান করিত; তাহাদের কোন নির্দ্ধারিত বৃত্তি অথবা বাসগৃহ ছিল না। কালক্রমে ঐ (Aborigines) আদিম সম্প্রদায় হইতে একদল স্বতন্ত্র হইয়া কৃষিকার্য্য অবলম্বন করেন। কৃষিকার্য্যের যন্ত্র হল; হলকে "হর" বলে, স্থানবিশেষে 'হ' "অ" স্বরূপ উচ্চারিত হয়। সুতরাং 'হর' হইতে "অর" এবং 'অর' হইতে আর্য্য উপাধি স্থাপন হইয়াছে অর্থাৎ আদিম সম্প্রদায় অপেক্ষা যাহারা উন্নতিলাভ করিয়া সভ্য হইয়াছিল তাহারাই আর্য্য এবং তাহাদের বংশধরেরাই আর্য্যবংশধর বলিয়া পরিচিত।

শাস্ত্রে বিবৃত আছে যাহারা অশুচি ও সর্ব্বকর্ম্মে নিরত তাহারাই শূদ্র। (১) সচরাচর দৃষ্ট হয় যে যাহারা উন্নতিরহিত ও উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট নির্ণয় করণে অসমর্থ তাহারাই স্বভাবতঃ অশুচি কর্ম্মে নিরত হইয়া থাকে। অতএব প্রথমে যে মনুষ্যগণ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বিভেদ করণে অসমর্থ, অর্থাৎ অসভ্য ও উন্নতিবিহীন ছিলেন তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। অবনতি দ্বারা আর্য্য বর্ণত্রয় অনায়াসেই শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে (২)। শূদ্র আর্য্য মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ হয় মানবগণ সংস্কার দ্বারাই দ্বিজ নামে পরিচিত হইয়াছে। অতএব সংস্কার দ্বারাই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয় শূদ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং দ্বিজত্ব উন্নতি লাভ। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে আদিম সম্প্রদায়(Aborigine) শূদ্র নামে অভিহিত ছিল ও ঐ শূদ্র সম্প্রদায় হইতেই কতিপয় মনুষ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই

---

(১) সর্ব্বকর্ম্ম রতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ সবৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥

(২) ন শূদ্রো বৃষলো নাম বেদোবৈ বৃষউচ্যতে।
যস্য বিপ্রস্য তেনালং স এব বৃষলোচ্যতে॥

তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আর্য্য ও দ্বিজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। দেহের মূল পদ, পদাপেক্ষা উরু উন্নত, উরু অপেক্ষা বাহু ও বক্ষ উন্নত, বাহু ও বক্ষ অপেক্ষা মুখ উন্নত। সুতরাং কবিকল্পনার বলে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষ ও বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং পদ হইতে শূদ্র উদ্ভূত, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

মহাভারত ও পুরাণাদি গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে বৈবস্বত মনুর কল্পে জাতি ভেদ হইয়াছে। অতএব এই কল্প দ্বারা যে কোন্ সময়কে বুঝাইতেছে তাহা ইংরাজী ধর্ম্মগ্রন্থের সহিত ঐক্য করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিলে বোধ হয় এই ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজীরসমার্জ্জিত নূতন আর্য্য মানবগণের কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্বাস হইতে পারে, যে হিন্দুশাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা কেবল কবিকল্পনাপ্রসূত অমূলক গল্প নহে।

মহাভারতে (১) বিবৃত হইয়াছে বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু একদা চিরিণী নদীর তীরে তপস্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি মৎস্য আসিয়া তাঁহাকে বলিল আপনি আমাকে উদ্ধার করুন, আমি মহাসমুদ্রমগ্ন হইয়া রহিয়াছি। আপনি আমার এই উপকার করিলে, আমি আপনার প্রত্যুপকার করিব।

মহাত্মা বৈবস্বত মনু মৎস্যবাক্য শ্রবণে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া প্রথমতঃ অঞ্জলি পরিমিত জলপাত্রে ও তৎপরে বৃহৎ বাপীতে রাখিলেন। ঐ মৎস্য অধিকতর বৃহৎকায় হইলে মনুবর পুনরায় তাহাকে গঙ্গাতে ও পরিশেষে সমুদ্রে ছাড়িয়া দিলেন।

সমুদ্রে ছাড়িয়া দিবার সময়ে মৎস্য মনুকে বলিলেন "হে মহাভাগ! অচিরাৎ এই পৃথিবী স্থাবর জঙ্গমের সহিত প্রলয় প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে যাবতীয় পদার্থের ভয়াবহ কাল সমাগত হইয়াছে। অতএব আপনার যাহাতে বিশেষ মঙ্গল হইবে তাহা অদ্য বলিতেছি। আপনি একখানি

---

(১) শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদিত মহাভারত বনপর্ব্ব, ৪৩৮—৪৪০ পৃঃ দেখ।

রজ্জুসংযুক্ত সুদৃঢ় নৌকা (১) নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে সপ্তর্ষিগণের সহিত আরোহণ করিবেন। পূর্ব্বে দ্বিজগণ যে সকল বীজের কথা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদায় ঐ নৌকাতে তুলিয়া গোপনীয় স্থানে ভাগক্রমে রক্ষা করিবেন এবং সেই নৌকাতে থাকিয়া আমার আগমণ প্রতীক্ষা করিবেন। হে তাপস! সেই সময় আমি শৃঙ্গধারণ করিয়া আগমন করিলে আপনি শৃঙ্গ দ্বারা আমাকে জানিতে পারিবেন। অতএব আমি যাহা বলিলাম তাহাই করিবেন। আমার সাহায্য ব্যতীত কখনই জলরাশি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। এক্ষণে গমন করি। মনু বলিলেন আপনি যাহা বলিলেন আমি তাহাই করিব।

তদনন্তর মনু সর্ব্বপ্রকার বীজ লইয়া সুদৃঢ় নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক মহাতরঙ্গবিশিষ্ট সমুদ্রে ভাসমান হইয়া মৎস্যের চিন্তা করিতে লাগিলেন। মৎস্য তদনুসারে মনুর নিকট উপস্থিত হইলে মনু অচলের ন্যায় উন্নত শৃঙ্গ-বিশিষ্ট মৎস্যকে দেখিতে পাইয়া তদীয় শৃঙ্গে পাশবন্ধন করিলেন। মৎস্য পাশ-বদ্ধ হইয়া অতি বেগে নৌকাকর্ষণ করিয়া প্রবল বায়ুপরিচালিত প্রবলতরল-সঙ্কুল লবণময় সমুদ্রে ভ্রমণ করিতে ও ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ভূমি, দিক্, বিদিক্ বা অন্তরীক্ষ কিছুই দৃশ্য হইল না। সমস্তই জলমগ্ন হইল। এই রূপে সমুদায় লোক জলমগ্ন হইলে কেবল সপ্তর্ষিগণ, মৎস্য এবং মনু দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিলেন।

এদিকে সেই মৎস্য আলস্য বিহীন হইয়া, বহু বর্ষপর্য্যন্ত জলরাশি মধ্যে নৌকা আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে নগরাজ হিমালয়ের সর্ব্বো-ন্নত শৃঙ্গ দৃশ্যমান হইলে, মৎস্য সেই দিকে নৌকাকর্ষণ পূর্ব্বক উহার সমীপ-বর্ত্তী হইল। এবং ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক আরোহী ঋষিদিগকে কহিল এই শৃঙ্গে

---

(১) বোধ হয় ঐ নৌকারই অনুকরণ চট্টগ্রামের বালামী কোষ নৌকা। কারণ, উহাতে লৌহ পেরেকাদির কোন সংস্পর্শ নাই। বেত দিয়া তক্তা বন্ধন করিয়া নৌকা প্রস্তুত হয় ও ইচ্ছা হইলে বন্ধন খুলিয়া তক্তা স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়া রাখা হয়।

নৌকা বন্ধন করুন্। তখন তাহারা ঐ শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ শৃঙ্গ নৌবন্ধন নামে আখ্যাত।

অনন্তর মৎস্য তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা, মৎস্য রূপ পরিগ্রহ করিয়া তোমাদিগকে এই ভয় হইতে মুক্ত করিলাম। অতএব মনু তুমি পুনরায় দেব অসুর, মানুষ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের প্রজা সৃষ্টি কর। অনন্তর বৈবস্বত মনু প্রজা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিষ্ণু পুরাণ ও অন্যান্য পুরাণাদি গ্রন্থে ও ঐ রূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ইংরাজদিগের প্রাচীন বাইবল ধর্ম্ম গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে যে পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হইলে পরমেশ্বর তৎকালীয় ধর্ম্মাত্মা লোমেষের (Lamich) পুত্র নেয়েকে (Noa) (১) বলিলেন, আমি সমস্ত জগত বিনষ্ট করিব, অতএব তুমি একখানি গফার (gopher) কাষ্ঠের নৌকা (ark) প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তুমি, তোমার তিন পুত্র ও তাহাদের বনিতা এবং সমস্ত জীবিত পদার্থের এক এক দম্পতী ও আহারীয় দ্রব্যাদি লইয়া আরোহণ করিবে। আমি জলপ্লাবন দ্বারা সমস্ত জগত বিনষ্ট করিব। এতচ্ছ্রবণে নেয়ে তিন শত হস্ত দীর্ঘ, পঞ্চাশ হস্ত প্রশস্ত এক নৌকা প্রস্তুত পূর্ব্বক স্বয়ং তিন পুত্র ও পুত্রবধুত্রয় এবং সমস্ত জীবের একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী সমভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ করিলেন। তৎপরে ৪০ দিবারাত্রি " আকাশ ভাঙ্গিয়া " বৃষ্টিধারা পতিত হইল। সমস্ত জগৎ জল প্লাবনে নিমগ্ন হইল। পৃথিবীতে ঐ জল ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল। ঐ নৌকা আরারত পর্ব্বতের উপর লাগিয়াছিল। (২)

হুকার সাহেব হিমালয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, আর্মানী দেশে জলপ্লাবন ও আরারত পর্ব্বতে নৌকা বন্ধনের যেমন প্রবাদ আছে, হিমালয়ের প্রান্ত দেশে লেপ্‌কা জাতির মধ্যে ও ঐ প্রকার প্রবাদ আছে, এবং তাহার নিকটে হিমালয়ের এক শৃঙ্গ আছে, তাহার নাম আরারত। এতদ্বারা

---

(১) No = নো = A এ ॥ নোয়ে = নেয়ে।

(২) Old Testament Book of Genesis.

প্রতীতি হইতেছে যে ইংরাজী বিদ্যাভূষিত ব্যক্তি গণ নৌকা আরমানী দেশে আরারত পর্ব্বতে আটক হইয়াছিল বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা ভ্রম। ঐ নৌকা যে হিমালয়ের শৃঙ্গে আবদ্ধ হইয়াছিল তাহাই প্রকৃত। সুতরাং পুরাণ ও মহাভারতের লেখাই প্রকৃত হইতেছে। অতএব বোধ হয় আরারত অর্থাৎ "নৌকা আটক" এই শব্দ হইতে উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। সুতরাং নৌবন্ধ ও আরারত এই দুই শব্দই এক অর্থ বোধক শব্দ হইতেছে।

জলপ্লাবনের বিবরণ সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের সহিত বাইবেলের ও কোরাণের প্রায় সম্পূর্ণ ঐক্য। কেবল নামের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। হিন্দু শাস্ত্রে বৈবস্বত মনু ; বাইবলে নেয়ে (Noa), কোরাণে "নু" লিখিত হইয়াছে। অতএব দেখা আবশ্যক নেয়ে (Noa) নাম কি নিমিত্ত প্রচলিত হইল।

হিন্দু শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে যাহারা হীন আচারকে দূষিত বলিয়া থাকেন তাঁহারাই হিন্দু ; যথা—

হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে।

মেরুতন্ত্র। ২৩ প্রকাশ

তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিধানে লিখিত হইয়াছে, যাহারা আচারনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধনে তৎপর ও অকর্ত্তব্য কর্ম্মের আচরণ করে না, তাঁহারাই আর্য্য। যথা——

কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বা আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥

হিন্দুগণ যেরূপ আচারনিষ্ঠ, বোধ হয়, পৃথিবীতে আর কোন জাতিই এরূপ নহে। অতএব হিন্দুগণই প্রকৃতার্থে আর্য্য, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন জাতিই আর্য্য নহে।

সংস্কৃত শব্দের অর্থ পবিত্রীকৃত। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা পবিত্রীকৃত ভাষা। হিন্দুগণ প্রকৃতার্থে আচারনিষ্ঠ, অতএব আর্য্য, অর্থাৎ পবিত্র জাতি এই কারণে তাহাদের ভাষা পবিত্র ভাষা (সংস্কৃত ভাষা) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

ইদানীন্তন দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষাই সমস্ত ভাষার মূল। ঐ ভাষার অপভ্রংশ ভাষাই প্রাকৃত অর্থাৎ অনার্য্য (ইতর) লোকের ভাষা। সুতরাং হিব্রু, লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি সংস্কৃতের অপভ্রংশ প্রাকৃত ভাষা অনার্য্য ভাষা হইতেছে।

হিব্রু ভাষা ইহুদী আদি জাতির ভাষা। ইহুদী জাতিই সমস্ত ম্লেচ্ছ অর্থাৎ আচারশূন্য জাতির ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। সুতরাং ইহুদী আদিম ম্লেচ্ছ জাতি, বাহীক জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (১)। হিন্দুশাস্ত্রমতে বাহীক জাতি বিপাশানদীতীরবাসী বহি ও হীক নামক পিশাচদম্পতীর অপত্য। যথা——

বহিশ্চ নাম হীকশ্চ বিপিশায়াং পিশাচকৌ।
তয়োরপত্যং বাহীকা নৈষা সৃষ্টি প্রজাপতেঃ॥
কর্ণপর্ব্ব দেখ।

নাবিক শব্দের অপভ্রংশই "নেয়ে" অথবা "নাইয়া।" পূর্ব্ববঙ্গখণ্ডে প্রাকৃত ভাষায় নাবিককে নাইয়া ও রাঢ়খণ্ডে "নেয়ে" বলে। হিব্রুভাষা সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশ হেতু প্রাকৃত অর্থাৎ অনার্য্য ভাষা। ইতর (অনার্য্য) লোকেরাই নাবিকের পরিবর্ত্তে নেয়ে বা নাইয়া বলে। সুতরাং ইহুদী আদি জাতিরা বোধ হয় "নাবিককে নেয়ে বলিত। ঐ নৌকা আরোহী-দিগের প্রকৃত নাম কি, তাহা বাইবেলের প্রণেতা অবগত ছিল না। এক জন নেয়ে (নাবিক) কর্ত্তৃক নৌকা প্রস্তুত ও তাহাতে আরোহণ করিয়া জলপ্লাবন (flood) সময়ে মনুষ্য জাতির বীজ রক্ষা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত ছিল। সুতরাং ঐ জনশ্রুতি অনুসারে হিব্রু ভাষার ধর্ম্মগ্রন্থে প্রকৃত নাম বর্ণিত না হইয়া "নেয়ে" নাম লিখিত হইয়াছিল। তদনুসারে "নোয়া" (Noa), "নু" এই নাম অনু-বাদিত গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃতার্থে নোয়া, নেয়ে, নু, নাম নহে, উহা উপাধি মাত্র।

হিন্দুগণ আর্য্য, পবিত্র ও পবিত্রভাবাসম্পন্ন। বোধ হয় তাহারা জল-

(১) সারার্ণব দেখ।

প্লাবনের সময়ে যে ব্যক্তি রক্ষা পাইয়াছিলেন তাহার নাম অবগত ছিলেন। সুতরাং তাহারা অনার্য্যভাষিত নেয়ে, নোয়া, " মু " উপাধি দ্বারা তাহাকে পরিচিত না করাইয়া তাহার প্রকৃত নাম " বৈবস্বত মনু " বলিয়া পরিব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব বৈবস্বত মনুই যে প্রাকৃত অর্থাৎ অনার্য্যভাষায় নেয়ে বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। যখন শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে বৈবস্বত মনুর কল্পে জাতিভেদ হইয়াছে, যখন দৃষ্ট হইতেছে বৈবস্বত মনুই অনার্য্য ভাষায় নেয়ে, নোয়া মু উপাধিতে সংজ্ঞিত তখন ইংরাজী-রসমার্জ্জিতগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে নেয়ের সময় অর্থাৎ জলপ্লাবনের (flood) পর হইতে জাতিভেদ হইয়াছে।

জলপ্লাবনের পর আদিম সম্প্রদায় (aborigeno) শূদ্র সম্প্রদায়ের কতক-লোক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ে বিভক্ত হইলে তাঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়ম ও আচার অবলম্বন করেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ জীবন উপা-য়ের নিমিত্ত ঐ সকল নিয়মাবলি বেদ, স্মৃতি, প্রভৃতি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পূর্ব্বক যজন যাজন অধ্যাপন প্রভৃতি বৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন

ক্রমে নানা প্রকার দার্শনিকের উৎপত্তি হইয়া কেহ বা বেদের সপক্ষ কেহ বা বিপক্ষ হইলেন। বৃহস্পতি মীমাংসা করিলেন " স্বর্গ, অপবর্গ, পরলোক, ও আত্মা নাই। জাতি ও তদনুসারী আশ্রম ও বর্ণাশ্রমানুসারী কর্ম্মকাণ্ডে কোন ফল নাই। অগ্নিহোত্র, বেদত্রয়, যজ্ঞোপবীত ধারণ ও ভস্মগুণ্ঠনের কার্য্য বুদ্ধি পৌরুষহীনদিগের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ স্থাপিত হই-য়াছে। যজ্ঞে পশু বধ করিলে ঐ পশুর যদি স্বর্গ লাভ হয় তবে যজমান কিজন্য আপন পিতাকে ঐরূপ বধ না করে? ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন কোথায়? শ্রাদ্ধ প্রেত কার্য্য ও অশৌচ পালনাদি ক্রিয়া কেবল ব্রাহ্মণের জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত হইয়াছে, পূর্ব্বে আদৌ ছিল না। সাম ঋগ্ ও যজু এই বেদত্রয়ের রচয়িতা ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর।

ন স্বর্গো নাপবর্গোবা নৈবাত্মা পারলৌকিকং।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ॥

অগ্নি হোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥
মৃতানামপি জন্তুনাং শ্রাদ্ধং চে তৃপ্তিকারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তুনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্॥
স্বর্গস্থিতা যদাতৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্নদীয়তে॥
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেব বিনির্গতঃ॥
কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ।
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্ব্বিহিতস্ত্বিহ॥
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি নত্বন্যদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ।
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশাচরাঃ॥

বৃহস্পতির ও অন্যান্য দার্শনিকের উল্লিখিত উপদেশ প্রচার হইলে অনেকে বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও ক্রিয়াকাণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। এইহেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য সমাজ হইতে ধর্ম্মসংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন শাখা সমাজ স্থাপন হইল। তাহারা কোন নির্দ্ধারিত বর্ণের মধ্যে নিবিষ্ট না হইয়া নাস্তিক, জৈন প্রভৃতি স্বতন্ত্র আর্য্য সমাজ বলিয়া সংজ্ঞিত হইলেন। অতএব আর্য্য বর্ণত্রয় ও তাহা হইতে অন্যান্য শাখা সমাজ স্থাপিত হইবার পরেই হউক অথবা কেবল আর্য্য বর্ণত্রয় বিভক্ত হইবার পরেই হউক, ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে স্বতন্ত্র নিয়ম, আচার ও বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক প্রদীপ নামা এক ব্যক্তি অক্ষর, মসী, লেখনী, ছেদনী প্রভৃতি লেখা পড়ার উপকরণ আবিষ্ক্রিয়া করিয়া মসীশ অর্থাৎ লেখা পড়ার ঈশ্বর বলিয়া সংজ্ঞিত হন। সাম, ঋগ্, যজুর্ব্বেদানুসারিণী ক্রিয়া দ্বারা কোন ফল হইতে পারে না, ইহা তিনি জ্ঞানবলে স্থির করিয়া যজ্ঞোপবীতাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বভাবসিদ্ধ রূপে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় নিরত হইলেন। ক্রমে অনেককে

এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বেদাচারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই আর্য্যসমাজত্রয় হইতে স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। এই সমাজ উন্নত ব্রহ্মজ্ঞানী কায়স্থ (স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্ম) বলিয়া অভিহিত হইল।

জগৎসমূহের সকল ঘটনাই ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে সাকারবাদিগণ এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং বর্ণসমূহ ব্রহ্মার শরীর সম্ভূত ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে। লেখাপড়ার উপকরণ উদ্ভাবন হইবার পূর্ব্বে অপ্রকাশ্যভাবে ব্রহ্মার শরীরে ছিল, পরে প্রদীপ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইলে প্রদীপ ব্রহ্মার কায়ে অবস্থিতি করিয়া পরে আবির্ভূত হইয়াছে কবিকল্পনা দ্বারা এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

কায়স্থ বেদাচারী ব্রাহ্মণবৃত্তি অর্থাৎ ধর্ম্মসংক্রান্ত কার্য্য দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন না করিয়া রাজকার্য্য ও লেখাপড়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বিশেষ ঐ সমাজ বেদ অনুসারে না চলিয়া বেদধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিদ্বেষের পাত্র হইলেন। সুতরাং বেদাচারীরা কায়স্থকে ব্রাহ্মণ গণ্য না করিয়া তাহাকে আদিম শূদ্রের পূজিত বেদধর্ম্মাবলম্বী ক্ষত্রিয় বৈশ্য সদৃশ স্বতন্ত্র আর্য্যসমাজ বলিয়া গণ্য করিল। এইরূপে কায়স্থগণ বহুকাল অতিবাহিত করিলেন।

কালক্রমে কায়স্থগণ সাকার ব্রহ্মোপাসনায় নিরত হইতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রাহ্মণকে গুরুত্বে বরণ করিলেন। সুতরাং তাহারা তন্ত্রানুসারে বগলামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তান্ত্রিক বলিয়া আখ্যাত হইলেন। এই সময় হইতেই কায়স্থ ব্রাহ্মণের শিষ্য ও ব্রাহ্মণ কায়স্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত।

কালক্রমে কায়স্থ-পুরুষোত্তম চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালের অধীশ্বর হইলেন। রাজ্যশাসন ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। তাঁহারা বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত নিয়মাদি অবলম্বন করিলেন। সুতরাং তাঁহারা ও তাঁহাদের বংশধরগণ নিশ্চিত ক্ষত্রিয় হইলেন। অতএব কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই সকল কারণে ধর্ম্মগ্রন্থে ব্রহ্মকায়স্থ সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঘটনা নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্ব্বর্ণ স্থাপন হইবার পরে ব্রহ্মকায়স্থ ব্রাহ্মণসমাজ হইতে বহির্গত হইয়াছে, এই জন্য আচারনির্ণয়তন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে,—

" ব্রহ্মণো বিপ্রমূর্ত্তেস্তু পাদাংশে সম্ভবস্তিতৎ।
কায়স্থা ইতি সংজ্ঞাঃ স্যুঃ সুষজ্ঞেষাং শিবামতিঃ॥"

বেদাচারী ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে যে ব্যক্তি স্বতন্ত্র নিয়মাধীন হয় তাহার নাম প্রদীপ। তিনি সস্ত্রীক কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এই নিমিত্ত পরাশর-সংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে

" ব্রহ্মপুত্রঃ প্রদীপশ্চ পাদাদ্দক্ষিণতোঽসৃজৎ।
" বামপাদোদ্ভবা পত্নী তেন কায়স্থসম্ভবঃ॥

অতএব কবিকল্পনা-প্রসূত অলঙ্কার অংশটুকু পরিত্যাগ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ব্রাহ্মণবংশজ প্রদীপ সস্ত্রীক কায়স্থ অর্থাৎ উন্নত ব্রাহ্ম বলিয়া অভিহিত হন।

কায়স্থ শব্দের অর্থ আচারনির্ণয়তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে উন্নত ব্রাহ্ম ; যথা—

" ককারং ব্রাহ্মণং বিদ্যাদাকারং নিত্য সংজ্ঞকং।
" আয়ন্ত নিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়ে হি তিষ্ঠতি॥

অর্থাৎ 'ক' শব্দে ব্রহ্ম বিদ্যমান, "আ" শব্দে ব্রহ্ম নিত্য, "আয়" শব্দে ব্রহ্ম নিকটে আছেন এই জ্ঞান যাহার কায়ে আছে তিনিই কায়স্থ ;

অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র সমূহে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যে সকল কর্ম্মকাণ্ড স্থাপন হইয়াছে ঐ সকল কর্ম্মকাণ্ডের অতীত হইয়া যিনি ব্রহ্ম বিদ্যমান অর্থাৎ যে সকল পদার্থ নয়নগোচর হইতেছে ঐ সমস্ত পদার্থ দ্বারাই প্রতিভাত হইতেছেন, এইরূপ উন্নত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তিনিই কায়স্থ উপাধি প্রাপ্ত হন।

প্রদীপ লেখাপড়ার উপকরণ স্বয়ং আবিষ্ক্রিয়া করেন। সুতরাং তিনি লেখাপড়ার ঈশ্বর অর্থাৎ "মসীশ" সংজ্ঞায় আখ্যাত হন। যথা,

" মস্যা সহ তু লেখন্যা সর্ব্বং লেখিতুমীশ্বরঃ।
মস্যা এবেশমস্যেতি মসীশ ইতি সংজ্ঞকঃ॥

আচারনির্ণয় তন্ত্র।

মসীশ (কায়স্থ) অর্থাৎ প্রদীপ বেদধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের প্রামাণ্য সাম, ঋক. যজুর্ব্বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের অধীন হইলেন না। সুতরাং তিনি ঐ সকল বেদমতে যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিয়া স্বভাবসিদ্ধ-রূপে বেদাচারী ও যজ্ঞোপবীতধারী অর্থাৎ উন্নত ব্রাহ্ম হইলেন। সুতরাং আচারনির্ণয় তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে

" কিন্তু সামাদিবেদান্হি ক্ষত্রো বিট্শূদ্র এব হি।
গৃহীতবান্নতৎ কিঞ্চিন্মসীশোঽলসতঃ শিবে ॥
অতো যজ্ঞোপবীতী ন তেহি যজ্ঞোপবীতিনঃ।
এতে স্যুর্বৈদিকাচারা মসীশোহি স্বভাবতঃ ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যজ্ঞোপবীত হইলেই দ্বিজ ও বেদাধিকারে সমর্থ, বেদাধিকারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভেই ব্রাহ্মণ হয়। অতএব কায়স্থ প্রদীপ বেদানুসারী কর্ম্মকাণ্ড গ্রহণ ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেও স্বভাবতঃই যজ্ঞোপবীতধারী স্বভাবসিদ্ধ দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন, বেদাচারী ব্রাহ্মণ নহেন।

প্রদীপ বেদমতে সাবিত্রী দীক্ষা গ্রহণ না করা হেতু বেদাচারী ব্রাহ্মণ স্বরূপ গণ্য না হইয়া বেদাচারী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তুল্য স্বতন্ত্র আর্য্যসমাজ-ভুক্তরূপে পরিগণিত হইলেন। সুতরাং আচারনির্ণয় তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে অদীক্ষা হেতু মসীশ (কায়স্থ) ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তুল্য, যথা—

" মসীশায়াদীক্ষিতায় ক্ষত্রবৈশ্যোপমায় চ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে বেদমতে দীক্ষিত না হওয়া হেতুই (১) কায়স্থ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তুল্য, নচেৎ বেদমতে দীক্ষিত হইলে তাহারা বেদাচারী ব্রাহ্মণ।

কায়স্থ বেদোক্ত ক্রিয়া অবলম্বন না করা হেতু ব্রাহ্মণ স্বরূপ গণ্য না হইয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সদৃশ শূদ্রের পূজিত স্বতন্ত্র আর্য্যসমাজবদ্ধ হন

---

(১) এই জন্য স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে প্রদীপ ব্রাহ্মণমণ্ডলী হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছিলেন।

এবং সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের কিয়ৎকাল অতিবাহিত করেন। সুতরাং তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে—

"অতো যজ্ঞোপবীতী ন তেহি যজ্ঞোপবীতিনঃ।

"এতেস্ত্যক্তবৈদিকাচারা মসীশোহি স্বভাবতঃ॥

* * *

কৃতত্রেতাদ্বাপরেষু গতেষ্বপি মসীশকঃ।

কায়স্থ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সদৃশ শূদ্রের পূজিত স্বতন্ত্র আর্য্যসমাজ, শূদ্র নহে, এই নিমিত্ত স্মৃতিতে বিবৃত হইয়াছে—

গঙ্গা ন তোয়ং কণকং ন ধাতু-

স্তৃণং ন দর্ভঃ, পশবো ন গাবঃ।

প্রজাপতেঃ কায়সমুদ্ভবাচ্চ

কায়স্থবর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ।

দ্বাপর যুগের কিয়দংশ অতীত হইলে কায়স্থ সাকার ব্রহ্মোপাসনা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহারা স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার নিমিত্তও সচেষ্ট হইলেন। সাকার ব্রহ্মের মধ্যে বগলাই ব্রহ্মসাবিত্রী, যিনি বগলা-মন্ত্র জপ করেন তিনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ, সুতরাং তাঁহারা ব্রাহ্মণের নিকট হইতে বগলা-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বেদাচারী ব্রাহ্মণকে গুরুত্বে বরণ করেন। এজন্য তাঁহারা বিপ্রদাস উপাধি প্রাপ্ত হইয়া বিপ্রমর্য্যাদা রক্ষক হইলেন। সুতরাং আচার নির্ণয় তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—

"বগলাপিচ যা জপ্যা সা চ ব্রাহ্মণ এব হি।"

"ততোহি কৃপয়া বিপ্রঃ কায়স্থমনুগৃহ্য হি।"

"সালসং প্রাদদদ্বিদ্যাং বগলেতি তব প্রিয়ে।"

"ভূস্থো মসীশঃ সর্ব্বোহপি বিপ্রদাসাভিধোহভবৎ।"

কায়স্থসমাজ বগলামন্ত্র গ্রহণ করিয়াও কোন বর্ণের মধ্যে নিবিষ্ট না হইয়া গুণে ক্ষত্রিয়তুল্য হইয়াছিলেন। সুতরাং আচারনির্ণয়তন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে—

জাতা মসীশাঃ কায়স্থা ব্রাহ্মণৈঃ সমানসাঃ।

মহাবিদ্যোপাসকাশ্চ গুণৈঃ ক্ষত্রিয়োপমাঃ॥

কায়স্থ ক্ষত্রিয় তুল্য স্বতন্ত্র আর্য্যসমাজ বদ্ধ হইলে প্রদীপের পুত্র অথবা বংশজাত শর্ব্ব রাজ্যশাসন করিতে ইচ্ছুক হন। সুতরাং তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালের অধিপতি হইবার নিমিত্ত বগলা মন্ত্র জপ করিয়া গুরুর নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। গুরু বর দিলেন যে তুমি ত্রিলোকের অধিপতি হও। এই নিমিত্ত আচারনির্ণয় তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে—

" একোমসীশঃ শর্ব্বাখ্যঃ শর্ব্বাণীহৃদয়দ্বিজাৎ।
বগলেতি মহাবিদ্যাং গৃহীত্বা সাধয়ন্ মুদা।
বরং যাচিতবান্ ভক্ত্যা ত্রিলোকাধিপতিং গুরো;
গুরুস্ত্বপি বরং দত্তো রাজ্যং ভুক্ত্বা পুনর্ভবন্।
ত্রিলোকাধিপতির্ভূয় মুদা তত্র সুখিষ্যসি॥

শর্ব্ব ঐ বর প্রাপ্ত হইলেই হউক অথবা তাহার কিয়ৎকাল পরেই হউক পার্থিব ঘটনার পরিবর্ত্তন অর্থাৎ নূতন কল্প প্রবৃত্ত হইল। শর্ব্ব লোকান্তরিত হইয়া চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি মূর্ত্তিত্রয়ে পুনরাবির্ভূত হন। সুতরাং তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে

" একো মসীশঃ শর্ব্বাখ্য * *।
বিহায় দেহং ভূয়শ্চ ত্রিধারূপো বভূব হ।
চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনশ্চিত্রাঙ্গদ ইতিত্রয়ঃ॥
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে রাজন্তে চিরমুত্তমঃ॥

প্রদীপের পুত্র অথবা বংশজাত শর্ব্বনামা মসীশ পার্থিব ঘটনা পরিবর্ত্তন অর্থাৎ কল্পান্তর হইবার পূর্ব্বে লোকান্তরিত হইয়া তৎপর কল্পে চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন (সেনী) ও চিত্রাঙ্গদ (চিত্রঙ্গ) এই তিন মূর্ত্তিতে পুনরাবির্ভূত হন। তাঁহারা পূর্ব্বনিয়ম অর্থাৎ উন্নত ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তন্ত্রোক্ত ও বেদোক্ত নিয়ম গ্রহণ করেন; তাঁহারাই সমস্ত জগতের সম্রাট হইলেন। সমস্ত জগৎ তাঁহাদের নিয়মের অধীন হইল। তাঁহাদের বীর্য্যপ্রতাপে কায়স্থ সমাজ ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয়বর্ণ মধ্যে নিবিষ্ট হন। এই জন্য কোন কোন গ্রন্থকার এই পরিবর্ত্তিত ঘটনাকে নূতন কল্পস্বরূপ গণ্য করিয়াছেন। কেহ বা ঐ ঘটনাকে নূতন কল্পস্বরূপ গণ্য না করিয়া

কেবল পার্থিব ও সামাজিক ঘটনার পরিবর্ত্তন মাত্র স্বীকার করিয়াছেন।

যে বংশের মধ্যে যে ব্যক্তি কীর্ত্তিমান্ ও তেজস্বী হন, সেই বংশ তাঁহারই নামে সংজ্ঞিত হইয়া থাকে। যেমন এক ক্ষত্রিয়বংশ সূর্য্য ও রঘুর বংশ বলিয়া পরিচিত, তদ্রূপ কায়স্থ বংশ প্রদীপ এবং চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন (সেনী) ও চিত্রাঙ্গদের (বিচিত্র) বংশ বলিয়া পরিচিত। যাহারা ঐ পরিবর্ত্তিত ঘটনাকে নূতন কল্পস্বরূপ গণ্য করেন নাই, তাঁহারা কায়স্থ বংশকে প্রদীপের বংশস্বরূপ গণ্য করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন (সেনী) বিচিত্র (চিত্রাঙ্গদ) কে প্রদীপের পুত্র অর্থাৎ বংশধর বলিয়া গণ্য করিলেন। এই জন্য পরাশরস্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে ;—

ব্রহ্মপুত্রঃ প্রদীপশ্চ পাদাদ্দক্ষিণতোঽসৃজৎ।
বামপাদোদ্ভবা পত্নী তেন কায়স্থসম্ভবঃ॥
প্রদীপস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ খ্যাতাস্ত্রিভুবনেঽপিচ।
চিত্রগুপ্তো বসেৎ স্বর্গে চিত্রাঙ্গো নাগসন্নিধৌ॥
শ্রেণীচ মর্ত্ত্যলোকে বৈ ক্রমাদ্দেশান্তরং গতঃ॥ ইত্যাদি।

প্রদীপ মসীশ ও কায়স্থ উপাধিতে পরিচিত। শাস্ত্রকারেরা অনেক সময়ে মূল ব্যক্তিকে উপাধি দ্বারাই বর্ণন করিয়াছেন। যথা,—অর্জ্জুন সময়ে সময়ে সব্যসাচি, ধনঞ্জয় ইত্যাদি উপাধিতে বর্ণিত হইয়াছেন। অগ্নিপুরাণকার প্রদীপ নাম ব্যবহার না করিয়া তাঁহাকে উপাধি দ্বারা বর্ণন করিয়া প্রদীপের পরিবর্ত্তে কায়স্থ প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা,—

"আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সবেদকাঃ।"

*　　*　　*

কায়স্থস্তস্য পুত্রোঽভূৎ বভূব লিপিকারকঃ।
কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বিখ্যাতা জগতীতলে॥
চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনঃ বিচিত্রশ্চ তথৈব চ।
চিত্রগুপ্তোগতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগসন্নিধৌ।
চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শাস্ত্রে প্রচক্ষতে॥ (১)

---

(১) অগ্নিপুরাণ অনুসারে অনেকে কায়স্থকে আদিম শূদ্রবংশজ বলিয়া

যাঁহারা পৃথিবী সম্বন্ধীয় উল্লিখিত পরিবর্ত্তনকে নূতন সৃষ্টি স্বরূপ গণ্য করিয়াছেন; তাঁহারা চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয়কে প্রদীপের বংশ গণ্য না করিয়া এই নূতন সৃষ্টির প্রজাপতি ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ক্ষত্রিয় ব্রহ্মার কায় (বাহু) হইতে উদ্ভুত ; এই নিমিত্ত পদ্মপুরাণে বিবৃত হইয়াছে—

সৃষ্ট্যাদৌ সদসৎকর্ম্মগুপ্তয়ে প্রাণিনাংবিধিঃ।
ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য শর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ॥

* * *

চিত্রগুপ্ত ইতিখ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ॥ ইত্যাদি

ভবিষ্যপুরাণকার সৃষ্টির একাদশ সহস্র বৎসর পরে চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মার শরীর হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন এইরূপ স্থির করিয়াছেন, সুতরাং ঐ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে ;

অব্যক্তপুরুষঃ শান্তো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।

* * *

এবং বহুবিধানেন বিশ্বমুৎপাদ্য ভারত।

* * *

দশবর্ষসহস্রানি দশবর্ষশতানি চ।
সমাধিস্থোঽভবৎ প্রাণান্ সংযম্য শান্তমানসঃ।

* * *

তচ্ছরীরান্ মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ।

* * *

চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যতি।

কায়স্থ জাতিবাচক শব্দ নহে। চিত্রগুপ্ত প্রকৃতার্থে জাতিতে কায়স্থ নহেন, কেবল উপাধিতে আখ্যাত মাত্র। কালক্রমে ঐ উপাধিই সাধারণত কায়স্থবর্ণ বলিয়া ঘোষিত হয়। সুতরাং পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে—

মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে ভ্রম তাহা স্বতন্ত্র স্থলে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইল।

ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থবর্ণ উচ্যতে।
নানাগোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ॥

চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। সাকারবাদিগণ সমস্ত কার্য্যই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং ভবিষ্য-পুরাণে বিবৃত হইয়াছে ব্রহ্মা চিত্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত ধর্ম্ম পালন করিতে আদেশ করিলেন। যথা

ইত্যাকর্ণ্য ততো ব্রহ্মা পুরুষং স্বশরীরজং।
প্রহস্য প্রত্যুবাচেদমানন্দিতমতিঃ পুনঃ॥
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যতি।
ক্ষত্রবর্ণোচিতোধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ব্যতীত আর বর্ণ বা জাতি নাই। চতুর্থ সমস্তই এক জাতি, পঞ্চম আর বর্ণ নাই (১)। চিত্রগুপ্ত ও তদ্বংশধরগণ কারণ বশতঃ জনসমাজে জাতিতে কায়স্থ বলিয়া আখ্যাত হইলেন। সুতরাং কায়স্থ এক প্রকার পঞ্চম বর্ণ স্বরূপ হইয়া উঠিল, কিন্তু পঞ্চম বর্ণ আর নাই। উহারা ক্ষত্রিয়বৃত্তিসম্পন্ন। সুতরাং কায়স্থবর্ণ শূদ্র নহে, ক্ষত্রিয়। বিজ্ঞানতন্ত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

ব্রহ্মোবাচ।
নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোঽসি মম কায়াদভূর্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থবিখ্যাতির্লোকে তব ভবিষ্যতি॥
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়োবর্ণো ন তু শূদ্রঃ কদাচন। ইত্যাদি।

চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয়, সুতরাং তিনি নল রাজার বেশ ধারণ করিয়া দময়ন্তীর স্বয়ম্বরস্থানে উপস্থিত হন। উত্তর নৈষধচরিতে বিবৃত হইয়াছে—

দৃগ্গোচরোঽভূদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈর্গুণ এতদীয়ঃ।
ঊর্দ্ধং তু পত্রস্য মসীদ একোমসের্দ্ধধচ্চোপরিপত্রমন্যঃ॥

---

(১) ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥ মনু।

চতুর্দ্দশ মনু হইতে পৃথিবীর সমস্ত মানবগণের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রত্যেক মনুর সময়েই তৎপূর্ব্বমনুকৃত নিয়মাদি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ঐ পরিবর্ত্তন অবস্থাকেই শাস্ত্রকারেরা কল্প বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ব্রহ্মকায়স্থ সম্বন্ধীয় ঐ পরিবর্ত্তন অর্থাৎ কায়স্থগণের ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ ত্রয়োদশ মনুর কল্পে ঘটিয়াছিল। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে ;—

ত্রয়োদশোরৌচ্য নামা ভবিষ্যতি মুনে মনুঃ।
চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা ভবিষ্যন্তি মহীক্ষিতঃ॥

অনেকে প্রথম যুগের সন্ধ্যাকে তৎপর যুগের প্রথম বলিয়া গণ্য করেন। ত্রয়োদশরৌচ্য মনুর কল্প দ্বাপর যুগের সন্ধ্যা। ঐ সন্ধ্যাকে অনেক গ্রন্থকার কলিযুগ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ব্যোমসংহিতায় লিখিত হইয়াছে ;—

ব্রহ্মকায়সমুদ্ভূতঃ কায়স্থো বর্ণসংজ্ঞকঃ।
কলৌ হি ক্ষত্রিয়স্তস্য জপযজ্ঞেষু রাজনং॥

ব্রহ্মকায়স্থ ও ক্ষত্রিয় এক বর্ণ ও এক বৃত্তিসম্পন্ন। সাকারবাদিগণ সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ বিরাটদেহ স্বরূপ গণ্য করেন। ক্ষত্রিয়বর্ণ বিরাট মূর্ত্তির বাহুস্বরূপ। সুতরাং বিরাটসংহিতায় পুস্তক, লেখনী, মস্যাধার ও ছেদনী প্রভৃতি ক্ষত্রিয় উপকরণ বিরাটপুরুষের বাম ও দক্ষিণ বাহুতে স্থাপিত হইয়াছে। যথা—

মুখঞ্চ ব্রাহ্মণং ধ্যায়েচ্চতুর্ব্বেদি চতুর্ম্মুখং।
রবিশশিবহ্নিতেজো নয়নত্রয়মুজ্জ্বলং॥
গজ (১) সংখ্যো ভূমিপতির্ব্বাহুরূপং বিরাজিতং।
বামে চর্ম্মমস্যাধারং পুস্তকং পাশধারণং॥
দক্ষিণে তীক্ষ্ণখড়্গঞ্চ গদাশূলঞ্চ লেখনীং।
পার্শ্বয়োর্ব্বৈশ্যজাতিস্তু ধনধান্যসমন্বিতং॥

---

(১) শব্দের অর্থ ৮। আট প্রকার ক্ষত্রিয় জগতে বিরাজমান। এই জন্য গজ সংখ্যা লিখিত হইয়াছে।

পাদয়োঃ শূদ্রজাতিস্তু সেবাধর্ম্মপরায়ণং।
পশ্বাদিজীবসর্ব্বেষাং রোমরূপেণ বিরাজিতং॥
এবং বিরাটরূপঞ্চ ধ্যাত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।

ক্ষত্রিয়গণ বিরাটপুরুষের বাহুস্বরূপ। কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় এক জাতি। পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়জাতিই কায়স্থ উপাধিতে রহিয়াছেন। এই জন্য আপস্তম্ব-শাখায় বিবৃত হইয়াছে, বাহুজাত ক্ষত্রিয়ই জগতে কায়স্থ বলিয়া সংজ্ঞিত; যথা—

বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগমণ্ডলে॥ ইত্যাদি

ক্ষত্রিয় আট প্রকার, তন্মধ্যে এক কল্পে এক সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ চিত্রগুপ্ত, বাহু হইতে উৎপন্ন। এই নিমিত্ত পদ্মপুরাণে বিবৃত হইয়াছে।

মুখতোঽস্য দ্বিজা জাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াস্তথা।
মহাভীমো মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ॥

*　　　*　　　*

চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি।

স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয়, সূর্য্যবংশীয়, এবং চন্দ্রবংশীয় ও বাহুজাত অন্যান্য ক্ষত্রিয়বংশজাত ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে এক কল্পে প্রথমোক্ত ক্ষত্রিয়বংশত্রয় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত হইয়াছে।

চন্দ্রাদিত্যমনূনাঞ্চ প্রবরাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চৈবান্যাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ॥

ত্রয়োদশ রৌচ্য মনুর কল্পে কায়স্থ চিত্রসেন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ অন্যান্য কল্পের ক্ষত্রিয়জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা লাভ করেন। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে। যথা

জাতিশ্রেষ্ঠৈগুণৈর্যুক্তে দক্ষসাবর্ণিকে শ্রুতে।
বিশাতমত্যরিবলং রৌচ্যং শ্রুত্বা মনূত্তমং॥

সমস্তকার্য্যই উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মদেহে বিরাজমান ও পরে আবশ্যক-

বশতঃ ব্রহ্ম-শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—সাকারবাদিগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। সুতরাং পরাশরীয় কুলার্ণবে বিবৃত হইয়াছে, ব্রহ্মার বাহুতে অবস্থিত থাকিয়া উৎপত্তি হওয়া হেতু কায়স্থ বলিয়া আখ্যাত। যথা—

কঃ প্রজাপতি রাখ্যাত আয়ো বাহুস্তথৈবচ।

তত্রস্থস্তৎসমুদ্ভূতঃ কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

এইজন্যই মেদিনী লিখিয়াছেন।

ক ব্রহ্মেতি সমাখ্যাতঃ, আ পঞ্চপ্রাণসংজ্ঞকঃ।

য় জাতঃ, স স্বরূপশ্চ, থ ভয়াদ্রক্ষকঃ স্মৃতঃ॥

ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ কালক্রমে অক্ষর ব্যবসায়ী অর্থাৎ লেখক হন, এইজন্য হেমচন্দ্র ব্যক্ত করিলেন।

কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ।

ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) কালক্রমে অক্ষরজীবী এবং তন্ত্রাবলম্বী হইয়া লেখক ও তান্ত্রিক বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন, এইজন্য অমরকোষে বিবৃত হইয়াছে—

রাজন্যকঞ্চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ।

*   *   *

তান্ত্রিকোজ্ঞাতসিদ্ধান্তস্তন্ত্রী গৃহপতিঃ সমৌ।

লিপিকারোঽক্ষরচনোঽক্ষরচুঞ্চুশ্চ লেখকঃ॥

কালক্রমে লিপিবৃত্তি গ্রহণপূর্ব্বক বৈশ্য ও শূদ্রাগর্ভজাত বর্ণসঙ্কর শূদ্রকরণ জাতি কায়স্থ বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। এতদ্দেশীয় কুলীন ও মৌলিক ব্রহ্ম কায়স্থগণ জাতিতে কায়স্থ নহেন, ক্ষত্রিয়; কেবল কায়স্থ উপাধিতে পরিচিত। সুতরাং স্মার্ত্তবাগীশ মীমাংসা করিলেন যে, বঙ্গদেশে শূদ্রাগর্ভসম্ভূত করণকেই কায়স্থ বলিয়া জানিবে। যথা—

"কায়স্থঃ করণোজ্ঞেয়ঃ শূদ্রাগর্ভসমুদ্ভবঃ।"

স্মার্ত্তবাগীশের মতে কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই, আচারভ্রষ্টতাপ্রযুক্ত তাহারা বৃষল। এই জন্য স্মার্ত্তবাগীশ কুলীন ও মৌলিক কায়স্থদিগকে কায়স্থ গণ্য না করিয়া আদিম শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সচ্ছূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা--

সংস্কারমাত্রে কুলধর্ম্মানুরোধেন
কালান্তর মঙ্গল বিশেষাচরণঞ্চ
সচ্ছূদ্রাণাং নামকরণে বসুঘোষাদি-
রূপপদ্ধতিযুক্তং নাম চ বোধ্যং।

স্মার্ত্তস্মৃতি উদ্বাহতত্ত্ব।

সচ্ছূদ্র সংজ্ঞায় ব্রহ্মকায়স্থগণ আখ্যাত হইলেও তাঁহারা প্রকৃতার্থে ক্ষত্রিয়। সুতরাং ধরণীকোষে ক্ষত্রিয়-পর্য্যায়ে সচ্ছূদ্র, মসীশ,দেব, মাথরী, কায়স্থ ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে।

কালক্রমে বিদ্বেষবশতঃ সচ্ছূদ্র শব্দ সংক্ষেপ হইয়া শূদ্র সংজ্ঞা প্রচলিত হয়। সুতরাং স্থানে স্থানে ক্ষত্রিয়গণ (কায়স্থগণ) কথন সচ্ছূদ্র, কথন শূদ্র কথন শূদ্র কায়স্থ, কথন কায়স্থ, কথন সৎকায়স্থ, এইরূপ কুখ্যাতিতে পরিচিত হইয়াছেন। এতদ্বশতঃ কারিকাকারক, দেবীবর প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তারা এই ক্ষত্রিয়দিগকে শূদ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক, স্মার্ত্তবাগীশ স্মৃতিকর্ত্তা নহেন, সংগ্রহকারক মাত্র। তিনি যে পরিমাণ দর্শন করিয়াছেন সেই পরিমাণেই তাঁহার মীমাংসা। বিশেষ, তাঁহার মীমাংসা ও ব্যবস্থা সর্ব্বদেশে প্রামাণ্য নহে। সুতরাং তিনি ঐ ক্ষত্রিয়দিগকে (কায়স্থদিগকে) সচ্ছূদ্র, অথবা কারিকাকারকগণ তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিলে তাহা স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের ও প্রাচীন কোষকারকের বর্ণনার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হইতে পারে না।

ধর্ম্মশাস্ত্র ও প্রাচীন গ্রন্থসমূহ ব্রহ্মকায়স্থকে তান্ত্রিক ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় কুলীন ও মৌলিক ব্রহ্মকায়স্থগণ তন্ত্রানুসারে সম্যক্‌রূপে চলিতেছেন। সুতরাং তাঁহারা ক্ষত্রিয়, কথনই আচারহীন ক্ষত্রিয়, বৃষল অথবা সচ্ছূদ্র নহেন (১)।

এস্থলে একটি তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, যখন প্রমাণিত হইতেছে, ব্রহ্মকায়স্থ প্রথমে বেদোক্ত ব্রাহ্মণ, তৎপরে স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ উন্নত

---

(১) কায়স্থ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কি না—এই বিষয় স্বতন্ত্ররূপে মীমাংসিত হইল।

ব্রাহ্ম ও পরিশেষে ক্ষত্রিয়, তখন তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আপনাদের আদিম ব্রাহ্মণত্ব স্থাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইতে সমর্থ। সুতরাং কায়স্থপুরাণ কি নিমিত্ত ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন? কিন্তু এরূপ তর্ক করিবার অগ্রে স্মরণ রাখা উচিত যে সকলকেই ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে চলিতে হইবে। ব্যোমসংহিতায় লিখিত আছে, ব্রহ্মকায়স্থ কলিযুগে নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়। যথা——

ব্রহ্মকায়সমুদ্ভূতঃ কায়স্থো বর্ম্মসংজ্ঞকঃ।
কলৌহি ক্ষত্রিয়স্তস্য জপযজ্ঞেষু রাজনং॥

বর্ত্তমান যুগ কলিযুগ। সুতরাং ব্রহ্মকায়স্থগণ কখনই বেদাচারী ব্রাহ্মণ, অথবা স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণ (উন্নত ব্রাহ্ম) হইতে পারেন না। তাঁহারা নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়।

বঙ্গীয় কুলীন মৌলিক কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়—তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের ব্যবস্থা।

এই ব্যবস্থা কায়স্থ-কৌস্তুভ হইতে উদ্ধৃত করিয়া অত্রস্থলে বর্ণনা করা গেল।

দক্ষিণরাঢ়ীয়োত্তররাঢ়ীয়বঙ্গজাখ্যাঃ এতেষাং ক্ষত্রিয়োবর্ণঃ ইতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণমীমাংসনীয়ব্যবস্থা। যথা—

প্রথম ব্যবস্থা।

এতে ব্রহ্মকায়স্থাঃ ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতাঃ। তেচোত্তমকায়স্থা বিষ্ণুবসুগণদেবতাঃ চিত্রগুপ্তযমবংশজাঃ। এতদ্ভিন্না বৈশ্যেন শূদ্রেন বা শূদ্রায়াং করণা জাতাশ্চ, তেচ ন চিত্রগুপ্তযমবংশজাঃ শূদ্রজাতয়শ্চাধমাঃ, দেশবিশেষে তেষাং বহূনি নামানি, যথা করণকায়স্থঃ মধ্যশ্রেণীকায়স্থঃ শূদ্রকায়স্থেন প্রসিদ্ধ এব। ব্রহ্মকায়স্থাঃ ক্ষত্রিয়বর্ণাঃ। "সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি স্বজাতয়ঃ।"

ইতি যাজ্ঞবল্ক্য

"এবং হত্বার্জ্জুনং রাম সন্ধায় নিশিতান্ শরান্"
ইত্যুপক্রম্য সগর্ভা চন্দ্রসেনস্য ভার্য্যা দাল্‌ভ্যং সমাযযৌ।
ততোরামঃ সময়াতো দালভ্যাশ্রমমনুত্তমং,
পূজিতো মুনিনা সদ্যঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ।
দদৌ মধ্যাহ্নসময়ে তস্মৈ ভোজনমাদরাৎ,
রামস্তু যাচয়ামাস হৃদিস্থং স্বমনোরথম্।
যাচয়ামাস রামঞ্চ কামং দাল্‌ভ্যো মহামুনিঃ।
ততস্তৌ পরমপ্রীতৌ ভোজনং চক্রতুর্মুদা।
ভোজনানন্তরং দাল্‌ভ্যঃ পপ্রচ্ছ তং মুনিং প্রতি।
যত্ত্বয়া প্রার্থিতং দেব তত্ত্বং শংসিতুমর্হসি॥

রামউবাচ।

তবাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ॥
তন্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে।
ততো দাল্‌ভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি তব বাঞ্ছিতং॥

দাল্‌ভ্য উবাচ।

স্ত্রিয়ং গর্ভমমুং বালং তন্মে ত্বং দাতু মর্হসি।
ততো রামোহব্রবীদ্দাল্‌ভ্যং যদর্থমহমাগতঃ॥
ক্ষত্রিয়ান্তকরশ্চাহং তত্ত্বং যাচিতবানসি।
প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ॥
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যন্তি শিশোঃ সুতাঃ।
এবং রামো মহাবাহুর্হিত্বা তং গর্ভমুত্তমং॥
নির্জগামাশ্রমাত্তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ প্রভুঃ।
কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিয়াং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ॥
রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষত্রধর্ম্মাদ্ বহিস্কৃতঃ।
কায়স্থধর্ম্মবিধিনা চিত্রগুপ্তশ্চয়ঃ স্মৃতঃ॥
তদ্গোত্রজাশ্চ কায়স্থা দাল্‌ভ্যগোত্রাস্ততোহভবন্।

দাল্‌ভ্যোপদেশতস্তে বৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ॥
সদাচারপরা নিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে।
দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ॥

ইতি স্কন্দপুরাণং।

ইতি ব্রাহ্মণপণ্ডিতানাং প্রথম ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা।

এতদ্দেশীয়মনূক্তকায়স্থৈঃ ক্ষত্রিয়তয়া বৈধকর্ম্মাভিলাপে ত্রাতৃবর্ম্মান্তং নাম প্রযোজ্যং, যথা—

" শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রশ্চ, বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূর্ভুজঃ।

ইতি চিত্রগুপ্ত যমবচনাৎ।

অপিচ, " শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ, বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য তু।"

ইতি শাতাতপ বচনাৎ।

(রায় বর্ম্মান্তং বা)

" ব্রাহ্মণে দেবশর্ম্মাণৌ, রায়বর্ম্মা চ ক্ষত্রিয়ে।
ধনোবৈশ্যে তথা শূদ্রে দাসশব্দঃ প্রযুজ্যতে॥"

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বচনাৎ।

ততঃ স্ত্রীভিস্তু দেব্যন্তং নাম প্রযোজ্যং। " দেব্যন্তাহি স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ।"

ইতি উদ্বাহতত্ত্বধৃতবচনাৎ।

স্ত্রীষু দেবীতি বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়ানাঞ্চ কথ্যতে।
দাসীতি বৈশ্যশূদ্রাসু কথ্যতে মুনিপুঙ্গবৈঃ॥

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বচনাচ্চ।

ইতি ব্রাহ্মণপণ্ডিতানাং দ্বিতীয় ব্যবস্থা।

তৃতীয়ব্যবস্থা।

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মকায়স্থৈঃ ক্ষত্রিয়ৈরেব কৃতব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তৈরপি বৈধকর্ম্মাভিলাপাদিবাক্যে ত্রাতৃবর্ম্মান্তং নাম ওঁকারযুক্তং প্রযোজ্যং।

ইদানীন্তনৈঃ পূর্ব্বতনৈশ্চ প্রোক্তকায়স্থৈঃ দাস-পদোল্লেখেন যদ্যৎকর্ম্ম কৃতং বাক্যবাহুল্যরূপাঙ্গ ভঙ্গাদিতি তত্তৎকর্ম্ম সিদ্ধমেব।

প্রধানস্য ক্রিয়া যত্র সাঙ্গং তৎ ক্রিয়তে পুনঃ। তদঙ্গস্যাক্রিয়া যাস্তু নাবৃত্তি ন চ তৎক্রিয়েতি ছন্দোগপরিশিষ্টে, ইতি সতাংমতং।

ইত্যুপনিষদঃ।

ইতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতানাং তৃতীয়ব্যবস্থা।

চতুর্থ ব্যবস্থা।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা সৎপ্রমাণিকৈব, অধিকন্তু ইতি ন্যায়েনাস্মাভিস্ত প্রমাণান্তরমপ্যনুলিখ্যতে। ইত্যপি দাসাদিপদোল্লেখনকৃতং শ্রাদ্ধার্চ্চনাদিকং কর্ম্ম সিদ্ধমেব। দৈবকর্ম্ম ততঃ পিতৃকর্ম্মচ লক্ষ্যানুসারে তথা শ্রীবিষ্ণুস্মরণৈকেন সম্পূর্ণা ভবন্তু। যথা শ্রীকৃষ্ণে জীবিতে তদ্বান্ধবাশ্চ দ্বারকামাগত্য হতঃ কৃষ্ণ ইতি কথয়ামাসুঃ। তৎকালোচিতমখিলমুপরতক্রিয়াকলাপঞ্চক্রুঃ। তত্রচাস্য যুধ্যমানস্যাতিশ্রদ্ধয়া দত্তবিশিষ্টপাত্রোপযুক্তান্নাদিনা কৃষ্ণস্য বলপ্রাণপুষ্টিরভূদিতি। বান্ধবকৃত শ্রাদ্ধেন যথা জীবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বলপ্রাণ পুষ্ট্যাভিধানেন তচ্চ শ্রাদ্ধংসিদ্ধমিত্যভিহিতং।

ইতি বিষ্ণুপুরাণং স্যমন্তকোপাখ্যানং।

অপিচ। অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ। যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ। তৎ সর্ব্বমক্ষয়ং দেব শ্রীগোবিন্দপ্রসাদতঃ॥

নেহাতিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে,
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ।

ইতি স্মৃতিঃ॥

ইতি ব্রাহ্মণপণ্ডিতানাং চতুর্থব্যবস্থা।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা পত্রিকায় যে যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

পীতাম্বর তর্কভূষণ—নিবাস বিল্বপুষ্করিণী।—ইনি মহামহোপাধ্যায়। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ও তন্ত্রশাস্ত্রবেত্তা এবং নানাগ্রন্থপ্রকাশকর্ত্তা।

নবকুমার বিদ্যারত্ন—নিবাস আন্দুল। চতুর্ব্বেদাধ্যাপক।

ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন—নিবাস ঐ ঐ

রাজচন্দ্র ন্যায়ভূষণ—নিবাস আন্দুল। চতুর্ব্বেদাধ্যাপক।

ভগবানচন্দ্র ন্যায়রত্ন—নিবাস কলিকাতা—রাজার বাগান।

মদনমোহন ন্যায়রত্ন—নিবাস আন্দুল।

প্রেমচাঁদ তর্কপঞ্চানন—নিবাস দ্বারহাটা। ইনি বিজ্ঞবর, প্রাজ্ঞ, স্মার্ত্ত, স্মৃতি, এবং ন্যায় দর্শনের অধ্যাপক।

কালীশঙ্কর বিদ্যাভূষণ—নিবাস উত্তরপাড়া।

জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কার—নিবাস ঐ

মদনমোহন তর্কালঙ্কার—নিবাস কলিকাতা—ঠনঠনিয়া।

তারাচাঁদ তর্কবাগীশ—নিবাস কোন্নগর। ষড়দর্শন-দর্শক।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—নিবাস বহুড়া। ঐ।

নবকৃষ্ণ বিদ্যাবাচস্পতি—নিবাস কোন্নগর। ঐ।

বৈদ্যনাথ ন্যায়ালঙ্কার—নিবাস বাঁকুড়া সোনামুখী গ্রাম। ইনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাভাগবতবেত্তা।

রামগোপাল তর্কপঞ্চানন—নিবাস শ্রীরামপুর। ইনি তর্কশাস্ত্রবেত্তা।

ঈশ্বরচন্দ্র তর্কভূষণ—নিবাস কোলা। ইনি শিক্ষাকল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষবেত্তা।

রামচরণ তর্কপঞ্চানন—নিবাস সালিখা। ইনি বিজ্ঞবর, শ্রুতিধর, গুণগ্রাহক গুণাকর।

দুর্গাপ্রসাদ বিদ্যাবাচস্পতি—নিবাস শিবপুর। ইনি ন্যায়, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, নানা অভিধান, প্রাচীন স্মৃতি ও নানা যজ্ঞপ্রকরণবেত্তা।

রাধামোহন বিদ্যালঙ্কার—নিবাস বর্দ্ধমান। ইনি ব্যাকরণ, অভিধান ভাট্ট, নাটক, স্মৃতি, পুরাণ, জ্যোতিষ, ন্যায়, দর্শনবেত্তা, এবং বর্দ্ধমানের মহারাজের রাজসভার পণ্ডিতাধ্যক্ষ।

হরিনাথ ন্যায়ভূষণ—নিবাস শিবপুর। ইনি পণ্ডিতচূড়ামণি, ন্যায়, অলঙ্কার, স্মৃতিসংহিতা, গীতা, প্রভৃতি শাস্ত্র সকল ইহাঁর কণ্ঠস্থিত।

মধুসূদন তর্কবাগীশ—নিবাস সালিখা। ঐ।

ঈশানচন্দ্র তর্কচূড়ামণি—নিবাস কোদালিয়া। ইনি পণ্ডিতচূড়ামণি, ন্যায়, অলঙ্কার, স্মৃতিসংহিতা, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রসকল ইঁহার কণ্ঠস্থিত।

গৌরীশঙ্কর তর্কসিদ্ধান্ত—নিবাস বলাগড়। ঐ ঐ

ইনি বুধতুল্য পণ্ডিত বিশারদ, নানাশাস্ত্রবিদগ্ধ।

রামধন শিরোমণি—নিবাস খাটরা। ইনি বুধতুল্য পণ্ডিত, নানাশাস্ত্রবিশারদ।

বিশ্বেশ্বর বিদ্যালঙ্কার—নিবাস আঁটপুর। ঐ ঐ

পিতাম্বর চূড়ামণি—নিবাস মহিবাটী। ঐ ঐ

মধুসূদন তর্কালঙ্কার—নিবাস মিহরপুর। ঐ ঐ

রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত—নিবাস শিবপুর। ঐ ঐ

কৈলাসনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ—নিবাস শিবপুর। ঐ ঐ

লক্ষ্মণচরণ তর্কসিদ্ধান্ত—নিবাস ভবানীপুর। ঐ ঐ

রামগোপাল তর্কালঙ্কার—নিবাস ঝাপড়দহ। ঐ ঐ

ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণি—নিবাস বেগমপুর। ঐ ঐ

অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার—নিবাস জনাইবাক্সা। ইনি মহামহোপাধ্যায়, তর্কে পণ্ডিত।

হলধর তর্কচূড়ামণি—নিবাস ভাটপাড়া। ইনি মহামহোপাধ্যায়, ব্রহ্মঠাকুর মহাশয়, গৌরদেশের গুরু কল্পতরু।

রামরতন বিদ্যালঙ্কার—নিবাস কলিকাতা হোগলকুড়া। এই মহাশয়ের বয়ঃক্রম প্রায় শতবর্ষ হইয়াছিল, ইনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা মহোপাধ্যায়।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—নিবাস নারিকেলডাঙ্গা। ইনি সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিতচূড়ামণি গুণাকর, বিদ্যাধর, শাস্ত্রে শূলপাণি।

শ্যামাচরণ তর্কবাগীশ—নিবাস বংশবাটী। ইনি তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদক, মহামহোপাধ্যায়, নানাশাস্ত্রে পারদর্শী।

শ্রীধর ন্যায়রত্ন—নিবাস ইলছোবামোণ্ডলাই। ইনি বর্দ্ধমানের মহারাজার পণ্ডিত।

শ্রীনাথ বিদ্যাভূষণ—নিবাস মাহেশ। ইনি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, ও জ্যোতিষশাস্ত্রবেত্তা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কায়স্থ সম্বন্ধীয় অগ্নিপুরাণোক্ত বচনের প্রকৃত অর্থ নির্ণয়।

বঙ্গদেশস্থ আর্য্য কায়স্থ ক্ষত্রিয়কে আদিম শূদ্রবংশজ প্রমাণ করণার্থ অনেকে অগ্নিপুরাণের বচন ব্যবহার করিয়াছেন। যথা;

আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ (১)।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়াজাতা উর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে॥
পাদাচ্ছূদ্রশ্চ সম্ভূতঃ ত্রিবর্ণস্য চ সেবকঃ।
হিমনামা সুতস্তস্য প্রদীপস্তস্যপুত্রকঃ॥
কায়স্থস্তস্য পুত্রোঽভূৎ বভূব লিপিকারকঃ।
কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বিখ্যাতা জগতীতলে॥
চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনঃ বিচিত্রশ্চ তথৈবচ।
চিত্রগুপ্তো গতঃস্বর্গে বিচিত্রো নাগসন্নিধৌ॥
চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শাস্ত্রঃ প্রচক্ষ্যতে। (২)
বসুর্ঘোষো গুহোমিত্রোদত্তঃ করণ এব চ॥
মৃত্যুঞ্জয়শ্চ সপ্তৈতে চিত্রসেনসুতা ভুবি।
করণস্য সুতাজাতা নাগোনাথশ্চ দাসকঃ॥
মৃত্যুঞ্জয়তনূদ্ভূতা দেবোসেনশ্চ পালিতঃ।
সিংহশ্চৈব তথাখ্যাতশ্চৈতে পদ্ধতিকারকাঃ॥
মৃত্যুঞ্জয়বংশসম্ভূতা নিত্যানন্দোনৃপেশ্বরঃ।
তস্যাপি বংশসংজাতাঃ সপ্তাশীতি প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

(১ সবেদকাঃ পাঠান্তরং।

(২) কোন কোন গ্রন্থে ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষ্যতে পাঠ আছে।

প্রথমে ব্রহ্মার মুখ হইতে সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় ও উরু হইতে বৈশ্য জন্মে। পদ হইতে ত্রিবর্ণের সেবক শূদ্র উৎপন্ন হয়, তাহার পুত্র হিম, তাহার পুত্র প্রদীপ।

অতীতকালে অর্থাৎ হিম ও প্রদীপের পূর্ব্বে তাহার অর্থাৎ ব্রহ্মার কায়স্থ-নামা এক পুত্র হন। ইনি লিপিকারক। কায়স্থের তিন পুত্র জগতীতলে বিখ্যাত; চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র। চিত্রগুপ্ত স্বর্গে, বিচিত্র নাগলোকে বসবাস করিলেন। চিত্রসেন পৃথিবীতে রহিলেন, এই হেতু শাস্ত্রে তাঁহাদের উল্লেখ আছে।

চিত্রসেনের পুত্র বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত করণ ও মৃত্যুঞ্জয়। করণের পুত্র নাগ, নাথ ও দাস। মৃত্যুঞ্জয়ের আত্মজ, দেব, সেন, পালিত, ও সিংহ। মৃত্যুঞ্জয়ের বংশোদ্ভব নিত্যানন্দ রাজার সন্তান অবশিষ্ট সপ্তাশীতি বংশ।

“ কায়স্থস্তস্যপুত্রোঽভূৎ” এই পদের “ তস্য ” শব্দ শূদ্রের পৌত্র প্রদীপের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করিয়া অনেকে ঐ মহাত্মাদিগকে শূদ্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (১)। কিন্তু ঐরূপ হইলে ঐ বচনের প্রথমতঃ পরাশরের বচনের সহিত বিরোধ হয়। পরাশর বলেন ব্রহ্মার পুত্র প্রদীপ ব্রহ্মার দক্ষিণ পদ, ও বাম পদ হইতে তাঁহার পত্নী উৎপন্ন হইয়া কায়স্থ হন। ঐ ব্রহ্মার পুত্র প্রদীপের পুত্র (বংশজ) চিত্রগুপ্ত, সেনী (চিত্রসেন) চিত্রাঙ্গদ (বিচিত্র)।

দ্বিতীয়ত, আচারনির্ণয় তন্ত্রের সহিত বিরোধ জন্মিতেছে। তাহাতে বিবৃত হইয়াছে কায়স্থ শূদ্র নহে, শূদ্রের পূজনীয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তুল্য, ব্রহ্মা হইতে উদ্ভূত।

তৃতীয়তঃ, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বিজ্ঞানতন্ত্র, ব্যোমসংহিতা আপস্তম্বশাখা, যমস্মৃতি প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম গ্রন্থের সহিত বিরোধ হইতেছে। ঐ সকল গ্রন্থে একবাক্যে কায়স্থ ক্ষত্রিয় ব্রহ্মকায় হইতে উদ্ভূত, শূদ্র নহে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে। অতএব “ চিত্রগুপ্ত শূদ্রের প্রপৌত্র ” অগ্নিপুরাণের

(১) জাতিমিত্র দ্বিতীয়ভাগ ও কায়স্থ সন্দোপসংহিতা, ও কায়স্থ-দীপিকা দেখ।

বচনের এইরূপ অর্থ করিলে অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থকে অবিশ্বাস করিতে হয়। তাহা কিরূপে সম্ভবে ?

প্রাচীন পণ্ডিতেরাও স্থির করিয়াছেন যে শাস্ত্রার্থের বিরোধ উপস্থিত হইলে যাহাতে এক বাক্যত্বে অর্থ হয় এরূপ অর্থ করা আবশ্যক, একবাক্যত্বে অর্থ হইতে না পারিলে অধিকাংশ শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহারই প্রামাণ্য হইবে। সমান প্রমাণ স্থলে ন্যায় যুক্তির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য ; যথা

সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন চেষ্যতে।
বিরোধেঽত্র বাক্যানাং প্রামাণ্যং তত্র ভূয়সাং।
তুল্যপ্রমাণসত্ত্বে তু ন্যায় এব প্রবর্ত্তকঃ ॥
স্মার্ত্তোদ্ধৃত মলমাসতত্ত্ব।

সুতরাং অগ্নিপুরাণ, কায়স্থ প্রদীপ অথবা চিত্রগুপ্ত প্রভৃতিকে শূদ্রবংশজ বলিয়াছেন, তর্কানুরোধে স্বীকার করিলেও কায়স্থ শূদ্র নহে, ক্ষত্রিয় ; এতৎ-সম্বন্ধে অধিকাংশ প্রমাণ থাকা স্থলে কেবল মাত্র এক অগ্নিপুরাণের বাক্য কখনই প্রামাণ্য হইতে পারে না।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় যে, যখন সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়াছেন ব্রহ্মকায়স্থ জাতিতে ক্ষত্রিয়, শূদ্রের পূজনীয়, তখন অগ্নিপুরাণ যে ঐ সকল গ্রন্থের অনৈক্যে কায়স্থকে শূদ্রবংশজ বলিবেন কখনই সম্ভব নহে। অতএব অগ্নিপুরাণের বাক্য অন্যান্য গ্রন্থের সহিত এক বাক্যত্বে অর্থ করিলে কখনই অন্যান্য গ্রন্থের সহিত বিরোধ হইতে পারে না।

"কায়স্থ স্তস্য পুত্রোঽভূৎ" এই পদের "তস্য" শব্দ (প্রথম পংক্তির) প্রজাপতির সর্ব্বনামপদ গণ্য করিলে আর কোন গ্রন্থের সহিতই বিরোধ থাকে না। সুতরাং কায়স্থ ব্রহ্মার পুত্র, শূদ্র প্রদীপের বংশ নহে, এইরূপ অর্থ হইবে।

অগ্নিপুরাণের উল্লিখিত বচনের "আদৌ" শব্দ দ্বারা প্রথমোৎপন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি ব্যক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত বর্ণত্রয় আর্য্য। সুতরাং প্রথম দুই পংক্তিতে আর্য্য বর্ণত্রয়ের পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে।

শূদ্র অনার্য্য ও ঐ বর্ণত্রয়ের সেবক। সুতরাং দ্বিতীয় দুই পংক্তি দ্বারা শূদ্রের উৎপত্তি, বৃত্তি ও বংশ-কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কায়স্থ প্রথমোৎপন্ন ঐ বর্ণ চতুষ্টয়ের পরে ব্রহ্মা হইতে উদ্ভূত ও স্বতন্ত্র সমাজবদ্ধ ছিলেন। সুতরাং পঞ্চম পংক্তি হইতে তাহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শূদ্রের পুত্র হিম ও পৌত্র প্রদীপের ভূতপূর্ব্ব অতীত কালে কায়স্থের উৎপত্তি হয়। এই নিমিত্ত গ্রন্থকার অতীত কাল নির্ণায়ক " অভূৎ " ক্রিয়া দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন যে কায়স্থ উহাদের বহু পূর্ব্বে স্বতন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। কায়স্থ শূদ্রের প্রপৌত্র প্রদীপের পুত্র, এইরূপ বলিবার অভিপ্রায় থাকিলে গ্রন্থকার " অভূৎ " ক্রিয়া ব্যবহার না করিয়া " কায়স্থ স্তস্য পুত্রকঃ বভূব লিপিকারকঃ " এইরূপ লিখিতেন।

" ইতি শাস্ত্রঃ প্রচক্ষ্যতে " এই পদের দ্বারা বিবৃত হইয়াছে যে কায়স্থ বর্ণ চতুষ্টয়ের পরে উদ্ভূত—এই হেতু তাহাদের বিষয় শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে অর্থাৎ ইহারা স্বতন্ত্ররূপে উৎপন্ন এই নিমিত্তই শাস্ত্রকারেরা ইহাদের বিষয় লইয়া এতাধিক আন্দোলন করিয়াছেন। অগ্নিপুরাণীয় উল্লিখিত বচনের এইরূপ অর্থ করিলে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিতই বিরোধ হয় না।

এক কূটতর্ক হইতে পারে, যে কায়স্থ প্রথমোৎপন্ন বর্ণ চতুষ্টয়ের পরে ব্রহ্মা হইতে উদ্ভূত স্বতন্ত্র সম্প্রদায়, এইরূপ হইলে আদিম বর্ণ চতুষ্টয়ের বর্ণনার পরেই কায়স্থের বিষয় বর্ণিত হইত। শূদ্র, শূদ্রের পুত্র ও পৌত্রের উল্লেখ করিয়া তৎপরে " তস্য " শব্দ প্রয়োগ হইত না।

তাহার উত্তর এই—প্রদীপ নামে দুই ব্যক্তি ছিলেন, একজন শূদ্রের পৌত্র ও অপর জন ব্রহ্মার পুত্র। ব্রহ্মার পুত্র দ্বিতীয় প্রদীপই কায়স্থ উপাধি প্রাপ্ত হন। ঐ দুই ব্যক্তি এক নহেন এ বিষয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য গ্রন্থকার শূদ্রবংশ কীর্ত্তন কালে প্রদীপ শূদ্রের পৌত্র,এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। এবং তৎপরে ব্রহ্মার পুত্র কায়স্থ উপাধিতে পরিচিত প্রদীপের উল্লেখ কালে " প্রদীপ " শব্দ ব্যবহার না করিয়া কেবল কায়স্থ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই নিমিত্ত শূদ্রবংশের বর্ণনা শেষ হইলেই " অভূৎ " ক্রিয়া দ্বারা এইরূপ

বুঝাইতেছে যে ব্রহ্মার পুত্র কায়স্থ প্রদীপ, শূদ্রপৌত্র প্রদীপের পূর্ব্বকালে (অতীতকালে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"কায়স্থ" শব্দ ব্যক্তি বাচক অথবা জাতিবাচক শব্দ নহে। উহা উপাধিবাচক শব্দ, উহার অর্থ উন্নত ব্রাহ্ম। প্রকৃত নামের পরিবর্ত্তে অনেক সময়ে উপাধি ব্যবহার হইয়া থাকে। সুতরাং অগ্নিপুরাণে কেবল কায়স্থ শব্দ ব্রহ্মার পুত্র প্রদীপের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বলা যাইতে পারে, কায়স্থ শূদ্রের বংশজ নহে, স্বতন্ত্র সম্প্রদায়, ব্রহ্মা হইতে উদ্ভূত বর্ণনার অভিপ্রায় থাকিলে পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় কায়স্থের বিষয় স্পষ্ট বর্ণনা না হইয়া কি জন্য এরূপ জটিল ভাবে বর্ণিত হইল। কিন্তু পাণ্ডিত্য প্রদর্শনার্থ পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে এরূপ রচনা-কৌশল ব্যবহার করিয়া থাকেন যে, তাহার নানা প্রকার অর্থ হয়। আবার সমস্ত গ্রন্থের এক বাক্যত্বে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম গৃহীত হইয়া থাকে। অতএব উহা কেবল রচনাকৌশল মাত্র।

অগ্নিপুরাণ ব্যতীত অন্যান্য পুরাণেও অনেক বিষয় এরূপ জটিলভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে তাহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা দুঃসাধ্য। ব্যাসকূটের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। ঐরূপ জটিল ভাবপূর্ণ পুরাণসমূহ তামস-পুরাণ বলিয়া বিখ্যাত।

তামস শব্দের অর্থ প্রমাদ, মোহ, ভয়, কান্তি, বিষাদ, শোক, অরাতি ও অনার্য্যতা। (১) তামস শব্দের অর্থ খল। (২) এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে খলতাবশতঃ তামসপুরাণের কোন কোন অংশ জটিলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং তদ্দ্বারা মনুষ্যসমাজ খলতাপূর্ণ হইয়া উঠিলে ইহার প্রতিবিধানের প্রয়োজন হয়। মানবগণ তামসপুরাণ পাঠ না করে এজন্য পুরাণ সকল ত্রিধা বিভক্ত হইয়া কোন্ পুরাণ পাঠ্য ও অপাঠ্য তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা, মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, (বায়ু) স্কন্দ ও অগ্নি এই ছয়

---

(১) ইতি অশ্বমেধিক পর্ব্ব।

(২) মেদিনি।

খানি পুরাণ তামস। বিষ্ণু, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ এই ছয়খানি সাত্ত্বিক; ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্ম এই ছয় খানি রাজসিক পুরাণ (১)। সাত্ত্বিকপুরাণ পাঠে মোক্ষ, রাজসপুরাণ পাঠে স্বর্গ ও তামসপুরাণ পাঠে নিরয়প্রাপ্ত হইতে হইবে, শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (২)। এইরূপ কঠোর শাসন প্রয়োগ হইলে তামসপুরাণ আর আদৃত হইল না। সুতরাং মানব সমাজে পুনরায় শান্তি ও সৌহার্দ্দ্য স্থাপন হইয়াছিল।

তামসপুরাণ অনাদৃত হইলে ক্রমে ক্রমে তাহা লোপ হইবার উপক্রম হইল। বহু আয়াসলব্ধ পুরাণ সকল একেবারে লোপ না হয়, এই নিমিত্ত পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং তাহার এক এক অংশ পুণ্যপ্রদ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন। অগ্নিপুরাণের ঈশান, কল্পবৃত্তান্ত, বশিষ্ঠ ও অনল উপাখ্যান অর্থাৎ দশ সহস্র শ্লোক পাঠ ও শ্রবণ করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (৩)। অগ্নিপুরাণ ১৫৪০০ শ্লোকে

---

(১) তামসপুরাণানি, যথা।
মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং, শৈবং স্কন্দং তথৈবচ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি যথা।
সাত্ত্বিক পুরাণানি যথা।
বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভ দর্শনে॥
সাত্ত্বিকাণি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানিবৈ।
রাজস পুরাণানি যথা।
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈবচ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত॥
ইতি পাদ্মে উত্তরখণ্ডে।

(২) সাত্ত্বিকা মোক্ষদাঃ প্রোক্তা রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ।
তথৈব তামসা দেবি নিরয় প্রাপ্তিহেতবঃ॥

(৩) ব্রহ্মোবাচ। অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি তবাগ্নেয়পুরাণকং।
ঈশানকল্পবৃত্তান্তং বশিষ্ঠায়ানলোব্রবীৎ॥

সম্পূর্ণ (১)। সুতরাং জাতিমালা প্রভৃতি অন্যান্য অধ্যায়ের ৫৪০০ শ্লোক অপাঠ্য। উপরি লিখিত " আদৌ প্রজাপতের্জাতা " ইত্যাদি শ্লোক জাতিমালার অন্তর্গত, এ নিমিত্ত উহা অপাঠ্য।

কোন কোন পুস্তকে লিখিত আছে, " চিত্রগুপ্তো গতঃস্বর্গে বিচিত্রো নাগসন্নিধৌ ॥ চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ " ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষ্যতে। " কিন্তু " ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষ্যতে " পাঠের পরিবর্ত্তে " ইতি শাস্ত্রঃ প্রচক্ষ্যতে " পাঠান্তরও আছে। অতএব দুই প্রকার পাঠের মধ্যে এক প্রকার পাঠ যে কৃত্রিম ও কারণবশতঃ রূপান্তরিত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

" ইতি " শব্দের অর্থ এই হেতু, এই প্রকারে, এই নিমিত্ত (২)। " প্রচক্ষ্যতে " শব্দের অর্থ কথিত। " ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষ্যতে " পদের অর্থ এই হেতু শূদ্র বলিয়া কথিত। অতএব কায়স্থ ও চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি তিন ভ্রাতা শূদ্র বংশজাত হইলে তাহারা শূদ্রের পৌত্র প্রদীপের বংশজাত শূদ্র ছিলেন। সুতরাং " এই হেতু কথিত " এরূপ পদ ব্যবহার করিবার কোন আবশ্যক ছিল না।

" ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষ্যতে " এই পদ দ্বারা স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি কায়স্থগণ প্রকৃতার্থে শূদ্র নহে, তাহারা কোন কারণবশতঃ শূদ্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু কি কারণবশতঃ উহারা যে শূদ্র বলিয়া আখ্যাত তাহা লিখিত হয় নাই। সুতরাং কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া একেবারে " এই হেতু শূর্দ্র কথিত " এইরূপ পদ ব্যবহার করিলে লেখকের প্রতি দোষারোপ হয়।

তৎপদ দশ সাহস্রং নাম্নাং চরিতমস্তু তং।
পঠতাং শৃণ্বতাঞ্চৈব সর্ব্বপাপহরং নৃণাং॥
নারদীয় পুরাণ চতুর্থপাদে।

(১) শ্রীভাগবতীয় দ্বাদশ স্কন্ধ দেখ।

(২) ইতি হেতু প্রকরণং প্রকাশাদি নিমিত্তেষু।
ইত্যমর।

যদি বলা যায় চিত্রগুপ্ত স্বর্গে ও বিচিত্র পাতালে গমন করিলেন, চিত্রসেন পৃথিবীতে অবস্থিতি করিলেন—এই নিমিত্ত তিনি শূদ্র বলিয়া আখ্যাত হইলেন। এরূপ বলিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কায়স্থ শূদ্র নহে, চিত্রসেন পৃথিবীতে রহিলেন এই হেতু কেবল তিনিই শূদ্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন মাত্র। কিন্তু পৃথিবীতে থাকিলেই যে শূদ্র হইতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। যখন অন্যান্য বর্ণ পৃথিবীতে থাকা হেতু শূদ্র বলিয়া আখ্যাত হয় নাই তখন কায়স্থ সম্বন্ধে ঐরূপ হওয়া কখনই সম্ভব নহে।

চিত্রসেন পৃথিবীতে থাকা হেতু শূদ্র বলিয়া কথিত—এইরূপ গণ্য করিলে উহা বিষ্ণুপুরাণের সহিত অনৈক্য হইতেছে। বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে চিত্রসেন ও বিচিত্রাদি ক্ষত্রিয়। যথা,

"চিত্রসেন বিচিত্রাদ্যা ভবিষ্যন্তি মহীক্ষিতঃ।" সুতরাং এই হেতু শূদ্র বলিয়া আখ্যাত এরূপ পাঠ কখনই হইতে পারে না।

"ইতি শাস্ত্রঃ প্রচক্ষ্যতে" পাঠই যে প্রকৃত তাহা কায়স্থ বিদ্বেষী জাতিমিত্র প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। জাতিমিত্র দ্বিতীয় ভাগ ৫৬ পৃষ্ঠার টীকা দেখ। যাহা হউক "ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষ্যতে" পাঠ প্রকৃত পাঠ নহে, "ইতি শাস্ত্রঃ" পাঠই প্রকৃত।

কোন কোন পুস্তকে লিখিত আছে "আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সবেদকাঃ" এবং কোন স্থলে "মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ" পাঠ আছে। বেদ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য ও পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। যথা—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূতদস্যযদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥

ইতি শ্রুতি।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
পাদোরুবক্ষস্থলতঃ মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণং।

বভূবুর্ব্রাহ্মণো বক্ত্রাদন্যা ব্রাহ্মণ জাতয়ঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সবেদকাঃ।

পরাশর।

ব্রাহ্মণবর্ণ সস্ত্রীক উৎপন্ন হইয়াছে, আধুনিক জাতিমালা ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থই বলে না। সুতরাং "সদারকাঃ" পাঠ শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের বিপরীত হইতেছে। বেদ ব্রাহ্মণের বৃত্তি। অতএব ব্রাহ্মণ বেদ সহ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন (সবেদকাঃ) এই পাঠই প্রকৃত, সদারকা পাঠ প্রকৃত নহে।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কায়স্থ প্রথমতঃ বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক উন্নত ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন করেন, এই নিমিত্ত তাহারা বেদাচারী ব্রাহ্মণের বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত প্রতীত হয় যে বিদ্বেষবশতঃ স্থান বিশেষে ব্রাহ্মণগণ আপনাদের বর্ণসঙ্করত্ব লোপকরণার্থে ও কায়স্থকে শূদ্র বলাইবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়া থাকিবেন। তামসপুরাণ এক প্রকার অপাঠ্য ছিল, সুতরাং তাহার রচনা ও ভাবের কোন অংশের কোন পরিবর্ত্তন করিলে কেহই লক্ষ্য করিত না। এতৎপ্রযুক্ত "মুখাদ্বিপ্রাঃ সবেদকাঃ" এই পাঠের পরিবর্ত্তে "মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ" ও "ইতি শাস্ত্র" পাঠের পরিবর্ত্তে "ইতি শূদ্রঃ" লিখিত হইয়াছে।

কালক্রমে কায়স্থগণ ভোগবিলাসী ও সুখাভিলাষী হইয়া আপনাদের মূলতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছিলেন। রামানন্দ শর্ম্মা কারিকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া কায়স্থের শূদ্র আখ্যা বলবতী রাখিবার ও ব্রাহ্মণের বর্ণসঙ্করত্ব অপবাদ দূর করনাভিপ্রায়ে "সবেদকাঃ" পরিবর্ত্তে "সদারকাঃ" ও "ইতি শাস্ত্রঃ" পরিবর্ত্তে "ইতি শূদ্রঃ" এইরূপ পাঠবিশিষ্ট পুস্তকের উপর নির্ভর করিয়া কারিকা প্রস্তুত করিলেন। তাহার অবিকল পাঠ শব্দকল্পদ্রুমেও উদ্ধৃত হইয়াছে। অগ্নিপুরাণ প্রকৃতার্থে কায়স্থকে শূদ্রবংশজ বলিয়া ব্যক্ত করেন নাই, বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তির পরে কায়স্থ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এইরূপ বিবৃত হইয়াছে।

ঘটক কারিকাখণ্ডন।

বঙ্গীয় কুলীন ও মৌলিক কায়স্থদিগের ঘটক রামানন্দ শর্ম্মা পরিবর্ত্তিত পাঠ সম্পন্ন অগ্নিপুরাণকে আদর্শ করিয়া কারিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার কারিকাতে কায়স্থদিগকে চিত্রগুপ্তের বংশজাত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে চিত্রগুপ্ত শূদ্র নহেন, ক্ষত্রিয়, এবং "চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শাস্ত্রঃ প্রচক্ষ্যতে" এই পাঠই প্রকৃত, "ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষ্যতে" এই পাঠ প্রকৃত নহে। সুতরাং বঙ্গীয় ঘটক কারিকার লিখনানুসারে কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের বংশজ ক্ষত্রিয় প্রতীয়মান হইতেছেন।

কায়স্থ যে কাহার পুত্র বা বংশ তাহা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কারিকায় বর্ণিত হয় নাই। কায়স্থের বিষয় বর্ণন করণার্থ "অথ শূদ্রস্য পরিচয়ঃ" এইরূপে তিনি বর্ণনীয় বিষয় আরম্ভ করিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত আর কিছুই বলেন নাই। কারিকাকারক যখন কায়স্থদিগের বংশাবলী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন মূল পুরুষ হইতে বর্ণনা করাই তাঁহার পক্ষে উচিত ছিল। যাহাহউক "অথ শূদ্রস্য পরিচয়ঃ" এই পদের দ্বারা ঐ কায়স্থগণ প্রকৃতার্থে আদিম শূদ্রবংশজাত অথবা আচারভ্রষ্ট শূদ্রত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়বংশজাত, তাহা নিশ্চয় হইতে পারে না। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই কায়স্থগণ কাহার বংশজ, তাহা ঐ কারিকাকারক অবগত ছিলেন না। স্মার্ত্তবাগীশের ডিক্রী অনুসারে ব্রহ্মকায়স্থগণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত, কালক্রমে শূদ্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। সুতরাং কারিকাকারক মূল অনুসন্ধান না করিয়া ঐ প্রবাদের উপর নির্ভর পূর্ব্বক কুলীন ও মৌলিক কায়স্থদিগের পরিচয় বর্ণনার্থ "অর্থ শূদ্রস্য পরিচয়ঃ" বলিয়া প্রস্তাবিত বিষয় আরম্ভ করিয়াছেন।

এই কারিকাকারক কায়স্থগণের বঙ্গাগমনের বেশ ও তাহাদের পরিচয় যে সকল শব্দদ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তাহারা ক্ষত্রিয় রাজবংশজ প্রমাণিত হইয়াছে। (১) এই কারিকায় মৌলিক কায়স্থ সম্বন্ধে বিবৃত

---

(১) প্রথমভাগ কায়স্থপুরাণ ১০৬—১১০ পৃঃ

হইয়াছে "গৌড়েঽষ্টৌ কীর্ত্তিমন্তশ্চিরবসতি কৃত্বা মৌলিকাঃ" অর্থাৎ মৌলিকেরা গৌড়দেশের বাসেন্দা। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত হইয়াছে দেশের নাম অনুসারে চিত্রগুপ্তের বংশধর কায়স্থগণের গৌড়া ইত্যাদি সংজ্ঞা হইয়াছে, যথা—

চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্ কথয়ামি তে।
* * গৌরাঃ * * ॥

পরাশরও ঐরূপ বলিয়াছেন, যথা—

চিত্রগুপ্তো বসেৎস্বর্গে চিত্রাঙ্গো নাগসন্নিধৌ।
শ্রেণীচ মর্ত্তলোকে বৈ ক্রমাদ্দেশান্তরং গতঃ॥
* * গৌড়ে * দেশকে।
এতেষাঞ্চ সুতাঃ যে যে তেঽপি তদ্দেশসংজ্ঞকাঃ॥

অতএব চিত্রগুপ্তের বংশজাত কায়স্থই যে গৌড়দেশের চিরাধিবাসী গৌরকায়স্থ তাহা দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, চিত্রগুপ্তের বংশজ, তবে কারণবশতঃ তাহারা শূদ্রাখ্যায় পরিচিত হইলে কারিকাকারক তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন মাত্র। ফলিতার্থে তাহারা আদিম শূদ্রবংশ বিবেচনায় কারিকায় শূদ্র বলিয়া বর্ণিত হয় নাই।

দেবীবর রাঢ়শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মেলস্থাপক। তিনি ব্রাহ্মণদিগের বিষয় বর্ণনা করণ সময়ে আনুসঙ্গিকরূপে কথঞ্চিৎ অত্রদেশীয় কুলীনকায়স্থদিগের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি স্বেচ্ছাচারিতা ব্যবহার করিয়া অনেক ব্রাহ্মণকেও অকারণ হীন বলিয়াছেন। তিনি প্রভাকরের বংশকে কুলশূন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, যথা—

"ডেকে বলে দেবীবর নিষ্কুল প্রভাকর।"

প্রভাকরও যখন দেখিলেন যে দেবীবর অকারণ আপন গ্রন্থে এইরূপ লিখিলেন তখন তিনি তাহাকেও নির্ব্বংশ হও বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। যথা—

"ডেকে বলে প্রভাকর নির্ব্বংশ দেবীবর।"

যখন অনেক ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে দেবীবর খড়্গহস্ত, তখন কায়স্থের ভাগ্যে তাহার লেখনি যে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্মার্ত্তবাগীশের ডিক্রীর বিরুদ্ধে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বা আচারহীন শূদ্রত্ব-প্রাপ্ত-ক্ষত্রিয় বলিবেন তাহা কখনই সম্ভব নহে। তথাচ দেখা আবশ্যক তাহার বর্ণিত অবস্থা দ্বারা কতদূর নিশ্চয় হইতে পারে।

কুলীন ও মৌলিক কায়স্থদিগের বিষয় দেবীবর কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। তিনি যে কেবল শ্রুত কথার উপর নির্ভর করিয়া কারিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার স্বীয় লেখনীর দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। লিখিত হইয়াছে "শুনিয়াছি" শ্রীহর্ষ মুনির দাস এই বিরাট নামা গুহ, কাশ্যপ-গোত্রীয়। যথা—

ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ॥

"স্মৃত" শব্দের অর্থ শ্রুত বা কথিত।

দেবীবর পঞ্চ কায়স্থের নাম ও গোত্র ব্যক্ত করণার্থ এইরূপ ভূমিকা করিয়াছেন, যথা—

যুষ্মাকং গোত্রমাখ্যা চ কিমর্থং বা দ্বিজৈঃ সহ।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূত ভো শূদ্রপুঙ্গবাঃ॥

অর্থাৎ হে শূদ্রশ্রেষ্ঠগণ! আপনাদের নাম ও গোত্র কি, এবং কি জন্যই বা ব্রাহ্মণগণের সহিত আগমন করিয়াছেন? এই পদগুলি মহারাজ আদিশূরের মুখনিঃসৃত প্রশ্নসূচক বাক্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তৎপরে লিখিত হইয়াছে এতচ্ছ্রবণে তাহারা স্ব স্ব নাম ও গোত্র বলিলেন; যথা—

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা কথয়ন্ গোত্রনামকে।

অতএব "শুনিয়াছি শ্রীহর্ষের দাস বিরাট গুহ আমি কাশ্যপ গোত্র" এইরূপ পদ কি প্রকারে ব্যবহার হইতে পারে? গুহ কি আপন নাম ও গোত্র জানিতেন না?

দেবীবর বসু, ঘোষ, গুহ মিত্র এই চারি জনের পরিচয় এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

রাজার বাক্য শ্রবণে তাহারা স্ব স্ব নাম ও গোত্র বলিলেন। কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষমহামতির দাস গৌতম-গোত্রীয় দশরথ বসু। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের দাস সৌকালিন গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ। শুনিয়াছি, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষের দাস আমি বিরাট নামাগুহ, আমার কাশ্যপ গোত্র। সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভ মুনির দাস মিত্রবংশোদ্ভূত বিশ্বামিত্র গোত্রীয় কালিদাস এই হেতু শূদ্রবংশোদ্ভূত বলিয়া আখ্যাত। যথা—

ইতি রাজ্ঞোবচঃ শ্রুত্বা কথয়ন্ গোত্র নামকে।
কাশ্যপে বৈচ গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ॥
শাণ্ডিল্য গোত্রে সম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
সৌকালিনশ্চ দাসোঽয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ॥
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষোমুনিসত্তমঃ।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যোগুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ॥
সাবর্ণগোত্র নির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভ মুনিস্ত্বয়ম্।
তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ।
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ।

"ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ" এই বাক্যের অর্থ এই হেতু শূদ্রবংশোদ্ভূত বলিয়া আখ্যাত। অতএব উল্লিখিত বাক্যগুলির তাৎপর্য্য এই যে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র উপরোক্ত মুনি চতুষ্টয়ের দাস বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় তাহারা শূদ্রবংশোদ্ভূত বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন মাত্র। নচেৎ তাহারা শূদ্র বলিয়া আখ্যাত হইতেন না। দত্তের পরিচয়স্থলে দেবীবর দত্তকে ছান্দড় মুনির দাস ও "এই হেতু শূদ্রবংশোদ্ভূত বলিয়া খ্যাত" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন নাই। যথা—

বাৎস্য গোত্রেষু সম্ভূতশ্ছান্দড়শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ।
মৌদ্গল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে॥

অর্থাৎ বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড়মুনি, মৌদ্গল্য গোত্রীয় আমি

পুরুষোত্তম দত্ত ইহাদিগকে রক্ষাকরণার্থ আপনার আলয়ে আসিয়াছি।

দত্ত ছান্দড় মুনির দাস নহে। আদিশূরের প্রশ্নোত্তরে বসু প্রভৃতি পঞ্চজন স্ব স্ব পরিচয় দিতেছেন। তাহাদের মধ্যে যিনি যে মুনির দাস তিনি সেই মুনির নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া পরিচয় দিলে কোন ক্ষতি হইতে পারে না। কিন্তু দত্ত যখন ছান্দড় মুনির দাস নহে তখন তিনি স্বীয় পরিচয়স্থলে কিনিমিত্ত ছান্দড় মুনির নাম ও গোত্রের উল্লেখ করিয়া অনধিকারচর্চ্চা করিবেন ?

ইত্যগ্রে দেবীবর বর্ণনা করিয়াছেন যে আদিশূর ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় পঞ্চ শূদ্রকেও স্তব করিয়াছিলেন ; যথা—

এবঞ্চ ক্রিয়তে স্তোত্রং পৃষ্ট্বান্যাৎ শূদ্রপঞ্চকে।

সুতরাং তিনি যে দত্তকে শূদ্র বলেন নাই তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। অতএব তিনি প্রথমতঃ বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র ও দত্ত সম্বন্ধে "শূদ্র পঞ্চকে" দ্বিতীয়ত তাহাদের উদ্দেশ্যে "শূদ্র পুঙ্গবাঃ" তৃতীয়ত কেবল বসু ঘোষ, গুহ ও মিত্র সম্বন্ধে "ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ" বাক্য ব্যবহার করিয়া পরিশেষে দত্তের পরিচয় বিস্তারিত বর্ণনাস্থলে তাহাকে আর শূদ্র বলিলেন না ইহার কারণ কি ?

ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে দেবীবর কায়স্থদিগের বিষয় স্বয়ং কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। তিনি শ্রুত কথার উপর নির্ভর করিয়া কারিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অনেকে বল্লালসেনকেই আদিশূর বলিয়া বিশ্বাস করেন। বল্লালসেনের কৌলীন্য নিয়ম পুনঃ প্রচলিত করণ সময়ে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র এই চারি বংশ বিপ্রদাস বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং তাহাদের দাস উপাধি ঘোষিত হয়। দত্ত দাসত্ব স্বীকার করিলেন না। সুতরাং তিনি দাস বলিয়া পরিচিত হন নাই। বঙ্গের আদিমবাসী অনার্য্য ও বর্ণসঙ্কর জাতিগণ বিপ্রদাস উপাধির মর্ম্ম অবগত ছিলেন না। অতএব বিপ্রদাস উপাধি গ্রহণ করা হেতু অনার্য্যগণ বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্রকে শূদ্র বলিয়া আখ্যাত করে। ক্রমে ঐ খ্যাতি প্রবল হইয়া, তাঁহারা শূদ্র বলিয়া গণ্য হন। সুতরাং ক্রমে তাহারা ও তাহাদের বংশধরেরা শূদ্রবংশসম্ভূত

বলিয়া ঘোষিত হইলেন। এদিকে স্মার্ত্তবাগীশ সিদ্ধান্ত করিলেন কলিতে ক্ষত্রিয় নাই, বসু, ঘোষ প্রভৃতি বংশ সচ্ছূদ্র। সুতরাং দেবীবর জনাপবাদের উপর নির্ভর করিয়া এবং বল্লালসেনের সভায় যে সকল ঘটনা হইয়াছিল তাহা আদিশূরের সভায় সংঘটিত হইয়াছে—এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া আপন সংরচিত কারিকা স্থাপন পূর্ব্বক দত্তের পরিচয়স্থলে দাস ও শূদ্র শব্দ প্রয়োগ না করিয়া বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্রের পরিচয়স্থলে "ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশ-সমুদ্ভবঃ" বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব তিনি যে সকল বাক্য আদি-শূরের ও পঞ্চ কায়স্থের মুখ-নিঃসৃতস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা প্রকৃতার্থে আদিশূরের ও বসু, ঘোষ প্রভৃতির মুখনিঃসৃত বাক্য নহে। তাহা কেবল দেবীবরের স্বকপোলোত্থিত শব্দ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া লিপিবদ্ধ হই-য়াছে মাত্র।

আদিশূর কান্যকুব্জে যে পত্র লিখেন, তাহা কারিকায় এই সকল শব্দে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; যথা—

> সুকৃতসুকৃতসংস্থাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থদক্ষা
> লপিত হতবিপক্ষাঃ স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ।
> সুজিত সুগতবৃন্দে গৌড়রাজ্যে মদীয়ে
> দ্বিজকুলবরজাতাঃ সানুকম্প্যাঃ প্রয়ান্তু।

অর্থাৎ অনুগ্রহ পূর্ব্বক শাস্ত্রার্থে দক্ষ, বিপক্ষপরাজয়ে সমর্থ, শ্রুতিজ্ঞ দ্বিজকুলসম্ভূত দ্বিজ পাঠাইবেন।

অতএব এস্থলে দ্বিজ শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, ব্রাহ্মণ অথবা বিপ্র শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। দ্বিজ শব্দে কেবল ব্রাহ্মণকে বুঝাইতে পারে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝায়। সুতরাং প্রতীতি হয় যে আদিশূরের যজ্ঞে বিপক্ষ পরাজয়ে অর্থাৎ যজ্ঞের অনিষ্টকারী ব্রহ্মরাক্ষস নিরাশনে সক্ষম এবং বেদপারগ অর্থাৎ যজ্ঞকার্য্য সম্পূর্ন করণে ক্ষমবান্ এইরূপ দ্বিজের আবশ্যক হইয়াছিল।

উল্লিখিত বলবীর্য্যশালী দ্বিজের আবশ্যক হওয়ায় কনৌজাধিপতি দুই প্রকারের দ্বিজ প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা গোযানে আদিশূরের সভায় উপস্থিত হইলে রাজার অশ্রদ্ধা জন্মে। যথা—

গোযানারোহিতান্ বিপ্রান্ খড়্গাচর্ম্মাদিভিযুতান্।
পত্তিবেশান্ সমালোচ্য বিষাদো জায়তে হৃদি॥

দেবীবর আর এক স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন যে কয়েকজন ব্যক্তি অশ্বারোহী, অসিকবচধারী, তাহাদের কিছুমাত্র ব্রাহ্মণের চিহ্ন নাই দর্শন করিয়া আদিশূর "একি? একি?" বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। যথা—

অসিকবচধনুংষি প্রাদধন্তঃ কয়েতে
প্রবলতুরগরূঢ়া অস্ত্রশস্ত্রৌঘবন্তঃ।
নহি ধরণিসুরাণাং কিঞ্চিদাসাদ্য চিহ্নং
কিমিতি কিমিতি কৃত্বা গচ্ছদন্তঃপুরং সঃ॥

ব্রাহ্মণ যে কোন বেশ ধারণ করুন না কেন, তাঁহার চিহ্ন ললাটবিরাজিত তিলক। ফোঁটা দ্বারাই ব্রাহ্মণকে চেনা যায়। প্রবাদ এই যে "জানা ব্রাহ্মণের ফোঁটার দরকার কি?" অতএব যখন এই অশ্বারোহী কয়েকজনের ব্রাহ্মণের চিহ্ন ছিল না তখন ঐ বচন কায়স্থ ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে হইতেছে। সুতরাং ব্রাহ্মণদিগকে পত্তিবেশে গোযানে দর্শনপূর্ব্বক আদিশূরের বিষাদ জন্মিয়াছিল এবং কায়স্থ কয়েকজনকে বীর বেশে দর্শন করিয়া তিনি ভয়ে অন্তঃপুর গমন করেন।

দেবীবর আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে আদিশূরের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে ব্রাহ্মণেরা অবগত হইয়া নির্ম্মাল্য মল্লকাষ্ঠের উপর রাখিলেন; যথা—

অশ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞ ইতি জ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমাঃ।
আশীর্ব্বাদার্থনির্ম্মাল্যং মল্লকাষ্ঠোপরিস্থিতং॥ ইত্যাদি।

এস্থলে "দ্বিজোত্তমাঃ" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দ্বিজ না থাকিলে দ্বিজোত্তমা শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজ, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্ব্ব দ্বিজ অপেক্ষা উত্তম। অতএব আদিশূরের সভায় যে সকল দ্বিজ আগমন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ব্রাহ্মণগণ মল্লকাষ্ঠোপরি নির্ম্মাল্য রাখিলেন; এই জন্য "দ্বিজোত্তমাঃ" শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। যখন দেবীবরের রচনা দ্বারা প্রকাশ হয় যে আদিশূরের যজ্ঞে যজ্ঞানিষ্টকারী নিরশনে সমর্থ ও যজ্ঞ নিষ্পন্ন করণে ক্ষমবান্ এই প্রকার দ্বিজের প্রয়োজন হই-

য়াছিল, যখন ব্রাহ্মণগণ গোযানে আগমন করা হেতু রাজা বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে, যখন লিখিত হইয়াছে ব্রাহ্মণের চিহ্ন নাই—এরূপ কয়েকজনকে অশ্বারোহণে দর্শন করিয়া রাজা সভয়ে অন্তঃপুরে গমন করিলেন, যখন বিবৃত হইয়াছে দ্বিজোত্তমরা নির্ম্মাল্য মল্লকাষ্ঠোপরি স্থাপন করিলেন, তখন আদিশূরের যজ্ঞে যে দুই প্রকার দ্বিজ আগমন করিয়াছিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। আদিশূরের যজ্ঞে প্রধানতঃ পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আগমন করিয়াছিলেন। সুতরাং দেবীবরের রচনার ভাবে বসু প্রভৃতি পঞ্চ জন দ্বিজ ও পঞ্চ ব্রাহ্মণ "দ্বিজোত্তমাঃ" এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। আদিশূরের যজ্ঞে যে দশ জন দ্বিজ আসিয়াছিলেন, তাহা কবিভট্ট শালিবাহনধৃত বচনেও প্রকাশ আছে ; যথা—

গৌড়েশ্বরো মহারাজো রাজসূয়মনুষ্ঠিতং।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ॥

অতএব দেবীবরের বচনের ভাব এই বচন সহ সম্পূর্ণ ঐক্য হইতেছে।

তৎপরে লিখিত হইয়াছে।

তদা কাষ্ঠং সজীবং স্যাৎ ফলপল্লবসংযুতং।
ইতি দৃষ্ট্বা নৃপস্তস্মিন্ কম্পান্বিতকলেবরঃ॥

অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ নির্ম্মাল্য মল্লকাষ্ঠোপরি রাখিলে ঐ কাষ্ঠ সজীব হইয়া ফল ও পুষ্প-সংযুক্ত হইল। এতদ্দর্শনে রাজার শরীর কাঁপিতে লাগিল। তদনন্তর লিখিত হইয়াছে, রাজা তাহাদিগকে নানাবিধ স্তবস্তুতি করিয়া আসন ও পাদ্য আনিয়া বিনয় সহকারে প্রদান করিলেন ; যথা—

স্তোত্রঞ্চ বহুধা তেষা মকরোৎ স নৃপোত্তমঃ।
আসনং পাদ্যমানীয় দদৌ বিনয়পূর্ব্বকং॥

আদিশূর স্তবস্তুতি করিয়া আসন ও পাদ্য আনিয়া বিনয় পূর্ব্বক প্রদান করিলে পঞ্চজন দ্বিজ ও পঞ্চ শূদ্র তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন ; ও রাজা তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, যথা—

উপবিষ্টা দ্বিজাঃ পঞ্চ তথা চ শূদ্রপঞ্চকাঃ।
রাজং স্তে কুশলং সর্ব্বং প্রোচুশ্চেত্যবদৎ স তান্।

এস্থলে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, শূদ্র জাতি ত্রিবর্ণের সেবা করিবে ও দ্বিজাতিরা তাহাদিগকে পরিধানার্থ শীর্ণ বসন প্রদান করিবেন (১)। দেবীবর লিখিয়াছেন, বসু ঘোষ প্রভৃতি চারি জন শ্রীহর্ষ প্রভৃতি চারি জনের দাস। আদিশূর একজন প্রধান রাজা, আধুনিক উন্নতিশালী বৈদ্য অম্বষ্ঠের জ্ঞাতি। তিনি যে ঐ পরিচারক দাসকে এতাধিক বিনয় সহকারে স্তবস্তুতি করিয়া আসন ও পাদ্য (পাদপ্রক্ষালনার্থ জল) স্বহস্তে আনিয়া দিলেন এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণের সমতুল্যভাবে তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন, ইহা সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধ। এক্ষণেও দেখা যাইতেছে সভাস্থলে পরিচারক দাস আপন প্রভুর সম্মুখে আসনে উপবিষ্ট হইতে পারে না, সে ভর্ত্তা হইতে অনেক দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া কেবল স্বামীর অনুমতি প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। যাহারা প্রাচীন সম্ভ্রান্ত কুলসম্ভূত লোক তাহারা বিশেষমতে এই বিষয় অবগত আছেন। অতএব ব্রাহ্মণের পঞ্চ পরিচারক দাস যে রাজপ্রদত্ত আসনে ব্রাহ্মণদিগের সমতুল্যভাবে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মনসদৃশ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইল, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে বসু ঘোষ প্রভৃতি পঞ্চ কায়স্থ শ্রীহর্ষ প্রভৃতির পরিচারক দাস বা শূদ্র ছিলেন না। তাঁহারা ক্ষমতায় ও মর্য্যাদায় পঞ্চ ব্রাহ্মণের সমতুল্য ছিলেন। এই জন্যই তাঁহাদের কুলীননির্ণায়ক নবগুণ ও ব্রাহ্মণের কুলীন-নির্ণায়ক নবগুণ সমান।

আদিশূর, বসু ঘোষ প্রভৃতিকে এইরূপে স্তব করিয়াছিলেন "অদ্য আমার জন্ম সফল হইল, আমিই জীবিতগণের মধ্যে সুজীবিত, আপনারা যখন আগমন করিয়াছেন, তখন আমার জাতি অর্থাৎ বৈদ্য অম্বষ্ঠ জাতি ও আমার বাটী পবিত্র হইল। এইরূপ স্তব করিয়া পঞ্চশূদ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে হে শূদ্রশ্রেষ্ঠগণ, আপনাদের নাম ও গোত্র কি? কি জন্যই বা আপনারা ব্রাহ্মণগণের সহিত আগমন করিয়াছেন। এই বিষয় আমার শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে, আপনারা বলুন।" যথা ;—

(১) অবাষ্যাণি বিশীর্ণানি বসনানি দ্বিজাতিভিঃ।
শূদ্রায়ৈব প্রদেয়ানি তস্য ধর্ম্মধনং হি তৎ॥

অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং।
পূতঞ্চ ভবনং জাতং যুষ্মাকং গমনং যতঃ॥
এবঞ্চ ক্রিয়তে স্তোত্রং পৃষ্টান্যৎ শূদ্রপঞ্চকে।
যুষ্মাকং গোত্রমাখ্যা চ কিমর্থং বা দ্বিজৈঃ সহ।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রুত ভোঃ শূদ্রপুঙ্গবাঃ॥

জাতিমিত্র এই বচন উদ্ধৃত করিয়া অর্থ করিয়াছেন যে "ব্রাহ্মণগণের এই প্রকার স্তব করিয়া শূদ্রপঞ্চককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ইত্যাদি। (১) এতৎসম্বন্ধীয় সকল বচনই উদ্ধৃত হইয়াছে। এক্ষণে সকলেই বিবেচনা করিয়া দেখুন, আদিশূর কেবল ব্রাহ্মণের স্তব করিয়াছিলেন, শূদ্রের স্তব করেন নাই—তাহা কোন্ শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে? জাতিমিত্র অম্বষ্ঠবংশ কর্তৃক প্রকাশিত, সুতরাং এরূপ অর্থান্তর করা হইয়াছে। যাহা হউক বৈদ্য অম্বষ্ঠজাতি যে বসু, ঘোষ প্রভৃতি পঞ্চ কায়স্থের পদপ্রসাদে পবিত্র হইয়াছে, তাহা আদিশূর স্বীকার করিয়াছেন।

দেবীবর যে সকল শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক পঞ্চ কায়স্থের বিবরণ বর্ণন করিয়াছেন তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে বসু, ঘোষ প্রভৃতি পঞ্চ কায়স্থ শ্রীহর্ষ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণের সমতুল্য ছিলেন। কালক্রমে তাহারা শূদ্র বলিয়া সংস্কারবদ্ধ হইলে কারিকাকারকগণ তাহাদের উদ্দেশে "শূদ্রপঞ্চকাঃ," শূদ্রপুঙ্গবাঃ, ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভূতঃ, গণ শূদ্রস্য পরিচয়ঃ" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ঘটককারিকা জনাপবাদ হেতু ঐ কায়স্থদিগকে শূদ্র বলিয়া লিপিবদ্ধ করিলে তাহা কখনই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইতে পারে না। কিন্তু যখন কারিকায় লিখিত আভ্যন্তরীণ অবস্থা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে তাহারা পঞ্চ ব্রাহ্মণের সমতুল্য ও ক্ষত্রিয়, তখন ঐ সকল গ্রন্থ কখনই যে পুরাণাদি শাস্ত্রের বিরুদ্ধ নহে, তাহা অবশ্য বলিতে হইবে। তবে কায়স্থগণ কালক্রমে শূদ্র বলিয়া আখ্যাত হন—এইজন্য কারিকার স্থানে স্থানে তাহাদের উদ্দেশে "শূদ্র শব্দ" প্রয়োগ হইয়াছে মাত্র।

---

(১) জাতিমিত্র দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ ৫৮।

কায়স্থ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কি না—এই বিষয় প্রতিপাদন।

মনুস্মৃতিতে বিবৃত হইয়াছে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ, দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়, চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বৈশ্য সাবিত্রী সংস্কার প্রাপ্ত অর্থাৎ উপনীত না হইলে সাবিত্রীপতিত ব্রাত্য হইয়া আর্য্যসমাজে নিন্দনীয় হইবে ; যথা—

আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতের্বিশঃ॥
অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োপ্যেতে যথা কালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্যবিগর্হিতাঃ॥

সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ হইতে শ্রুতি এবং শ্রুতি হইতে মনুস্মৃতি হইয়াছে।

মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে, সত্যযুগে সনাতনধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদানুসারে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত না, সকলেই একাচার এবং আশ্রম, ক্রিয়া, মন্ত্র ও বিধিসম্পন্ন এক দেবানুরক্ত ও সমানকর্ম্মবিশিষ্ট ছিলেন। দ্বাপরযুগে বেদ চারি ভাগে এবং ক্রিয়াকলাপও বহুধা বিভক্ত হইয়াছে। (১)

বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, বৈবস্বত মনুর কল্পে যে সমুদয় দ্বাপরযুগ হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক দ্বাপরযুগেই বেদ চারি ভাগে বিভক্ত হইলে তাহা হইতে সংহিতা, স্মৃতি, পুরাণ, উপনিষদ, নিরুক্ত প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণীত ও জাতিভেদ প্রচলিত হইয়াছে (২)। বৈবস্বত মনুর কল্পই জলপ্লাবনের (Flood) কল্প। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে জলপ্লাবনের পর যে দ্বাপরযুগ হইয়াছে তাহার বিষয়ই মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, নিগম হইতে আগম, আগম হইতে জামল, জামল হইতে বেদ, বেদ হইতে আদিস্মৃতি, (বৃহৎ মনুস্মৃতি,) ঐ স্মৃতি হইতে পুরাণ এবং পুরাণ হইতে ইতিহাস প্রণীত হইয়াছে ; যথা—

---

(১) বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদিত মহাভারত বনপর্ব্ব ৩৫১—৩৫২ পৃঃ।

(২) রামসেবক ভট্টাচার্য্যের অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ ২৩৪—২৪৪ পৃঃ।

নিগমাদাগমো জাত আগমাদ্ যামলোদ্ভবঃ।
যামলাদ্বেদ উৎপন্নো বেদাৎ স্মৃত্যাদয়োঽপি চ॥
স্মৃত্যাদেশ্চ পুরাণানি পুরাণাদিতিহাসকাঃ।

নিগম শব্দের অর্থ নিবৃত্তিমার্গ। শাস্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে যজ্ঞ, দান, হোম প্রভৃতি দ্বারা যে পুণ্য লাভ হয়, তাহার ফলভোগের নিমিত্ত বারংবার জন্ম-পরিগ্রহ করিতে হইবে। নিবৃত্তিমার্গ অর্থাৎ কামনাবিহীন হইয়া এক সচ্চিদানন্দ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় মনঃসংযোগ না হইলে মোক্ষ লাভ হইবে না। সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনে সাবিত্রীসংস্কার প্রভৃতি ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই। অতএব প্রতীতি হয় যে যদ্দ্বারা সকলই এক—এইরূপ জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকে নিগম বলে।

আগম শব্দের অর্থ প্রশস্ত পথ বা নিয়ম। সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভে কৃত-কার্য্য হইতে পারে না। ঐরূপ লোকের হিতার্থ আগমের সৃষ্টি। ইহাতে দিব্যাচার, পশ্বাচার, বীরাচার প্রভৃতি উপাসনার পদ্ধতি, দেবসংস্থান, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্ম্ম, ধ্যান, যোগ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ প্রকটিত হইয়াছে। যথা—

সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং তথার্চ্চনা।
সাধনঞ্চৈব সর্ব্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ॥
ষট্‌কর্ম্ম সাধনঞ্চৈব ধ্যানযোগশ্চতুর্ব্বিধঃ॥

বারাহীতন্ত্রং।

আগমের আর এক নাম তন্ত্র।

নিগম ও আগম বিভিন্ন হইলে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ স্থাপন ও জাতিভেদের সূত্রপাত হয়। সুতরাং বর্ণভেদ, জ্যোতিষতত্ত্ব, ও যুগধর্ম্ম নির্ণয়পূর্ব্বক যাম-লের আবির্ভাব হইয়াছে; যথা—

সৃষ্টিশ্চ জ্যোতিষাখ্যানাং নিত্যকৃত্যপ্রদীপনং।
ক্রমসূত্রং বর্ণভেদো জাতিভেদস্তথৈব চ॥
যুগধর্ম্মশ্চ সংখ্যাতো যামলস্যাষ্টলক্ষণং।

বারাহীতন্ত্রম্।

নিগম, আগম ও যামলের সৃষ্টির পর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসংস্থাপন এবং ব্রাহ্ম

ণাদি বর্ণবিভাগের সূত্রপাত হয়। তখন বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্নবর্ণ সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রবল হইয়া উঠে। তাহাদের সামঞ্জস্য সাধন ও বিদ্বেষাপনোদন পূর্ব্বক শান্তি স্থাপনার্থ আগম, নিগম ও যামলের সারভূত কর্ম্মকাণ্ড সম্বলিত লক্ষমন্ত্রাত্মক বেদের উদ্ভব হয়।

মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে "প্রথম সত্যযুগের পরিমাণ চতুঃসহস্র বৎসর, উহার সন্ধ্যা চতুঃশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও সেইরূপ। ত্রেতাযুগের পরিমাণ ত্রিসহস্র বৎসর, সন্ধ্যা ত্রিশত বৎসর, এবং সন্ধ্যাংশও ঐরূপ। দ্বাপর-যুগের পরিমাণ দ্বিসহস্র বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে দ্বিশত বৎসর। কলি-যুগের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে একশত বৎসর (১)। ইহাকে মানুষী যুগসংখ্যা বলে। এইরূপ সহস্র মানুষযুগে ব্রহ্মার এক যুগ। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে বৈবস্বত মনুর কল্পে অর্থাৎ জলপ্লাবনের (Flood) পর সত্য ও ত্রেতাযুগের পরিমাণ ন্যূন সংখ্যায় ৮৪০০ বৎসর পরে সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদ ও ঐ বেদ চতুষ্টয় হইতে মনুস্মৃতির সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রতীতি হইতেছে এই বেদ চতুষ্টয়ের সৃষ্টির পূর্ব্বে ৮৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাত্য সম্বন্ধীয় বিধান প্রচলিত ছিল না।

নিগম, আগম ও যামলোক্ত কর্ম্মকাণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক বেদ চতুষ্টয় সংরচিত হইয়াছে। সুতরাং সকল বেদেই নিগম, আগম ও যামলোক্ত ধর্ম্ম গৃহীত হইয়াছে। বেদের সার মর্ম্ম সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করা (২)। পশ্বাচার ও বীরাচার দ্বারাই জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা মনের একাগ্রতা স্থাপন করিতে পারে। সুতরাং বেদে লিখিত হইয়াছে অগ্রে প্রতিমা পূজা দ্বারা মনের একাগ্রতা স্থাপন করা কর্ত্তব্য (৩)। তপ, জপ ও পুরশ্চরণ দ্বারা পুণ্য লাভ হয়। পৃথিবী, জল, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত দ্বারা সমস্ত পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে; সুতরাং উহাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং তজ্জন্য তিথি,

---

(১) প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদিত মহাভারত বনপর্ব্ব, পৃঃ ৪৪২।

(২) এই ভাগ নিগমোক্ত ধর্ম্ম।

(৩) এই ভাগ আগম অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম।

বার, যোগ ইত্যাদির বিধান বেদে বিধিবদ্ধ হইয়াছে (১)। এই জন্য সামবেদে লিখিত হইয়াছে পাষাণ, মণি ও মৃণ্ময় বিগ্রহের পূজা দ্বারা মনের একাগ্রতা স্থাপন করা কর্ত্তব্য ; মনের একাগ্রতা জন্মিলে কোন কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন নাই যথা—

পাষাণমণিমৃণ্ময়বিগ্রহেষু পূজাপুনর্ভোগকরী মুমুক্ষোঃ।
তস্মাদ্যতিঃ স্বহৃদয়ার্চ্চনমেব কুর্য্যাৎ বাহ্যার্চ্চনং পরিহরেদ পুনর্ভবায়॥
সামবেদ মৈত্রাণী শাখা।

ঋগ্বেদে ব্যক্ত হইয়াছে—

ক। এবেন্দ্রাগ্নী পপিবাংসা সংতস্য বিশ্বাস্মভ্যং সংজয়তং ধনানি।
তন্নো মিত্রো বরুণো মা মহন্তা মদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উতদ্যোঃ।
খ। এতৎ সোমস্য সূর্য্যস্য সর্ব্বং লিঙ্গং স্থাপয়তি পাণিমন্ত্রম্ পবিত্রম্।
তৈত্তিরীয়া।

যজুর্ব্বেদে বিবৃত হইয়াছে, যথা—

ক। অপঃ পরিষিঞ্চতি রুদ্রস্যাং তর্হিত্যৈ
ইতি নহি লিঙ্গাদ্যভাবে অপাং পরিষেকঃ সম্ভবতি চ।
যজুর্ব্বেদ হিরণ্যকেশীয় শাখা।

খ। যজুরপ্যাহ লিঙ্গং বৈ সর্ব্বাং স্থাপয়তীতি তৎ।
তস্মাৎ স্থাপ্যং মহালিঙ্গং পাণিমন্ত্রেতি মন্ত্রিতঃ।
পাণৌ লিঙ্গং বিনিক্ষিপ্য দীক্ষাকালে গুরুঃ শিবম্। ইত্যাদি—
নিরুক্তি। শঙ্করসংহিতা।

অথর্ব্ববেদে লিখিত হইয়াছে, যথা—

দূর্ব্বাঙ্কুরৈর্যজতি স বৈশ্রবণোপমোভবতি মহানদ্যাং
প্রতিমাসন্নিধৌ বা জপ্ত্বা সিদ্ধমন্ত্রো ভবতীতি। অথর্ব্বশীর্ষ।

বেদে দীক্ষার নিয়ম ব্যবস্থিত হইলেও কোন নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সাবিত্রী দীক্ষা গ্রহন না করিলে যে ব্রাত্য হইতে হইবে, তাহা কোন বেদেই বিধিবদ্ধ হয় নাই। বরং তদ্বিপরীত বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে চিত্তের একাগ্রতা

(১) এই ভাগ যামলোক্ত ধর্ম্ম।

জন্মিলে আর দীক্ষা প্রভৃতি কোন প্রকার কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন নাই; তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সনাতন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পালন করাই মোক্ষ ধর্ম্ম সাধন।

মনুষ্য প্রকৃতি নূতনপ্রিয়; সুতরাং সাম ঋক্ যজুঃ ও অথর্ব্ব বেদ সৃষ্ট হইলে মানবগণের মধ্যে অনেকে তদনুসারী কর্ম্মকাণ্ড গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ব্রাহ্মণগণ তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বেদেরই সমাজে আধিপত্য স্থাপন করিলেন।

অথর্ব্ববেদ রাজধর্ম্ম-নিয়ামক। অতএব প্রতীতি হয়, যে অথর্ব্ববেদের আবির্ভাব হইবার পরেই প্রজাশাসন-বিষয়ক দেওয়ানি ফৌজদারী কার্য্য-সংক্রান্ত বিধি সংবদ্ধ করণের প্রয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং মনু তৎসম্বন্ধে নানাবিধ আইন স্থাপন করেন। এই সময়ে মানবগণের মধ্যে কেহ বা প্রত্যক্ষ ও অনুমান অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ-জ্ঞান দ্বারা, কেহ বা যামল, কেহ বা তন্ত্র, কেহ বা সাম, কেহ বা ঋক্, কেহ বা যজুঃ, কেহ বা ত্রিবেদ, কেহ বা দ্বিবেদ, কেহ বা একবেদ, কেহ বা চতুর্ব্বেদ অনুসারে ধর্ম্মার্জ্জন করিতেছিলেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমান অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান ও বিবিধ তন্ত্রবিহিত কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মসিদ্ধ হইবার বিধি স্থাপন হইয়াছে। যথা—

প্রত্যক্ষঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মসিদ্ধিমভীপ্সতা॥

মনু, দ্বাদশ অধ্যায়।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে নিগমোক্ত কার্য্য দ্বারাই হউক, তন্ত্রোক্ত কার্য্য দ্বারাই হউক, বেদোক্ত কার্য্য দ্বারাই হউক, যিনি যে কর্ম্মকাণ্ডানুসারে চলিতেছেন, তাঁহার তদনুসারেই ধর্ম্মসিদ্ধি লাভ হইবে।

এই সময়ে অনেকে বেদত্যাগী ও নাস্তিক হইয়াছিলেন। সুতরাং মনু বেদবিহিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র আইন স্থাপন করিলেন। বেদের প্রবেশিকা স্বরূপই সাবিত্রী দীক্ষা। এই জন্য তিনি বেদাচারী ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের সম্বন্ধে বিধান করিলেন যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে, নচেৎ সাবিত্রীভ্রষ্ট ব্রাত্য অর্থাৎ নিন্দনীয় হইতে হইবে।

অনেকের ধারণা, ব্রাত্য হইলে পতিত হইয়া সমাজচ্যুত হইবে। কিন্তু মনুস্মৃতিতে বিবৃত হইয়াছে, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ও সংস্কারবিশিষ্ট ক্ষত্রিয়াজাত সন্তানের নাম ঝল্ল, মল্ল, নট, নিচ্ছিব, করণ, খস ও দ্রবিড়। তিনি আবার বলিয়াছেন, খস ও দ্রবিড় ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ না পাইয়া ক্রমে ক্রমে ক্রিয়াহীন হইয়া বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃষলত্ব শব্দের অর্থ শূদ্রভাব। অতএব ব্রাত্য শব্দে প্রকৃতার্থে পতিত ও সমাজভ্রষ্ট বুঝাইলে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়জাত সন্তানের বংশ কি প্রকারে ক্রিয়াহীনতা বশতঃ শূদ্রভাব প্রাপ্ত হইতে পারে? মহাভারতে লিখিত হইয়াছে—বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ব্রাত্য অর্থাৎ উপবীতশূন্য ক্ষত্রিয়। পাণ্ডবগণ উপবীতধারী ক্ষত্রিয়। বৃষ্ণিবংশীয় সুভদ্রাকে পাণ্ডব-বংশীয় অর্জ্জুন ও কুন্তীকে পাণ্ডু রাজা বিবাহ করিয়াছিলেন। অতএব এই সকল অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্রাত্য ব্যক্তি পতিত বা সমাজচ্যুত নহে; তিনি কেবল আচার-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট নিন্দনীয় মাত্র। নিন্দনীয় হইলেও তাহার সহিত আচার সম্পন্ন ব্যক্তির বিবাহ, আহার ব্যবহার প্রভৃতি কোন প্রকার কার্য্য করণের প্রতিবন্ধক ছিল না ও নাই।

নিগমোক্ত ধর্ম্ম সাধনে আদৌ কোন প্রকার সংস্কারের প্রয়োজন নাই। আগমোক্ত ধর্ম্ম সাধনে যে কেবল মাত্র সাবিত্রী দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এমত নহে, তন্ত্রানুসারে সর্ব্বপ্রকার দীক্ষাই গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতএব সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ না করিলে সকলকেই ব্রাত্য হইতে হইবে—মনু যদি ইহাই স্থির করিয়া থাকেন তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এবং তন্ত্রোক্ত কার্য্য দ্বারা কি প্রকারে ধর্ম্মসিদ্ধি হইতে পারে?

এরূপ তর্ক হইতে পারে যে নিগম, আগম ও যামলের পর যখন বেদের আবির্ভাব, তখন নূতন ধর্ম্মের স্থাপনার্থই বিধিবদ্ধ হইয়াছিল যে, যে কোন মতে ধর্ম্ম সাধন করা হউক না কেন, অগ্রে সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া পরে তত্ত্বদর্শী হইতে হইবে। কিন্তু বেদে বিবৃত হইয়াছে যে তত্ত্বজ্ঞানীর নিমিত্ত কোন প্রকার সংস্কারের প্রয়োজন নাই; তত্ত্বজ্ঞানহীনদিগের নিমিত্তই সাবিত্রী সংস্কার আবশ্যক। সুতরাং প্রতীতি হয় যে কেবল তত্ত্বজ্ঞানহীন বেদাচারী ব্যক্তি বেদত্যাগী ও নাস্তিক

না হয় এই বিষয় নিবারণার্থ মনু ব্রাত্যসম্বন্ধীয় শাসন স্থাপন করিয়াছেন, অন্য কাহারও জন্য নহে। এই বিধি সাধারণ মানবমণ্ডলীর নিমিত্ত উদ্দিষ্ট হইলে প্রত্যক্ষ, অনুমান, তন্ত্র ও বেদ বিহিত কার্য্য দ্বারা ধর্ম্ম সিদ্ধি হয়—মনু কর্তৃক এইরূপ বিধান ব্যবস্থিত হইত না। মনু যখন নিগম ও আগমোক্ত কর্ম্মকাণ্ড রহিত করেন নাই, যখন তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে নিগম ও তন্ত্র দ্বারা ধর্ম্ম সিদ্ধি হইবে, তখন তিনি যে নিগম ও তন্ত্রোক্ত কার্য্য বলবৎ রাখিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্রাত্য সম্বন্ধীয় বিধি কেবল বেদাচারীর জন্য স্থাপন হইয়াছে, নিগমাবলম্বী ও তান্ত্রিকের জন্য নহে।

মনু উল্লিখিত ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলে ঐ আইনের কোন কোন বিধি এবং স্থানীয় আচার ও ব্যবহার গ্রহণ পূর্ব্বক অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ এক এক স্থানের নিমিত্ত এক এক আইন প্রণয়ন করিলেন। ঐ সকল আইনও স্মৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যপ্রণীত আইন মিথিলা দেশের জন্য ব্যবস্থিত। কিন্তু সকল স্মৃতিতেই ব্যবস্থিত হইয়াছে যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান লব্ধ দ্বৈতপক্ষরাহিত নিগমোক্ত ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে সাবিত্রী সংস্কার প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন নাই। যথা,

প্রাতরুত্থায় কর্ত্তব্যং যদ্দ্বিজেন দিনে দিনে।
তৎসর্ব্বং সম্প্রবক্ষ্যামি দ্বিজানামুপকারকম্॥

*　　*　　*　　*　　*

দ্বৈতপক্ষঃ সমাখ্যাতো যে দ্বৈতে তু ব্যবস্থিতাঃ।
অত্রাত্মা ব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং যে বিপশ্যতি।
অতঃ শাস্ত্রাণ্যধীয়ন্তে শ্রূয়ন্তে গ্রন্থবিস্তরাঃ॥
অদ্বৈতানাং প্রবক্ষ্যামি যথাধর্ম্মঃ সুনিশ্চিতঃ।
বোধস্বরূপমাত্রস্তু জ্ঞানালোকং নিরাময়ম্।
আনন্দৈকরসং নিত্যং ব্রহ্ম ধ্যায়েৎ সনাতনম্॥

দক্ষঃ।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে, বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি সংখ্যক

দ্বাপরযুগে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া পুরাণ প্রণয়ন করেন। অতএব শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে নিগম, আগম (তন্ত্র), যামল, বেদ, পুরাণ, সংহিতা এবং স্থানীয় আইন অর্থাৎ স্মৃতি হিন্দুদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ।

বৈবস্বত মনুর কল্পে দ্বাপরযুগে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণীত হইয়া মানব সমাজে তদনুসারী কর্ম্মকাণ্ড প্রচলিত হইলে পর কলিযুগ ও ঐ কলিযুগের পর পুনর্ব্বার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি প্রভৃতি অসংখ্য যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ সকল সত্যযুগে সমস্ত আইনের (স্মৃতির) মধ্যে সাধারণতঃ মনুর স্মৃতি, ত্রেতাযুগে গৌতম স্মৃতি, দ্বাপরে শঙ্খ-লিখিত ও কলিতে পরাশরের প্রণীত স্মৃতি অগ্রগণ্য হইয়া তদনুসারে মানবগণের কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে লাগিল, এবং ঐ স্মৃতি চতুষ্টয়ই সাধারণতঃ বলবৎ আইন স্বরূপে গণ্য হইয়াছিল। যথা,

কৃতে তু মানবোধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতঃ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥

পরাশর।

ঐ সকল যুগের প্রত্যেক সত্যযুগে বেদ, ত্রেতাযুগে স্মৃতি, দ্বাপরে পুরাণ ও কলিতে আগমই (তন্ত্র) ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইত; যথা—

যুগাদৌ বেদমার্গেণ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্মতং।
পুরাণোক্তেন বিধিনা দ্বাপরে ফলদায়কং।
আগমোক্তবিধানেন কলৌ সিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবং।

যামলে।

সত্যে বেদ, ত্রেতায় স্মৃতি, দ্বাপরে পুরাণানুসারে কার্য্য করিবার বিধি স্থাপন হইলেও কলিযুগে নিরবচ্ছিন্ন তন্ত্রানুসারে কার্য্য করণার্থ যেরূপ কঠোর শাসন বিধিবদ্ধ হইয়াছে তদ্রূপ সত্যযুগে কেবলমাত্র বেদ, ত্রেতায় কেবল-মাত্র স্মৃতি, দ্বাপরে কেবলমাত্র পুরাণানুসারে চলিবার নিমিত্ত শাসন স্থাপিত হয় নাই। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে সত্যে বেদ, ত্রেতায় স্মৃতি ও দ্বাপরে পুরাণ অগ্রগণ্য হইলেও ঐ তিন যুগের প্রত্যেক যুগেই বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ

প্রচলিত ছিল ও তদনুসারে কার্য্য হইত। কিন্তু কলিযুগের শাসনের প্রতি মনোনিবেশ করিলে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে কলিতে বেদ ও পুরাণের আধিক্য একবারে রহিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন তন্ত্রের প্রামাণ্য ব্যবস্থিত হইয়াছে। শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, " যিনি কলিযুগে তন্ত্র ব্যতীত অন্য পথ অবলম্বন করেন, তিনি নিশ্চয়ই নারকী, তাহার আর নিস্তার নাই। ইহা সত্য বলিয়া জানিবে, ইহাতে কদাচ সন্দেহ করিবে না। " যথা—

কলাবাগমমুলজ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।

যামলে।

নির্ব্বাণতন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে " কলিযুগে তন্ত্র ব্যতীত যে অন্য পথ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মসিদ্ধির ইচ্ছা করে, সে দুর্ম্মতি, ঐ কার্য্য গঙ্গাতীরে কূপ খনন করিয়া তৃষ্ণা নিবারণের কার্য্য মাত্র। " যথা—

কলাবন্যোদিতৈর্ম্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যোনরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥

যামলে বিবৃত হইয়াছে " কলিতে আগম ব্যতীত অন্য বিধানের দ্বারা কখনই ফললাভ হইবে না। " যথা—

আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।
নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে কলিতে তন্ত্রোক্ত দীক্ষা প্রশস্ত।

কলিতে তন্ত্রানুসারিণী দীক্ষা ও মন্ত্র ব্যতীত অন্য দীক্ষা ও মন্ত্র আদৌ মুক্তি প্রদান করিতে পারে না, যথা—

কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণং ফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু।
নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতু রিহামুত্র সুখাপ্তয়ে।
তথা তন্ত্রোদিতোমার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ।

নির্ব্বাণতন্ত্র।

দীক্ষা ও মন্ত্র শব্দের অর্থ যামলে ও তন্ত্রে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে ; যথা—

দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ॥

যামলে ও তন্ত্রে মন্ত্র শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যে যদ্দ্বারা সংসার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ ও মুক্তিলাভ হয় তাহাকে মন্ত্র বলে ; যথা—

মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসারবন্ধনাৎ।
যতঃ করোতি সংসিদ্ধ্যৈ মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ॥

কলিতে তন্ত্রদীক্ষাই জপের মূল, তপের মূল, ঐ দীক্ষা ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই ; যথা,

দীক্ষামূলং জপং সর্ব্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ।
দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেৎ যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্॥

যামলে।

অতএব এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতীতি হয় যে সাবিত্রী দীক্ষা কেবল বেদাচারী সমাজের জন্য স্থাপিত হয়। কিন্তু ঐ বিধি সংবদ্ধ হইলেও প্রত্যক্ষ অনুমান অর্থাৎ নিগম ও আগমোক্ত কর্ম্মকাণ্ড গ্রহণের বিধি ব্যবস্থিত রহিয়াছে। কলিযুগে তন্ত্র ব্যতীত অন্য দীক্ষা দ্বারা মুক্তি সাধন করা পাপাবহ।

মনু স্মৃতির পূর্ব্বে সত্য ও ত্রেতা যুগ অর্থাৎ ৮৪০০ বৎসর পূর্ব্বাবধি ব্রহ্ম কায়স্থ প্রদীপ ও তাঁহার বংশধরগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা ও তৎপরে আগমানুসারে বগলা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিয়া আসিয়াছেন। তৎপরে রৌচ্য মনুর কল্প অবধি কায়স্থ চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র এবং তাহাদের বংশধরগণ এতদ্দেশীয় কুলীন, মৌলিক ও অন্যান্য স্থানীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ বেদানুসারী সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। কলিযুগে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াই এক মাত্র উপাসনার মূল, তন্ত্র ব্যতীত অন্য পথ অবলম্বন করা পাপাবহ। মহা-

নির্ব্বাণতন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে যে ব্রাহ্মদিগের উপাসনার নিশ্চিত নিয়মের প্রয়োজন নাই, যিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন সেইরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিবেন, যথা—

ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥

সুতরাং এতদ্দেশীয় কুলীন ও মৌলিক কায়স্থ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ ইচ্ছানুসারে তন্ত্র মতে দীক্ষিত হইতেছেন। অতএব এই যুগে বেদোক্ত সাবিত্রী সংস্কার না থাকা হেতু এই ক্ষত্রিয়গণ কথনই ব্রাত্য নহেন। বরং তাহারা তান্ত্রিক। কলিযুগে যে ধর্ম্মাবলম্বন করা কর্ত্তব্য তাহারা তাহাই সম্যকৃরূপে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন।

এক্ষণে বেদ ও তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়া মিশ্রধর্ম্ম স্থাপন হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ বেদোক্ত সাবিত্রী দীক্ষা উপনয়ন গ্রহণ পূর্ব্বক তৎপরে তন্ত্রোক্ত দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। জাত্যভিমান বশতঃ তন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া সকলেই উপনয়ন গ্রহণে সমুৎসুক।

বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকই শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ। উপবীত সূত্রই তাহাদের নিকট জাতিতে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ প্রতিপাদন করে। এই নিমিত্ত রাঢ়দেশে এবং কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অস্পৃশ্য আচার্য্য, সূত্রধারী বৈষ্ণব ও ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি আচরণীয়। এ অবস্থায় ব্রহ্মকায়স্থগণের নিরবচ্ছিন্ন তন্ত্রানুসারিণী ব্যবস্থার অধীন থাকা সদ্‌যুক্তিসঙ্গত নহে। উপবীত সূত্রবলে যথন অস্পৃশ্য জাতিসমূহও আচরণীয় হইতেছে, উপবীত সূত্রই যথন জাতীয় উৎকর্ষ খ্যাপক, তথন তদভাবে ক্ষত্রিয় হইলেও ব্রহ্মকায়স্থগণ যে ক্রমে অপকৃষ্ট ও অনাচরণীয় জাতি বলিয়া খ্যাপিত হইবেন, তাহা বিচিত্র কি? সুতরাং বেদাচারী ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বেদোক্ত বিধানে উপনীত হওয়া তাহাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

শূদ্রকরণ নির্ণয়।

বর্ণসঙ্কর।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বিবৃত হইয়াছে, শূদ্রের স্ত্রী ও বৈশ্যের অবৈধ সংযোগে বর্ণসঙ্কর করণ উৎপন্ন হইয়াছে; যথা—

বভূব ব্রহ্মণো বক্ত্রাদন্যা ব্রাহ্মণজাতয়ঃ।
ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চ জাতাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ॥
উরুদেশাচ্চ বৈশ্যাশ্চ পাদতঃ শূদ্রজাতয়ঃ।
তাসাং সঙ্করজাতেন বভূবুর্বর্ণসঙ্করাঃ॥

*　　*　　*　　*　　*

শূদ্রাবিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্দ্বিজন্মনোঃ।

পরাশর বলেন, করণ বর্ণসঙ্কর, বৈশ্য ও শূদ্রকন্যা হইতে উৎপন্ন, ইহার বৃত্তি কালি বিক্রয় করা। যথা—

অম্বষ্ঠো গণকশ্চৈব ভট্টকরণ এবচ।
রাজপুত্রাস্তথাশ্রেষ্ঠা জাতয়ো বর্ণসঙ্করাঃ।
বৈশ্যাদ্বৃষলকন্যায়াং করণো মসিজীবকঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে করণ হইয়াছে ; যথা—

বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ।

শূদ্রের স্ত্রীকে শূদ্রী বলে ; শূদ্রী শব্দের সপ্তমীর এক বচনে শূদ্র্যাং হইয়াছে। সুতরাং শূদ্র্যাং পদে শূদ্রের স্ত্রী বুঝাইতেছে। বৈশ্যের বিবাহিতা শূদ্রজাতীয় স্ত্রী বুঝায় না।

স্বামী বর্ত্তমানে অন্য পুরুষ দ্বারা যে সন্তান জন্মে তাহাকে জারজ ও কুণ্ড বলে। স্বামীর মৃত্যু হইলে অন্য পুরুষ দ্বারা যে সন্তান জন্মে তাহাকে গোলক বলে ; যথা—

অমৃতে জারজঃ কুণ্ডো মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ।

অবিবাহিতা কন্যাকে বিধি পূর্ব্বক বিবাহ না করিয়া রক্ষিত উপপত্নীর ন্যায় গ্রহণ পূর্ব্বক অথবা বলাৎকার দ্বারা তাহার গর্ভে যদি পুত্র উৎপাদন করা যায়, তাহাকে কানীন সন্তান বলে।

সবর্ণা স্ত্রীতে দ্বিতীয় পিতার দ্বারা যে সন্তান জন্মে, তাহাকে অবাটব বলে। যথা—

দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা সবর্ণায়াং প্রজায়তে।
অবাটব ইতি খ্যাতঃ শূদ্রধর্ম্মঃ স জাতিতঃ॥

কুল্লুকভট্টোদ্ধৃত দেবলবচনম্।

উল্লিখিত কুণ্ড গোলকাদি অবৈধ পুত্রের মধ্যে অনেক অনুলোম ও প্রতিলোমজ সন্তান আছে। এই নিমিত্ত মিতাক্ষরাকার অম্বষ্ঠ ও করণাদির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বচন গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যক্ত করিয়াছেন যে কুণ্ড গোলক প্রভৃতি সবর্ণ ও অসবর্ণজাত সন্তানের মধ্যে অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ ভেদ আছে। তন্মধ্যে "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ" পদের দ্বারা যাহাদের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহারা বিবাহিতা স্ত্রীতে অর্থাৎ বৈশ্য হইতে শূদ্রের বিবাহিতা স্ত্রীতে জন্মিয়াছে বলিয়াই করণ, এবং ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যের বিবাহিতা স্ত্রীতে জন্মিয়াছে বলিয়াই অম্বষ্ঠ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা অনুলোমজ; যথা—

অতশ্চ কুণ্ড-গোলক-কানীন-সহোঢ়াদীনামসবর্ণত্বমুক্তং ভবতি।
তে চ সবর্ণেভ্যোঽনুলোমপ্রতিলোমেভ্যশ্চ ভিদ্যমানাঃ॥ ইত্যাদি।
এষ সবর্ণমূর্দ্ধাবসিক্তাদিসংজ্ঞাবিধিঃ বিন্নাসু উঢ়াসু স্মৃত উক্তো বেদিতব্যঃ।
এতে মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠনিষাদমাহিষ্যোগ্রকরণাঃ ষড়নুলোমজাঃপুত্রা বেদিতব্যাঃ।

রভসকোষ বলেন—

শূদ্রাবিশোঃ সুতে করণঃ।

অমর বলেন, আচণ্ডাল অম্বষ্ঠ ও করণ প্রভৃতি জাতি বর্ণসঙ্কর। শূদ্রা ও বৈশ্যসংযোগে করণ হইয়াছে। যথা—

শূদ্রাশ্চ বরণাশ্চৈব বৃষলাশ্চ জঘন্যজাঃ।
আচণ্ডালাত্তু সঙ্কীর্ণা অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ॥
শূদ্রাবিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্দ্বিজন্মনোঃ।

কোন গ্রন্থেই এরূপ বাক্য নাই যে করণ জাতিতে কায়স্থ। সকল গ্রন্থই বলিয়াছেন যে, বৈশ্য ও শূদ্রীতে যে পুত্র জন্মিয়াছে, সে জাতিতে করণ।

অমরসিংহ দুই হাজার বৎসরের মনুষ্য। তিনিও ব্যক্ত করিয়াছেন, যে বৈশ্য ও শূদ্রী সংযোগজাত সন্তান জাতিতে করণ। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে করণ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ছিল না।

কায়স্থ শব্দ জাতিবাচক শব্দ নহে; উপাধি বাচক শব্দ। প্রথমে উহার অর্থ—ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন, ব্রহ্মকায়ে-স্থিত—এইরূপ ছিল। কালক্রমে কায়স্থশব্দে অক্ষরজীবী অর্থাৎ লেখক বুঝাইয়াছে।

করণ প্রথম কালি বিক্রয়ের বৃত্তি অবলম্বন করে। কালক্রমে ঐ করণ লিপি বৃত্তি গ্রহণ করিয়া কায়স্থ উপাধিতে পরিচিত হয়। সুতরাং অমর-কোষের টীকাকার ভরত ব্যক্ত করিয়াছেন, যে করণ লিপিবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কায়স্থ নামে আখ্যাত হইয়াছে, যথা—

করণো লিপিবৃত্তিকঃ কায়স্থ ইতি খ্যাতঃ।

করণ যে প্রকৃতার্থে কায়স্থ নহে, তাহা "ইতি খ্যাতঃ" পদের প্রতি প্রণিধান করিলেই প্রতীয়মান হইবে।

স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন কায়স্থ-উপাধি-সম্পন্ন বঙ্গদেশীয় কুলীন ও মৌলিক ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) দিগকে ঐ করণ হইতে বিভেদ করণার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন, যে বসু ঘোষ প্রভৃতি সম্প্রদায় সচ্ছূদ্র। বৈশ্য-শূদ্রীজাত করণকেই কায়স্থ বলিয়া জানিবে।

করণ 'কায়স্থ' উপাধিতে পরিচিত হইলে সচরাচর কায়স্থ বলিয়াই সংজ্ঞিত হইয়াছিল। সুতরাং মেদিনী ব্যক্ত করিলেন, যে কায়স্থবাচক করণশব্দ ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রীজাত করণ পুংলিঙ্গ শব্দ।

———করণং হেতুকর্ম্মণোঃ।

*　　*　　*

কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শূদ্রাবিশোঃ সুতে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে করণ প্রকৃতার্থে কায়স্থ নহে, কেবল কায়স্থ উপাধিতে পরিচিত মাত্র। এই করণ উৎকল ও মহিষাদল প্রভৃতি স্থানে আছে। ইহারা অদ্যাবধিও সৃষ্টিকরণ ও করণ বলিয়া পরিচয় দিতেছে। অতএব প্রতীতি হয় যে রঘুনন্দনের পর হইতে অর্থাৎ দেড় শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে করণ কায়স্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

উল্লিখিত গ্রন্থাদি দ্বারা প্রমাণ হয় যে বৈশ্য ও শূদ্রীজাত বর্ণসঙ্কর পুত্র জাতিতে করণ, কেবল কায়স্থ উপাধিতে পরিচিত মাত্র।

যে সময়ে বৈশ্য ও শূদ্রীজাত বর্ণসঙ্কর ব্যক্তি করণ নামে এক স্বতন্ত্র বর্ণসঙ্কর সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত ছিল, সে সময়ে ক্ষত্রিয়গণই কায়স্থ উপাধি সম্পন্ন ছিলেন। এই কারণে অমরসিংহ করণশব্দ শূদ্রবর্গে ও লিপিকার জাতিকে ক্ষত্রিয়বর্গে নিবেশিত করিয়াছেন। যথা—

রাজন্যকঞ্চ নৃপতেৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ ॥

*　　　　　　*　　　　　　*

লিপিকারোঽক্ষরচণোঽক্ষরচঞ্চুশ্চ লেখকঃ ॥

ইত্যমরঃ

করণদিগকে শূদ্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত জাতিমিত্র নিম্নলিখিত মনুবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্ ॥

ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়াতে, ক্ষত্রিয় কর্তৃক বৈশ্যাতে এবং বৈশ্য কর্তৃক শূদ্রীতে যে সন্তান জন্মে তাহাদের মাতৃদোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃ সদৃশ জাতি প্রতিপাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান জাতিতে ব্রাহ্মণ সদৃশ, ক্ষত্রিয় কর্তৃক বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান জাতিতে ক্ষত্রিয় সদৃশ, এবং বৈশ্য কর্তৃক শূদ্রীগর্ভজাত সন্তান জাতিতে বৈশ্য সদৃশ হইয়াছে। অতএব ঐ বচন বৈশ্য-শূদ্রী সংযোগ সম্ভূত করণ সম্বন্ধে প্রয়োজ্য হইলে এই করণজাতিটী শূদ্র নহে, বৈশ্য সদৃশ জাতি, উপনয়নাদি সংস্কার গ্রহণে অধিকারী হয়। কিন্তু অমরকোষ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারগণ এই করণ জাতিকে অপসদ (নিকৃষ্ট) বর্ণসঙ্কর শূদ্র বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। অমরসিংহ যে জাতিমিত্র প্রণেতা অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধি বিহীন তাহা কথনই সম্ভব নহে। অমরকোষ ২০০০ বৎসরের গ্রন্থ। হিন্দুসমাজে এই করণ জাতি প্রথমে যে কিরূপ ব্যবহার্য্য ছিল, তাহা ঐ কোষকার জাতিমিত্র প্রণেতা অপেক্ষা সমধিক অবগত ছিলেন। অমরকোষ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে এই করণজাতি যথন শূদ্রবর্গে চণ্ডাল, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতির মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তথন এই জাতি যে শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বৈশ্য

সদৃশ, তাহা কথনই হইতে পারে না। এবং উল্লিখিত মনুবচনও এই করণ সম্বন্ধে প্রয়োজ্য নহে।

মনু বলেন, ব্যভিচার অর্থাৎ বর্ণচতুষ্টয়ের পরস্পর অবৈধ সংযোগ, স্বগোত্রাদি অবিবাহ্য স্ত্রী বিবাহ এবং স্বকর্ম্মত্যাগে বর্ণসঙ্কর জন্মিয়াছে। যথা—

ব্যভিচারেণ বর্ণানাম বেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥

মনু বলেন বর্ণসংকর জাতিসমূহ মধ্যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভে সমুৎপাদিত, ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বৈশ্যা ও শূদ্রাতে উৎপন্ন এবং বৈশ্য কর্ত্তৃক শূদ্রা গর্ভে সমুৎপাদিত—এই ছয় জাতি অপসদ অর্থাৎ অতি নিকৃষ্ট। যথা—

বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্ব্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ।

বর্ণসঙ্কর জাতি দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। অনুলোম জাত ও প্রতিলোম জাত। অনুলোমজ জাতিগণ অপসদ ও প্রতিলোম-সমুৎপন্ন জাতিরা অপধ্বংসজ শব্দে আখ্যাত হইয়াছে। মনু বলেন, অপসদ ও অপধ্বংসজ বর্ণ সঙ্করগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের নিত্য প্রয়োজনীয় ঘৃনিত কার্য্য অর্থাৎ যে সকল বৃত্তি আর্য্যের বৃত্তি নহে, তাহা নিষ্পন্ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, যথা—

যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈবর্ত্তয়েয়ু দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥

মনু বলিয়াছেন, দণ্ড বিধান না করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণ চতুষ্টয় পরদার গমন দ্বারা বর্ণসঙ্কর জাতি উৎপাদন করিতে পারে; যথা—

দুষ্যেয়ুঃ সর্ব্ববর্ণাশ্চ ভিদ্যেরন্ সর্ব্বসেতবঃ।
সর্ব্বলোকপ্রকোপশ্চ ভবেদ্দণ্ডস্য বিভ্রমাৎ॥

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যে রাজ্যে বর্ণদূষক অর্থাৎ অবৈধ সংযোগে বর্ণসঙ্কর উৎপত্তি হয়, সে রাজ্য প্রজাবর্গের সহিত শীঘ্র বিনষ্ট হয়। সুতরাং তাহাদিগকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দিবে; যথা—

যত্রত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।

রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥

ভগবদ্গীতায় ব্যক্ত আছে, বর্ণসঙ্করদিগের কোন প্রকার ধর্ম্ম সাধনে ও শ্রাদ্ধাদিতে অধিকার নাই, তাহারা কুল শূন্য ও পতিত ; যথা—

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।

পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥

অতএব এই সকল প্রমাণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে বর্ণসঙ্কর জাতি আর্য্য বিগর্হিত জাত্যন্তর জাতি। সুতরাং এই করণ প্রাচীন কালে আর্য্য সমাজে সংকীর্ণ শূদ্রবর্গের অন্তর্গত ছিল। এই নিমিত্ত এই জাতি অমর কোষে শূদ্র বর্গে নিবেশিত হইয়াছে। যাহা হউক এই করণ, জাতিতে কায়স্থ নহে, জাতিতে বর্ণসঙ্কর ; করণ শূদ্র ধর্ম্মাবলম্বী।



ক্ষত্রিয় করণ নির্ণয়।

মনু বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বিবাহিতা সবর্ণা স্ত্রীজাত সন্তানের মধ্যে যাহারা ব্রত ও সাবিত্রীহীন তাহারা ব্রাত্য। যথা—

দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।

তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ।

মনু ১০।২১।

ক্ষত্রিয়া ও ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে যাহারা জন্মে, তাহারা ঝল্ল মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় আখ্যায় পরিচিত হইয়াছে। যথা—

ঝল্লমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।

নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ॥

মনু ১০।২৩

তৎপরে মনু বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের অভাববশতঃ ক্রিয়াহীন হইয়া পৌণ্ড্র, উড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দারদ ও খস ক্ষত্রিয়গণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা—

শনকৈশ্চ ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দারবাঃ খসাঃ॥

মনু। ১০। ৪৩ অ

অত্র কুল্লূকভট্টঃ।

পৌণ্ড্রকাদি দেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তঃ ক্রিয়ালোপাদিনা শূদ্রত্বমাপন্নাঃ।

কতিপয় ক্ষত্রিয় সগর রাজার পিতাকে বধ করিয়া তাহার রাজ্য অধিকার করেন। তাহাতে সগর তাহাদিগকে একবারে ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেককেই বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্নব প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইল। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, বশিষ্ঠ তাহাদিগকে অন্য বেশ ধারণ করাইয়া সগরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। সগর যবনসংজ্ঞাধারী ক্ষত্রিয়দিগের মস্তক সম্পূর্ণ মুণ্ডন, (১) শকদিগের মস্তক অর্দ্ধ মুণ্ডন (২) এবং পারদদিগকে দীর্ঘ কেশ-ধর (৩) এবং পহ্লবদিগকে শ্মশ্রুল (৪) করিয়াছিলেন। ইহারা ও অন্যান্য কতকগুলি ক্ষত্রিয়জাতি স্বধর্ম্মত্যাগী হইলে তাহারা ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম ও আচারভ্রষ্ট হয়, এবং তৎপরে ক্রমে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়। যথা—

শক-যবন কাম্বোজ-পারদ-পহ্নবা হন্যমানা স্তৎকুলগুরুং বশিষ্ঠং শরণং যযুঃ। ১৮ অথৈতান্ বশিষ্ঠো জীবন্মৃতকান কৃত্বা সগরমাহ, বৎস! অলমেভিরতিজীবন্মৃতকৈরনুসৃতৈঃ। ১৯ এতে চ ময়ৈব ত্বৎপ্রতিজ্ঞাপরিপালনায় নিজধর্ম্মং দ্বিজসঙ্গপরিত্যাগং কারিতাঃ। ২০ স তথেতি তদ্‌গুরুবচনমভিনন্দ্য তেষাং বেশান্যত্বমকারয়ৎ। যবনান্ মুণ্ডিতশিরসঃ,

---

(১) বোধ হয় ইহারাই আরব ও তুরকি জাতি।

(২) বোধ হয় ইহারাই মোগল।

(৩) বোধ হয় ইহারাই চীনা।

(৪) বোধ হয় ইহারাই কাবুলী প্রভৃতি অপগণ (Afgan)

অৰ্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্, প্রলম্বকেশান্ পারদান্, পহ্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধরান্ নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারান্ এতানন্যাংশ্চকার। তে চ নিজধর্ম্মপরিত্যাগাদ্ ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ।

হরিবংশ পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, যে সগর কাম্বোজ দিগেরও (১) যবনের ন্যায় সর্ব্বমস্তক মুণ্ডন করিয়া দিয়াছিলেন। যথা—

> সগরস্তাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্য চ।
> ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকার হ॥
> অৰ্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
> যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ॥
> পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
> নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা॥

অতএব এই সকল শাস্ত্রোক্ত বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, যে মনূক্ত বৃষলত্ব প্রাপ্ত পৌণ্ড্র, উড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, ও খস সগর কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্ম-বহিস্কৃত হয়। এই শক, যবন, পারদ, পহ্লবাদি ক্ষত্রিয় ক্রমে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে যে ক্ষত্রিয় ও ব্রাত্য ক্ষত্রিয়াজাত ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যাহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করিয়া নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কেবল খস ও দ্রবিড় এই দুই ক্ষত্রিয়ই মনূক্ত প্রাপ্ত-বৃষলত্ব ক্ষত্রিয়, কালক্রমে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। নিচ্ছিবি, নট ও করণ এই তিন ক্ষত্রিয় প্রাপ্তবৃষলত্ব অথবা ম্লেচ্ছ হয় নাই। সুতরাং তাহাদের নাম প্রাপ্ত-বৃষলত্ব ক্ষত্রিয় সম্বন্ধীয় মনুবচনে ও ম্লেচ্ছ সম্বন্ধীয় বিষ্ণুপুরাণবচনে এবং হরিবংশোক্তবচনে ধৃত হয় নাই।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধোর্ব্বৃহদ্দুর্গমসঙ্গমনী টীকাতে শ্রীজীব গোস্বামী স্কন্দ-পুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে গৌতমের বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, যে

---

(১) বোধ হয় ইহারাই ক্যাম্বে (Cambay) অথবা আপগণ দেশস্থ কম্বু প্রদেশীয়।

অন্ত্যজাত ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে দ্বারিকা দেশীয় অন্ত্যজাত ক্ষত্রিয়গণ বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া শঙ্খ চক্র-চিহ্ন প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা—

অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শংখ-চক্রাঙ্কধারিণঃ।
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংবভুঃ।

উল্লিখিত বৈষ্ণবী দীক্ষা দ্বারা যে সকল অন্ত্যজাত ক্ষত্রিয় পবিত্র ও শঙ্খ চক্র ধারণ করিয়াছে, তাহাদের নাম ঐ পুরাণের রেবাখণ্ডে লিখিত বিষ্ণুর প্রতি গৌতমের বচন দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। কিরাত, পুক্কস, মেধ, খস, করণ, কিরা, নিচ্ছিব, বাহ্লিক, পুলিন্দ, কংকর ও নগ এই কয়েক ক্ষত্রিয় জাতি বৈষ্ণবী দীক্ষা দ্বারা শংখ চক্র চিহ্ন প্রাপ্ত হইয়াছিল। যথা—

কে তেঽন্ত্যজাঃ তৎপ্রমাণমাহ রেবাখণ্ডে বিষ্ণুং প্রতি গৌতমঃ।
কিরাতাঃ পুক্কসা মেধাঃ খসাশ্চ করণাঃ কিরাঃ।
নিচ্ছিবা বাহ্লিকাশ্চৈব পুলিন্দাঃ কংকরা নগাঃ॥

কালক্রমে লিপিবৃত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক করণ কায়স্থ উপাধিতে খ্যাত হয়। সুতরাং সকল কোষ ও টীকাকারক বলিয়াছেন, যে করণ কায়স্থ বলিয়া কথিত। যথা—

করণং কারণং কায়ে সাধনেন্দ্রিয়কর্ম্মসু।
কায়স্থে চ করন্ধে না * * *॥

রভসকোষ।

করণং সাধনে গাত্রে পুমান্ শূদ্রাবিশোঃ সুতে।
যুদ্ধে কায়স্থভেদেপি জ্ঞেয়ং করণমিন্দ্রিয়ং॥

শব্দরত্নাকর।

করণং ক্ষেত্রে গাত্রে চ সাধনেন্দ্রিয়কর্ম্মসু।
বণিগাদৌ চ কায়স্থে করণস্তু প্রকীর্ত্তিতঃ॥

অমরকোষের টীকাকার
মথুরেশ ধৃত শব্দমালাকোষ।

অতএব করণ কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইবার পর কোন কোন গ্রন্থকার করণশব্দের পরিবর্ত্তে কেবল কায়স্থশব্দ ব্যবহার করিয়া করণের বিষয় বর্ণন

করিয়াছেন। ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণ অন্ত্যজ অর্থাৎ শেষজাত; সুতরাং কোন কোন গ্রন্থকার অন্ত্যজাত অর্থাৎ শেষ জাত জাতিদের মধ্যে কয়েকটীর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক করণের পরিবর্ত্তে কায়স্থশব্দ প্রয়োগ করিয়া করণকে অন্ত্যজাত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্-কিরাতকায়স্থমালাকার-কুটুম্বিনঃ॥
বরাটো মেদ-চণ্ডাল-দাস-শ্বপচ-কোলকাঃ।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ॥

এস্থলে "অন্ত্যজাঃ" শব্দে নিকৃষ্ট নহে। চণ্ডালাদির নাম সহ কায়স্থ অর্থাৎ করণের উল্লেখ হওয়ায় অনেকে মনে করিয়াছেন, করণাদি জাতি যখন অস্পর্শীয় চণ্ডালাদি জাতির সহিত বর্ণিত হইয়াছে তখন "অন্ত্যজাঃ" শব্দের অর্থ নিকৃষ্ট অর্থাৎ অস্পর্শীয় বুঝাইবে। কিন্তু ব্যাস অন্য গ্রন্থে স্পষ্ট বর্ণন করিয়াছেন, গোপ, নাপিত, কুম্ভকার, বণিক, মালাকারাদি জাতি সৎ শূদ্র বলিয়া কথিত। যথা—

গোপনাপিতভিল্লাশ্চ তথা মোদককূবরৌ।
তাম্বুলিঃ স্বর্ণকারশ্চ তথা বণিকজাতয়ঃ॥
ইত্যেবমাদ্যা বিপ্রেন্দ্র সচ্ছূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং।

স্কন্দপুরাণেও বিবৃত হইয়াছে, করণ বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক শঙ্খ চক্র চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। পুরাণ সকল ব্যাস প্রণীত। সুতরাং সংহিতায় করণ ও গোপাদি জাতিকে "অন্ত্যজ" শব্দ দ্বারা ব্যাস প্রথমতঃ অস্পর্শীয় বলিয়া পুনরায় পুরাণাদি গ্রন্থে তাহাদিগকে "সচ্ছূদ্র বলিয়া কথিত" ও "করণ বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত" এইরূপ পরিব্যক্ত করিয়াছেন,—ইহা কখনই সম্ভব নহে। পরাশরসংহিতায় বিবৃত হইয়াছে, দাস, নাপিত প্রভৃতি জাতি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রাপ্তসংস্কার হইয়া আচরণীয় হইয়াছে। যথা—

দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধশীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসো হ্যসংস্কারৈস্তু নাপিতঃ॥

নাপিতাদি জাতি এক্ষণেও অস্পর্শীয় জাতি নহে, তাহাদের জল পানীয় ও তাহারা আচরণীয়। সুতরাং চণ্ডালের নামসহ নাপিত ও করণাদি জাতির উল্লেখ হওয়ায় যদি অন্ত্যজ শব্দের অর্থ নিকৃষ্ট, অন্ত্যজ অর্থাৎ অস্পর্শীয় করা যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদি জাতি, যাহারা নাপিতাদির জলান্ন ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও অস্পর্শীয় বলা বিহিত।

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, সমস্ত গ্রন্থের অর্থ এক-বাক্যতায় করিতে হইবে। একবাক্যতায় অর্থ না হইলে অধিকাংশ গ্রন্থ যাহা বলে, তাহাই প্রামাণিক। প্রমাণ সমতুল্য হইলে ন্যায়ের অনুসরণ করিতে হইবে। যথা—

সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন চেষ্যতে।
বিরোধো যত্র বাক্যানাং প্রামাণ্যং তত্র ভূয়সাং॥
তুল্যপ্রমাণসত্বে তু ন্যায় এব প্রবর্ত্তকঃ।

স্মার্ত্তধৃত স্মৃতি।

অতএব "অন্ত্যজাঃ" শব্দে অন্ত্যজাত বুঝাইতেছে; অস্পর্শীয় বুঝায় না। উল্লিখিত অন্ত্যজ জাতির মধ্যে যাহারা অধম অর্থাৎ অস্পর্শীয় তাহা পরশুরাম পদ্ধতির প্রথম অধ্যায়ে সগরের প্রতি পরশুরামের বাক্যে উদ্ধৃত হইয়া বিবৃত হইয়াছে। যথা—চর্ম্মকার (চামার) কুরাচ, কপালী, শবর, পুলিন্দ, মেধ, ভল্ল, ঝল্ল, মল্ল, খারক, কুন্দকার, কাণ্ডকার, ডোখল, মৃতপ, (মূর্দ্দফরাশ) কিরাত, নিষাদ, খশ, দ্রবিড়, চণ্ডাল, হড্ডীপ (হাড়ি) এই কয়েক জাতি অন্ত্যজাত অর্থাৎ শেষজাত জাতি সমূহের মধ্যে নিতান্ত অধম; যথা—

চর্ম্মকারঃ কুরাচশ্চ কপালী শবরস্তথা।
পুলিন্দো মেধ ভল্লশ্চ ঝল্লোমল্লশ্চ খারকঃ।
কুন্দকারঃ কাণ্ডকারঃ ডোখলো মৃতপস্তথা।
কিরাতশ্চ নিষাদশ্চ খশো দ্রবিড় এবচ॥
চণ্ডালো হড্ডিপশ্চৈব অন্ত্যজাদধমাঃ স্মৃতাঃ॥

ক্ষত্রিয় করণ কায়স্থ অধম নহে, বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ; সুতরাং অস্পর্শীয় অন্ত-জাত জাতির সহিত তাহার উল্লেখ হয় নাই। অতএব সমস্ত শাস্ত্রীয় ও প্রাচীন গ্রন্থোক্ত বচন দ্বারা প্রমাণ হয় যে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়াজাত করণ ক্রিয়ানিষ্ঠ ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ বলিয়া পরিচিত। কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ করণ নহেন, তাঁহারা ব্রহ্মকায় হইতে উদ্ভূত ক্ষত্রিয়, কায়স্থ উপাধিতে পরিচিত। সুতরাং ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় করণ কায়স্থ এবং বৈশ্য-শূদ্রাজাত করণ কায়স্থ স্বতন্ত্র জাতি।

রাজা সগর কর্ত্তৃক শকাদি জাতির শিরামুণ্ডন সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিত মোক্ষমূলর বলিয়াছেন যে, ভারতের নিকটবর্ত্তী দেশবাসিগণের ব্যবহারও রঘুনন্দনধৃত হরিবংশবচনে লিখিত হইয়াছে। শকজাতির (সিথিয়াবাসিগণের) মস্তক অর্দ্ধমুণ্ডিত, যবন জাতির (গ্রীকদিগের) ও কাম্বোজ জাতির মস্তক সম্পূর্ণ মুণ্ডিত, পারদ জাতির (পারাদিন দেশবাসীদিগের) কেশ উন্মুক্ত, এবং পহ্লব জাতি (পারসীকগণ) শ্মশ্রুধারী।



মাসিক পত্রিকা কল্পদ্রুমের কায়স্থ পুরাণ সম্বন্ধীয় তর্ক খণ্ডন।

কায়স্থপুরাণ প্রথমভাগ কল্পদ্রুমের ১২৮৫ সালের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যায় সমালোচিত হইয়াছে। কল্পদ্রুম প্রথম সংখ্যায় বলিয়াছিলেন "এক্ষণে সেই মনুষ্যের (পতিত মনুষ্যের) উপকারার্থ কল্পতরুকে স্বর্গ পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "গ্রন্থ সমালোচনা করা যাইবে, কিন্তু কাহারও কোন দোষ ধরিয়া পরিহাস বিদ্রূপ করিয়া গ্রন্থকারকে অপদস্থ বা অপমানিত করা হইবে না।" বিশেষ, কল্পদ্রুম বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইলে অন্যান্য সমালোচক অপেক্ষা তাঁহার কর্ত্তৃক প্রকৃত সিদ্ধান্ত হইবার অনেকটা প্রত্যাশা ছিল; কিন্তু আশা বিফল হইল। কল্পদ্রুম পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া কায়স্থ জাতি ও কায়স্থপুরাণকে এই বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন " সেই গলিতদন্ত পলিতমস্তক লোলদেহ পুরাণ কায়স্থ নূতন হইয়া শশিভূষণ বাবুর গ্রন্থে উদিত

হইয়াছেন। অতএব কায়স্থপুরাণ এই সমস্ত শব্দের অন্তর্গত পুরাণ শব্দটী বিশেষ্য রূপে প্রযুক্ত না হইয়া বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইলেই ভাল হইত।" কল্পদ্রুম স্বর্গীয় পদার্থ হইলে কথনই প্রতিজ্ঞাভঙ্গদোষপাতকী হইতেন না। তাহা হইলে ঈর্ষাবশতঃ পবিত্র পদার্থে কলঙ্কার্পণ প্রয়াসে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন?

কল্পদ্রুমের সমালোচনায় দৃষ্ট হয়, কায়স্থপুরাণ প্রণীত হওয়াতে তাঁহার গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ রায় ও রাজনারায়ণ মিত্র প্রভৃতি যে অগ্নি জ্বালিয়াছিলেন, নির্ব্বাণপ্রায় হইলে হরিনাভি রাজপুর প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের কয়েকজন কায়স্থ উপবীত ধারণ ও বর্ম্মা উপাধি গ্রহণ করিয়া যে অগ্নি পুনরুদ্দীপিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, শশিভূষণ বাবু তাহাতেই বাতাস দিয়াছেন।" ইহাতে সহজেই মনে হয় কল্পদ্রুমের ঈদৃশ গাত্রদাহের কারণ কি? শাস্ত্রানুসারে কায়স্থ যদি উপবীত ধারণে অধিকারী হন, হউন; তাহাতে অন্যের ক্ষতি কি? উপবীত ধারণে কায়স্থের অধিকার সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে শাস্ত্রপ্রমাণ দেখাইয়া তাহার প্রতিবাদ করাই ভদ্রোচিত ব্যবহার। অসমর্থতা বা অন্য কারণে তাহাতে বিরত হইয়া গাত্রদাহ প্রকাশ করা অনার্য্য কার্য্য। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার ভূত অপসরণের কথা মনে পড়িল। কল্পদ্রুম বলিয়াছেন "এরূপ কতকগুলি মূর্ত্তিমান্ গর্ব্বভূত মহামহোপাধ্যায় আছেন, গ্রন্থ বা পত্রের গুণ দোষ পরীক্ষা করা দূরে থাকুক, পাত উল্টাইয়াও দেখেন না, অথচ সিদ্ধান্ত করিয়া লন, উক্ত গ্রন্থ বা পত্র কোন কাজেরই হয় নাই। ** । যাঁহারা এইরূপ করেন, তাঁহারা প্রথম ভূত। দ্বিতীয় ভূতগুলি বড় ঈর্ষান্বিত। পাছে আপনাদিগের মহিমার হানি হয় এই আশঙ্কায় যে কোন নূতন গ্রন্থ হউক, তাঁহারা তাহার কেবল দোষেরই অনুসন্ধান করেন। তৃতীয় ভূতগুলি বড় ভয়ঙ্কর। তাহাদের কোন প্রকার স্বার্থ নাই, অথচ গ্রন্থ দেখিলে তাহার ধ্বংস করিবার নিমিত্ত বিষম ব্যগ্র হন।" তিনি এই সকল ভূত অপসরণার্থ এই মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা—

"বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।

অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে যে ভূতা বিঘ্নকারকাঃ॥"

ইত্যাদি।

কায়স্থপুরাণ এই সকল ভূতাপসরণার্থ চেষ্টা করেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে এইরূপ ভূত আছে, কায়স্থপুরাণ তাহা বিশ্বাস করিতেন না। কারণ তিনি কখন ভূত-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন না। কল্পদ্রুম দ্বারাই প্রত্যক্ষ হইল যে এরূপ ভূত এখনও আছে। যাহাই হউক, তদীয় প্রণালীতে, তাঁহারই মন্ত্রে ভূতাপসরণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করা যাইতেছে কল্পদ্রুম স্থিরচিত্তে পক্ষপাত শূন্য হইয়া কায়স্থপুরাণের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখুন যে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ভ্রমমূলক কি না?

মহাত্মা চিত্রগুপ্তের বংশজ কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়—এই বিষয় প্রমাণ করণার্থ প্রথম ভাগ কায়স্থপুরাণে যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে পদ্মপুরাণ ও বিজ্ঞানতন্ত্রের বচন সম্বন্ধে কল্পদ্রুম অনেক তর্ক উত্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে ঐ সমস্ত গ্রন্থের বচন সমূহ একত্র করিয়া সমন্বয় এবং ঐ কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ কোন্ সময়ে কিরূপে সমাজবদ্ধ ছিলেন তাহা নির্ণয় করা হইয়াছে। (১) তদ্দ্বারা কল্পদ্রুমের উত্থাপিত তর্ক ও সিদ্ধান্ত বিশিষ্টরূপে খণ্ডন ও ভ্রমমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং কল্পদ্রুমের এতৎসম্বন্ধীয় তর্কসমূহের স্বতন্ত্র প্রতিবাদ করা গেল না।

কল্পদ্রুম স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন "এস্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে, ক্ষত্রিয়জাতির কারণবশে কায়স্থ নামে একটী বিভাগ হইয়াছিল, বিজ্ঞান তন্ত্রাদিতে তাহারই উল্লেখ আছে, * *।" কিন্তু কল্পদ্রুমের দেখা উচিত ছিল যে বিজ্ঞানতন্ত্রাদিতে চিত্রগুপ্তেরই উল্লেখ হইয়াছে। বঙ্গদেশস্থ কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের বংশজ। সুতরাং কায়স্থপুরাণ যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা তাহার মীমাংসামতেও সঙ্গত ও যথার্থ হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রীয় প্রমাণ সম্বন্ধে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা ভ্রমা-ত্মক ও অসঙ্গত।

---

(১) কায়স্থপুরাণ দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ ১২৯—১৫৬ পৃঃ দেখ।

কল্পদ্রুম" বলেন, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্গভূমি পুরাণ ও তন্ত্রের প্রসূতি। বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিল না। কায়স্থেরা অন্যান্য জাতির অপেক্ষা উন্নত ও ধনশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমাদিগের দেশের অধ্যাপকেরা চিরদরিদ্র। ধনশালী কায়স্থদিগের যাহার যেমন ইচ্ছা হইয়াছে, তিনি তেমনি স্বজাতিকে উন্নত করিয়া তন্ত্রাদিতে লেখাইয়াছেন। অধিকাংশ পুরাণ ও তন্ত্র যে বঙ্গদেশের সৃষ্ট, সে বিষয়ে সংশয় নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ঐ সকল গ্রন্থের আদর করে না।" অষ্টাদশ পুরাণ হিন্দুমাত্রেরই প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ। কায়স্থ পুরাণ যে সকল তন্ত্র ও পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি সকল স্থানের হিন্দুই ধর্ম্মার্জ্জন কামনায় নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে যে কোন্ খানি বঙ্গদেশ-প্রসূত, কোন্ খানি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী হিন্দুরা আদর করে না, কায়স্থগণ উৎকোচ প্রদান করিয়া কোন্ ব্রাহ্মণের দ্বারা কোন্ খানিতে স্বজাতির শ্রেষ্ঠতা লেখাইয়াছেন, তাহা প্রমাণ না করিয়া ঐরূপ লেখা পণ্ডিতের কার্য্য নহে।

অনেক ব্রাহ্মণ এক্ষণে বিদ্যা বিক্রয়ের ব্যবসায় অর্থাৎ সাময়িক পত্রিকা, ও সংবাদ পত্র, এবং গ্রন্থাদি রচনাপূর্ব্বক তাহা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কিঞ্চিৎ অর্থে, আলাপে ও উপকারে বাধ্য হইয়া কাহাকেও স্বর্গে এবং অনর্থ ঘটিলে কাহাকেও বা নরকে বসাইতেছেন। তাহাদের ধারণা, প্রাচীনকালেও বুঝি আর্য্য পণ্ডিতেরা ঐরূপ ব্যবসায় চালাইতেন। কিন্তু বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের আধিপত্য কালে এতৎসম্বন্ধে গুরুতর শাসন ছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বিবৃত হইয়াছে—যে বিপ্র বিদ্যা বিক্রয় করেন, যিনি মৎস্য ভোজন এবং দিবসে দুই বার ভোজন করেন, তিনি পতিত ও শালগ্রাম পূজাদি কার্য্যে অনধিকারী, যথা—

যো বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ।
সূর্য্যোদয়ে দ্বিভোজী চ মৎস্যভোজী চ যো দ্বিজঃ॥
শিলাপূজাদিরহিতো বিষহীনো যথোরগঃ।

সুতরাং প্রাচীন কালে দরিদ্রতা বশতঃ অর্থ লোভে ব্রাহ্মণগণ কোন হীন

জাতির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া যে পুরাণাদি গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক বিদ্যা বিক্রয় করিয়াছেন, এরূপ মনে করাই পাপাবহ।

কল্পদ্রুম বলেন, "উপবীত ধারণ করিলে তাঁহারা (কায়স্থেরা) গোপ নাপিতাদি সৎশূদ্রগণের নমস্য হইবেন না, উহারাও তাঁহাদিগের পাক করা অন্ন ভোজন করিবে না।" যে স্থানবাসীরা প্রকৃত হিন্দু, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা অবগত আছেন সে স্থানে উপবীত না থাকিলেও কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল জাতিরই নমস্য এবং গোপাদি ও নাপিতাদি জাতি পুরুষানুক্রমে তাহাদের পাক করা অন্ন ভোজন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু যে স্থানবাসীরা হিন্দু নহে, যে স্থানে ধনাঢ্য অস্পর্শীয় জাতি গরিব ব্রাহ্মণাপেক্ষা পূজ্য ও আদরণীয়, সে স্থানে কায়স্থগণ কি প্রকারে গোপাদি জাতির নমস্য হইবেন? কিন্তু তথাপি প্রাচীন নিয়মানুসারে এই স্থানে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর সকল জাতিই কায়স্থের পৃষ্ঠ-ভোজী এবং কায়স্থগণ তাহাদের বৃদ্ধ সম্প্রদায়ের নমস্য বটেন, এবং গোপ ও নাপিতাদি জাতিরা তাঁহাদের দাসত্বের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। তবে এক্ষণে সাহেবি বাবুদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে জতার ব্যবসায় করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।

কল্পদ্রুম বলিয়াছেন "কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ইহার অশৌচাদি ব্যবস্থা হইত।" অশৌচ নিয়ম দ্বারা যে জাতির উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ প্রতিপাদন হয় না, তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে। (১)

আবার বলিয়াছেন "ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি নামের পরে দাস শব্দ প্রয়োগ হয়। ক্ষত্রিয় এমন কাপুরুষ নয় যে সে দাসত্ব স্বীকার করিয়া গৃহ মার্জ্জনাদি অতি নিকৃষ্ট কার্য্য সম্পাদনে সম্মত হয়।" ব্রাহ্মণ যে কি পদার্থ, ব্রাহ্মণের দাসত্ব করা যে কিরূপ মোক্ষধর্ম্ম সাধন, প্রকৃত ব্রাহ্মণই তাহা জানিতে সমর্থ। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, ব্রাহ্মণের পদ ধৌত ও উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করিলে গোদানের ফল লাভ হয়; যথা

পাদশৌচং দ্বিজোচ্ছিষ্টমার্জনং গোপ্রদানবৎ।

যে কারণে কায়স্থ বিপ্রদাস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ও সর্ব্বস্থানের

---

(১) দ্বিতীয় ভাগ পৃ ৭১—৮৪ দেখ।

কায়স্থগণ যে "দাস" শব্দ ব্যবহার করে না, তাহা নির্ণয় করা হইয়াছে। (১)

কল্পদ্রুম যে বলিয়াছিলেন, কায়স্থগণ লোকের গৃহমার্জ্জনাদি করিয়া থাকে, ইহা তাহার সামাজিক নিয়মানভিজ্ঞতার কথা মাত্র। আর্য্য কায়স্থ ঐ কার্য্য আদৌ করে না। তবে দারিদ্র্য বশতঃ কোন কোন কায়স্থসন্তান ব্রাহ্মণের বাটীতে ভৃত্য থাকিয়া সামান্য কাজ করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে জাতীয় উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রতিপাদিত হইতে পারে না। ব্রাহ্মণেরাও অপর ব্রাহ্মণের বাটীতে গৃহ ও তৈজস পাত্রাদি মার্জ্জন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ জাতীয়া অনেক স্ত্রী এবং অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতির বাটীতে পাচিকা ও পাচকের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া সময়ে সময়ে গৃহ সম্মার্জ্জনাদিও করিয়া থাকে; তাহা বলিয়া কি ঐ সকল ব্রাহ্মণকে নিকৃষ্ট জাতি বলিব? বিশেষতঃ সদ্বংশপ্রসূত আর্য্য কায়স্থ (ডেঙ্গরা কায়েত নহে) কখনই গৃহ-মার্জ্জনাদি নীচ কার্য্যে সম্মত হয় না।

বঙ্গদেশকে আর্য্যদেশ বলিয়া প্রমাণ করণার্থ কল্পদ্রুম নিম্ন লিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা—

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥"

মনু।

অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে পূর্ব্ব সমুদ্র, পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত এই স্থানকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে। কিন্তু এই বচনে পূর্ব্ব সীমা পূর্ব্ব সমুদ্র বর্ণিত হইয়াছে। উড়িষ্যা আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত। উড়িষ্যার পূর্ব্বদিকেই পূর্ব্ব সমুদ্র। বঙ্গের পূর্ব্বে সমুদ্র নাই, উপসমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্রের খাড়ি (Bay of Bengal) আছে। অনেকে প্রমাণ করিয়াছেন, বঙ্গদেশ চরভরাটি স্থান। প্রাচীন পণ্ডিতেরাও নির্ণয় করিয়াছেন ভারতবর্ষের শেষ ভাগে কামরূপ ও বঙ্গাদি দেশ ম্লেচ্ছ দেশ। তাহার পর হইতেই আর্য্যাবর্ত্ত। যথা—

---

(১) দ্বিতীয়ভাগ পৃ ২৩—১০৭—১১৪ দেখ।

ভারতবর্ষস্যান্তঃ শিষ্টাচাররহিতঃ
কামরূপ বঙ্গাদিঃ ম্লেচ্ছদেশ,
আর্য্যাবর্ত্তস্তৎপর মিতি। ইতি ভরতঃ।

বঙ্গদেশ পতিত, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ আগমনের পূর্ব্বে এই স্থানে আর্য্যজাতি ছিল না বলিয়া কায়স্থপুরাণ যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক বলিয়া প্রমাণাশয়ে কল্পদ্রুম ৭।৮ পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন, কিন্তু পরিশেষে অগত্যা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে এ স্থান আর্য্য বাসভূমি নহে। "আমাদিগের বোধ হইতেছে আর্য্যেরা ক্রমে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে উঠিয়া বঙ্গদেশে যে উপনিবেশ করেন, তন্মূলকই আদিশূরের যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আগমনের জনপ্রবাদটী রচিত হইয়াছে।" (১) "ঐ স্থানে প্রথম ইতরজাতির বসতি হয়। এই কারণে আর্য্যগণ ঐ স্থান (বঙ্গদেশ) অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিতেন।" তবে কল্পদ্রুম কেন কায়স্থপুরাণের এতৎসম্বন্ধ মীমাংসার প্রতিবাদে অগ্রসর হইলেন? তিনি বঙ্গের আদিমবাসীকে ইতর জাতি এবং কায়স্থপুরাণ তাহাদিগকে অনার্য্য জাতি বলিয়াছেন—এই মাত্র বিশেষ। অনার্য্য জাতি-কেই ত লোকে ইতর জাতি বলে।

কল্পদ্রুম বলেন "স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানকে যে বঙ্গদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, নিম্ন লিখিত যুক্তিতে তাহাই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে।" কায়স্থপুরাণও ইহা অস্বীকার করেন না। ঐ নদের পূর্ব্বভাগে কোন্ স্থান পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের সীমা, স্মার্ত্তবাগীশ তাহা নির্ণয় করেন নাই। সুতরাং ঐ বচনের সহিত অন্যান্য গ্রন্থোক্ত বচনের সামঞ্জস্য করিয়া কায়স্থপুরাণে এইরূপ মীমাংসিত হইয়াছে যে বল্লাল সেন আপন রাজ্যের যে ভাগ রাঢ়, বঙ্গ ও বাগাড়ি এই খণ্ডত্রয়ে বিভাগ করিয়াছেন, তাহাই বঙ্গরাষ্ট্র। (২)

কল্পদ্রুম বলেন, "এখন দেখিতে পাওয়া যায় যদি কোন ব্যক্তির পূর্ব্বাঞ্চল

(১) ১২৮৫। অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যা দেখ।
(২) কায়স্থপুরাণ ১ ম ভাগ ৮১—৮২ এবং ২ য় ভাগ ৩০—৩৭ পৃঃ দেখ।

বাসী কোন ব্যক্তিকে গালি দিবার মন হয়, সে "দুর বেটা বাঙ্গাল" বলিয়া গালি দিয়া থাকে।" স্বভাবের নিয়মই এই—আধুনিক উন্নতিশীলেরা প্রাচীন উন্নতিশীলদিগকে অপদস্থ করিতে না পারিলে জনসমাজে শ্রেষ্ঠ ও গৌরবান্বিত হইতে পারেন না। সুতরাং আধুনিকেরা প্রাচীন সম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়া থাকেন। আমেরিকার মার্কিন জাতি ও ইংলণ্ডের ইংরাজেরা এক বংশপ্রসূত। কিন্তু আমেরিকাবাসিগণ আধুনিক, এই জন্য ইংলণ্ডের ইংরাজদিগকে তাহারা নিন্দা করিয়া থাকেন; ইংলণ্ড বাসীরাও তাহাদিগকে ঘৃণা করেন। আধুনিক ফিরিঙ্গিরা "কালা বাঙ্গালী" বলিয়া প্রাচীন বাঙ্গালীকে নিন্দা করিয়া থাকে। বাঙ্গালিরাও তাহাদিগকে মেটে ফিরিঙ্গী, ট্যাঁস ফিরিঙ্গী বলিয়া ঘৃণা করে। অন্যান্য আধুনিক ধর্ম্মাবলম্বীরা "হিদেন" ও কাফের, গোঁড়া হিন্দু বলিয়া প্রাচীন হিন্দুসমাজকে নিন্দা করেন, তাঁহারাও তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ ও "যবন" বলিয়া ঘৃণা করেন। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী আর্য্য বংশই বঙ্গ-দেশের আর্য্য জাতি। কিন্তু বঙ্গবাসী আর্য্যগণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সুতরাং তাহারা প্রাচীন উন্নতিশীল পশ্চিমাঞ্চল বাসিদিগকে "মেড়ুয়াবাদী" ও "খোট্টা" (মন্দলোক) প্রভৃতি বাক্য দ্বারা নিন্দা করিয়া থাকেন; তৎপরিবর্ত্তে তাহারাও বাঙ্গালিকে "গীধ্বর বাঙ্গালি" বলিয়া ঘৃণা করে। বঙ্গরাষ্ট্রের পূর্ব্বাঞ্চলবাসী আর্য্যগণের বংশধরেরাই ঐ রাষ্ট্রের রাঢ় বিভাগের আর্য্যজাতি। রাঢ়খণ্ডের আর্য্য-সমাজ আধুনিক উন্নতিশীল। বঙ্গ অলং বঙ্গালং, বঙ্গালং হইতে বঙ্গাল ও বঙ্গাল হইতে বাঙ্গাল ও বাঙ্গাল হইতে বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালা হইতে বাঙ্গালি শব্দের উৎপত্তি। অলং শব্দের অর্থ ব্যর্থ। রাঢ়ব শব্দ হইতে রেঢ়ো হইয়াছে। রাঢ়ব শব্দের অর্থ অসভ্য, অশিষ্ট ও মূঢ়। সুতরাং আধুনিক উন্নতশীল রাঢ়ীয়েরা প্রাচীন, উন্নত পূর্ব্বাঞ্চলবাসীকে "দুর বেটা বাঙ্গাল" বলিয়া নিন্দা করে, তৎপরিবর্ত্তে রাঢ়ীয়কে "রেঢ়ো ভেড়ো" বলিয়া পূর্ব্বাঞ্চলবাসীরাও ঘৃণা করিয়া থাকেন। যাহা হউক "দূর বেটা বাঙ্গাল" অথবা "রেঢ়ো ভেড়ো" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা বঙ্গদেশ হইতে রাঢ়খণ্ডকে স্বতন্ত্র রাজ্য বলা যাইতে পারে না।

বঙ্গদেশের পাতিত্য প্রমাণ করণার্থ সিদ্ধচাউল ভোজন প্রভৃতির সহিত এই স্থানে মৎস্য ভক্ষণের নিয়ম উল্লেখ করিয়া কায়স্থপুরাণের প্রথমখণ্ডে লিখিত হইয়াছিল যে মৎস্য ভোজন করা অপবিত্র কার্য্য। কিন্তু কল্পদ্রুম এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন "বঙ্গদেশে মৎস্য ভূরি পরিমাণে জন্মে এবং খাইতে সুস্বাদু লাগে। সুতরাং এখানে মৎস্য ভোজন ব্যবস্থা হইয়াছে।" বঙ্গদেশে সিদ্ধ চাউল অনেক পরিমাণে জন্মে। তৎসম্বন্ধে কল্পদ্রুম কি নিমিত্ত নীরব রহিলেন? বলিলেই ত হইত, বঙ্গদেশে সিদ্ধচাউল অধিক পরিমাণে জন্মে ও উহা খাইতে মিষ্ট, অতএব উহা ভোজনও শাস্ত্রসিদ্ধ, বিধবাগণ উহা অবশ্য ভোজন করিবে; এবং আত্মবৎ সেবার ব্যবস্থানুসারে দেবতাদের নৈবেদ্য ও পিতৃপিণ্ডেও সিদ্ধ চাউল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশ ম্লেচ্ছ ও অন্যার্য্য দেশ বলিয়াই এখানে মৎস্য ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে। আর্য্যগণের পক্ষে মৎস্য ভোজন একেবারে নিষিদ্ধ। আর্য্যগণ মৎস্য ভোজন করিলে শালগ্রাম প্রভৃতি দেবপূজায় অনধিকারী হইয়া পতিত হন। যথা,—

মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদ স্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।

মানবে ৫ অ।

মাংস দঃ প্রাণিনাং সোঽপি তস্মান্মৎস্যং পরিত্যজেৎ।

পাদ্মে।

বর্জয়েৎ পঞ্চনখমৎস্যবরাহমাংসানি চ।

ইত্যাহ্নিকতত্ত্ব ধৃত বিষ্ণুসূত্রং।

যোবিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ।
সূর্য্যোদয়ে দ্বিভোজী চ মৎস্যভোজী চ যো দ্বিজঃ॥
শিলাপূজাদিরহিতো বিষহীনো যথোরগঃ।

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণং।

কল্পদ্রুম বলেন, "কায়স্থপুরাণকার কায়স্থদিগের বঙ্গদেশে আগমন সম্বন্ধে যে বৃত্তান্তটী (আদিশূর ও বীরসিংহের যুদ্ধসম্বন্ধীয় বিবরণ) বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আপাততঃ কল্পিত উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়

কি না? পাঠকগণ ক্ষণকাল অনুধাবন করিয়া দেখুন। * *। এ বৃত্তান্তটি বাস্তবিক বা কল্পিত তাহার মীমাংসা করা আমাদিগের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়।" বৃত্তান্তটী প্রকৃত কি কল্পিত যদি এই বিষয় মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্য ছিল না, তবে বিনা প্রমাণে ঐ বৃত্তান্তটী, "আপাততঃ কল্পিত উপন্যাস বলিয়া বোধ হয় কি না? পাঠকগণ ক্ষণকাল অনুধাবন করিয়া দেখুন" এইরূপ লেখার প্রয়োজন কি ছিল? বরং স্পষ্ট কথায় বলিলেই হইত, এতদ্বিষয়ক প্রমাণাদি তাঁহার জানা নাই। ঐ বৃত্তান্তটী প্রকৃত কি না তাহা বাচস্পতি মিশ্র কৃত কুলারাম গ্রন্থ ও দেবীবর প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিলেই কল্পদ্রুম অবগত হইতে পারিবেন। বর্ণনা ও ঘটনা কিছুই গ্রন্থকারের স্বকপোলকল্পিত নহে!

কল্পদ্রুম বলেন "যজ্ঞনির্ব্বাহার্থ পাঁচজন কায়স্থ আনাইবার প্রয়োজন কি?' যে কারণে কায়স্থগণ ঐ যজ্ঞে আগমন করিয়া ছিলেন, তাহা প্রথমভাগে বিবৃত হইয়াছে। (১) প্রথম কারণ, যজ্ঞবিঘ্নকারী ব্রহ্মরাক্ষস নিরাসন। দ্বিতীয়, ভূস্বামিবরণ ও দান। তৃতীয়, যজ্ঞানুষ্ঠেয় ক্ষত্রিয় পূজা। চতুর্থ, পঞ্চ ব্রাহ্মণকে সৈন্য সহ রক্ষণাবেক্ষণ পূর্ব্বক আনয়ন। তবে পাঁচ জন আসিবার কারণ কি ছিল; একজন আসিলেই হইত" কল্পদ্রুমের এবম্প্রকার আপত্তির মীমাংসা পূর্ব্বে করা হয় নাই। তাহার কারণ, গ্রন্থকারের ধারণা ছিল; এই সকল সামান্যজনবিদিত বিষয়সমূহের উল্লেখ ও তাহার হেতু প্রদর্শন অনাবশ্যক। হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন যজ্ঞে পাঁচটি বেদির প্রয়োজন। পাঁচজন ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মা, হোতা, তন্ত্রধারক, সদস্য ও উদ্‌গাতা বরণ করিয়া পঞ্চ বেদিতে স্থান দিতে হয়। উদ্গাতার কার্য্য সংকল্প পূর্ব্বক বেদ পাঠ ও বেদোক্ত গাথা গান করা। এক্ষণে বঙ্গদেশবাসী ব্রাহ্মণগণ বেদ ও বেদোক্ত গাথা অবগত নহেন, এই জন্য সামান্য যজ্ঞ কার্য্যে উদ্গাতৃ বেদি অপ্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু সমৃদ্ধ যজ্ঞাদিতে যজ্ঞীয় হবিঃ

---

(১) পৃষ্ঠা ১১৩—১১৬ দেখ।

রক্ষণোদ্দেশে মহাভারত পাঠার্থ অদ্যাপি উদ্গাতৃ নিয়োগের প্রথা প্রচলিত আছে।

প্রাচীনকালে যজ্ঞাদি কার্য্যে পঞ্চ বেদির প্রয়োজন ছিল। যজ্ঞের অনিষ্টকারী ব্রহ্মরাক্ষসের হস্তে পঞ্চ বেদিস্থিত পঞ্চজনকেই রক্ষা করা আবশ্যক। এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এক সময়ে বিপক্ষ হস্তে পঞ্চ বেদিস্থিত পঞ্চ জনকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য। সুতরাং পঞ্চ বেদী রক্ষার্থ পাঁচজনকে নিযুক্ত করাই নীতিসঙ্গত কার্য্য।

শ্রীহর্ষ প্রভৃতি পাঁচজন ব্রাহ্মণকে রক্ষণাবেক্ষণার্থ যে পঞ্চ কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) আগমন করিয়াছিলেন, তাহা কারিকার লিখনানুসারেও প্রমাণিত হয়। স্বীয় পরিচয়দান কালে দত্ত বলিয়াছিলেন,—

"এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে॥"

গুহের পরিচয়ে আছে, দ্বিজশ্রেণীকে প্রতিপালন করণার্থ শ্রীহর্ষের সেবায় অর্থাৎ শ্রীহর্ষের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। যথা—

"দ্বিজালিপালনার্থকোঽপ্যসৌ চ হর্ষসেবকঃ॥"

ঘোষের পরিচয়ে বিবৃত হইয়াছে, মকরন্দ ভট্টের আশ্রয় স্বরূপ অর্থাৎ যজ্ঞসময়ে ভট্টনারায়ণের পৃষ্ঠপর থাকিয়া ভট্টনারায়ণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যথা—

"মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতী দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভব ভট্টগতিঃ।"

আদিশূরের যজ্ঞে বিপক্ষ নিবারণে সমর্থ এইরূপ দ্বিজের (ক্ষত্রিয়ের) প্রয়োজন হইয়াছিল এবং তদনুসারে আদিশূরের প্রয়োজনোপযোগী দশ জন দ্বিজ কান্যকুব্জরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিল। (১৭৬ পৃঃ দেখ)।

কল্পদ্রুম বলেন, "এস্থলে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, আদিশূরের সময়ের ব্রহ্মরাক্ষস কারা?" মনঃসংযোগ পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক এই তর্ক উত্থাপিত হইত না।

বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, ব্রহ্মা রজোগুণপ্রধান অন্য ভাব পরিগ্রহ করিয়া ক্ষুধার সৃষ্টি করিলে ক্ষুধা হইতে ঘোর দর্শন শ্মশ্রুধারী ক্ষুধাতুর প্রাণি-সমূহের সৃষ্টি হয়। উঁহারা উৎপত্তি মাত্র তাঁহাকে গ্রাস করণার্থ ধাবমান

হইল। যাহারা তাঁহাকে রক্ষা করণে অসম্মত হয়, তিনি তাহাদিগকে রাক্ষস নামে নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ইহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, উৎপত্তি অবধি যে সম্প্রদায় উন্নতি রহিত ও ভোজন-লোলুপ হইয়া পশু, পক্ষী ও নরমাংস দ্বারা উদর পরিপোষণ পূর্ব্বক নিবিড় জঙ্গলে, পর্ব্বতে ও অন্যান্য স্থানে বাস করিয়া আসিতেছে, তাহারাই মনুষ্যসমাজে রাক্ষস বলিয়া পরিচিত। ইদানীন্তন দার্শনিকেরা স্থির করিয়াছেন "লুসাই, কুকি, ভীল প্রভৃতি অসভ্য বন্য ও পাহাড়ী জাতিকেই হিন্দু পণ্ডিতগণ রাক্ষস, দৈত্য ও অসুর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।" এই সকল জাতিরা নরমাংসাশী ও আম মাংস ভোজন করিয়া থাকে। ইহারা দলবলে সামান্য নহে। উন্নতশীল ইংরাজেরাও ইহাদের নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত জ্বালাতন হইয়া আসিতেছেন।

আদিশূরের রাজধানী ব্রহ্মপুত্রের নিকট রামপাল। তন্নিকটস্থ কাচার রাক্ষসের দেশ। ঐ স্থানের প্রাচীন রাজ-বংশীয়েরা হিড়ম্ব রাক্ষসের বংশ। ত্রিপুর রাজ্য দৈত্যদেশ। রামপালের নিকটবর্ত্তী স্থানেই কুকী, লুসাই ও ভীল প্রভৃতি রাক্ষস জাতির বসবাস। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ব্রহ্মরাক্ষস লুসাই, ভীল, কুকী প্রভৃতি জাতির দ্বারাই আদিশূরের যজ্ঞানিষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল। তাহারা প্রকৃতার্থে কোন ক্ষতি করুক বা না করুক, তাহাদের দ্বারা যজ্ঞের অনিষ্ট সংঘটন হইবার আশঙ্কায় আদিশূর পূর্ব্ব সতর্কতাবশতঃ যজ্ঞবিদ্বেষি-নিরাসন—সমর্থ দ্বিজ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ও তদনুসারে পঞ্চ ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) প্রেরিত হইয়াছিল।

কল্পদ্রুম বলেন, কবিভট্ট শালিবাহন ধৃত বচনের (১) "উপযুক্তা দ্বিজা দশ" এই পদের "কায়স্থপুরাণকার দ্বিজ শব্দে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুই অর্থ করিয়াছেন। দ্বিজ শব্দে যে উভয় বুঝায়, তাহা অযথার্থ নয়, কিন্তু * * * উল্লিখিত শ্লোকের অন্তর্গত দ্বিজ শব্দটীর যে যুগপৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুই অর্থ করিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত হইতেছে না। কবিতার রচয়িতার সে অভিপ্রেত হইলে তিনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের পৃথকরূপে নির্দ্দেশ করিতেন, সন্দেহ

---

(১) কায়স্থপুরাণ প্রথম ভাগ ১০৬ পৃঃ (ক) শ্লোক।

নাই। * *। ক্ষত্রিয়েরা কোন ক্রমেই ব্রাহ্মণের তুল্যকক্ষ নন। * *। "উপযুক্তা দ্বিজাদশ" এই "উপযুক্ত" বিশেষণটীর দ্বারাও কারিকা-লেখক উভয়কে যে তুল্য পদস্থ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝাইতেছে।" কল্পদ্রুমের স্মরণ রাখা উচিত যে মনুর সময়ে ব্রাহ্মণ-গণ যাজন কার্য্য গ্রহণ করিলেও কালক্রমে ক্ষত্রিয়গণ যজন যাজনাদি পুরো-হিতের কার্য্য ও লেখক ক্ষত্রিয় অর্থাৎ কায়স্থ তান্ত্রিক কার্য্য গ্রহণ করেন। (অমরকোষ দেখ।) অতএব কায়স্থ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ প্রাচীনকালে যে তুল্যপদস্থ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। তজ্জন্যই উহাদের ও ঐ ব্রাহ্মণদিগের কুলীন নির্ণায়ক গুণাবলি এক। এবং এই জন্যই আদি-শূরের সভায় পঞ্চ ক্ষত্রিয় ও পঞ্চ ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়া একরূপ দক্ষিণা ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কায়স্থগণ দ্বিজ। সুতরাং "উপযুক্তা দ্বিজাদশ" পদটী পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের (ক্ষত্রিয়ের) উদ্দেশে সমতুল্য-ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অসি কবচ ধনুংষি ইত্যাদি দেবীবরের বচনের "ধরণিসুরাণাং" শব্দ কবিভট্ট শালিবাহন ধৃত বচনের "উপযুক্তা দ্বিজা দশ" পদের সহিত ঐক্য করিয়া কল্পদ্রুম বলেন "দ্বিজ শব্দ যেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের বাচক, ধরণীসুর শব্দ সেরূপ নয়। ধরণীসুর শব্দে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ বুঝাইতে পারে না। অতএব এই স্থির হইতেছে কবিভট্ট শালিবাহন ধৃত বচনের দ্বিজ শব্দটী নিরবচ্ছিন্ন ব্রাহ্মণবাচক, ক্ষত্রিয়বাচক নয়। অনুমান হইতেছে, দশজন ব্রাহ্মণই আসিয়াছিলেন।" দশজন ব্রাহ্মণ আগমন করেন নাই, পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আসিয়াছিলেন, তাহা আপামর সাধারণ সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং ঐরূপ অনুমান ভ্রমপ্রমাদ মাত্র। যাহা হউক এই বচন পঞ্চ ব্রাহ্মণের উদ্দেশে ব্যবহার হয় নাই। ঘোষ, বসু, মিত্র এই তিন জনের উদ্দেশে ব্যবহার হইয়াছে (১৭৭১—৮০ পৃষ্ঠা দেখ।)

কল্পদ্রুম বলেন, "ব্রাহ্মণদিগের সহিত ক্ষত্রিয় আগমন করিলে কারিকা লেখক ব্রাহ্মণদিগকে অস্ত্র শস্ত্রও পরাইতেন না। ব্রাহ্মণেরা যখন স্বয়ং

অস্ত্রধারী হইয়া আসীয়াছিলেন, তখন নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইতেছে, তাঁহাদিগের সঙ্গে ক্ষত্রিয় ছিল না।" আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারী লোক মাত্রই যুদ্ধবিশারদ নহে। সুতরাং শত্রু নিবারণার্থ যুদ্ধপটু সুশিক্ষিত আয়ুধধারীর প্রয়োজন। ভাল জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রপাঠ করিতে বসিলে যদি বিপক্ষেরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিত তখন কি এক হাতে উপবীত ধরিয়া মন্ত্র পড়িতেন ও আর এক হস্তে অস্ত্র ধরিয়া শত্রুপক্ষকে নিবারণ করিতেন? না মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে এক একবার বেদী হইতে উঠিয়া বিপক্ষকে তাড়াইয়া দিয়া আবার আচমন পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিতে বসিতেন? যখন যজ্ঞবিদ্বেষীকে অপসরণ করা আবশ্যক, যখন ব্রাহ্মণেরা আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিতে পারিলেও যুদ্ধবিদ্যায় অপটু, যখন যুদ্ধবিদ্যা ক্ষত্রিয়গণেরই বৃত্তি, তখন ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ যে ক্ষত্রিয়গণের আগমন করা বিশেষ আবশ্যক ছিল ও তজ্জন্যই পঞ্চ কায়স্থ ক্ষত্রিয় সমাগত হইয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

কল্পদ্রুম বলেন " আদিশূরের যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের আগমন বৃত্তান্তের কোন্‌টী যে ঠিক্ এখন তাহা নির্ণয় করা কঠিন; এ সম্বন্ধে যে কিছু বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে, সে সমুদায়ই কুলাচার্য্য ও ঘটকদিগের কপোলকল্পিত, তাঁহারাই কারণ বিশেষের বশীভূত হইয়া কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন।" কি আশ্চর্য্য অনুভব! এই সকল কারিকা প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে কি কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের সম্ভ্রম ছিল না? যখন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণই দেবতা, কায়স্থ ত্রিলোকের অধিপতি ও কায়স্থের জন্মবৃত্তান্ত ভক্তিমৎচিত্তে পাঠ করিলে যোগিজন-বাঞ্ছিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন কারিকা প্রস্তুত করাইয়া সম্ভ্রম বৃদ্ধি করণের কোন প্রয়োজনই ছিল না। কারিকা দ্বারা কায়স্থগণের সম্ভ্রম বৃদ্ধি না হইয়া বরং সম্ভ্রমের হানি হইয়াছে। কায়স্থ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ রঘুনন্দনের ডিক্রীর দর্পে শূদ্র বলিয়া আখ্যাত হন। সুতরাং কারিকাকারকগণ তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আদিশূরের যজ্ঞে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ যে বেশে আগমন করিয়াছিলেন

ও যে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার প্রবাদ ও জনশ্রুতি দীর্ঘকালাবধি চলিয়া আসিতেছিল। সুতরাং কারিকাকার জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া স্ব স্ব বাক্যের দ্বারা কারিকা লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিবাহ আদি কার্য্যে ঐ কারিকা দ্বারাই কায়স্থ ব্রাহ্মণের বংশমর্য্যাদার ইতর বিশেষ নির্ণীত হইতেছে। সুতরাং কারিকা অপ্রমাণ্য গ্রন্থ নহে।

কল্পদ্রুম বলেন, " কায়স্থপুরাণকার যেন ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ ও দত্তকে কান্যকুব্জ হইতে আনিলেন, মৌলিক কায়স্থদিগকে তাঁহার এখানকার লোক এই কথাই বলিতে হইয়াছে।" মৌলিক কায়স্থগণ গৌড়দেশের চিরাধিবাসী ও হিন্দুশাস্ত্রানুসারে গৌড় ও বঙ্গদেশ এক দেশ নহে; গৌড় আর্য্য ও বঙ্গ অনার্য্য দেশ। বঙ্গে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ জাতির বাস ছিল না। মৌলিক কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের বংশজ ক্ষত্রিয়, তাঁহারা গৌড়দেশ হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে বাস করিয়াছেন—ইত্যাদি বিষয় প্রমাণ করা হইয়াছে (১)। ঐ সকল বিষয় পাঠ না করিয়া এইরূপ লেখা কেবল বিদ্বেষবুদ্ধি মাত্র।

কল্পদ্রুম বলেন " কায়স্থের মূল ভাল হউক, আর মন্দ হউক, কায়স্থ এখন উচ্চশ্রেণীস্থ হইয়াছেন, এখন আর জাত্যংশে উচ্চতা লাভের গৌরব নাই, সে কেবল অভিমান মাত্র। এ প্রকার অভিমানের আর সময় নাই, এখন গুণেরই গৌরব। মহাকবি ভবভূতি লিখিয়াছেনঃ——

" গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।"

যাঁহার গুণ আছে, তিনিই পূজ্য ইত্যাদি।"

ব্রাহ্মণের মূল ভাল হউক বা মন্দ হউক, এই জাতি এক্ষণে উচ্চশ্রেণীস্থ হইয়াছেন। কল্পদ্রুমের প্রণেতা ব্রাহ্মণ। অতএব তিনি যদি বিবাহাদি কার্য্যে কেবল গুণের পক্ষপাতী হইয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতির সহিত আদান প্রদান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা এক দিন বিশ্বাস

---

(১) প্রথম ভাগ কায়স্থপুরাণ ১১৭—১২৩, ১০৩—১০৪, ৮২—১০৩ ও ১২৩—১৩৩ পৃঃ দেখ।

করিতে পারিতাম যে জাত্যংশে এখন আর অভিমান করার সময় নাই। সভ্য হউক, অসভ্য হউক, সকল জাতিকেই স্বজাতির পক্ষপাতী হইতে দেখা যাইতেছে। হিন্দুদিগের প্রাচীন সম্প্রদায় স্বজাতির পক্ষপাতী। সভ্য ইংরাজ জাতির মধ্যে জাতিভেদ নাই, তথাপি লার্ডবংশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা সামান্য লোকের সহিত আদান প্রদান দূরে থাকুক, আহার ব্যবহার করিতেও ঘৃণা করেন। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই দেখা যাইতেছে যে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি জীবমাত্রেই স্বজাতির পক্ষপাতী। ফল কথা, পৃথিবীর সকলেই জাতিগৌরবের দাস। শুধু মুখের কথায় বাহাদুরি করা কার্য্যকর নহে। কার্য্যে যদি দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে কল্পদ্রুমের কথা শুনিতাম, তাহা হইলে বরং তাঁহার কথা প্রতিবাদযোগ্য হইত।

উপসংহারে কল্পদ্রুম বলেন "আমাদিগের শেষ অনুরোধ এই, তিনি (কায়স্থপুরাণকার) যেন আর কায়স্থকে ক্ষত্রিয় করিয়া তুলিবার বিফল চেষ্টা করিয়া পণ্ডশ্রম না করেন।" কায়স্থপুরাণের পণ্ডশ্রম হইয়াছে কি না—তাহা সাধারণে মীমাংসা করিবেন। কিন্তু কল্পদ্রুমের নিকট কায়স্থপুরাণের নিবেদন এই, তিনি যখন পতিত মনুষ্যকে উদ্ধার করণার্থ স্বর্গ হইতে আসিয়াছেন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তখন এইরূপ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া যেন আর মর্ত্ত্যবাসীর নিকট উপহাসাস্পদ না হন।



জাতিমিত্র ও কায়স্থ সদ্গোপসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থকারের কায়স্থসম্বন্ধীয় তর্কখণ্ডন।

বঙ্গদেশস্থ আর্য্য কুলীন ও মৌলিক কায়স্থ অর্থাৎ কায়স্থ উপাধি সম্পন্ন ক্ষত্রিয়গণের সম্বন্ধে জাতিমিত্রের স্থূল মীমাংসা এই; "করণজাতিকে কায়স্থ জানিবে। ইহারা শূদ্রাগর্ভসম্ভূত। পূর্ব্বে অনুলোম জাতি প্রকরণে যাজ্ঞবল্ক্য বচনদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, বৈশ্য হইতে শূদ্রাণীতে করণজাতির

উৎপত্তি। সেই করণ জাতিই কায়স্থ ও শূদ্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" ৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ যে করণের বংশজ, জাতিমিত্র তাহার কোন প্রমাণই দিতে সমর্থ হন নাই। প্রত্যুত তাহারা যে ঐ করণবংশজ নহে, এবং করণ যে প্রকৃতার্থে কায়স্থ নহে, এই সকল বিষয় ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে।

জাতিমিত্র বলেন, " অনেকে বলেন " কায়স্থেরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান, যেহেতু কতকগুলি প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে, করণ জাতিই কায়স্থ জাতি। করণ ও কায়স্থ এক পর্য্যায়ক শব্দ। মনু বলিয়াছেন, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিব, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং কায়স্থগণকে অবশ্যই ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ ঝল্ল, মল্ল, নট, করণ, দ্রবিড় ও খস জাতিকে কেহ কেহ অন্ত্যজ * জাতি মধ্যে গণনা করিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়, ঝল্ল মল্ল প্রভৃতিরা ম্লেচ্ছ জাতি মধ্যে পরিগণিত। অতএব আমরা বঙ্গীয় সমাজে বর্ত্তমান সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান বলিতে বাধ্য না হইয়া বৈশ্য হইতে শূদ্রাগর্ভসম্ভূত এবং শূদ্রবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ বলিয়া স্বীকার করিতেছি।" ৩৪ পৃঃ দেখ। কিন্তু কেহ যদি বলেন " আমরা বর্ত্তমান সম্ভ্রান্ত অম্বষ্ঠ বৈদ্যকে চণ্ডাল বৈদ্যের বংশ না বলিয়া বেদের বংশ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ বলিয়া স্বীকার করিতেছি " ইহাতে যেমন ঐ জাতির কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে না, তদ্রূপ আর্য্যকায়স্থ ক্ষত্রিয়দিগকে জাতিমিত্র যাহাই বলিয়া স্বীকার করুন বা না করুন তাহাতেও কায়স্থের কোন লাভ বা ক্ষতি নাই। সুতরাং " আমরা স্বীকার করিতেছি " জাতি-মিত্রের এইরূপ পদ ব্যবহার করা নিতান্ত অসঙ্গত কার্য্য হইয়াছে। যাহা হউক ঝল্ল, মল্ল জাতি ম্লেচ্ছ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে বলিয়া করণ প্রভৃতি

* "এস্থলে অন্ত্যজ শব্দের অর্থ কনিষ্ঠ বা নিকৃষ্ট পারিভাষিক অর্থ নহে।"

অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণকে ম্লেচ্ছ বলা বিদ্বেষ-বুদ্ধি মাত্র। দ্রবিড়, খস, নট প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ দ্রবিড়, খস ও নট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় পরিচিত। এইরূপে কর্ণাট দেশবাসী ক্ষত্রিয়গণ করণ ও অম্বষ্ঠ দেশবাসী ক্ষত্রিয়গণ অম্বষ্ঠ সংজ্ঞায় অভিহিত। যেমন এক আর্য্য ব্রাহ্মণবংশ রাঢ় ও বারেন্দ্র প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়া রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সংজ্ঞায় পরিচিত, তদ্রূপ একই ক্ষত্রিয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিয়া করণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে। যেমন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইলে বারেন্দ্র বা অন্য স্থানবাসী ব্রাহ্মণকে ম্লেচ্ছ বলা অজ্ঞতার কার্য্য তদ্রূপ দ্রবিড় ও খসজাতি ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া কর্ণাট দেশীয় ক্ষত্রিয় অর্থাৎ করণকে ম্লেচ্ছ বলা নির্ব্বোধের কার্য্য মাত্র। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তানসমূহের মধ্যে কেবল দ্রবিড় ও খস ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; নিচ্ছিব, নট ও করণ ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক তাহারা যে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয় নাই ও তাহারা যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়, তাহা ক্ষত্রিয় করণ অধ্যায়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

জাতিমিত্র বলেন, করণ ও কায়স্থ এক পর্য্যায়ক শব্দ। কিন্তু কায়স্থ-বাচক করণ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ; শূদ্রাগর্ভসম্ভূত করণ পুংলিঙ্গ; এই করণ জাতিতে কায়স্থ নহে, জাতিতে বর্ণসঙ্কর এবং ইহারা লিপিবৃত্তি (নকলনবীসের বৃত্তি) গ্রহণ করিয়া কায়স্থ উপাধিতে আখ্যাত হইয়াছে মাত্র (শূদ্রকরণ অধ্যায় দেখ)। সুতরাং কায়স্থ শব্দ ও ঐ করণ শব্দ প্রকৃতার্থে এক পর্য্যায়ক শব্দ নহে।

করণ লিপিবৃত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইলে কোন কোন কোষকার কায়স্থ শব্দের অন্যান্য অর্থসহ করণ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু কেবল মাত্র ঐ কারণে এই দুই শব্দ এক পর্য্যায়ক হইতে পারে না। সমস্ত কোষেই হরিশব্দার্থে বিষ্ণু, সিংহ, বানর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে এবং দ্বিজশব্দে পক্ষী ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে বুঝাইয়াছে। অতএব কায়স্থ ও করণ এক পর্য্যায়ক হইলে বানর, বিষ্ণু ও সিংহকে এবং দ্বিজ ও পক্ষীকে এক পর্য্যায়ক এবং তদ্বশতঃ একবংশপ্রসূত বলা যাইতে পারে। যাহা

হউক যাহারা করণ ও কায়স্থ এক পর্য্যায়ক বলিয়া এই দুই জাতিকে এক বলিয়াছেন তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

কায়স্থ সদ্গোপ সংহিতার প্রতিবাদকার জেলা হুগলীর তড়া আটপুর নিবাসী ধ্রুবানন্দ তর্কবাগীশ স্কন্দপুরাণোক্ত পরশুরাম ও ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেন রাজার গর্ভবতী ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তানের কায়স্থ সংজ্ঞা ধারণের সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন " এই পুরাণ প্রমাণে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় সন্তান বলা যাইতে পারে ; ফলতঃ সিদ্ধান্ত এই যে পুরাণ অপেক্ষা স্মৃতির প্রমাণ প্রধান, তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতি সংহিতাতে বলিয়াছেন যে, বৈশ্যের বিবাহিতা শূদ্র কন্যাতে উৎপন্ন করণ জাতি এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে জন্ম-খণ্ডে বলিয়াছেন করণ জাতি লিপিবৃত্তিক, কায়স্থ। প্রধান স্মৃতিকর্ত্তা মনু বলিয়াছেন, বৈশ্য কর্ত্তৃক শূদ্র কন্যাতে যে সন্তান জন্মে সে বৈশ্যের সদৃশ ; তবেই মনুর মতেও করণ জাতি বৈশ্যের সদৃশ হইল। * * * এই সকল প্রমাণ অনুসারে সুস্পষ্ট বোধ হইল যে করণ আর কায়স্থ এক জাতি, ইহারা শূদ্রার গর্ভোৎপন্ন, এই জন্য শূদ্রজাতি হইল ; কিন্তু বৈশ্যের ঔরসজাত প্রযুক্ত মনুর প্রমাণ দ্বারা বৈশ্যের সদৃশ হইল। যে যাহার সদৃশ হয় সে তাহা হইতে ভিন্ন হয়, কিন্তু তাহার অনেক ধর্ম্ম তাহাতে থাকে, * * * শূদ্রজাতি বলিয়া উপনয়ন সংস্কারও নাই, কিন্তু দ্বিজ সন্তান এবং দ্বিজ সদৃশ বলিয়া অন্য শূদ্র মাত্রেরই নমস্য, অর্থাৎ শূদ্রেরা কায়স্থকে নমস্কার করিবে।" ইনিও ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণকে অস্পর্শীয় বলিয়াছেন। কায়স্থপুরাণের করণ অধ্যায় পাঠ করিলেই সদ্গোপসংহিতার প্রতিবাদকারী লেখক অবগত হইবেন যে এইরূপ মীমাংসা ভ্রমমূলক।

তর্কবাগীশ মহাশয় বলেন, পুরাণ অপেক্ষা স্মৃতি প্রমাণ্য। যদি তাহাই হয়, তবে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কায়স্থ উপাধিসম্পন্ন করণ সম্বন্ধীয় বচন গ্রহণ পূর্ব্বক আর্য্য কায়স্থকে বৈশ্য ও শূদ্রীসংজাত করণ বলা নিতান্তই শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে। করণজাতি কায়স্থ—এইরূপ কোন পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ঐ পুরাণ যদি কায়স্থের সম্বন্ধে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে, তবে

যে সকল পুরাণে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ঐ সকল পুরাণ কি জন্য কায়স্থের অনুকূলে প্রমাণ বলিয়া গণ্য না হইবে ? বোধ হয় যদ্দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে, উক্ত লেখকের নিকট তাহা অপ্রমাণ্য, এবং যাহাতে স্বার্থরক্ষা হয়, তাহাই সপ্রমাণ। তাহাতেই তিনি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করিয়া স্কন্দপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণকে প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিতে অনিচ্ছু হইয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সমস্ত কায়স্থ করণ বলিয়া উক্ত হয় নাই। উহাতে এইরূপ পাঠ আছে যথা—জন্মৈকং করণোভবেৎ। বিশ্বৈকলিপিকর্ত্তা চ॥ ইহার তাৎপর্য্য এই যে বৈশ্য ও শূদ্রীজাত ব্যক্তি এক জন্মকাল করণ নামে অভিহিত হইয়া পৃথিবী মধ্যে একজন প্রধান লিপিকর্ত্তা (নকলনবিশ) হইয়া কায়স্থ উপাধিতে পরিচিত হয়। তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রথমে জানা উচিত, পৃথিবীতে কত প্রকার কায়স্থ আছে, তৎপরে কায়স্থবিষয়ক মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য। পৃথিবীতে নানাপ্রকার কায়স্থ আছে ; তাহারা পৃথক্ পৃথক্ জাতি।

মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে, বেদের অর্থ প্রাকৃত লোকের পক্ষে সহজ নহে, সুতরাং ঋষিগণ পুরাণাদিতে দেশ, কাল পাত্রানুসারে লোকের জ্ঞানার্থ বেদোক্ত ধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছেন। অতএব পুরাণাদির প্রমাণ সহযোগে বেদের অর্থ সমর্থন করাই উচিত, নতুবা বেদের প্রকৃত অর্থের অনুপলব্ধি প্রযুক্ত অসন্মীমাংসা দ্বারা বেদকে বিকৃত করা হয়। যথা—

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥

মহাভারতে আরও বিবৃত হইয়াছে, পুরাণ, মনূক্ত ধর্ম্ম, সঙ্গবেদ ও আয়ুর্ব্বেদ এই চারি শাস্ত্র ঐশাজ্ঞাসিদ্ধ প্রমাণ। অতএব কুতর্ক দ্বারা তাহা খণ্ডন করা পাপাবহ। যথা—

পুরাণং মানবোধর্ম্মঃ সাঙ্গোবেদশ্চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারো ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥

কাশীখণ্ডে বিবৃত হইয়াছে, শ্রুতি ও স্মৃতিহীন ব্যক্তি অন্ধ ; তন্মধ্যে একটী

বিহীন হইলেই কাণ হয়। আর যে ব্যক্তি পুরাণশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, তিনি হৃদয়শূন্য অর্থাৎ জীবন্মৃত স্বরূপ। অতএব কাণ অথবা অন্ধ অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি না জানা বরং ভাল, কিন্তু হৃদয়শূন্য অর্থাৎ পুরাণে অনভিজ্ঞ হওয় অধিক দোষাবহ। কারণ, শ্রুতি ও স্মৃতিতে যে সকল ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে, পুরাণে তাহাই পুরাবৃত্ত ঘটনা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে পুরাণং হৃদয়ং স্মৃতং।
শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং হীনোঽন্ধঃ কাণঃ স্যাদেকয়া বিনা॥
পুরাণহীনাৎ হৃচ্ছূন্যাৎ কাণান্ধাবপি তৌ বরৌ।
শ্রুতিস্মৃত্যাদিতো ধর্ম্মঃ পুরাণে পরিপঠ্যতে॥

বাল্মীকি রামায়ণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থেও পুরাণের উল্লেখ আছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে, "যোগিগণ বেদ ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র সকল আলোচনা করিয়া তাঁহারই (নিরাকার ব্রহ্মের) ধ্যানে নিমগ্ন হন।" (১) কিন্তু স্মৃতি দ্বারা যে ব্রহ্মের আরাধনা হইবে তাহা কোন শাস্ত্রেই লিখিত হয় নাই। সুতরাং পুরাণ অপেক্ষা স্মৃতিকে সাধারণতঃ প্রমাণ্য বলা প্রাচীন শাস্ত্র না জানার ফল মাত্র।

স্মৃতিতেও বিবৃত হইয়াছে যে পুরাণ ও বেদাদি চতুর্দ্দশ শাস্ত্র মানবগণের ধর্ম্মশাস্ত্র, যথা—যাজ্ঞবল্ক্য

পুরাণন্যায়মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥

যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণের নিত্য কার্য্য নির্ণয় করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ প্রতি দিন বেদাংশ, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করেন, তাহার মাংস ক্ষীর, অন্ন, মধু ও সর্পির দ্বারা দেবতাদিগকে এবং ঘৃত মধু দ্বারা পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করা হয়, যথা—

বাকোবাক্যং পুরাণঞ্চ নারাশংসীশ্চ গাথিকাঃ।
ইতিহাসাং স্তথা বিদ্যাঃ শক্ত্যাঽধীতেহি যোঽন্বহম্।

---

(১) বিনোদবিহারী গোস্বামিকৃত অনুবাদিত উত্তরকাণ্ড ১৬০ পৃঃ দেখ।

মাংসক্ষীরৌদনমধুতর্পণং স দিবৌকসাম্।
করোতি তৃপ্তিং কুর্য্যাচ্চ পিতৃণাং মধুসর্পিষা॥

তিনি আরও বলিয়াছেন, যপযজ্ঞ সাধনার্থ ব্রাহ্মণ প্রত্যহ পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ করিবে; যথা—

বেদাথর্ব্বপুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ।
জপযজ্ঞপ্রসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যাঞ্চাধ্যাত্মিকীঞ্জপেৎ॥

অতএব এই সকল শাস্ত্রোক্ত বচন দ্বারা প্রমাণ হয়, পুরাণ স্মৃতি অপেক্ষা মাননীয় গ্রন্থ।

সকলেই অবগত আছেন যে প্রাচীনকালে বিশুদ্ধ হিন্দুগণ ধর্ম্ম অর্জ্জন কামনায় কত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে বাটীতে পুরাণ দেওন জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। কেহই স্মৃতি দেওন জন্য যত্নও করেন নাই।

বর্ত্তমান স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের গুরু রঘুনন্দন, তিনিও পুরাণ ও তন্ত্রের বচন গ্রহণ পূর্ব্বক স্মৃতি সংগ্রহ করিয়া রাঢ়খণ্ডে নূতন আইন স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যগণ উহাই অবলম্বন করিয়া বঙ্গসমাজে স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া অধ্যাপক হইয়াছেন। তথাপি কালের গতি এইরূপ যে কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করণ সময়ে পুরাণকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

স্মৃতি স্থানীয় আইন (Local Law)। সর্ব্বস্থানের আচার ও ব্যবহার সম্বন্ধীয় আইন (স্মৃতি) এক নহে। বর্ত্তমান সময়েও বঙ্গদেশে দায়ভাগ, মিথিলা প্রভৃতি দেশে মিতাক্ষরা এবং দ্রাবিড় ও পুনা প্রভৃতি স্থানে স্মৃতি চন্দ্রিকা প্রচলিত। পুরাণে সৃষ্টির প্রথমাবধি ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক ঘটনা ও নিয়ম বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু পুরাণ স্থানীয় আইন নহে, সমগ্র ভারত-বাসীর ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক ঘটনা সংযুক্ত ধর্ম্মগ্রন্থ। সুতরাং কোন সময়ে কোন স্থানে সাময়িক ঘটনা ক্রমে যদি কোন নিয়ম স্থাপন হইয়া ঐ নিয়ম তৎস্থানীয় ধর্ম্মস্বরূপ গণ্য হইয়া আসিয়া থাকে এবং ঐ নিয়মের সহিত যদি পুরাণোক্ত ধর্ম্মের বিরোধ হয়, তবে স্থানীয় আইন (স্মৃতি) প্রবল হওয়াই উচিত। নচেৎ তৎস্থানীয় সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভব। এই নিমিত্ত

মরীচি প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে স্থানে যে আচার ও নিয়ম ধারাবাহিকরূপে চলিয়া আসিতেছে সেই দেশে তাহাই ধর্ম্মস্বরূপ গণ্য হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন দেশে ভ্রাতৃজায়া বিবাহ করিবার ও মৎস্য ভোজনের প্রথা প্রচলিত আছে; কিন্তু পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহা নিষিদ্ধ। অতএব স্থানীয় প্রথা (স্মৃতি) অতিক্রম করিয়া পুরাণোক্ত ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে হইলে সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং এমত স্থলে স্থানীয় আইন (স্মৃতি) অনুসারেই কার্য্য হওয়া কর্ত্তব্য। সুতরাং ব্যাস বলিয়াছেন, স্মৃতি অর্থাৎ স্থানীয় প্রচলিত ব্যবহারের সহিত পুরাণের বিরোধ হইলে স্থানীয় ব্যবহারই বলবৎ হইবে; যথা—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং হি তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥

মনুঁ আদি ব্যবস্থাপক। মনুর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াই অন্যান্য স্থানীয় আইন প্রণীত হইয়াছে। নূতন স্মৃতিকর্ত্তারাও স্বীয় স্বীয় মত প্রচলন করিয়াছেন। তাহাতে মনুর মতেরও বৈষম্যতা জন্মিয়াছে। সুতরাং বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে, যে স্মৃতি মনুস্মৃতির বিপরীত, তাহা অপ্রমাণ্য; যথা—

বেদার্থোপনিবদ্ধিত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥

অতএব পুরাণ ও স্মৃতি স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। তন্মধ্যে পুরাণ ধর্ম্মগ্রন্থ সাধারণতঃ স্মৃতি অপেক্ষা অগ্রগণ্য, কেবল স্থানীয় ব্যবহার ও প্রথা সম্বন্ধে স্থানীয় আইন (স্মৃতি) অগ্রগণ্য মাত্র, অন্য কোন সম্বন্ধে নহে।

স্মৃতি ও পুরাণে বিরোধ উপস্থিত হইলে স্মৃতি অগ্রগণ্য হইলেও বঙ্গদেশস্থ কুলীন ও মৌলিক ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়গণের কোন ক্ষতি নাই। ব্রহ্মকায়স্থ যে ক্ষত্রিয়, শূদ্র বা করণের বংশ নহে, তাহা আপস্তম্বশাখা, ব্যোমসংহিতা, হারীত ও যমস্মৃতি এবং পরাশর প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিসংহিতা, পুরাণ ও তন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মকায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয়, এতৎসম্বন্ধে সমস্ত শাস্ত্রই একমত, কেহই বিরোধী নহে।

উল্লিখিত কায়স্থগণ যে ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়বংশজ, তাহা পুরাণ ও স্মৃতি

প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। অতএব এই সকল প্রমাণের বিরুদ্ধে ঐ কায়স্থদিগকে বৈশ্য ও শূদ্রাণী সংযোগ জাত শূদ্র করণ বংশজ বলিতে অগ্রসর হওয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের অবমাননা করা মাত্র।

জাতিমিত্র বঙ্গীয় আর্য্যকায়স্থদিগকে প্রথমতঃ বৈশ্য ও শূদ্রীজাত বর্ণসঙ্কর করণ শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আবার অগ্নিপুরাণের বচন গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ কায়স্থদিগকে চিত্রগুপ্তের বংশজ বলিয়াছেন (ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগ ৫৬—৫৭ পৃঃ দেখ)। ধন্য বিচারশক্তি! যাহা হউক, অগ্নিপুরাণোক্ত বচনের প্রকৃত অর্থ কি? তাহা সমস্ত গ্রন্থের এক বাক্যতায় নির্ণয় করা হইয়াছে।

জাতিমিত্র ভবিষ্যপুরাণের কায়স্থ সম্বন্ধীয় বচন সম্বন্ধে বলিয়াছেন "এই পুস্তকের কায়স্থ প্রকরণে ঐ বচনের সমালোচনা হইবে, তাহাতে পূর্ব্বাপর অনৈক্য, ব্যাকরণাশুদ্ধ, অন্য শাস্ত্র ও পরস্পর পুরাণ-বিরুদ্ধ, তাৎপর্য্য ও ভাব অতি জটিল ইত্যাদি দোষ সকল দেখিলেই পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন,—ঐ বচনগুলি অসাধারণ জ্ঞানশালী মুনি প্রণীত, কি আধুনিক কাল্পনিক রচিত" (দ্বিতীয়ভাগ পৃঃ ৯)। বর্ত্তমান সময়ের নিয়মই এই যে যে গ্রন্থ স্বীয় মতের পোষক নহে, ব্যাকরণাশুদ্ধি প্রভৃতি দোষ দর্শাইয়া তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। এক্ষণে সকলেই পণ্ডিতাভিমানী ও বিদ্যাবাগীশ। সুতরাং প্রাচীন মুনি ও ঋষিদের ব্যাকরণাশুদ্ধি না ধরিলে তাঁহারা কখনই পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। কিন্তু তাহাদের জানা উচিত যে তাহারা প্রাচীন পাণিনি ও মাহেশ ব্যাকরণের কিছুই অবগত নহেন। অতএব তাঁহারা যে প্রাচীন গ্রন্থের ব্যাকরণ দোষ ধরিতে অগ্রসর হন, ইহা কেবল কালমাহাত্ম্য ও দুঃসাহস মাত্র।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদেরা মাহেশব্যাকরণ জানিতেন না। এই নিমিত্ত ব্যাস প্রণীত পুরাণাদি গ্রন্থোক্ত কোন কোন পদ ও শব্দ সম্বন্ধে তাহাদের সন্দেহ জন্মিলে তাঁহারা পাণিনি ব্যাকরণ মতে সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং নারায়ণ বকরূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, যে পদরত্ন সমুদ্রবৎ মাহেশব্যাকরণ হইতে ব্যাসদেব সংগ্রহ

করিয়াছেন তাহা গোষ্পদ তুল্য পাণিনি ব্যাকরণে থাকিতে পারে না, যথা—

যান্যুজ্জহার মাহেশাৎ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে॥

ভাষ্যকার দুর্গাসিংহ বলিয়াছেন যে যখন কুশাগ্রভাগ সদৃশ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারাও তিনি শব্দ সাগরের পারদর্শী হইতে পারেন নাই তখন জড়বুদ্ধি ব্যক্তি দ্বারা কি হইবে ? যথা—

অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রৈকধিয়া বুভৌ।
নৈব শব্দাম্বুদে পারঃ কিমন্যো জড়বুদ্ধয়ঃ॥

অতএব আধুনিক পণ্ডিতাভিমানীদের মধ্যে যাঁহারা ব্যাসের ব্যাকরণ দোষ ধরিয়া পুরাণাদি গ্রন্থের অবমাননা করিতে অগ্রসর হন, তাঁহাদের স্বীয় বুদ্ধি ও বিদ্যার সীমা কতদূর, তাহা অগ্রে বিবেচনা করা উচিত।

এক্ষণে অনেক পণ্ডিতই সহসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় তর্কের মীমাংসা ও ব্যবস্থা দিতে অগ্রসর হন। কিন্তু জানা উচিত যে তর্ক, মীমাংসা, সিদ্ধান্ত, বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্তি, ব্যাকরণ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের পারদর্শিতা এবং তৎসহ যাঁহাদের পণ্ডাবুদ্ধি অর্থাৎ বিচারশক্তি ছিল, তাঁহারাই প্রাচীনকালে পণ্ডিত এবং হিন্দুসমাজের ব্যবস্থাপক বলিয়া গণ্য ছিলেন ; যথা—

তর্কসিদ্ধান্তসাহিত্য বেদবেদাঙ্গগামিনী।
পণ্ডাবুদ্ধি সমাযুক্তস্তদ্যোগাৎ পণ্ডিতঃ স্মৃতঃ॥

অতএব রঘুনন্দনের দেড় পাতা ও গৌতমসূত্রের দুই একটা সূত্র পাঠ করিয়া যাঁহারা কোন বিষয়ের ব্যবস্থা দিতে ও মীমাংসা বা প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হন, তাঁহাদের মনে মনে বিবেচনা করা উচিত যে কি পর্য্যন্ত তাঁহাদের দর্শন। সুতরাং জাতিসম্বন্ধীয় তর্কের মীমাংসায় যে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

কায়স্থ সম্বন্ধীয় তর্কসম্বন্ধে কায়স্থসদ্গোপসংহিতার ও জাতিমিত্রের মীমাংসা এক। তবে এই সংহিতাকার বৈশ্য ও শূদ্রীজাত করণ এবং ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় সন্তান করণকে এক গণ্য করিয়া কায়স্থকে অধম শূদ্র বলিয়াছেন ;

(১৩—১৮ পৃঃ দেখ)। কিন্তু ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তান করণ এবং বৈশ্য ও শূদ্রী সংযোগজাত করণ এক নহে। এই দুই জাতি পৃথক পৃথক জাতি। কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়বংশজ, উহাদের বংশজাত নহে ;— ইত্যাদি বিষয় ইতিপূর্ব্বে নির্ণয় করা হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থের স্বতন্ত্র প্রতিবাদ করা গেল না।

কায়স্থ সদ্গোপসংহিতা যেমন কবির চিতেন ধরিয়া নানাবিধ অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক কায়স্থকে গালি দিয়া লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন, অনেকের ইচ্ছা কায়স্থপুরাণও তদ্রূপ লেখনী দ্বারা তাহার প্রতিবাদে অগ্রসর হন। কিন্তু নীতিশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে যে, যে স্থানে পাষণ্ড অর্থাৎ দুর্জ্জন ব্যক্তি বক্তৃতা করে সে স্থানে বর্ষাকালীন কোকিলের ন্যায় ভদ্রলোকের নীরব থাকাই কর্ত্তব্য ; যথা—

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে।
দর্দ্দুরা যত্রবক্তারস্তত্রং মৌনং হি শোভনম্॥

অতএব তাঁহার লেখনীর প্রতি লক্ষ্য করা গেল না।

বাবু গোপালচন্দ্র সেন কবিরাজ কর্ত্তৃক " জাত নাই তার কুলের আশা " নামক একখানি পুস্তিকা প্রণীত হইয়াছে। তাহাতে বিবৃত হইয়াছে " বৈদ্যবংশজ রাজা বল্লাল সেন স্বীয় স্বীয় সমাজচ্যুত যে পঞ্চ সেবককে কৌলীন্য প্রথা দিয়াছিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়বংশীয় কি না, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই—অনুমান করিয়া তাঁহাদের ক্ষত্রিয় বলা অন্যায়, যদি তাঁহারা ক্ষত্রিয় হন তাহা হইলেও স্বকর্ম্ম ও স্বধর্ম্মাদি পরিভ্রষ্ট হইয়া বিবাহাদি কর্ম্মকারণ চলিত হওয়াতে এদেশীয় পূর্ব্বকায়স্থদের সহিত মিশ্রিত হইয়াছেন ; সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্বক্ষত্রিয়দের সহিত আচার ব্যবহারাদিতে কোন ক্রমেই তুল্য হইতে পারেন না। অতএব বল্লাল ভূপালকৃত কুলুজির মতেই তাঁহাদের আচার ব্যবহারাদি করা ও সেই সকল রীতি নীতিতে চলাই বিধেয়। "

" শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ " মনু।

"একস্থলে মনু এইরূপ লেখেন যে ইহলোকে সাগ্নিক ব্রাহ্মণাদির অভাবে ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপ হইয়া ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হইবে। যখন আসল ক্ষত্রিয়দের শূদ্রত্ব হইল তখন কৃত্রিম ক্ষত্রিয়দের কথা আর অধিক কি লিখিব।"

এই গ্রন্থকার মনু বচনের "ইমা" শব্দে ইহলোক এবং "গতা" শব্দে "হইবে"—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। "গতা" ক্রিয়াটি ভূতকালবাচক ক্রিয়া; এবং "ইমা" শব্দে "এই সকল।" উল্লিখিত মনুবচনের অর্থ এই,—

"ব্রাহ্মণের অদর্শন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ না পাওয়া হেতু এই সকল ক্ষত্রিয়-জাতি ক্রমে ক্রমে ক্রিয়াহীন হইয়া শূদ্রত্ব অর্থাৎ "শূদ্রভাব" প্রাপ্ত হইয়াছে। "ইমা" বাক্য দ্বারা মনু যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাদের বিষয় তিনি ঐ বচনের পর বচনেই বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দারবাঃ খসাঃ॥

অর্থাৎ পৌণ্ড্র, উড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দারব ও খস এই সকল ক্ষত্রিয়জাতি ব্রাহ্মণ না পাইয়া ক্রিয়ালোপ-বশতঃ ক্রমে ক্রমে শূদ্রভাব সম্পন্ন হইয়াছে। অতএব উল্লিখিত মনুবচন দ্বারা সমস্ত ক্ষত্রিয়কে শূদ্র বলা শাস্ত্র না জানার ফল মাত্র।

এই গ্রন্থকার বলিয়াছেন, এদেশীয় (বঙ্গদেশীয়) পূর্ব্বকায়স্থের সহিত ক্ষত্রিয়গণ অর্থাৎ কুলীনকায়স্থগণ বিবাহাদি করিয়া মিশ্রিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্বক্ষত্রিয়দের সহিত আচার ব্যবহারাদিতে কোনক্রমেই তুল্য হইতে পারেন না। "পূর্ব্বক্ষত্রিয়" এই শব্দ দ্বারা গ্রন্থকার যে কোন্ ক্ষত্রিয়কে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা জানা যায় না; বোধ হয় তিনি কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষ অর্থাৎ কনৌজী ক্ষত্রিয়দিগকে লক্ষ্য করিয়া থাকি-বেন। যাহা হউক যখন বঙ্গবাসী ক্ষত্রিয় অর্থাৎ কুলীন কায়স্থগণ কনৌজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বঙ্গবাসী হইয়া স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিয়া রহিয়াছেন তখন কনৌজী ক্ষত্রিয় ও এই ক্ষত্রিয়গণের আচার ও ব্যবহার কখনই এক

হইতে পারে না। রাঢ়শ্রেণী ব্রাহ্মণগণ কনৌজী ব্রাহ্মণের বংশ। কিন্তু এই ব্রাহ্মণগণ কনৌজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বঙ্গবাসী হইয়া যেমন কোন কোন আচার ও ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহাদের ভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্মণের অর্থাৎ কনৌজী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট হইয়াছেন, তদ্রূপ বঙ্গবাসী কনৌজী ক্ষত্রিয় (কুলীন কায়স্থ) সমাজে ঘটিয়াছে। অতএব কনৌজী ক্ষত্রিয়ের সহিত কুলীন কায়স্থগণ আচার ব্যবহারাদিতে তুল্য হউন বা না হউন তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ক্ষত্রিয়গণ নানা স্থানে বাস করিয়া যেমন ভিন্ন ভিন্ন সমাজ স্থাপন ও স্বতন্ত্র আচার অবলম্বন করিয়া আছেন, বঙ্গবাসী ক্ষত্রিয়গণও সেইরূপ করিয়াছেন।

এদেশীয় পূর্ব্বকায়স্থ প্রকৃতার্থে ক্ষত্রিয় হইলে তাহাদের সহিত কনৌজী ক্ষত্রিয় অর্থাৎ কুলীন কায়স্থগণ বিবাহাদি করিয়া মিশ্রিত হইলে কোন দোষ হইতে পারে না। কুলীন ও মৌলিক ক্ষত্রিয়ের পরস্পর বিবাহাদি কার্য্য আবহমান কালাবধি চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে তাহারাও সবর্ণজাত ক্ষত্রিয় (২ ও ৪৫—৫৯ পৃঃ দেখ)। মৌলিক কায়স্থগণ গৌড় কায়স্থ অর্থাৎ চিত্রগুপ্তের বংশজ ক্ষত্রিয়, গৌড়দেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক বঙ্গবাসী হইয়াছেন এবং কনৌজ পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত এক দেশ—এই বিষয়ের প্রমাণ প্রথমভাগে ১১৭—১১৯ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। অতএব কনৌজী (গৌড়) ক্ষত্রিয় অর্থাৎ কুলীন কায়স্থ এবং গৌড় ক্ষত্রিয় অর্থাৎ মৌলিক কায়স্থ এক ক্ষত্রিয়জাতি। সুতরাং মৌলিক কায়স্থ ও কুলীন কায়স্থের পরস্পরের বিবাহাদি কার্য্য দ্বারা তাহাদের সবর্ণ বিবাহই প্রচলিত রহিয়াছে।

মৌলিক কায়স্থদিগকে বঙ্গের আদিমবাসী প্রমাণ করণার্থ কবিরাজ মহাশয় লাক্ষণ্য স্মৃতির এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

বিদ্যাবন্ত শুচির্ধীরোদাতা পরোপকারকঃ।
রাজকর্ম্মী ক্ষমাশীলঃ কায়স্থঃ সপ্তলক্ষণঃ॥
লেখকঃ স্যাল্লিপিকরঃ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ।
এতে বঙ্গজা নির্দ্দিষ্টা বল্লালেন মহাত্মনা॥

"এতে বঙ্গজা" এই শব্দ দ্বারা বোধ হয় গ্রন্থকারের ধারণা হইয়া থাকিবে, যে মৌলিক কায়স্থগণ বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসী। কিন্তু কায়স্থগণের এক সম্প্রদায় বঙ্গদেশে বাস করা হেতু যে বঙ্গজ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা কুলদীপিকায় বিবৃত হইয়াছে (২৯ পৃষ্ঠা দেখ)। "জ" শব্দে জাত, জেতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বুঝায় (শব্দার্থ রত্নমালা দেখ)। অতএব "জ" শব্দে "জাত" গণ্য করিলে বঙ্গজা শব্দে বঙ্গজাত বুঝায়। কিন্তু বঙ্গশ্রেণী কায়স্থের কুলীনগণও "বঙ্গজা" বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছেন। এই কুলীনগণ ও কনৌজী বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। অতএব বঙ্গের আদিমবাসী বলিয়া "বঙ্গজা" উপাধি প্রচলিত হইয়া থাকিলে ঘোষ, বসু প্রভৃতিকেও বঙ্গের আদিমবাসী বলিতে হইবে। কিন্তু তাঁহারা বঙ্গের আদিমবাসী নহেন, কনৌজের আদিমবাসী। অতএব "বঙ্গজা" শব্দে বঙ্গের আদিমবাসী অর্থ করা ভ্রমমূলক বা বিদ্বেষবুদ্ধি মাত্র। "জ" শব্দে জেতা অর্থাৎ জয়কারী (conqueror) গণ্য করিলে "এতে বঙ্গজা" শব্দের অর্থ "ইহারা বঙ্গজেতা" বুঝায়। আদিশূর গৌড়দেশ অধিকার করিলে পর মৌলিক কায়স্থের কোন কোন বংশ বঙ্গে বাস করেন। কিন্তু আইন আকবরিতে বিবৃত হইয়াছে কায়স্থবংশোদ্ভব পাল ও সেন-বংশীয়েরা বঙ্গদেশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যাধিকার করিয়া সম্রাট উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান বাদসাহের সময়েও বঙ্গদেশ প্রায় কায়স্থ রাজগণেরই অধীনে ছিল। এক্ষণেও বঙ্গদেশে কায়স্থ ভূস্বামীই অধিক, (৮৪—৯১ পৃঃ দেখ)। ঘটককারিকায় বিবৃত হইয়াছে মৌলিকগণ চিত্রগুপ্তের বংশধর, নিত্যানন্দ সম্রাটের বংশ। অতএব "এতে বঙ্গজা" অর্থাৎ "ইহারা বঙ্গজেতা" এই পদ উল্লিখিত সাময়িক অবস্থা সহ একত্রিত করিয়া নিরপেক্ষভাবে প্রণিধান করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আদিশূরের বংশধরদিগকে পরাজয় করিয়া মৌলিক কায়স্থগণ বঙ্গদেশ অধিকার করিলে যে সকল কায়স্থগণ বঙ্গদেশে তৎপূর্ব্বে আদিশূরের আনীত মতে বাস করিতে ছিলেন, এবং তৎপরে যাঁহারা বঙ্গবাসী হইলেন, তাঁহারা সকলেই "বঙ্গজ" অর্থাৎ "বঙ্গজেতা" এই সংজ্ঞায় পরিচিত হন। সুতরাং বঙ্গবাসী কনৌজী

অর্থাৎ কুলীন কায়স্থ ও বঙ্গবাসী গৌড় অর্থাৎ মৌলিক কায়স্থগণ সাধারণতঃ "বঙ্গজ" অর্থাৎ "বঙ্গজেতা" বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছেন। অতএব "বঙ্গজা" শব্দে "বঙ্গজেতা"—এই অর্থই সঙ্গত অর্থ হইতেছে।

কবিরাজ মহাশয় মৌলিক কায়স্থের লক্ষণ বর্ণনার্থ লাক্ষণ্য স্মৃতির যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে ব্যক্ত এই—কায়স্থ বিদ্যাবান্ অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। ভবিষ্যপুরাণে বিবৃত হইয়াছে চিত্রগুপ্তের বংশজ গৌড় প্রভৃতি কায়স্থগণ সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত; যথা—

"সুধিয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কারবোধকাঃ।"

এতদ্ব্যতীত মৌলিক কায়স্থগণ শুচি, ধীর (পণ্ডিত), দাতা, পরোপকারী, রাজকর্ম্মচারী, ক্ষমাশীল,—এই সকল গুণ যে ক্ষত্রিয়দিগেরই লক্ষণ তাহা শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে; কায়স্থপুরাণের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই সন্দেহ নিরাকৃত হইবে। প্রাচীনকালে অর্থাৎ যে সময়ে এক জাতির বৃত্তি অন্য জাতি গ্রহণ করিতে পারিত না অর্থাৎ বিশুদ্ধ হিন্দু নিয়ম প্রচলিত থাকার সময়ে এই সপ্তগুণ শূদ্র বা হীনজাতিদিগের ছিল না। কারণ যাহারা অশুচি ও হিংসাপ্রিয় তাহাদিগকেই শাস্ত্রকারেরা শূদ্র বলিয়াছেন।

উল্লিখিত লাক্ষণ্য স্মৃতির বচনে মৌলিক কায়স্থের সপ্তগুণ সহ লেখক, লিপিকর ও অক্ষরজীবী এই কয়েকটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অমরকোষে ক্ষত্রিয়বর্গে বিবৃত হইয়াছে যথা—

রাজন্যকঞ্চ নৃপতেঃ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ।

* * * *

লিপিকারোঽক্ষরচণোঽক্ষরচুঞ্চুশ্চ লেখকে।

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণই ক্রমে অক্ষররচনা দ্বারা লিপিকার ও লেখক (কায়স্থ) হইয়াছেন। অক্ষররচনা পূর্ব্বক লিপিকার ও লেখক শব্দে রচয়িতা (মুসাবিদা কারক) বুঝায়। এই সপ্তগুণ সম্পন্ন কায়স্থদিগের (ক্ষত্রিয়ের) মধ্যে যাঁহারা প্রাড়বিবাক (জজ) প্রভৃতি রাজকীয় পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহাদের বংশধরেরাই মহারাজ বল্লালসেন কর্ত্তৃক মহাপাত্র বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। মহাপাত্রের অর্থ প্রাড়বিবাক (জজ)।

কবিরাজ মহাশয় লাক্ষণ্য স্মৃতির উল্লিখিত বচন যে স্থানে বর্ণন করিয়াছেন তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই বচন বর্ণসঙ্কর তন্ত্রের বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা—

মাহিষ্যবনিতাসূনুর্বৈদেহাদিঃ প্রসূয়তে।
স কায়স্থ ইতি প্রোক্তস্তস্য ধর্ম্মো বিধীয়তে।
লিপীনাং দেশজাতানাং লেখনং স সমাচরেৎ।
গণকত্বং বিচিত্রঞ্চ বীজপাটী প্রভেদতঃ।
অধমঃ শূদ্রজাতিভ্যঃ পঞ্চসংস্কারবানসৌ।
ত্রিবর্ণস্য চ সেবাং হি লিপিলেখনসাধনং।
শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ বস্ত্রমারক্তমন্তসা।
স্পর্শনং দেবতানাঞ্চ কায়স্থাদ্যো বিবর্জ্জয়েৎ॥

কবিরাজ মহাশয়ের জানা উচিত বর্ণসঙ্করতত্ত্ব নামক কোন প্রাচীন গ্রন্থ নাই। কমলাকর ভট্ট নামক এক ব্যক্তি "শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। স্থানীয় আচার ও ক্রিয়ার প্রতি নির্ভর করিয়া ঐ গ্রন্থকার অনেক জাতির ধর্ম্ম নির্ণয় করণার্থ অন্যান্য জাতি সহ বৈদেহ ও মাহিষ্য সংযোগজাত বর্ণসঙ্কর জাতির বিষয়ও কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছেন।

কবিরাজ মহাশয়ের উদ্ধৃত উল্লিখিত বচনের প্রথম দুই পংক্তি দ্বারা গ্রন্থকার এই ভূমিকা করিয়াছেন যে মাহিষ্য বনিতার গর্ভে বৈদেহজাতির পুত্রের ঔরসে যাহারা জন্মিয়াছে "তাহারা এই হেতু কায়স্থ বলিয়া কথিত ও" তাহাদের ধর্ম্মবিধান এই যে—এই গ্রন্থকার তৎপর বচন দ্বারা ঐ জাতির প্রকৃত অবস্থা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; যথা—

ক্ষত্রাদ্বৈশ্যায়াং মাহিষ্যা বৈশ্যাদ্বিপ্রাজো বৈদেহঃ।
মাহিষ্যবনিতসূনুর্বৈদেহাদয়ঃ প্রসূয়তে॥
লিপীনাং দেশজাতানাং লেখনং স সমাচরেৎ।
গণকত্বং বিচিত্রঞ্চ বীজপাটী প্রভেদতঃ॥
ইত্যাদি।

কবিরাজ মহাশয় প্রথম পংক্তিটী ছাড়িয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থকার তৎপর বচন দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন ঐ বর্ণসঙ্কর জাতি ঐ সকল বৃত্তি অবলম্বন (সমাচরণ) করিয়া থাকিলেও তাহারা জাতিতে অধম শূদ্র অর্থাৎ আদিম শূদ্র অপেক্ষাও নীচ, তাহাদের পঞ্চসংস্কার নাই। তাহারা চতুর্ব্বর্ণের সেবক, লিপিলেখন (নকলনবিশ) কার্য্যসাধন (শিক্ষা) করিয়াছে। যথা--

অধমঃ শূদ্রজাতিভ্যঃ পঞ্চসংস্কারবানসৌ।
চাতুর্ব্বর্ণস্য সেবাং হি লিপিলেখনং সাধনং॥

কবিরাজ মহাশয় ভ্রমবশতঃ হউক অথবা অন্য কারণ প্রযুক্তই হউক, "চাতুর্ব্বর্ণস্য" পাঠের পরিবর্ত্তে "ত্রিবর্ণস্য" শব্দ ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহা হউক এই জাতি চতুর্ব্বর্ণের সেবক।

তৎপর বচন দ্বারা গ্রন্থকার (কমলাকর ভট্ট) ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাদের জীবিকা শিল্পকর্ম্ম ব্যবসায়। যথা—

ব্যবসায়ঃ শিল্পকর্ম্ম তজ্জীবন মুদাহৃতং।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে শিল্পকর্ম্মের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাই ইহাদের মূল বৃত্তি, তবে কালক্রমে ইহারা লেখা নকল করার ও চিত্রকর প্রভৃতির বৃত্তিও অবলম্বন করিয়াছে।

পরিশেষে ঐ গ্রন্থকার ব্যক্ত করিয়াছেন যে ইহারা শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণে অনধিকারী।

কমলাকর ভট্টের লিখনের মূল তাৎপর্য্য এই যে, বৈদেহ জাতীয় পুরুষের ঔরসে ও মাহিষ্য জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে একটী বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এই জাতি জাতিতে অধম শূদ্র, ইহারা চাতুর্ব্বর্ণের দাস, ইহাদের মূল বৃত্তি শিল্পকর্ম্মের ব্যবসায়; ইহারা লেখা নকল (copyst), গণনা ও চিত্রকরের কার্য্য অবলম্বন করে--এই হেতু ইহারা কায়স্থ বলিয়া আখ্যাত (কথিত)। এই নিমিত্ত গ্রন্থকার "স কায়স্থ ইতি প্রোক্তঃ" "লিপীনাং লেখনং স সমাচরেৎ" এবং "ব্যবসায়ঃ শিল্পকর্ম্ম তজ্জীবনমুদাহৃতং" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইতি শব্দের অর্থ এই হেতু এবং প্রোক্ত শব্দের অর্থ কথিত। অতএব ইহারা যে প্রকৃতার্থে কায়স্থ নহে, নকলনবীস বৃত্তি

অবলম্বন করিয়া কায়স্থ উপাধিতে পরিচিত--তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

কবিরাজ মহাশয় স্বকীয় গ্রন্থের ৬—৭ পৃষ্ঠায় পাতি দিয়াছেন, অম্বষ্ঠ-বৈদ্য ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বৈশ্যাকন্যার গর্ভে জন্মিয়াছে। গর্ভ অপেক্ষা বীজের প্রাধান্য অগ্রগণ্য। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের বীর্য্যে জন্মিয়াছে। সুতরাং অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ। কিন্তু উল্লিখিত বৈদেহ ও মাহিষ্যাজাত কায়স্থকেও তাঁহার প্রদর্শিত প্রমাণ দ্বারা জাতিতে ব্রাহ্মণ নির্ণয় পূর্ব্বক তাহাকে অম্বষ্ঠ-বৈদ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা উচিত ছিল। বোধ হয় তিনি স্বজাতীয়ের পক্ষপাতী হইয়া ঐরূপ বলিতে সমুৎসুক হন নাই। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে মাহিষ্য জাতি হইয়াছে। বীর্য্যের প্রাধান্য হইলে মাহিষ্য জাতি ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে বৈদেহ জাতির উৎপত্তি। বীজের প্রাধান্য বশতঃ বৈদেহ জাতি ব্রাহ্মণ। সুতরাং ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বৈদেহপুত্রের ঔরসে ক্ষত্রিয় অর্থাৎ মাহিষ্য স্ত্রীর গর্ভে যে জন্মিয়াছে, সে জাতিতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বলিয়া কথিত। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যাজাত হেতু ব্রাহ্মণ হইলেও উল্লিখিত কায়স্থ অপেক্ষা নীচ, কারণ এই কায়স্থ ব্রাহ্মণ (বৈদেহ) ও ক্ষত্রিয় (মাহিষ্য) সংযোগে হইয়াছে। যাহা হউক, কবিরাজ মহাশয়ের জানা উচিত, বর্ণসঙ্কর জাতি মাত্রেই আদিম শূদ্র অপেক্ষা নীচ। এই নিমিত্ত অমরসিংহ অম্বষ্ঠকে চণ্ডাল শ্রেণীভুক্ত করিয়া শূদ্রবর্গে নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং কমলাকর ভট্ট ঐ কায়স্থ-উপাধিসম্পন্ন বর্ণসঙ্কর জাতিকে অধম শূদ্র বলিয়াছেন।

কবিরাজ মহাশয় ত্রিবিধ করণ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ বৈশ্য ও শূদ্রীজাত করণ ও তৎপরে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় জাতকরণ সম্বন্ধীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া পরিশেষে শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (তাঁহার গ্রন্থের ২১—২২ পৃঃ দেখ)। বঙ্গীয় কুলীন ও মৌলিক কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) যে ঐ ত্রিবিধ করণের কোন এক করণবংশজাত, তিনি তাহাও বলিতে সমর্থ হন নাই। তবে অনর্থক কি নিমিত্ত ঐ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

মৌলিক কায়স্থদিগের সপ্ত লক্ষণ সম্বন্ধীয় লাক্ষণ্য স্মৃতির বচনে অন্যান্য গুণসহ "লেখকঃ স্যাল্লিপিকরঃ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ" এই কয়েক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈদেহ ও মাহিষ্যাসংজাত বর্ণসঙ্কর জাতির অন্যান্য বৃত্তিসহ "লিপীনাং লেখনং" (লিপিলেখন) শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। বোধ হয় এই জন্য কবিরাজ মহাশয় মনে মনে স্থির করিয়া থাকিবেন, লেখক, লিপিকর ও অক্ষরজীবক এবং লিপিলেখন এই কয়েক বৃত্তিই এক, তন্মধ্যে কোন ইতরবিশেষ নাই। কিন্তু তাঁহার জানা আবশ্যক, লেখক, লিপিকর ও অক্ষরজীবক শব্দে রচয়িতা ও "প্রণেতা।" লেখক শব্দে প্রাড়বিবাক (জজ) বুঝায় (প্রথমভাগ কায়স্থপুরাণ ৪৫ পৃঃ দেখ)। এই বৃত্তি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। লিপিলেখন শব্দে (Copyst) অন্যের রচনা লেখন অর্থাৎ নকল করণ। এই বৃত্তি প্রাচীনকালে ঘৃণিত বৃত্তি বলিয়া গণ্য ছিল। সুতরাং বৈশ্য ও শূদ্রীজাত করণ এবং বৈদেহ ও মাহিষ্যাজাত বর্ণসঙ্কর জাতিকে লিপিলেখন (নকলনবিস) নিযুক্ত করা হয়।

কবিরাজ মহাশয় কায়স্থদিগের কৌলীন্য প্রথা সংবদ্ধকারী বল্লালসেনকে বৈদ্যবংশজ বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি বৈদ্যদিগের বিরচিত গ্রন্থ অর্থাৎ পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চৌধুরী এবং কবিকণ্ঠহার প্রণীত বৈদ্যকুলজী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যে সকল বচন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই বল্লালসেন বৈদ্য বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থে কেবল অম্বষ্ঠ শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, বৈদ্য শব্দ প্রয়োগ হয় নাই।

বৈদ্যকুলজী গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, বৈদ্যকুলোদ্ভূত রাজা বল্লাল ছুহিসেনাদি বৈদ্যবংশজদিগের আচার ও বিনয় গুণানুসারে কৌলীন্য স্থাপন করিয়াছেন; যথা—

পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূতঃ বল্লালেন মহীভুজা।
ব্যবস্থাপি চ কৌলীন্যং ছুহিসেনাদিবংশজে ॥
পৌরুষৈরনতিক্রম্য সাধ্যাদোষাদিদূষিতৈঃ।
আচার বিনয়াদ্যৈশ্চ গুণৈর্বিরহিতোঽপি চ ॥ ইত্যাদি।

কায়স্থ বল্লালসেন আচার বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠাবৃত্তি,

তপ ও দান—এই নবগুণানুসারে কায়স্থের কৌলীন্য মেলসংবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি কায়স্থ কুলীনদিগের সম্বন্ধে নানাবিধ নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে কৌলীন্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল নিয়ম বৈদ্য অম্বষ্ঠদিগের কুলীন সম্বন্ধে স্থাপন হয় নাই। অতএব এক বল্লালসেন কর্ত্তৃক কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠ বৈদ্যজাতির কৌলীন্য প্রথা ব্যবস্থিত হইলে বৈদ্যকুলীগণও নবগুণে নির্ণীত হইত। বৈদ্যগ্রন্থ দ্বারা প্রমাণ হয় বৈদ্য বল্লালসেন বৈদ্য অম্বষ্ঠদিগের কৌলীন্য প্রথা প্রচলন করিয়াছেন। অতএব প্রতীয়মান হয় যে জাতিবিশেষে ও স্থানবিশেষে বৈদ্য-বল্লালসেন কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত করিয়াছেন—এই প্রবাদ এবং কায়স্থ বল্লালসেন কর্ত্তৃক কৌলীন্য নিয়ম প্রচলিত হইলে তাহার প্রবাদও জাতি ও স্থানবিশেষে চলিয়া আসিয়াছে। কায়স্থ বল্লালসেন অম্বষ্ঠ (ক্ষত্রিয়) বংশজ। বৈদ্য-বল্লালও অম্বষ্ঠ বৈদ্যবংশজ। ক্রমে বঙ্গবাসিগণ শাস্ত্রবিষয়ে অজ্ঞ হইয়া পড়েন। সুতরাং কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) সমাজে যে অম্বষ্ঠবংশ আছে—এই বিষয় তাঁহাদের অনেকে বিস্মরণ হইয়াছিলেন। অম্বষ্ঠ শব্দে কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) বুঝায় না, বর্ণসঙ্কর বৈদ্য বুঝায়, তাঁহাদের এইরূপ ধারণা হওয়ায় তাঁহারা অম্বষ্ঠ (কায়স্থ) বল্লালসেন ও বৈদ্য অম্বষ্ঠ বল্লালসেনকে এক গণ্য করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কৌলীন্য মেলবদ্ধকারী বল্লালসেন বৈদ্য নহে, অম্বষ্ঠ অর্থাৎ কায়স্থ (ক্ষত্রিয়)—এই বিষয় দেবীবর, বাচস্পতি মিশ্র এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের অন্যান্য প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ অবগত ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা বল্লালসেনের বংশ বর্ণনাস্থলে "বৈদ্য" অথবা "বৈদ্য-অম্বষ্ঠ" শব্দ ব্যবহার না করিয়া তাঁহাদের কেহ এই বল্লালকে "ক্ষত্রিয়," কেহ বা কেবল "অম্বষ্ঠ" বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। দেবীবর বলেন, এই বল্লাল মিত্রসেনের পুত্র। বৈদ্য-বল্লাল আদিশূরের দৌহিত্র-বংশজ বিজয়সেনের পুত্র। অতএব এই দুই বল্লালসেন যে এক নহে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। এই বিষয় ইতিপূর্ব্বে নির্ণয় করা হইয়াছে। (প্রথমভাগ কায়স্থপুরাণ ১৫২—১৫৬ এবং দ্বিতীয়ভাগ ৩৮—৩৯ পৃঃ দেখ)

কবিরাজ মহাশয় বল্লাল ভূপাল কৃত দানসাগর নামক গ্রন্থ হইতে যে বচন উদ্ধার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ঐ ভূপতি বৈদ্য-অম্বষ্ঠবংশজ প্রমাণ না হইয়া বরং তিনি যে ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) বংশোদ্ভূত ছিলেন তাহাই প্রমাণ হইতেছে। বৈদ্য-অম্বষ্ঠগণ "গুপ্ত" ও দাস উপাধি সম্পন্ন, তাহারা আদৌ "দেব" উপাধি সম্পন্ন নহে—এই বিষয় বঙ্গবাসীমাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু বল্লালসেন দেব কর্ত্তৃক দানসাগর গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের উপাধিই দেব। সুতরাং এই বল্লালসেন যে ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) বংশোদ্ভূত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। যথা—

পরম মাহেশ্বর মহারাজাধিরাজ নিঃশঙ্কশঙ্করঃ।

শ্রীমদ্বল্লালসেনদেববিরচিতঃ শ্রীদানসাগরঃ সমাপ্তঃ॥

কবিরাজ মহাশয় বলেন "অম্বষ্ঠ শব্দে কায়স্থ কুত্রাপি বোধ হইতেছে না।" তিনি আর ও বলেন "মহাভারতে অম্বষ্ঠদিগের নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু উঁহারা কোন্ জাতি তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই" (২৭—২৮ পৃঃ দেখ)। কিন্তু কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে যে সকল ক্ষত্রিয় রাজগণ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম উদ্যোগপর্ব্ব প্রভৃতি নানা পর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে তিনি অবগত হইবেন, অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয়ই (কায়স্থ) ঐ যুদ্ধে আগমন করিয়াছিলেন। বিশেষ তিনি যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ; যথা—

শিবীং স্ত্রিগর্ত্তান্ অম্বষ্ঠান্ মালবান্ পঞ্চকর্পটান্। ইত্যাদি।

অর্থাৎ শিবিবংশজ, ত্রিগর্ত্তবংশজ, অম্বষ্ঠবংশজ, মালববংশজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ। অম্বষ্ঠদেশের নামানুসারে ক্ষত্রিয়দিগের (কায়স্থদিগের) এক বংশজের সংজ্ঞা অম্বষ্ঠ হইয়াছে ; যথা—ভবিষ্যপুরাণ

চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্ কথয়ামি তে।

শ্রীমন্ত্রা * * * অম্বষ্ঠাদ্যাশ্চ সপ্তম॥

ভরত বলিয়াছেন, ভূমির নামানুসারে যোগার্থে অম্বষ্ঠ হইয়াছে ; যথা—

অম্বাম্ব গোভূমিস্তত্রেণস্থসা সকারস্য যো নাম্নী, তেন যোগার্থেঽম্বষ্ঠো ভবতি।

তিনি আরও বলেন, অম্বার শরীরে অবস্থিতি করিয়া যে অম্বষ্ঠ হইয়াছে, সেই অম্বষ্ঠ বৈদ্য ; যথা—

"তিষ্ঠাত্যম্বাকুলে যস্মাত্তস্মাদম্বষ্ঠ বৈদ্যকঃ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভূমি অর্থাৎ দেশের নাম অনুসারে যিনি অম্বষ্ঠ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি বৈদ্য অম্বষ্ঠ নহেন ; অতএব অম্বষ্ঠ শব্দে কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) বুঝায় না বলিয়া কবিরাজ মহাশয় যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্র না জানার ফলমাত্র।

বৈদ্যকুলজী গ্রন্থকর্ত্তারা কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কৌলীন্য মেলস্থাপক বল্লাল-সেনকে বৈদ্যবংশজ বলিয়া একটী ভয়ানক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন যে বল্লালসেনই কনৌজী পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরদিগকে স্থানীয় নামানুসারে রাঢ় ও বারেন্দ্র শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদের কৌলীন্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের কুলদীপক গ্রন্থেও ঐরূপ বিবৃত হইয়াছে ; যথা—

অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।
আদিশূরানীতান্ বিপ্রান্। * * *
শ্রেণীদ্বয়ন্ত নির্ণীতং রাঢ়ীবারেন্দ্রসংজ্ঞিতং।

অনেকে ভ্রমে পতিত হইয়া এই বল্লালসেনকেই আদিশূর গণ্য করিয়া থাকেন। এই হেতু দেবীবর প্রভৃতি কারিকাকারকগণ ব্যক্ত করিয়াছেন যে আদিশূর কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের কৌলীন্য নিয়ম ও শ্রেণী স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং বৈদ্য অম্বষ্ঠগণ আপনাদের শ্রেষ্ঠতরতা প্রতিপাদনার্থ আপনাদের কুলজী গ্রন্থে লিখিয়াছেন—কনৌজী ব্রাহ্মণের বংশধরদিগকে বৈদ্য বল্লাল-সেনের মাতৃকুলজাত আদিশূর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তৎপরে তাঁহার কন্যাকুলজাত বল্লালসেন তাঁহাদের মধ্যে কৌলীন্য নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন ; যথা—

আদিশূরস্য নৃপতের্বংশে মূর্ত্তিরিব স্থিতান্।
দ্বিধা বিভক্তান্ বিদুষো রাঢ়বারেন্দ্রবাসিনঃ।

অতএব বৈদ্যকুলজী প্রভৃতি গ্রন্থে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের কৌলীন্য

মেলস্থাপক বল্লালসেনকে যে বৈদ্যবংশজ বলা হইয়াছে, তাহা ভ্রমমূলক জনপ্রবাদানুসারে হইয়াছে মাত্র। তবে বৈদ্য অম্বষ্ঠবংশজ বল্লালসেন নামক একজন রাজা ছিলেন; তিনি ডোম বা চণ্ডালজাতীয় কন্যা বিবাহ এবং বৈদ্য অম্বষ্ঠদিগের কুল স্থাপন করেন। ইহাদের কুলীন শব্দ রূঢ়ি শব্দ, তাহার অর্থ সূক্ষ্ম বুদ্ধিমান; যথা—

কুলীন শব্দ রূঢ়ামিতি সূক্ষ্মধিয়াং মতঃ।

ইতি বৈদ্যকুলজী।

এই জন্যই করণকারণ দ্বারা এই জাতির কুলীনদিগের মর্য্যাদা সম্বন্ধে হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হওন সম্বন্ধে বল্লাল কর্তৃক কোন নিয়ম স্থাপন হয় নাই। আদিশূর প্রকৃতার্থে অম্বষ্ঠ বৈদ্যবংশজ ছিলেন। এই নিমিত্ত কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের কারিকার কোন স্থলে তিনি অম্বষ্ঠ ও কোন স্থলে তিনি বৈদ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের কৌলীন্য মেল-স্থাপক বল্লালসেন মিত্রসেনের পুত্র, বৈদ্যবংশজ নহেন; তিনি অম্বষ্ঠ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) বংশজ—এই নিমিত্ত কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কারিকার কোন স্থলেই তিনি বৈদ্য বলিয়া বর্ণিত হন নাই, কেবল অম্বষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

কবিরাজ মহাশয় আইন আক্‌বরির লিখিত "কায়েত" শব্দকে অপ-ভ্রংশ করিয়া "কয়থ" লিখিয়াছেন। বোধ হয় পারস্যভাষা না জানা হেতু এইরূপ হইয়াছে। পারস্য "কাফ" অক্ষর স্থানবিশেষে "ক" ও "কা" এবং "তোয়ে" ও "তে" শব্দ "ত" ও "থ" উচ্চারিত হয়। অতএব আইন আক্‌বরিতে প্রকৃতার্থে কায়েত শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, "কয়থ" শব্দ লিখিত হয় নাই।

আর্য্য কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের কৌলীন্য মেল যে ব্যক্তি কর্তৃক সংবদ্ধ হইয়াছে ঐ ব্যক্তি যে প্রকৃতার্থে আচার ও নিষ্ঠা প্রভৃতি হিন্দুক্রিয়ানিষ্ঠ ও সচ্চরিত্র সম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ, আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রতিষ্ঠা (যশ), তীর্থ দর্শন, নিষ্ঠা (হিন্দুধর্ম্মানুসারে নিত্যক্রিয়া নিষ্পাদন), বৃত্তি (পদ) ও দানশক্তি, শুচি, ধীর (পণ্ডিত),

পরোপকারিতা ও দয়া, এই সকল গুণের বিবেচনা ও বিচার করিয়া কুলীন ও মৌলিকের মেলবদ্ধ হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি জাতি বিচার করে না এবং শুচিতা, আচার ও নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন নহে, সেই ব্যক্তি কর্তৃক যে উল্লিখিত গুণসমূহের গৌরব বা শ্রেষ্ঠতা সংবর্দ্ধন হইবে তাহা স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধ; সুতরাং তাহা কখনই হইতে পারে না। সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন অশুচি ব্যক্তি শুচিতাকে এবং আচার-হীনেরা আচারনিষ্ঠকে ঘৃণা করে, এবং যাহারা জাতি মানে না তাহারা জাতি বিনষ্ট করিবারই চেষ্টা করিয়া থাকে। বৈদ্য অম্বষ্ঠবংশজ বল্লালসেন ডোম বা চণ্ডাল জাতীয় কন্যা বিবাহ করেন—এই বিষয় বঙ্গবাসী প্রাচীন সম্প্রদায়ের হৃদয়ে অদ্যাপিও জাগরূক রহিয়াছে। ডোম অস্পর্শীয় জাতি। অতএব যে ব্যক্তি অস্পর্শীয় জাতিকে বিবাহ করিতে ঘৃণা করেন নাই, সেই ব্যক্তি যে কি পর্য্যন্ত জাতি-বিচার ও শুচিতাসম্পন্ন ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব বৈদ্য অম্বষ্ঠ বংশোদ্ভূত বল্লালসেন কর্তৃক যে আর্য্য-কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কৌলীন্য মেল-স্থাপন হয় নাই, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

কৌলীন্য মেলস্থাপকের বংশ ও জাতি সম্বন্ধে এরূপ ভ্রম প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে অনেক ব্রাহ্মণ যাঁহারা বল্লালসেনের পরে ব্রাহ্মণের কুলীন বংশধরদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারাও বল্লালসেনের বংশজ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। দেবীবর কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মর্য্যাদা শ্রেণীবদ্ধ করেন। সুতরাং অনেকের ধারণা এবং অনেকে বলিয়াও থাকেন, দেবীবর বল্লালসেনের পুত্র। কিন্তু দেবীবর প্রকৃতার্থে ব্রাহ্মণ, যোগেশ্বর পণ্ডিতের মাসতুতো ভ্রাতা। যখন দেবীবর ব্রাহ্মণ হইয়াও বল্লালসেনের পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তখন বৈদ্য বল্লালসেন ও অম্বষ্ঠ (কায়স্থ) বল্লালসেন এবং আদিশূর যে এক ব্যক্তি ও এক বংশধর বলিয়া গণ্য হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?



তৃতীয় খণ্ড।

চিকিৎসক অম্বষ্ঠ নির্ণয়। (১)

মানবে ৯। ১০ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে—মহারাজ বেণের রাজত্ব সময়ে মনুষ্যগণ গর্হিত পশুধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক যদৃচ্ছাচারে অন্যের বিবাহিতা সবর্ণা ও অসবর্ণা স্ত্রীতে যে সকল সন্তান উৎপাদন করিয়াছিল ঐ সকল সন্তান বর্ণসঙ্কর। যে সকল ব্যক্তি উক্তরূপে বর্ণসঙ্কর সমুৎপাদন করেন, তাঁহারা সাধুজন-বিগর্হিত ; এবং বর্ণসঙ্কর পুত্রগণ অপসদ অর্থাৎ নিকৃষ্ট। বর্ণসঙ্কর মধ্যে ব্রাহ্মণ কর্তৃক বৈশ্যকন্যাতে যে সন্তান জন্মে, তাহার নাম অম্বষ্ঠ ; যথা—

অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ ॥
ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ং।
নিযোজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ ॥

* * * *

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥

---

(১) ক, এই অম্বষ্ঠ বঙ্গদেশে বৈদ্য উপাধিতে সংজ্ঞিত হইয়া এক্ষণে বৈদ্যজাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

খ, প্রথমভাগ কায়স্থপুরাণের ৯৩ পৃষ্ঠায় অনবধানতাবশতঃ লেখা হইয়াছে "অমরকোষে লিখিত হইয়াছে, অম্বষ্ঠো জারজোবৈদ্যঃ" এস্থলে পাঠ করিতে হইবে—প্রবাদ এই যে "অম্বষ্ঠো জারজোবৈদ্যঃ।"

ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তু রুগ্রোনাম প্রজায়তে ॥
বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতেবর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ ॥

কুলপঞ্জিকায় বিবৃত হইয়াছে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ বৈশ্য-জাতীয় কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যে সকল সন্তান উৎপাদন করেন, তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ও বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী মুনি হইয়াছিলেন। তাঁহা-দের অগ্রজ অমৃতাচার্য্য কর্ত্তৃক অম্বাকুলে স্থিত হইয়া অম্বষ্ঠের উৎপত্তি হইয়াছে; তদবধি অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যা হইতে উদ্ভূত বলিয়া পরিচিত। ব্রাহ্মণীগর্ভে জন্মলাভ করিয়া যাহারা বেদসংস্কৃত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক জাত, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য বলিয়া কথিত, এই অম্বষ্ঠগণ ঐ বৈদ্য নহে, ঐ বৈদ্য সমূহ রোগের প্রতিকারিত্বে নিযুক্ত হইয়া ভিষক্ বলিয়াও আখ্যাত হইয়াছে। ঐ বৈদ্যগণ সত্য ও ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ, দ্বাপরযুগে ক্ষত্রিয় ও কলিযুগে বৈশ্য সদৃশ; যথা—

সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু যুগেষু ব্রাহ্মণাঃ কিল।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্ শূদ্রকন্যকা উপযেমিরে ॥
তত্র বৈশ্যসুতায়াং যে জজ্ঞিরে তনয়া অমী।
সর্ব্বে তে মুনয়ঃ খ্যাতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
তেষাং মুখ্যোঽমৃতাচার্য্যস্তস্থাবম্বাকুলে হি তৎ ॥
অম্বষ্ঠ ইত্যসাবুক্ত স্ততোজাতিপ্রবর্ত্তনাৎ।
পরে সর্ব্বেঽপিচাম্বষ্ঠা বৈশ্যাব্রাহ্মণসম্ভবাঃ।
জননীতো জনুর্ল্লব্ধা যজ্জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ ॥
অম্বষ্ঠাস্তে ন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অথ রুক্‌প্রতিকারিত্বাদ্ ভিষজস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
সত্যে বৈদ্যাঃ পিতৃতুল্যাস্ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমাঃ স্মৃতাঃ ॥

কুলপঞ্জিকা বৈদ্য অম্বষ্ঠ বংশজের গ্রন্থ; স্বজাতির গুহ্য বৃত্তান্ত কেহই

সহজে প্রকাশ করিতে চাহেন না। সুতরাং ঐ গ্রন্থকার উল্লিখিত জটিল ভাবসম্পন্ন শব্দ ব্যবহার করিয়া অম্বষ্ঠজাতির উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থকার অম্বা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অম্বা শব্দে জননী ও বালা (ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রী) বুঝায়। যথা--

অম্বা মাতাঽথ বালা স্যাদ্বাস্বুরার্যাস্তু মারিষঃ।

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে পিতা পঞ্চ প্রকার এবং মাতা সপ্ত প্রকার। জননী, ব্রাহ্মণী, মাতৃস্বসা, পিতৃব্যপত্নী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী, শ্বশুরপত্নী, গাভী —এই সপ্ত মাতা। স্মৃতিশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে—মাতৃস্বসা, মাতুলানী, পিতৃব্যপত্নী, পিতৃস্বসা, শ্বশ্রু (শাশুড়ী) এবং সোদরপত্নী মাতৃতুল্য ; যথা—

মাতৃস্বসা মাতুলানী পিতৃব্যস্ত্রী পিতৃস্বসা।

শ্বশ্রুঃ সোদরপত্নী চ মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

অতএব অম্বা শব্দে মাতা, মাতুলানী, মাতৃস্বসা শাশুড়ী, জ্যেঠাই, খুড়ী, ও সোদরপত্নীকেও বুঝাইতে পারে। গ্রন্থকার যখন মাতা বা জননী শব্দ প্রয়োগ না করিয়া "অম্বা" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন মাতৃতুল্য উল্লিখিত সম্পর্কবান ব্যক্তিদিগের মধ্যে তিনি যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় করা যাইতে পারে না। যখন মনু প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যের স্ত্রীতে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি, যখন ঐ গ্রন্থকার ব্রাহ্মণ অমৃতাচার্য্যকে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যজাতীয় ভার্য্যাজাত পুত্র, জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, যখন বৈশ্যাই অমৃতাচার্য্যের মাতৃস্বসা, তখন এস্থলে অম্বা শব্দে মাতা অথবা মাতৃস্বসা বুঝাইতেছে।

শব্দার্থ রত্নমালা নির্ণয় করিয়াছেন, কুলশব্দের অর্থ শরীর, বংশ, আলয়, গ্রাম ইত্যাদি। সুতরাং "অম্বাকুল" শব্দে অম্বার শরীর, আলয়, বংশ বা গ্রাম বুঝাইবে। "স্থ" শব্দে অবস্থিত, স্থিত বুঝায়। অতএব উল্লিখিত বচনের "তেষাং মুখ্যোঽমৃতাচার্য্য স্তস্থাবম্বাকুলে হি তৎ।" এই বচনের কুল শব্দে বংশ, আলয়, অথবা গ্রাম গণ্য করিলে ঐ বচনের অর্থ—অমৃতাচার্য্য অম্বার বংশে, আলয়ে বা গ্রামে বাস করিয়া অম্বষ্ঠকে উৎপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু "অম্বায়াং তিষ্ঠতি" বা "অম্বায়াং

স্থিতঃ" অর্থাৎ "অম্বাতে স্থিত হইয়া"—এইরূপ ব্যুৎপত্তিমূলক শব্দই অম্বষ্ঠ।

অমৃতাচার্য্য ব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠ তাহার বৈধ পুত্র হইলে অবশ্যই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং তিনি অম্বার বংশে, অথবা আলয়ে, কিম্বা গ্রামে স্থিত অর্থাৎ রক্ষিত বা প্রতিপালিত হইয়া পুত্র উৎপাদন করিলে ঐ পুত্রের অম্বষ্ঠ সংজ্ঞায় পরিচিত অথবা অম্বষ্ঠ সংজ্ঞায় স্বতন্ত্র জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবার কোন কারণই ছিল না।

এরূপ বলা যাইতে পারে যে, অম্বষ্ঠ অমৃতাচার্য্যের বৈধ পুত্র হইলেও বৈশ্যজাতীয় কন্যার গর্ভজাত বলিয়া স্বতন্ত্র জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি অম্বার নামে অম্বষ্ঠ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে "তস্মাবম্বাকুলে" অর্থাৎ "অম্বাকুলে-স্থিত" এইরূপ পদ ব্যবহার হইত না। এই পদ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, অম্বাকুলে-স্থিত বলিয়াই অম্বষ্ঠ সংজ্ঞা স্থাপন হইয়াছিল, অন্য কোন কারণে নহে। কুল-পঞ্জিকাকার স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন যে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ব্রাহ্মণগণ বৈশ্যকন্যা বিবাহ দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন, তাহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছে। সুতরাং অমৃতাচার্য্যের বৈধ পুত্র অম্বার বংশে, আলয়ে অথবা গ্রামে স্থিত অর্থাৎ রক্ষিত হইয়া থাকিলে জাতিতে ব্রাহ্মণই হইতেন, কখনই অম্বষ্ঠ সংজ্ঞায় স্বতন্ত্র জাতি হইতেন না। সুতরাং এস্থলে কুল শব্দের অর্থ কখনই আলয়, বংশ বা গ্রাম হইতে পারে না।

স্মার্ত্তবাগীশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সকল গ্রন্থের অর্থ এক বাক্যে হইতে পারিলে বাক্য-ভেদ করা অনুচিত। মানবে ব্যক্ত আছে, পশুধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক মানবগণ অন্যের স্ত্রীর দ্বারা যে সন্তান উৎপত্তি করে, অম্বষ্ঠ তাহাদেরই একজন, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যজাতীয় কন্যার গর্ভে সমুৎপন্ন। পশুসম্পর্ক জ্ঞানশূন্য। সুতরাং কুলপঞ্জিকার উল্লিখিত বচনের অর্থ মানবোক্ত বর্ণনার সহিত এক বাক্যে করিতে হইলে ইহাই প্রকৃত অর্থ হয় যে অমৃতাচার্য্য কর্ত্তৃক অম্বাতে অম্বষ্ঠ হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে কুল শব্দে শরীর ব্যতীত অন্য অর্থ করা অসঙ্গত হয় এবং ঐ অর্থ অন্য গ্রন্থের সহিত একবাক্যে না

হইয়া বরং তদ্দ্বারা বিরোধ জন্মায়। সুতরাং এস্থলে অম্বাকুলে এই শব্দের অর্থ অম্বার শরীরে বুঝাইতেছে।

অবৈধ পুত্রই সাধারণতঃ মাতৃ-নামে পরিচিত হইয়া থাকে। অম্বষ্ঠ অমৃতাচার্য্যের বৈধ পুত্র নহে, অম্বাতে উৎপন্ন। সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণ বলাইতে না পারিয়া জনসমাজে অম্বায়াং স্থিতঃ বলিয়া অম্বষ্ঠ সংজ্ঞায় পরিচিত ও ঐ সংজ্ঞায় স্বতন্ত্র জাতি বা সমাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত বোধ হয়, কুলপঞ্জিকাকার ভদ্রতার ও স্বজাতির অনুরোধে "তস্মাদম্বাকুলে হি তৎ" এইরূপ পদ ব্যবহার করিয়াছেন।

জাতিমিত্র উল্লিখিত কুলপঞ্জিকার——

"জননীতো জনুর্ল্লব্ধা যজ্জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ।
অম্বষ্ঠা স্তে ন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

এই বচনের অর্থ করিয়াছেন "জননী হইতে জন্ম লাভ করিয়া তাহাদের বেদ সংস্কার হইয়াছিল, অতএব তাহারা অম্বষ্ঠ দ্বিজ এবং বৈদ্য নামে খ্যাত।" কিন্তু অম্বষ্ঠের মাতা জাতিতে বৈশ্যা। সুতরাং জননী হইতে জন্মলাভ করা হেতু সংস্কার সম্পন্ন হইয়া থাকিলে অম্বষ্ঠ যে বৈশ্য সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু ঐ বচনের পর বচনে বিবৃত হইয়াছে, বৈদ্য সত্য ও ত্রেতা যুগে ব্রাহ্মণের সদৃশ এবং দ্বাপর যুগে ক্ষত্রিয়ের তুল্য। যথা—

সত্যে বৈদ্যাঃ পিতৃতুল্যাস্ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমাঃ স্মৃতাঃ॥

এস্থলে পিতৃ শব্দে যে ব্রাহ্মণ, তাহা জাতিমিত্র স্বীকার করিয়াছেন। অম্বষ্ঠ সত্য যুগে বেণ রাজার সময়ে জন্মিয়াছেন। বৈশ্য ও ব্রাহ্মণের সংস্কার এক নহে এবং বৈশ্য-সংস্কারসম্পন্ন ব্যক্তি কখনই ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় সদৃশ হইতে পারে না। সুতরাং জাতিমিত্রের অর্থ ভ্রমপ্রমাদ ও তদ্দ্বারা ঐ দুই বচনের বিরোধ জন্মিতেছে।

উল্লিখিত বচনের পিতৃ শব্দ যখন ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে তখন তল্লিখিত জননী শব্দ যে ব্রাহ্মণীর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে

কোন সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং "জননীতঃ" প্রভৃতি শব্দের অর্থ যাহারা বেদ ও সংস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা ব্রাহ্মণী হইতে জন্ম লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অম্বষ্ঠ নহেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য বলিয়া কথিত। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া বেদ ও সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং যাহার বিষয় প্রথমভাগ কায়স্থপুরাণের ৯৩—৯৫ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে, তাহারা যে ঐ বৈদ্য নহে, এবং ঐ বৈদ্য রোগের প্রতি-কারিত্বে নিযুক্ত হইয়া ভিষক্ অর্থাৎ চিকিৎসক বলিয়াও আখ্যাত—এই বিষয় ব্যক্ত করণার্থ কুলপঞ্জিকাকার ঐ সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

অম্বষ্ঠ যে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত বৈদ্য নহে, কেবল চিকিৎসক, তাহা কুল-পঞ্জিকার উল্লিখিত বচনে প্রযুক্ত শব্দের দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রত্যেক সংস্কৃত শব্দের নিম্নে তাহার অবিকল বাঙ্গালা শব্দ প্রদত্ত হইতেছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে জাতিমিত্রের অর্থ ভ্রমমূলক বা স্বার্থ-প্রণোদিত মাত্র। যথা—

জননীতো জনুঃ লব্ধা যৎ জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ।
ব্রাহ্মণী হইতে জন্ম লাভ করিয়া যেহেতু যাহারা জন্মিয়াছে বেদসংস্কৃত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক।

অম্বষ্ঠাঃ তে ন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অম্বষ্ঠগণ তাহারা নহে তাহারা সকলে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কথিত।

অথ রুক্‌প্রতিকারিত্বাদ্ ভিষজঃ তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অনন্তর রোগোপশমন হেতু চিকিৎসক তাহারা আখ্যাত হয়।

মনুর টীকাকার কুল্লুকভট্ট নিম্নলিখিত মনুবচনের টীকায় বর্ণন করিয়া-ছেন, গর্দ্দভী ও তুরঙ্গের সংযোগে যেমন অশ্বতর জন্মিয়াছে, অম্বষ্ঠও সেই-রূপ; যথা—

ভগবন্ সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নোবক্তুমর্হসি॥

কুল্লুকভট্টের এতৎসম্বন্ধীয় টীকা যথা—

অনন্তরপ্রভবাণাঞ্চাসঙ্কীর্ণজাতীনাঞ্চাপি অনুলোমপ্রতিলোমজাতানাং

অম্বষ্ঠক্ষত্তৃকরণপ্রভৃতীনাং তেষাং বিজাতীয়মৈথুনসম্ভবেন খরতুরগীয়সম্পর্কা জ্জাতাশ্বতরবৎ জাতান্তরত্বাদ্বর্ণ শব্দেনাগ্রহণাৎ।

পরাশর বলেন, অম্বষ্ঠ বর্ণ সঙ্কর, যথা—

অম্বষ্ঠোগণকশ্চৈব ভট্টঃ করণ এবচ।
রাজপুত্রাস্তথা শ্রেষ্ঠা জাতয়ো বর্ণ সঙ্করাঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সঙ্কর (অবৈধ) সংযোগে বর্ণ সঙ্কর হইয়াছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠের জন্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে, ভ্রষ্টা স্ত্রী হইতে বর্ণ সঙ্কর জন্মিয়াছে।

উশনাঃ বলেন, অকস্মাৎ দৈববশে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যের স্ত্রীতে যে পুত্র জন্মিয়াছে, ঐ পুত্র অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত; যথা—

"বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহম্বষ্ঠ উচ্যতে।"

জাতিমিত্র এই বচনের অর্থ করিয়াছেন "ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে বিধি পূর্ব্বক অম্বষ্ঠের জন্ম হইয়াছে।" কিন্তু সকল শাস্ত্রেই বিবৃত হইয়াছে, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যের স্ত্রীর গর্ভে অবৈধ রূপে উৎপন্ন হইয়াছে। শাস্ত্রের অর্থ একবাক্যত্বে হইতে পারিলে বাক্য ভেদ করা অনুচিত। বিশেষতঃ, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের স্ত্রীর অবৈধ সংযোগে উদ্ভূত—এই বিষয় সম্বন্ধে অধিকাংশ প্রমাণ সত্বে উশনার বচনের অর্থ ঐরূপ হইলেও শাস্ত্রানুসারে প্রমাণ্য হইতে পারে না। শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, সমস্ত স্মৃতি অপেক্ষা মনু-স্মৃতিই প্রমাণ্য। উশনাঃ মনুর বিরুদ্ধে অম্বষ্ঠকে বৈধ পুত্র বলিয়াছেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। বিধি শব্দের তৃতীয়া বিভক্তিতে বিধিনা হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্তবিবেক "বিধিনা" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "অকস্মাৎ বিধিচোদিতঃ" অর্থাৎ হঠাৎ দৈব কর্ত্তৃক যাহা সংঘটিত হইয়াছে। সুতরাং "বিধিনা" শব্দে "বিধিপূর্ব্বক" না বুঝাইয়া "বিধির বিপাকে" অথবা দৈব সংঘটনে বুঝাইতেছে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে অম্বষ্ঠ হইয়াছে; যথা—

বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদোজাতঃ পারশবোঽপি বা ॥

জাতিমিত্র "মূর্দ্ধাবসিক্তোহি" পাঠের পরিবর্ত্তে "মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি" পাঠ ব্যবহার করিয়াছেন। বোধ হয়, এটী অনবধানতা মাত্র। তিনি ও অম্বষ্ঠদীপিকা এই বচনের অর্থ করিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ।" কিন্তু বিবাহিতা বৈশ্যা শব্দে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্য জাতীয় স্ত্রী, কি বৈশ্যের বিবাহিতা স্ত্রী বুঝাইবে, তাহা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। কিন্তু তাঁহারা যখন অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যার গর্ভজাত বৈধ পুত্র বলিয়াছেন, তখন তাঁহাদের মনোগত ভাব ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যা। যে স্মৃতি মনুস্মৃতির সহিত বিরোধী হইবে, তাহা আদৌ প্রামাণ্য নহে—এই বিষয় জাতিমিত্র অবগত আছেন। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত মনুর বিরোধ হইলে যাজ্ঞবল্ক্য কখনই প্রমাণ্য হইতে পারেন না। কিন্তু অম্বষ্ঠ যে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যজাতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র নহে, বৈশ্যের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান, তাহা যাজ্ঞবল্ক্যের প্রযুক্ত পদ দ্বারাও বুঝাইতেছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের বচনে "বিশঃ স্ত্রিয়াম্" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। বিশ্ শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে বিশঃ হইয়াছে। সুতরাং "বিশঃ স্ত্রিয়াম্" শব্দে বৈশ্যের স্ত্রী। "বিপ্রাৎ বিশঃ স্ত্রিয়াম্ অম্বষ্ঠঃ" এই সমস্ত বাক্যের অর্থ -ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যের ভার্য্যাতে অম্বষ্ঠ হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের বচনের টীকায় মিতাক্ষরাকার ব্যক্ত করিয়াছেন, কুণ্ড (সধবার গর্ভজাত জারজপুত্র), গোলক (বিধবার গর্ভজাত জারজপুত্র), কানীন (অনূঢ়া কন্যার গর্ভজাত জারজ সন্তান), সহোঢ়া (গর্ভাবস্থায় বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সেই জারজ সন্তান) প্রভৃতি অবৈধ সন্তানগণের মধ্যে অনুলোম প্রতিলোম ভেদ আছে। তন্মধ্যে অম্বষ্ঠ অনুলোমজাত পুত্র। যথা—

অতশ্চ কুণ্ডগোলককানীনসহোঢ়াদীনাং সবর্ণত্বমুক্তং ভবতি। তে চ সবর্ণেভ্যোঽনুলোমপ্রতিলোমেভ্যশ্চ ভিদ্যমানাঃ * * *। বর্ণানুক্তা

ইদানীমনুলোমানাহ—ব্রাহ্মণাদ্‌বৈশ্যকন্যকায়াং বিন্নায়ামম্বষ্ঠোভবতি। * * *
এতে * * * অম্বষ্ঠ * * অনুলোমজাঃ পুত্রা বেদিতব্যাঃ।

[এখানে বিন্নায়াং শব্দের অর্থ—অন্যকর্ত্তৃক বিবাহিত।]

অতএব এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অন্যের বিবাহিত বৈশ্যজাতীয় স্ত্রীতে সমুৎপন্ন বর্ণসঙ্কর সন্তান।



চিকিৎসক অম্বষ্ঠের বংশ নির্ণয়।

ব্রাহ্মণ অমৃতাচার্য্য অম্বষ্ঠ উৎপত্তি করিলে ঐ অম্বষ্ঠ হইতে সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, রাজ, সোম, নন্দী, কুণ্ড, চন্দ্র, রক্ষিত ও অন্যান্য বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের বংশধরেরা স্ব স্ব বংশের নামে পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঐ অম্বষ্ঠের অন্যান্য বংশধরেরা বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হয় নাই। অম্বষ্ঠের পুত্রগণের বহুসংখ্যক নাম ও নানা গোত্র স্থাপন হইয়াছে। এক সেন পদ্ধতির মধ্যেই আট প্রকার বংশ আছে; যথা, কুলপঞ্জিকা—

অথাম্বষ্ঠেষু সর্ব্বেষু বিখ্যাতা অভবন্নমী।
সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তোদেবঃ করোধরঃ॥
রাজঃ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ।
এষাং বংশাঃ সমুৎপন্না এতৎপদ্ধতয়োমতাঃ॥
অন্য পদ্ধতয়োপ্যেবং সন্তি বৈদ্যা ন তে শ্রুতাঃ।
বহুবংশৈকনামানো নানাগোত্রসমুদ্ভবাঃ॥
যথাষ্টৌ বিশ্রুতাঃ সেনা ইত্যেবমপরে মতাঃ।
ইত্যাদি।



বৈদ্য অম্বষ্ঠের জাতি নির্ণয়।

মানবে ৯।১০ অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে, বেণ রাজার রাজত্ব সময়ে মানবগণ পশুধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক যে সকল সন্তান উৎপত্তি করে, তন্মধ্যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যকন্যা অর্থাৎ বৈশ্যের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন

হইয়াছে। (১) ঐ অম্বষ্ঠ প্রভৃতি বর্ণসঙ্কর সন্তান আর্য্যগণের ঘৃণিত সন্তান। সুতরাং মনুর মতে প্রাচীনকালে তাহারা নিকৃষ্ট জাতি ছিল।

কুল্লকভট্টের মতে অম্বষ্ঠ গর্দ্দভী ও অশ্বজাত অশ্বতরের ন্যায় সঙ্কর জাতি। (২) এক্ষণেও সকলে অবগত আছেন যে ঐরূপ সঙ্কর জাতি মূল জাতির সহিত আদান প্রদান আহার ব্যবহার করিতে ও চলিতে পারে না। সুতরাং প্রতিপন্ন হয়, প্রাচীনকালে এই অম্বষ্ঠ মূলজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) বৈশ্য ও শূদ্রের অব্যবহার্য্য ছিল। এই নিমিত্তই এই বংশোদ্ভূত রাজা আদি-শূরের যজ্ঞে ও রাজ্যে আগমন পূর্ব্বক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ প্রথমে স্বীয় সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন।

পুরাণ ও স্মৃতি প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থে ব্যক্ত আছে, এই অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর জাতি। ভগবদ্গীতায় বিবৃত হইয়াছে, সঙ্করজাতগণ কুলশূন্য, পাপজ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় অনধিকারী। (৩)

বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন না করিলে অর্থাৎ রাজার শাসন না থাকিলে সকলে স্বেচ্ছাচারী হয়; সুতরাং বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইয়া থাকে; যথা—

দুষ্টানাং শাসনাদ্রাজাশিষ্টানাং পরিপালনাৎ।
প্রাপ্নোত্যভিমতান্ লোকান্ বর্ণসঙ্করকো নৃপঃ॥

মহাভারতের আদিপর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে "পুরুবংশীয় দুষ্মন্ত রাজার শাসন মধ্যে কেহ বর্ণসঙ্কর উৎপাদন অর্থাৎ পাপাচরণ করিত না।

মনু বলেন, দণ্ডবিধান না করিলে সকল বর্ণই বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করিতে পারে। যথা—

দুষ্যেয়ুঃ সর্ব্বে বর্ণাশ্চ ভিদ্যেরন্ সর্ব্বসেতবঃ।
সর্ব্বলোকপ্রকোপশ্চ ভবেদ্দণ্ডস্য বিভ্রমাৎ॥

মনু আরও বলেন, যে রাজ্যে বর্ণসঙ্কর জন্মে, সে রাজ্য শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

---

(১) ২৪২ পৃষ্ঠায় সংস্কৃত বচন দেখ।
(২) ২৪৭ ঐ ঐ দেখ।
(৩) ১৬ ঐ ঐ দেখ।

সুতরাং রাজ্য হইতে বর্ণসঙ্কর জাতিকে দূরীভূত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, যথা—

যত্রত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥

অতএব এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর ; এই নিমিত্তই তাহারা হীন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

এই অম্বষ্ঠ যে হীন জাতি তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও বিবৃত হইয়াছে। সৌতি শৌনককে বর্ণসঙ্কর জাতির বিষয় বলিতে বলিতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, হে দ্বিজবর, বর্ণসঙ্কর দোষে অনেক নীচ জাতি জন্মিয়াছে, কে বা তাহাদের নাম ও সংখ্যা করে। যথা—

তাসাং সঙ্করজাতেন বভূবুর্ব্বর্ণসঙ্করাঃ।
শূদ্রাবিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্দ্বিজন্মনোঃ।

* * * *

বর্ণসঙ্করদোষেণ বহবো নীচজাতয়ঃ।
তাসাং নামানি সংখ্যাশ্চ কো বা বক্তুং ক্ষমো দ্বিজ॥

এই অম্বষ্ঠ যে নীচ জাতি তাহা অম্বষ্ঠবান্ধব জাতিমিত্র প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। প্রথম ভাগ জাতিমিত্রের ৭৭ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে "বেণ রাজা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাহার শাসনাধীন কতকগুলি প্রজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া সে সময়ে নানাবিধ নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি করেন।" বেণ রাজার শাসন সময়েই ব্রাহ্মণের স্বেচ্ছাচারিতা বশতঃ বৈশ্যের স্ত্রীর গর্ভে এই অম্বষ্ঠের উৎপত্তি। অতএব অম্বষ্ঠ যে নীচ জাতি তাহা জাতি-মিত্রকেও অগত্যা স্বীকার করিতে হইয়াছে।

অম্বষ্ঠ যে বৈদ্য নহে, চিকিৎসক—এই বিষয় প্রতিপাদন।

উশনা বলেন, অম্বষ্ঠ প্রথমতঃ কৃষি বৃত্তি সম্পন্ন, পরে আগ্নেয় বৃত্তি অর্থাৎ ছায়াবাজীকর বেদীয়ার বৃত্তি সম্পন্ন, তৎপরে বনজ বৃক্ষ বিক্রয় বৃত্তি এবং পরিশেষে চিকিৎসা বৃত্তিসম্পন্ন ছিল ; যথা—

বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতোঽহ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবো ভবেত্তস্য তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ ॥
ধ্বজিনী জীবিকা বাপি চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ।

আগ্নেয় বৃত্তি যে বেদিয়ার বৃত্তি, তাহা রত্নাবলী নাটক দৃষ্ট করিলে প্রতীয়মান হইবে।

মনু বলেন, অম্বষ্ঠ চিকিৎসক, যথা—

সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।

পরাশর বলেন অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের চিকিৎসার্থ মুনিগণ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছে, যথা—

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতা স্ততোঽম্বষ্ঠাশ্চিকিৎসকাঃ।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টা মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥

কিন্তু তাহারা যে বৈদ্য তাহা কোন স্মৃতি বা পুরাণাদি শাস্ত্রে বিবৃত হয় নাই। সর্ব্বশাস্ত্রেই এক বাক্যে বিবৃত হইয়াছে তাহার চিকিৎসক। অতএব এক্ষণে দেখা আবশ্যক, বৈদ্য ও চিকিৎসকের মধ্যে প্রভেদ কি? ইংরাজের মধ্যে প্রফেসার, ডাক্তর, কম্পাউণ্ডার ও ড্রেসার—এই কয়েকটী পদ আছে। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত পদদ্বয় তুল্যমর্য্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু শেষোক্ত পদদ্বয় প্রথমোক্ত পদদ্বয় অপেক্ষা অনেক হীন, এমন কি তাহারা প্রোফেসর অথবা ডাক্তারের আজ্ঞাবহ সেবক। প্রাচীন হিন্দুগণের মধ্যে বৈদ্য ও চিকিৎসক এই দুইটী পদ আছে। চিকিৎসককে ভিষকও বলে। শঙ্খ বলেন, বেদ হইতে বৈদ্যের উৎপত্তি, "বেদাজ্জাতোহি বৈদ্যঃ স্যাৎ।" বেদ চতুষ্টয় হইতে আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টি। সুতরাং ঐ বচনের তাৎপর্য্য এই যে যাহারা বেদ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রের পারদর্শী তাহারাই বৈদ্য।

দায়তত্ত্ব বৈদ্য শব্দের অর্থ পণ্ডিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা—"বৈদ্যেন বিদুষা।" বেদ, স্মৃতি, ন্যায়, পুরাণ, সাহিত্য, ছন্দ, নিরুক্তি—সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী ও তৎসহ বিচারশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই বৈদ্য।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদের পারদর্শী, চিকিৎসাতত্ত্বজ্ঞ, পণ্ডিত, ধার্ম্মিক ও দয়ালু ব্যক্তিই বৈদ্য বলিয়া পরিচিত, যথা—

আয়ুর্ব্বেদনা বিজ্ঞাতা চিকিৎসাতত্ত্বকোবিদঃ।
ধর্ম্মিষ্ঠশ্চ দয়ালুশ্চ তেন বৈদ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

অতএব উল্লিখিত শাস্ত্র বাক্য দ্বারা প্রতীতি হইতেছে, যে যাহারা বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে নিপুণ, পণ্ডবুদ্ধিসম্পন্ন, আয়ুর্ব্বেদ ও চিকিৎসাতত্ত্বদর্শী তাঁহারাই বৈদ্য বলিয়া সংজ্ঞিত ছিলেন। অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে প্রফেসার অথবা ডাক্তার বলে, প্রাচীনকালে ঐরূপ পদবিশিষ্ট ব্যক্তিই হিন্দু সমাজে বৈদ্যসংজ্ঞায় অভিহিত ছিলেন। সুতরাং বৈদ্য শব্দ জাতিবাচক নহে, উপাধিবোধক শব্দ।

রোগের প্রতিকারককে ভিষক্ বলে, যথা কুলপঞ্জিকা—

* * রুক্প্রতিকারিত্বাদ্ ভিষজস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।

ভিষককেই চিকিৎসক বলে। অতএব লিখনানুসারে ঔষধের দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রোগ উপশমনার্থ যিনি রোগীর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাকে ভিষক বা চিকিৎসক বলে। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে ইংরাজিতে যাহাকে কম্পাউণ্ডার ও ড্রেসার বলে প্রাচীনকালে হিন্দুগণ তাহাকেই ভিষক (চিকিৎসক) বলিতেন। অতএব চিকিৎসক শব্দও উপাধিবাচক, জাতিবাচক শব্দ নহে। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ অম্বষ্ঠকে যখন কেবল ভিষক বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, যখন দৃষ্ট হয়, বৈদ্য ও চিকিৎসক এক নহে, তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অম্বষ্ঠ আদৌ বৈদ্য নহে, চিকিৎসক।

বৈদ্য যে চিকিৎসক নহে তাহা প্রাচীন স্মৃতি দ্বারাও প্রমাণ হয়। ইতি-পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে, বৈদ্য ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত হেতু জাতিতে ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রে বিবৃত আছে, ব্রাহ্মণ চিকিৎসক (ভিষক) বৃত্তিসম্পন্ন হইলে ঐ ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করণ মাত্র পরিধেয় বস্ত্রসহ স্নান করিয়া শুচি হইতে হইবে। যথা—

চিতিঞ্চ চিতিকাষ্ঠঞ্চ যূপং চণ্ডাল মেবচ।
ব্রাহ্মণভিষকং স্পৃষ্ট্বা সচেলঃ স্নানমাচরেৎ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, চিকিৎসকের অন্ন অভোজ্য অর্থাৎ অব্যবহার্য্য; যথা—

চিকিৎসকাতুরক্রুদ্ধপুংশ্চলীমত্তবিদ্বিষাম্‌ ।

*　　　　　　*

এষামন্নং ন ভোক্তব্যং সো মবিক্রয়িণস্তথা ॥

এই জন্য বোধ হয় বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলবাসী নবশায়ক প্রভৃতি কোন জাতিই বঙ্গদেশের বৈদ্যজাতি অর্থাৎ অম্বষ্ঠের অন্ন ভোজন করে না। অতএব চিকিৎকের অন্ন যখন অভোজ্য, শাস্ত্রে যখন বিবৃত হইয়াছে ব্রাহ্মণ চিকিৎসক হইলে অস্পর্শীয় হইবে, যখন প্রমাণিত হইয়াছে, প্রকৃত বৈদ্য জাতিতে ব্রাহ্মণ, তখন নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ হয় যে বৈদ্য কখনই চিকিৎসক নহে এবং চিকিৎসা বৃত্তি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি আর্য্যবর্ণগণের পক্ষে ঘৃণিত বৃত্তি ছিল। সুতরাং প্রতীতি হয় যে অম্বষ্ঠ প্রকৃতার্থে বৈদ্য নহে, চিকিৎসক।

কি নিমিত্ত যে চিকিৎসকের অন্ন অব্যবহার্য্য ও চিকিৎসা বৃত্তি আর্য্যগণের ঘৃণিত হইয়াছে তাহা চিকিৎসা কার্য্যের প্রতি মনোনিবেশ করিলেই প্রতীয়মান হইবে। প্রাচীনকালে আর্য্যগণ আচারনিষ্ঠ ও শুচি ছিলেন, তাঁহারা শূদ্র প্রভৃতির দান, অন্ন ও সাহায্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন না। চিকিৎসা করিতে গেলে রোগীর মল, মূত্র, বমন, ক্লেদ প্রভৃতি ঘৃণিত পদার্থের এবং জাতিভেদের বিচার থাকে না। স্পর্শীয় ও অস্পৃর্শীয় জাতির শরীর নির্গত-ঘৃণিত পদার্থের দর্শন, স্পর্শন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা রোগের নিরাকরণ ও প্রতিকার করিয়া তাহাদের নিকট হইতে পরিশ্রমের মজুরি (বেতন) গ্রহণ ও তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। সুতরাং আচারনিষ্ঠ জাতি অর্থাৎ যাহারা শুচি ও আচারসম্পন্ন, তাহারা যে এই বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তাহা কখনই সম্ভব নহে।

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, পরের উপকার করাই পুণ্য (পুণ্যঞ্চ পরোপকারঃ)। অতএব পরের উপকারার্থ রোগীর সেবা শুশ্রূষা অর্থাৎ চিকিৎসক হইলে কোন দোষ হইতে পারে না, তাহাতে বরং পুণ্য লাভ হয়। কিন্তু জীবিকা নির্ব্বাহার্থ পরিশ্রমের বেতনস্বরূপ অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক রোগীর চিকিৎসা করার কার্য্য পরোপকারের কার্য্য নহে। ঐ কার্য্য সেবকের (servant) বৃত্তি হইতেছে। সুতরাং চিকিৎসক যে সর্ব্বজাতির বেতনগ্রাহী সেবক, তাহাতে

কোন সন্দেহ হইতে পারে না। অনেকে অবগত আছেন, প্রাচীনকালে চিকিৎসক রোগ আরোগ্য করিয়া আরোগ্য-স্নান করাইতেন। রোগী যে বস্ত্র পরিধান করিয়া ঐ স্নান করিতেন, তাহা চিকিৎসকের প্রাপ্য এবং ঐ স্নান করাইয়া বিদায় হওনকালে চিকিৎসক একটী সিদা ও ঐ পরিধেয় বস্ত্র, অর্থ এবং স্থানবিশেষে তৈজস গ্রহণ করিতেন। পূর্ব্বাঞ্চলে স্থানবিশেষে এই প্রথা এপর্য্যন্তও প্রচলিত রহিয়াছে। যে বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করা যায়, ঐ বস্ত্র যে অশুচি বস্ত্র তাহা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। অতএব যে বৃত্তি দ্বারা সর্ব্বজাতির সিদা (অন্ন), অর্থ ও অশুচি বস্ত্র ও তৈজস গ্রহণ পূর্ব্বক রোগীর শরীর-নির্গত-ঘৃণিত পদার্থের প্রতিকার করিতে ও তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয় প্রাচীনকালে ঐ বৃত্তি যে হিন্দুগণের নিকট প্রকৃতার্থে ঘৃণিত বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই নিমিত্তই শাস্ত্রকারেরা চিকিৎসকের অন্ন অব্যবহার্য্য ও ব্রাহ্মণ চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করিলে অস্পর্শীয় হইবে—এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণের বৃত্তি ধর্ম্মযাজন, ক্ষত্রিয়ের (কায়স্থের) বৃত্তি রাজ্য শাসন, বৈশ্যের বৃত্তি কৃষি, বাণিজ্য ও পশু প্রতিপালন; শূদ্রের বৃত্তি আর্য্যবর্ণত্রয়ের সেবাশুশ্রূষা করা। ইহাদের কাহারও বৃত্তি চিকিৎসা বৃত্তি নহে। সুতরাং চিকিৎসা বৃত্তি আর্য্যগণের বৃত্তি ছিল না।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, রোগ দুই প্রকার, পাপজ ও কর্ম্মজ। পাপজনিত রোগ পাপজ, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ফলজনিত রোগ কর্ম্মজ। কর্ম্মজ রোগ দীর্ঘ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা এবং পাপজ রোগ স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। এই জন্য চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত ও অন্যান্য যাগ যজ্ঞ ব্যবস্থিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রতীতি হয় যে আর্য্যগণ প্রায়শ্চিত্তাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা রোগের শান্তি করিতেন। সুতরাং প্রথমে তাহাদের চিকিৎসক ছিল না।

এক্ষণেও দৃষ্ট হয়, বৈদ্যশাস্ত্রমতে দ্রব্য আহরণ করিয়া অনেকে আপন বাটীতে ঔষধ প্রস্তুত করেন। প্রাচীনকালে হিন্দুগণের যে ঔষধালয় (dispensary) ছিল ও তাঁহারা তথা হইতে মূল্য দিয়া ঔষধ ক্রয় করিয়া আনিয়া

যে সেবন করিতেন তাহা কোন শাস্ত্রেই পাওয়া যায় না। অনেকে অবগত আছেন, কবিরাজ চিকিৎসা করিলে ঔষধের মূল্য স্বতন্ত্র পায় না, পরিশ্রমের মূল্যের মধ্যেই ঔষধের মূল্য বিবেচনা করিয়া কবিরাজকে বিদায় করা হয়। পল্লীগ্রামে সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয় যে যাহারা আদৌ চিকিৎসা বিষয় অবগত নহে তাহারাও অনেক উৎকট রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে। তাহারা যে ঔষধ ব্যবহার করে তাহা শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজেও অবগত নহে। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে প্রাচীনকালে ভারতবাসী আপামর সাধারণ সকল লোকেই বৈদ্য-শাস্ত্র বিষয়ে বিশেষ পটু ছিলেন ও সকলেই বৈদ্যশাস্ত্রমত রোগের প্রতীকার করিতে পারিতেন। সুতরাং তৎকালে চিকিৎসা কার্য্য নিষ্পাদনার্থ স্বতন্ত্র সেবক নিযুক্ত করিবার আবশ্যক ছিল না। রোগ হইলে তাহার প্রতীকার-সূচক ঔষধের ব্যয় শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিয়া ঔষধের দ্রব্যাদি আনয়ন পূর্ব্বক ঔষধ প্রস্তুত ও রোগীকে সেবন করান হইত। কখন বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা রোগের প্রতীকার করা হইত।

মানবগণ ক্রমে সুখাভিলাষী ও ভোগবিলাসী হইয়া অলস প্রকৃতি ধারণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে সুখ ইচ্ছা বলবৎ রূপে প্রবাহিত হইল। ঔষধ প্রস্তুত করা এবং রোগীর মলমূত্র প্রভৃতি ঘৃণিত পদার্থের বিচার না করিয়া রোগীর চিকিৎসায় নিযুক্ত থাকাও অত্যন্ত ক্লেশকর। বিশেষতঃ ঔষধের ব্যয় অনুসারে দ্রব্যাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক কোটা, জাল দেওয়া, শুষ্ক করা ও সর্ব্বদা তদারক করা, এবং রোগীর সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। এই জন্য ঐ সকল কার্য্য নিষ্পাদনার্থ বেতন-ভোগী চাকর নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইল।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বর্ণসঙ্কর জাতিরা সমাজশূন্য, কুলশূন্য, বৃত্তিশূন্য। এই নিমিত্ত মনু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যে অপসদ ও অপধ্বংসজ প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতিরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, (কায়স্থ) ও বৈশ্যগণের নিত্য আবশ্যক ঘৃণিত কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। যথা—

যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈর্ব্বর্ত্তয়েয়ুর্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ। ১০॥ ৪৬॥

অতএব আর্য্যগণ বর্ণসঙ্কর জাতি হইতে আপনাদের নিত্য আবশ্যক ঘৃণিত চিকিৎসা কার্য্যের সেবক নিযুক্ত করিতে অভিপ্রায় করিলেন।

অম্বষ্ঠ প্রথমে আগ্নেয় বৃত্তি দ্বারা দ্রব্যের ভাগ ও মিশ্রণ বিষয়ে প্রাজ্ঞ হইয়াছিল। তৎপরে তাহারা গাছগাছড়া বিক্রয় ব্যবসায়ী হইয়া বনজ পদার্থের অনেকটা অবগত হইয়াছিল। সুতরাং অন্যান্য বর্ণসঙ্কর জাতি অপেক্ষা এই জাতি দ্রব্য ভাগ বিষয়ে অনেকটা ব্যুৎপত্তি লাভ করায় মুনিগণ প্রথমতঃ ব্রাহ্মণের আবশ্যক ঘৃণিত চিকিৎসা কার্য্য এই জাতির প্রতি অর্পণ করিলেন, যথা—

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতাস্ততোঽম্বষ্ঠাশ্চিকিৎসকাঃ।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টা মুনিপুঙ্গবৈঃ॥

পরাশর।

এই জাতি ব্রাহ্মণের চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলে ক্ষত্রিয়, (কায়স্থ), বৈশ্য ও শূদ্রজাতিরাও আপনাদের রোগের সেবার নিমিত্ত ঐ জাতিকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন ও আবশ্যক ব্যয়ের নিমিত্ত এই নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে অম্বষ্ঠ রোগ আরোগ্য করিয়া রোগীকে আরোগ্য-স্নান করাইলে রোগীর নিকট হইতে যে সিদা পাইবে তদ্দ্বারা আপনাদের গ্রাস, রোগী যে বস্ত্র পরিধান করিয়া আরোগ্য-স্নান করিবে ঐ বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আচ্ছাদন, যে অর্থ পাইবে তদ্দ্বারা অন্যান্য আবশ্যক ব্যয় সঙ্কুলন এবং যে তৈজস পাইবে তদ্দ্বারা আবশ্যক তৈজসের কার্য্য সমাধা করিবে। এই নিয়ম দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বঙ্গরাষ্ট্রের প্রাচীন সভ্য স্থান পূর্ব্বাঞ্চলে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। এইরূপে এই জাতি সর্ব্বজাতির সেবক নিযুক্ত হইয়া প্রথমতঃ চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত হয়।

কালক্রমে মানবগণ নানা কারণ বশতঃ চিকিৎসকের বশীভূত হইয়াছেন। রোগ উপস্থিত হইলে পাত্রাপাত্র কিছুই জ্ঞান থাকে না। রোগ আরোগ্য করিতে পারিলে যে কোন জাতি হউক আদরের পাত্র হইয়া থাকে। কাওরা প্রভৃতি নীচ জাতি বা স্ত্রীলোকেরা ধাত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত। কিন্তু প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে তাহারা যে বিরূপ আদরের ও স্নেহের

পাত্র হইয়া পড়ে তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাহারা জলপড়া ও ঔষধ দিলে ব্রাহ্মণীরাও পান করেন। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে চিকিৎসা দ্বারা ক্রমে ক্রমে আর্য্যগণের তুষ্টিসাধন করিয়া কালসহকারে ধনাঢ্য ও আর্য্যোচিত ব্যবহারে নিরত ও কারণ বশতঃ বঙ্গদেশে প্রতিপত্তি লাভ পূর্ব্বক অম্বষ্ঠগণ কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের আদরের ও স্নেহের পাত্র হইয়াছেন। প্রকৃতার্থে অম্বষ্ঠ চিকিৎসক, বৈদ্য নহে। (১)

অম্বষ্ঠ জাতির কোন কোন বংশের বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইবার কারণ নির্ণয়।

ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে অম্বষ্ঠ প্রথমে কৃষি, পরে বাজীকর বেদের বৃত্তি অর্থাৎ আগ্নেয় বৃত্তি সম্পন্ন, পরিশেষে চিকিৎসা বৃত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক চিকিৎসক আখ্যা প্রাপ্ত হয়; তাহারা বৈদ্য নহে। কিন্তু এরূপ হইলেও ঐ অম্বষ্ঠের কতিপয় বংশধরেরা বঙ্গদেশে বৈদ্য আখ্যা সম্পন্ন। ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে, বিনা কারণে এইরূপ হওয়া কখনই সম্ভব নহে। ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে বৈদ্য শব্দ জাতিবাচক নহে, উপাধিবাচক শব্দ। যে কোন জাতি হউক চিকিৎসা বৃত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক উন্নতি লাভ করিলে ক্রমে বৈদ্য বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়া থাকে। এতদ্বশতঃ পূর্ব্বাঞ্চলবাসী কোন কোন নাপিত ও চণ্ডালবংশও বৈদ্য বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছে। রামসিদ্ধির বৈদ্যবংশ জাতিতে চণ্ডাল, এবং বাত্তিগ্রামের বৈদ্য-বংশ জাতিতে নাপিত। এই সকল কারণে প্রতীয়মান হয় যে অম্বষ্ঠ জাতির কোন কোন বংশ চিকিৎসা বৃত্তি গ্রহণ করিবার পরে কোন কারণে বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইলে তাহারা বৈদ্য বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছিল। কালক্রমে ঐ উপাধি জাতিগত হইয়া তাহারা এক্ষণে বৈদ্যজাতি বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়া-

---

(১) এই অংশ কায়স্থপুরাণ প্রথম ভাগ ১৩৩—১৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিত বৈদ্যের উন্নতি অধ্যায় সহ পাঠ করা আবশ্যক।

ছেন। ফলিতার্থে তাহারা জাতিতে বৈদ্য নহে, তাহারা জাতিতে বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ জাতি।

কুলপঞ্জিকা গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, অম্বষ্ঠ জাতীয় আমৃতাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি সিদ্ধবিদ্যা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করে। ঐ কন্যা বৈদ্যের বিদ্যা-দেবীস্বরূপ অর্থাৎ বৈদ্যশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাহার বর প্রভাবে অর্থাৎ তিনি অম্বষ্ঠদিগের মধ্যে সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, রাজ, সোম, নন্দি, কুণ্ড, চন্দ্র ও রক্ষিত এই কয়েক বংশকে বৈদ্য শাস্ত্রানুশীলন করাইলে তাহারা বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়া চিকিৎসক হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অম্বষ্ঠ জাতির অন্য বংশধরেরা ঐ উপাধি প্রাপ্ত হয় নাই। যথা—

" অম্বষ্ঠেষ্বামৃতাচার্য্যঃ খ্যাতোঽভূদ্ভুবনত্রয়ে।
সিদ্ধবিদ্যাহ্বয়াং কন্যাং স বৈদ্যস্য তু মানসীম্॥
উপযেমে মহৌজাশ্চ চিকিৎসকতয়া শ্রুতঃ।
অথ তস্যা বরেণৈব খ্যাতা বৈদ্যা মহৌজসঃ॥
সেনোদাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তোদেবঃ করোধরঃ।
রাজসোমৌচ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ॥ "
" অন্যপদ্ধতয়োঽপ্যেবং সন্তি বৈদ্যা ন তে শ্রুতাঃ। "

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে অম্বষ্ঠ জাতির মধ্যে কেবল মাত্র সেন, দাস, গুপ্ত প্রভৃতি উল্লিখিত ত্রয়োদশ বংশই বৈদ্য উপাধিসম্পন্ন হইয়াছে, সিদ্ধবিদ্যা নাম্নী কন্যার বর প্রভাবে অন্য কোন বংশ ঐ উপাধি প্রাপ্ত হয় নাই, এবং এই সময় হইতেই ঐ কয়েক বংশ বৈদ্যশাস্ত্রানুশীলন করিয়া বৈদ্য অর্থাৎ ডাক্তার হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে তাহারা আদৌ ঐ শাস্ত্র অধিকার করিতে না পারিয়া কেবল চিকিৎসক অর্থাৎ বর্ত্তমান কম্পাউণ্ডার ও ড্রেসার পদে অভিষিক্ত হইয়া, বর্ত্তমান হাতুড়িয়া বৈদ্যের ন্যায় স্থান-বিশেষে চিকিৎসাও করিত। ফলিতার্থে সমগ্র অম্বষ্ঠ আদৌ বৈদ্য নহে। অতএব অম্বষ্ঠ জাতিকে যে বৈদ্য জাতি বলা যায় এবং অম্বষ্ঠগণ স্বয়ংও যে জাতিতে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা কেবল প্রাচীন শাস্ত্র বিষয়ে অজ্ঞতার ফল মাত্র।

হিন্দুশাস্ত্রমতে বৈদ্য-অম্বষ্ঠ জাতি যে ধর্ম্মে অধিকারী—তাহা নির্ণয়।

মানবে ব্যক্ত আছে অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর নিকৃষ্ট জাতি। সুতরাং মনুর লিখনানুসারে তাহারা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) ও বৈশ্যধর্ম্মে অনধিকারী ছিল।

কুল্লুকভট্ট বলেন অম্বষ্ঠ খর ও তুরঙ্গ সংজাত অশ্বতর সদৃশ জাতান্তর জাতি। জাত্যন্তর জাতি মূলজাতির অনাচরণীয়। সুতরাং ইহার মতেও অম্বষ্ঠ জাতি মূল জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) বৈশ্য ও শূদ্র জাতির ধর্ম্মে অনধিকারী ছিল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিবৃত হইয়াছে অম্বষ্ঠ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণসঙ্কর জাতি নীচ জাতি। সুতরাং এই গ্রন্থের মতেও অম্বষ্ঠ জাতি উৎকৃষ্ট অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) ও বৈশ্যজাতির ধর্ম্মে অনধিকারী।

ইতিপূর্ব্বে স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে—অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর নীচ জাতি। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে বর্ণসঙ্কর জাতি কুলশূন্য, এবং তাহারা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া প্রভৃতি কোন প্রকার ধর্ম্মসাধনে অনধিকারী। অতএব এই সকল শাস্ত্রের লিখনানুসারে প্রতীয়মান হইতেছে যে অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ নীচ জাতি—এই হেতু প্রাচীনকালে তাহারা কোন প্রকার ধর্ম্মসাধনে অনধিকারী ছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) বৈশ্য ও শূদ্র ধর্ম্মসাধন করিতে না পারিয়া তাহারা ধর্ম্ম বিষয়ে বর্ত্তমান নীচ জাতির ন্যায় কালযাপন করিয়াছিল।

উশনা বলেন অম্বষ্ঠ প্রথমে কৃষি, পরে বাজীকর বেদিয়ার বৃত্তি, পরিশেষে চিকিৎসা বৃত্তি সম্পন্ন হইয়াছে। পরাশর বলেন মুনিগণ অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণদিগের চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করিলেন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে ব্রাহ্মণগণ অম্বষ্ঠকে আয়ুর্ব্বেদ প্রদান করিয়া নিয়ম করিয়া দিলেন যে তোমরা পুরাণ প্রভৃতি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই অধিকারী নহ। সাধারণতঃ শূদ্রধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক বৈদিক কার্য্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিবে। যথা—

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

অস্মাভির্যানি শাস্ত্রাণি কৃতানি সঙ্করোত্তম।
তানি তুভ্যঞ্চ দত্তানি ন প্রমাদ্যোঃ কদাচন॥
চিকিৎসাকুশলো ভূত্বা কুশলী তিষ্ঠ ভূতলে।
শূদ্রধর্ম্মান্ সমাশ্রিত্য বৈদিকানি করিষ্যসি॥
আয়ুর্ব্বেদস্তু যো দত্তস্তভ্যমম্বষ্ঠ ভূসুরৈঃ।
তেন মত্তো নচৈবান্যৎ পুরাণাদি বদিষ্যসি॥
আয়ুর্ব্বেদাৎ পরং নান্যৎ যুষ্মাকং বাচ্যমর্হতি।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে অম্বষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া পাছে বেদ, স্মৃতি, পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অধিকার করে—এই জন্য মুনিগণ তাহাদিগকে সাধারণতঃ শূদ্রধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) ও বৈশ্য জাতির সেবা (চিকিৎসা) দ্বারা ধর্ম্মসাধন করিবার অধিকার প্রদান করিলেন। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে অম্বষ্ঠ যে পর্য্যন্ত চিকিৎসা বৃত্তি গ্রহণ করে নাই সে পর্য্যন্ত কোন প্রকার ধর্ম্মসাধনে অনধিকারী ছিল, আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করণাবধি কেবল শূদ্রধর্ম্ম পালনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া এ পর্য্যন্ত ঐ ধর্ম্মই পালন করিয়া আসিতেছে।

উল্লিখিত কারণে মিতাক্ষরা ব্যক্ত করিয়াছেন কুণ্ড, গোলক, কানীন ও সহোঢ়াদি বর্ণসঙ্করদিগের মধ্যে সবর্ণ, অনুলোম ও প্রতিলোমজ ভেদ আছে, তাহারা সাধারণতঃ অহিংসাদি শূদ্রধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) ও বৈশ্য জাতির শুশ্রূষাদি অধিকার করিয়াছে। উহাদের মধ্যে অম্বষ্ঠ অনুলোমজ বর্ণসঙ্কর ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছে; যথা—

"অতশ্চ কুণ্ড গোলক কানীন সহোঢ়াদীনাম সবর্ণত্বমুক্তং ভবতি। তে চ সবর্ণেভ্যোঽনুলোম প্রতিলোমেভ্যশ্চ ভিদ্যমানাঃ সাধারণ ধর্ম্মৈরহিংসাদিভিরধিক্রিয়ন্তে। শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতা ইতি স্মরণাৎ। অপধ্বংসজাঃ ব্যভিচারজাতাঃ শূদ্রধর্ম্মৈরপি দ্বিজ শুশ্রূষাদিভিরধিক্রিয়ন্তে। * *। এতে * * অম্বষ্ঠ * * অনুলোমজাঃ পুত্রাবেদিতব্যাঃ। ইত্যাদি।

মিতাক্ষরার ব্যবহৃত "অধিক্রিয়ন্তে" শব্দ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণোক্ত পূর্ব্বোল্লিখিত বচনের সহিত একত্র করিয়া বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে কেবল চিকিৎসা বৃত্তি গ্রহণ করিয়াই অম্বষ্ঠ সাধারণতঃ শূদ্রধর্ম্ম অধিকার করে। তৎপূর্ব্বে তাহারা কোন প্রকার ধর্ম্মে অধিকারী ছিল না। তাহা না হইলে মিতাক্ষরাকার "অধিক্রিয়ন্তে" শব্দ প্রয়োগ করিতেন না। অধিক্রিয়ন্তের অর্থ "অধিকার করিয়াছে।"

মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন অম্বষ্ঠ প্রভৃতি অনুলোমজ সন্তান সাধারণতঃ অহিংসাদি ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছে। এই হেতু অনেকের ধারণা হইতে পারে অম্বষ্ঠ আর্য্যধর্ম্মে অনধিকারী হইলেও শূদ্র ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের ১২১ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন, অহিংসাদি ধর্ম্মে আচণ্ডাল সমস্ত জাতিরই অধিকার আছে; যথা—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দমো দয়া ক্ষান্তিঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনম্॥

হিংসা প্রাণিপীড়া তস্যা অকরণমহিংসা। সত্যমপ্রাণিপীড়াকরং যথার্থ বচনম্। অস্তেয়মদত্তানুপাদানম্। শৌচং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ। বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং নিয়তবিষয়বৃত্তিতা ইন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। যথা শক্তি প্রাণিনামন্নোদকাদিদানেনার্ত্তিপরিহারোদানম্। অন্তঃকরণসংযমোদমঃ। আপন্নরক্ষণং দয়া। অপকারেঽপি চিত্তস্যাবিকারঃ ক্ষান্তিঃ।

এতে সর্ব্বেষাং পুরুষাণাং ব্রাহ্মণাদ্যাচাণ্ডালান্তং ধর্ম্মসাধনম্॥

অতএব অম্বষ্ঠ শূদ্র ধর্ম্ম ব্যতীত কখনই আর্য্যধর্ম্মে অধিকারী নহে।

পরাশর বলেন, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে চারিটী বর্ণ ছিল, কলিযুগে ছত্রিশ প্রকার শূদ্র স্থাপন হইয়াছে; যথা—অম্বষ্ঠ, গণক, ভট্ট, করণ ইত্যাদি। যথা—

সত্য ত্রেতা দ্বাপরেষু বর্ণচত্বার এব চ।
ষট্ত্রিংশদ্ জাতয়ঃ শূদ্রা কলিকালে কিলাভবন্॥
অম্বষ্ঠো গণকশ্চৈব ভট্টঃ করণ এব চ। ইত্যাদি।

এই হেতু অমরকোষে এই জাতি শূদ্রবর্গে নিবিষ্ট হইয়াছে। অমর-

কোষ ২২০০ বৎসরের গ্রন্থ। সুতরাং বিগত ২২০০ বৎসরের সময়ও অম্বষ্ঠ শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী ছিল। যথা—

শূদ্রাশ্চাবরবর্ণাশ্চ বৃষলাশ্চ জঘন্যজাঃ।
আচণ্ডালাস্তু সংকীর্ণা অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ॥

অতএব ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, সাবিত্রীসংস্কার প্রভৃতি কোন প্রকার আর্য্যধর্ম্মসাধনে অম্বষ্ঠের অধিকার ছিল না ও নাই; তাহারা কেবল শূদ্রধর্ম্মে অধিকারী, অর্থাৎ বেদ, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি কোন গ্রন্থে তাহাদের অধিকার নাই, কেবল শূদ্রের ন্যায় দ্বিজবর্ণের সেবা ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় অধিকারী হইয়াছে।

জাতিমিত্র, অম্বষ্ঠদীপিকা এবং আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এই অম্বষ্ঠ উপনয়ন গ্রহণে অধিকারী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু অম্বষ্ঠ যে জাতিতে বৈশ্য, তাহা তাঁহারা বলেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি জাতি ও তদনুসারী চারিটি আশ্রম ব্যতীত অন্য আশ্রম নাই। অম্বষ্ঠ জাতিতে বৈশ্য বলাইতে না পারিলে বৈশ্যের আশ্রম গ্রহণে অনধিকারী। সুতরাং বৈশ্যাচারে উপনয়ন গ্রহণে ফল কি?

কেবল উপনয়ন গ্রহণ করিলেই আচরণীয় জাতি হওয়া যায় না। আচার্য্য ও ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অনেক জাতির উপনয়ন আছে, কিন্তু তাহারা আর্য্যের অনাচরণীয়, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ তাহাদের জলস্পর্শ করেন না, তাহাদিগকে একাসনে বসিতে দেন না, এবং তাহারা কায়স্থ ব্রাহ্মণের জলপূর্ণ হুকা স্পর্শ করিলে ঐ হুকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই জাতিরা ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়া থাকে, তথাপি তাহারা আচরণীয় জাতি নহে। তাহার কারণ এই যে তাহারা মূলে জাত্যন্তর জাতি আর্য্যের অনাচরণীয় ছিল। সুতরাং তাহারা কারণ বশতঃ ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিলেও মূল বর্ণচতুষ্টয়ের আচরণীয় হইতে পারে নাই। হীন জাতির মধ্যে অনেকে যে কারণে উপবীত গ্রহণ করিয়াছে তাহা ইতিপূর্ব্বে নির্ণয় করা হইয়াছে (১)। অতএব অম্বষ্ঠ যখন জাতিতে বৈশ্য নহে, তাহারা জাত্যন্তর

(১) ৬৮—৬৯ পৃঃ দেখ।

বর্ণসঙ্কর জাতি মূল বর্ণসমূহের অনাচরণীয় ছিল, তখন কেবল উপনয়ন গ্রহণ করিলেও তদ্দ্বারা তাহাদের কোন ফল লাভ হইতে পারে না।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক, অম্বষ্ঠ জাতিতে বর্ণসঙ্কর হইলেও তাহারা নিকৃষ্ট আচার্য্য প্রভৃতি জাতির ন্যায় কস্মিন্ কালে বৈশ্যাচারে বা অন্য কোন আচারে উপনয়ন সংস্কারসম্পন্ন হইয়া পরে কারণ বশতঃ তাহাতে চ্যুত হইয়াছে কি না? এই বিষয় কোন পুরাণ, কোন স্মৃতি, কোন তন্ত্র, কি কোন শাস্ত্রেই পরিব্যক্ত নাই। বরং শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর নিকৃষ্ট জাতি, কেবল শূদ্রধর্ম্মে অধিকারী।

বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ জাতি (বঙ্গদেশস্থ বৈদ্য) ও তাহাদের আদিপুরুষ যে প্রথমে উপনয়ন-সংস্কারসম্পন্ন থাকিয়া কারণ বশতঃ উপবীতশূন্য হইয়া আছে, অম্বষ্ঠসম্মিলনী সভার নীত পাতিতেও তাহার কোন প্রমাণ প্রদত্ত হয় নাই। স্বাক্ষরকারী পণ্ডিতগণ তাহাতে কেবল ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যে অম্বষ্ঠ বহুপুরুষ পর্য্যন্ত উপনয়নাদি ক্রিয়াহীন হইয়া ব্রাত্য হইয়াছে, তাহারা ব্রাত্যজনিত পাপক্ষয়ার্থ এক শত কাহন (কার্ষাপণী) কড়ি উৎসর্গ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারে; যথা—

বহুপুরুষানুক্রমেণোপনয়নাদি ক্রিয়ালোপজনিত পাপক্ষয়কামা অম্বষ্ঠাস্তৎ-পাপক্ষয়ায় ব্রাত্যাদ্যশক্তৌ শতকার্ষাপণীদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি * * কৃত্বা উপনয়নার্হা ভবন্তীতি ইত্যাদি।

কিন্তু হিন্দুসমাজে দ্বিবিধ অম্বষ্ঠ আছে। এক অম্বষ্ঠ জাতিতে ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) দেশের নামানুসারে অম্বষ্ঠ সংজ্ঞায় পরিচিত অর্থাৎ যে ক্ষত্রিয়গণ অম্বষ্ঠদেশবাসী তাহারা অম্বষ্ঠ সংজ্ঞায় পরিচিত। এই অম্বষ্ঠ (ক্ষত্রিয়) প্রথমে উপনয়নাদি দশসংস্কারসম্পন্ন ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রাচীনশাস্ত্রসমূহ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে, বেণরাজার রাজত্ব সময়ে ব্রাহ্মণ পশুধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক বৈশ্যের স্ত্রী দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করে ঐ পুত্র জাতিতে বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ, তাহার বংশধরেরা প্রথমে কোন প্রকার ধর্ম্মে অধিকারী ছিল না, কালক্রমে চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহারা কেবল শূদ্রধর্ম্মে অধিকারী হইয়াছে এবং ঐ অম্বষ্ঠজাতিই বঙ্গদেশে বৈদ্যজাতি বলিয়া পরিচিত।

অতএব উল্লিখিত ব্যবস্থাপত্র যে কোন্ অম্বষ্ঠের নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছে এবং বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ যে কোন্ আচারে উপনয়ন গ্রহণ করিবে তাহা ঐ পাতিতে বিবৃত হয় নাই। সুতরাং এই অনিশ্চিত উক্তিসম্পন্ন পাতি অনুসারে বঙ্গদেশস্থ বৈদ্য অর্থাৎ অম্বষ্ঠবংশধরের, যাহারা বৈশ্যাচারে বা অন্য কোন আচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের নিশ্চয়ই শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করা হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রানুসারে তাহাদিগকে পতিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক অধ্যাপক ব্রাহ্মণদিগের ফাঁকি সিদ্ধান্ত রাজকর্ম্মী ব্যতীত কখনই চিকিৎসকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। এতাধিক আড়ম্বর, সভাও স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু অধ্যাপকগণ যে মূলে ফাঁকী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা কাহারই চক্ষে পড়িল না।

বলা যাইতে পারে যে বৈদ্য-অম্বষ্ঠসংমিলনী সভা কর্তৃক যখন উল্লিখিত পাতি গৃহীত হইয়াছে তখন ঐ পাতি বৈদ্য-অম্বষ্ঠজাতির নিমিত্তই প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহার নিমিত্ত ও যে কার্য্যের জন্য পাতি গ্রহণ করা যায় তাহা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত না হইলে ঐ পাতি যে অকর্ম্মণ্য পাতি তাহা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। সুতরাং কোন্ অম্বষ্ঠের নিমিত্ত যে ঐ পাতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট লিখিত না হওয়ায় তাহা যে কেবল বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ বৈদ্যের নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছে তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। বিশেষ যখন শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে বৈদ্য অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর—শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী—নিকৃষ্ট জাতি তখন ঐ পাতি কখনই তাহাদের ব্যবহারযোগ্য নহে।

যদি তর্কানুরোধে স্বীকার করা যায় যে পণ্ডিতগণ আধুনিক বৈদ্য অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠজাতির নিমিত্ত উল্লিখিত ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইলে পাতির প্রস্তাবিত বহুপুরুষের ভূতপূর্ব্ব পুরুষের অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কর্তৃক বৈশ্যের স্ত্রীতে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে অম্বষ্ঠ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল ও যাহার বংশধরেরাই বঙ্গদেশস্থ বৈদ্য-অম্বষ্ঠগণ, ঐ ব্যক্তি যে প্রথমে বৈশ্যাচারে অথবা কোন আচারে সাবিত্রী সংস্কার বা কামাচারে উপনয়নসংস্কারসম্পন্ন হইয়াছিল ব্যবস্থাপত্রে আদৌ তাহার প্রমাণ

প্রদত্ত হয় নাই এবং কোন শাস্ত্রেও তাহা বিবৃত হয় নাই। ঐ বিষয়ের প্রমাণ না দিয়া বর্ত্তমান বৈদ্য-অম্বষ্ঠবংশধরদিগকে ব্রাত্য বলা কেবল অর্থের মাহাত্ম্য মাত্র। শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া, আদিপুরুষের উপবীত ছিল না তথাপি অর্থবলে তাহার বংশধরেরা ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন (কোন্ আচারে উপনয়ন ?) গ্রহণ করিবার পাতি প্রদত্ত হইল। ধন্য কালমাহাত্ম্য, বিচারশক্তি, এবং সমাজবন্ধন।

ঢাকা জেলার রাজনগর নিবাসী বৈদ্য অম্বষ্ঠবংশজ রাজা রাজবল্লভের গৃহীত পাতির স্বাক্ষরকারী পণ্ডিতগণও বিচারশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত অম্বষ্ঠ ও নিষাদ (চণ্ডাল বিশেষ জাতি) যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে যথা—

বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃস্ত্রিয়াং। জাতোঽম্বষ্ঠস্তু শূদ্রায়াং নিষাদঃ পারশবোঽপিবেতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনান্মূর্দ্ধাভিষিক্তাম্বষ্ঠনিষাদানাং যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কারঃ প্রাপ্তঃ।

এই পাতিদাতাগণ যে সমগ্রশাস্ত্র ও জাতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা তাঁহাদের লিখনানুসারেই প্রতিপন্ন হইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্যে "মূর্দ্ধাবসিক্ত" পাঠ আছে, ইহাঁরা "মূর্দ্ধাভিষিক্ত" বলিতেছেন। মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও মূর্দ্ধাবসিক্ত এক জাতি নহে। মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের একটী উপাধি মাত্র। যথা—

মূর্দ্ধাভিষিক্তো রাজন্যো বাহুজঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট। ইত্যাদি।

অমরকোষ দেখ॥

কিন্তু মূর্দ্ধাবসিক্ত একটী স্বতন্ত্র জাতি, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা স্ত্রী হইতে উৎপন্ন জাত্যন্তর জাতি। অতএব এই পাতিদাতাগণ মূলেই ভ্রম করিয়াছেন। সুতরাং এই পাতি শাস্ত্রসম্মত নহে, অর্থসম্মত বটে।

উল্লিখিত পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্যের অম্বষ্ঠ ও নিষাদ (চণ্ডাল বিশেষ জাতি) উপনয়ন প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণই দেন নাই। ঐ অম্বষ্ঠ যে উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আবশ্যক, তাহা হইলেই তাহার বংশজাতগণ উপনয়ন গ্রহণ

করিতে অধিকারী হইবেন, নচেৎ নহে। যাহা হউক যে বিষয় প্রমাণ করা আবশ্যক সেই বিষয় বিনা প্রমাণে পণ্ডিতগণ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

অম্বষ্ঠ উপবীত প্রাপ্ত হইয়াছে এই বিষয় সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ শঙ্খ স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান ক্ষত্রিয়, এবং ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বৈশ্যাজাত সন্তান বৈশ্য হইয়াছে অর্থাৎ তাহারা ক্ষত্রিয়াদি ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়াদি জাতিত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। এই বচন উদ্ধৃত করিবার তাৎপর্য্য এই যে যখন শঙ্খের বচনে ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান বৈশ্যাচারে উপনয়ন সংস্কার অর্থাৎ বৈশ্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া ব্যবস্থিত হইয়াছে তখন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যাজাত অম্বষ্ঠ অবশ্যই বৈশ্যাচারে উপনয়ন সংস্কার অর্থাৎ বৈশ্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারে। যথা—

তথাহৈাতদ্বচনব্যাখ্যা মিতাক্ষরায়াং। যত্তু বিপ্রেণ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতঃ ক্ষত্রিয় এব, ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং জাতোবৈশ্য এব ইত্যাদি শঙ্খস্মরণং তৎ-ক্ষত্রিয়াদিধর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থং ন তু ক্ষত্রিয়াদিজাত্যাক্রান্তয়ে। অতশ্চ মূর্দ্ধাভিষিক্তা-দীনাং ক্ষত্রিয়াদেরুপনয়নদণ্ডাজিনোপবীতিভিঃ সংস্কারঃ কার্য্য ইতি।

অর্থলোভে অধ্যাপকগণ মিতাক্ষরার পাঠের বিকৃতি করিয়া স্বার্থসিদ্ধিসূচক কল্পিত পাঠ স্থাপন করিয়াছেন। প্রকৃত পাঠ এই যে * * ইতি শঙ্খ স্মরণং তৎক্ষত্রিয়াদি ধর্ম্ম প্রাপ্ত্যর্থম্। ন পুনর্মূর্দ্ধাবসিক্তাদিজাতিনিরাকরণার্থং ক্ষত্রিয়াদি জাতি প্রাপ্ত্যর্থং বা। অতশ্চ মূর্দ্ধাবসিক্তাদীনাং ক্ষত্রিয়াদিভিরুক্তৈ-রেব দণ্ডাজিনোপবিতাদিভিরুপনয়নাদি কার্য্যম্ প্রাপ্তোপনয়নাৎ কামাচারাদি পূর্ব্ববদ্বেদিতব্যং ॥

ইহার অর্থ এই যে এই নিমিত্ত শঙ্খ স্মৃতি (ব্যবস্থা) তাহাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াজাত, ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বৈশ্যাজাত সন্তানের ক্ষত্রিয়াদি ধর্ম্ম প্রাপ্ত্যর্থ হইয়াছে। পক্ষান্তরে মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতিনিরাকরণার্থ অথবা ক্ষত্রিয়াদি জাতি প্রাপ্ত্যর্থ নহে। অতএব মূর্দ্ধাবসিক্তাদির ক্ষত্রিয়াদি আখ্যা সদৃশ, দণ্ডাজিন ও উপবীতাদি উপনয়নাদি কার্য্য প্রাগ্‌ভাব উপনয়ন (নূতন-তর উপনয়ন) অর্থাৎ কামাচার (যদৃচ্ছাচার) উপনয়ন বলিয়া জানিবে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে এই উপনয়ন শাস্ত্রসম্মত সাবিত্রী সংস্কারসূচক উপনয়ন নহে, উহা যদৃচ্ছাচার অবলম্বিত প্রথা মাত্র। সুতরাং অধ্যাপকগণ কল্পিত পাঠ স্থাপন পূর্ব্বক বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠের উপনয়ন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, তাহা অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রাপ্ত্যর্থ ক্ষত্রিয়াচারে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে—শঙ্খ কর্ত্তৃক এইরূপ বর্ণিত হইলেও ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যাজাত সন্তান যে বৈশ্যাচারে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে অথবা হইতে পারে—এইরূপ ব্যবস্থা শঙ্খ কর্ত্তৃক আদৌ প্রদত্ত হয় নাই। তবে কোন্ শাস্ত্রের বলে পণ্ডিতগণ শঙ্খোক্ত বচনের অসদ্ভাব স্থাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বৈশ্যের স্ত্রীর গর্ভজাত বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠজাতির বৈশ্যাচারে উপনয়ন গ্রহণ বিষয়ে পাতি প্রদান করিয়াছেন? বোধ হয় অর্থশাস্ত্রের বলে ঐরূপ চুক্তি স্থাপন হইয়াছে।

বর্ত্তমান শাস্ত্র ব্যবসায়ী হিন্দু পণ্ডিতগণের এই বিষয় স্মরণ পূর্ব্বক কোন বিষয়ের পাতি দেওয়া উচিত যে তাহারা আইনকর্ত্তা (Legislature) নহেন। হিন্দুদিগের প্রাচীন আইনের মধ্যে যাহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিয়াছেন তদ্ব্যতীত সমাজবন্ধন ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে নিগম, আগম, বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহা বিবৃত হইয়াছে তাঁহারা কেবল তাহারই মর্ম্ম প্রকাশক (administrator) মাত্র। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রে যাহা পরিব্যক্ত হয় নাই তাহা তাহারা স্বীয় যুক্তি বা অনুভবের দ্বারা স্থাপন করিয়া প্রচলিত করণে অনধিকারী। অতএব তাহাদের জানা উচিত যে কোন জাতি বা ব্যক্তি প্রথমে সাবিত্রী সংস্কার সম্পন্ন ছিল—এই বিষয় যদি ধর্ম্মশাস্ত্রে (টীকায় নহে) স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হইয়া থাকে, এবং ঐ জাতি বা ব্যক্তি কালক্রমে কারণবশতঃ ব্রাত্য হইলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ব্রাত্য দোষ খণ্ডন হইয়া পুনর্ব্বার সাবিত্রী সংস্কার প্রাপ্ত হইতে পারে—এই বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবস্থিত থাকিলে পণ্ডিতগণ কেবল তাহারই পাতি দিতে পারেন। নচেৎ যে জাতি বা ব্যক্তি প্রথমে আদৌ সাবিত্রী সংস্কারসম্পন্ন ছিল না, সেই জাতি বা ব্যক্তিকে অন্য জাতি সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা দ্বারা এক্ষণে

উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা প্রদান পূর্ব্বক নূতন জাতিত্বে স্থাপন করিলে ঐ জাতি বা ব্যক্তি যে হিন্দুসমাজের নিন্দনীয় হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

শঙ্খের সময়ে বা তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াজাত বৈধপুত্র ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বৈশ্যাজাত বৈধপুত্র বৈশ্যধর্ম্ম, এবং বৈশ্য কর্ত্তৃক শূদ্রী-জাত বৈধসন্তান শূদ্রধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং শংখ স্মৃতিতে ঐ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সময়ে বা তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যাজাত অবৈধ সন্তান (অম্বষ্ঠ) বৈশ্যধর্ম্ম বা কোন প্রকার ধর্ম্ম অধিকার করে নাই। সুতরাং শংখ তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। অতএব ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র (অম্বষ্ঠ) বৈশ্যধর্ম্ম বা কোন ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল—এই বিষয় যখন শংখ ব্যক্ত করেন নাই তখন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে—শংখোক্ত এই ব্যব-স্থার প্রতি যুক্তি বা অনুভব স্থাপন পূর্ব্বক পণ্ডিতগণ যে বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠের উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধে পাতি দিয়াছেন তাহা তাঁহাদের অনধিকার চর্চ্চা ও নিতান্তই শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইয়াছে। একান্তরবর্ণজাত বৈধপুত্র ও দ্ব্যেকান্তরবর্ণজাত বৈধপুত্রের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে ইতরবিশেষ আছে বোধ হয় উল্লিখিত পাতিদাতা পণ্ডিতগণ তাহা অবগত ছিলেন না। যখন দ্ব্যেকান্তরজাত বৈধপুত্র একা-ন্তরজাত বৈধপুত্রের ধর্ম্ম অধিকার করিতে পারে না তখন দ্ব্যেকান্তরজাত অবৈধপুত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দ্ব্যেকান্তরবর্ণজাত বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ যে প্রথমে কোন প্রকার ধর্ম্মে অনধিকারী ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এই নিমিত্তই প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ নিকৃষ্ট জাতি কাল-ক্রমে চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহারা কেবল শূদ্রধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে।

জাতিমিত্র শংখের বচনের কিয়দংশ পরিত্যাগ করিয়া এরূপ চটক লাগাই-য়াছেন যে তাহা দৃষ্টি করিলেই ধারণা হইবে অম্বষ্ঠ জাতিতে বৈশ্য যথা—

" তত্র ক্ষত্রিয়ায়াং জাতঃ ক্ষত্রিয়এব, বৈশ্যায়াং জাতো বৈশ্য এব, শূদ্রায়াং জাতঃ শূদ্র এব ভবতি ॥ "

" দ্বিজাতির অনুলোমজ সন্তানগণের মধ্যে যাহারা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে

জন্মিয়াছে, তাহারা ক্ষত্রিয়ই হইবে, যাহারা বৈশ্যা গর্ভে জন্মিয়াছে তাহারা বৈশ্যই হইবে। যাহারা শূদ্রা গর্ভে জন্মিয়াছে তাহারা শূদ্রই হইবে।” উত্তম গুণপনা, কাহার ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জন্মিলে বৈশ্য হইবে এই বিষয় ত ঐ বচনে পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ বচন ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান বৈশ্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, অম্বষ্ঠ প্রাপ্ত হয় নাই।

পাতিদাতারা পুনরায় বলেন, মনূক্ত অম্বষ্ঠ ও যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত অম্বষ্ঠ এক নহে। কারণ মনু বলেন বৈশ্যকন্যা হইতে অম্বষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য বলেন বৈশ্যের বিবাহিতা বৈশ্যজাতীয় স্ত্রী হইতে অম্বষ্ঠ। অতএব মনূক্ত অম্বষ্ঠ উপনয়ন সংস্কারে অনধিকারী। যথা—

অত্র চ মূর্দ্ধাভিষিক্তাদীনামিত্যাদিপদং পারশবশ্য তত্তৎ সংস্কার প্রাপ্তৌ তস্যৈব নিষেধমাহমনুঃ।—কিন্তু মনূক্ত অম্বষ্ঠ ও যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত অম্বষ্ঠ পৃথক নহে। যে কোন স্ত্রী লোক হউক তাহার পিতৃকুল ধরিয়া সম্বোধন করিলে তাহাকে অমুকের কন্যা এবং স্বামীর কুল ধরিয়া সম্বোধন করিতে হইলে তাহাকে অমুকের স্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিতে হয়। পিতৃকুল ধরিয়া সম্বোধন করিতে হইলে অম্বষ্ঠের মাতাকে বৈশ্যকন্যা এবং স্বামীকুল ধরিলে তাহাকে বৈশ্যের স্ত্রী বলিতে হইবে। মানবে বিবৃত হইয়াছে, বেণ রাজার রাজত্ব সময়ে মানবগণ পশুধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক পর স্ত্রী গর্ভে যে সকল নিন্দনীয় সন্তান উৎপন্ন করিয়াছিল তন্মধ্যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্য কন্যার গর্ভজাত এক জন। সুতরাং এস্থলে বৈশ্যকন্যা শব্দে অন্যের স্ত্রীকে বুঝাইতেছে। বৈশ্যকন্যা প্রকৃতার্থে বৈশ্যের বিবাহিতা স্ত্রী—এই নিমিত্ত যাজ্ঞবল্ক্য স্বামীর কুল গ্রহণ পূর্ব্বক অম্বষ্ঠের মাতাকে বৈশ্যের স্ত্রী বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। প্রকৃতার্থে বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ দ্বিবিধ নহে।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে স্মৃতি স্থানীয় আইন (Local Law)। যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতি [আইন] মিথিলা প্রভৃতি দেশ অর্থাৎ যে দেশের মৃগ কৃষ্ণবর্ণ সেই দেশের সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ সংবদ্ধ হইয়াছিল, অন্য কোন স্থানের জন্য নহে, যথা—

মিথিলাস্থঃ স যোগীন্দ্রঃ ক্ষণং ধ্যাত্বাঽব্রবীন্মুনীন্।
যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত ॥

এই বচনের টীকায় মিতাক্ষরা বলেন, যে দেশে অধিক পরিমাণে কৃষ্ণসার মৃগ বিচার করে সেই দেশের আইন সংস্থাপনার্থ যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত স্মৃতি প্রণীত হইয়াছে, অন্য কোন স্থানের নিমিত্ত নহে ; যথা—

যস্মিন দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত। কৃষ্ণসারো মৃগো যস্মিন্ দেশে স্বচ্ছন্দং বিহরতি, তস্মিন্ দেশে বক্ষ্যমাণলক্ষণা ধর্ম্মা অনুষ্ঠেয়া নান্যত্রেত্যভিপ্রায়ঃ ॥

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতি কেবল মিথিলা প্রভৃতি দেশের জন্যই সংস্থাপিত হইয়াছে, বঙ্গদেশ প্রভৃতি অন্য দেশের নিমিত্ত নহে।

তর্কানুরোধে যদি এরূপ ধরা যায় যে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত অম্বষ্ঠ ও মনূক্ত অম্বষ্ঠ এক নহে, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ জাতি বা বংশ, তাহা হইলে যাজ্ঞ-বল্ক্যোক্ত অম্বষ্ঠ বংশের আদিপুরুষ অর্থাৎ প্রথম অম্বষ্ঠ জন্মগ্রহণ করিয়া কোন সময়ে যে বেদ অনুসারে সাবিত্রী সংস্কারে যজ্ঞোপবীত প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং যে অম্বষ্ঠগণের নিমিত্ত ব্যবস্থাপত্র হইয়াছে, তাহারা যে ঐ অম্বষ্ঠের বংশধর, মনূক্ত অম্বষ্ঠের বংশ নহে, এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ যে প্রাচীনকালে মিথিলা প্রভৃতি দেশের আদিম অধিবাসী, কারণবশতঃ বঙ্গবাসী হইয়াছিল, এই সকল বিষয়ের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষরকারী পণ্ডিতেরা তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রমাণ দিতে পারেন নাই। সুতরাং ঐ ব্যবস্থাপত্র যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও অপ্রামাণিক, তাহাতে কোন সংশয় হইতে পারে না। যাহা হউক মনূক্ত অম্বষ্ঠ ও যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত অম্বষ্ঠ স্বতন্ত্র নহে, চিকিৎসা ব্যবসায়ী অম্বষ্ঠ [বৈদ্য অম্বষ্ঠ] মাত্রই এক বংশ।

উল্লিখিত অম্বষ্ঠগণের এক সম্প্রদায় কটিদেশে মুনসীর ন্যায় সূত্র ধারণ করিয়া থাকে। স্বাক্ষরকারী পণ্ডিতেরা কারণবশতঃ ঐ সূত্রকে উপবীত

গণ্য করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে অম্বষ্ঠের উপবীত ছিল, অতএব যে অম্বষ্ঠেরা ঐরূপ সূত্র ধারণ করে না, তাহারা ব্রাত্য ; যথা—

শ্রীমদ্বল্লালাদ্যম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীতমাসীদিতি লৌকিকাখ্যায়িকা তৎপ্রমাণ্যমপ্যস্তি পশ্চাত্তৎপুত্রেণ লক্ষ্মণ সেনেন পিত্রা সহ লৌকিক বিরোধাৎ কেষাঞ্চিত্তদ্দূরীকৃতং। কেষাঞ্চিদদ্যাপি পৌর্ব্বাপর্য্যেণ বর্ত্ততে তথাদৃশ্যতে চ। কড়ইধাদি গ্রাম নিবাসিনামম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীতাদিকমিতি লোকদর্শনেন চ॥

অর্থাৎ বল্লালসেনের যজ্ঞোপবীত ছিল, লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে, তাহার প্রমাণও আছে। তৎপরে তাহার পুত্র লক্ষ্মণসেন তাহার সহিত বিরোধ করায় কতকগুলি অম্বষ্ঠের উপবীত দূরীকৃত হয়। কতকগুলি অম্বষ্ঠের অদ্যাবধি উপবীত আছে। কড়ইধাদি গ্রামবাসী অম্বষ্ঠগণের উপবীত সকলেই দেখিতেছেন।

বল্লালসেনাদি অম্বষ্ঠগণের যে উপবীত ছিল, ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতেরা তাহার কোন প্রমাণ প্রদান করেন নাই। কেবল লৌকিকাখ্যায়িকা অর্থাৎ জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবস্থা দেওয়া পণ্ডিতের কার্য্য হয় নাই। আর বৈদ্য অম্বষ্ঠ বল্লালসেনের যে উপবীত ছিল এরূপ লৌকিক আখ্যায়িকাও নাই। অন্ততঃ গ্রন্থকার যত দূর অনুসন্ধান ও নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন তাহাতে ঐরূপ জনপ্রবাদ তাহার কর্ণগোচর হয় নাই। পণ্ডিতগণ লিখিয়াছেন, বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের সহিত তাহার বিবাদ ঘটনা হইয়া কতকগুলি অম্বষ্ঠের উপবীত অন্তর্হিত হইয়াছে, ইহা অসঙ্গত কথা ; কারণ লক্ষ্মণসেনের সম্প্রদায়ভুক্ত বৈদ্য-অম্বষ্ঠদিগেরই কটিদেশে সূত্র আছে, বল্লালসেনের সম্প্রদায়ভুক্ত অম্বষ্ঠদিগের উক্ত সূত্র নাই।

লক্ষ্মণসেনী সম্প্রদায়ের কটিদেশে যে সূত্র আছে তাহা উপবীত নহে, উপবীত সূত্র কখনই নাভির অধরে রাখা যায় না। অতএব ঐ সূত্রকে সাবিত্রীসংস্কারসূচক যজ্ঞোপবীত বলিয়া গণ্য করা বেদোক্ত যজ্ঞোপবীতের প্রকৃতমর্ম্ম না জানার ফলমাত্র। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে হইলে যে সকল ক্রিয়া ও কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন, অম্বষ্ঠগণ কটিদেশে সূত্রধারণ সময়ে আদৌ

ঐ সকল কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন না। অতএব ঐ সূত্র আদৌ যজ্ঞোপবীত নহে।

স্থানীয় প্রথা অনুসারে লক্ষ্মণসেনী সম্প্রদায়ের কটিদেশে যে কি কারণে সূত্র ধারণ হইয়া আসিতেছে তাহা প্রথম ভাগ কায়স্থ পুরাণের ১৩৫ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের পিতা বৈদ্য অম্বষ্ঠ বংশজাত বল্লালসেনের বিবাহিতা ডোম বা চণ্ডাল জাতীয় পদ্মিনী নাম্নী কন্যাই উহার মূল। ডোম সম্প্রদায়ের অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বল্লালসেনের সমাজভুক্ত অম্বষ্ঠ হইতে লক্ষ্মণসেনের সমাজ স্বতন্ত্র হইয়াছে—এই বিষয়ের নিদর্শন রাখিবার নিমিত্ত কটিদেশে সূত্র ধারণ করিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়া কালক্রমে ঐ সম্প্রদায়ের পক্ষে উহা বিধিরূপে গণ্য হইয়া আসিয়াছে। প্রকৃতার্থে উহা সাবিত্রী সংস্কারসূচক যজ্ঞোপবীত নহে। অম্বষ্ঠগণের গৃহীত ব্যবস্থাপত্রের অবস্থা প্রদর্শিত হইল। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে ঐ ব্যবস্থা এবং যুক্তি ন্যায় বিরুদ্ধ; সুতরাং অপ্রমাণ্য।

জাতিমিত্র ও অম্বষ্ঠদাপিকা অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যজাতীয়া কন্যার গর্ভজাত বৈধপুত্র ও বৈশ্যাচারে উপনয়নার্হ বলিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয় প্রমাণ করণার্থ তাঁহারা যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের অর্থান্তর করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত অর্থ সমস্ত শাস্ত্রের একবাক্যে স্থাপন পূর্ব্বক প্রমাণ করা হইয়াছে অম্বষ্ঠ আদৌ বৈধ সন্তান নহে, শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী বর্ণসঙ্কর জাতি।

আধুনিক পণ্ডিতগণের ধারণা এই যে হিন্দুসমাজ আদিম কালাবধি এক নিয়ম ও বিধি (আইন) প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে, কস্মিনকালে তাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই। সুতরাং তাহারা এক সময়ের সামাজিক বিবাহ বিধি অন্য সময়ের সমাজ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া কোন জাতিকে উৎকৃষ্ট এবং কাহাকেও বা নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যেমন প্রয়োজনমতে সময়ে সময়ে প্রাচীন আইন রহিত বা সংশোধন করিয়া নূতন আইন জারি করিতেছেন, হিন্দুগণও প্রয়োজনমতে তদ্রূপ করিয়া আসিয়াছেন। এই নিমিত্ত এক বিষয়

সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিতে (আইন) স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।

ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে প্রথমে জাতি বা বর্ণভেদ ছিল না, সকলেই এক জাতিভুক্ত ছিলেন, তৎকালে পরদার-গমন দূষণীয় ছিল না, সকলে ইচ্ছানুসারে অন্যের বিবাহিতা ও অবিবাহিতা স্ত্রী-গমন করিত। শ্বেতকেতুর অভিশম্পাত বশতঃ হিন্দুসমাজে পরদার-গমন পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে (১)। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে প্রথমে বর্ণ ভেদ না থাকায় সবর্ণ, অসবর্ণ, কোন প্রকার বিবাহ এবং অনুলোম ও প্রতিলোম প্রভৃতি ও তৎসম্বন্ধে কোন নিয়ম ছিল না। তৎকালে মনুষ্য সংখ্যা অত্যল্প ছিল। সুতরাং মানবগণ যদিচ্ছাচারিতা অবলম্বন পূর্ব্বক সন্তান উৎপাদন করিয়া মনুষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ সকল সন্তানও বৈধ সন্তান বলিয়া তৎকালিক সমাজে গৃহীত হইয়াছে।

ক্রমে কর্ম্ম দ্বারা মানবগণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণী বা বর্ণ চতুষ্টয়ে সংজ্ঞিত হন। কিন্তু প্রথমে তাহারা এক নিয়ম পরতন্ত্র, এক আচার ও ব্যবহারে নিরত ছিলেন। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে কোন ইতর বিশেষ ছিল না। সুতরাং তৎকালে অনুলোম ও প্রতিলোম ভেদও ছিল না। যে কোন বর্ণ হউক ইচ্ছামত অন্য বর্ণে বিবাহ করিতেন। বিবাহ হইলেই স্ত্রী ও পুরুষ এক অঙ্গস্বরূপে গণ্য হইত, (অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচাত্বচমিতি শ্রুতেঃ) সুতরাং তৎকালে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কন্যাকে অথবা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কন্যাকে অর্থাৎ যে কোন বর্ণ হউক ইচ্ছামত অন্য বর্ণে বিবাহ করিতেন এবং তাহাতে যে সন্তান জন্মিত ঐ সন্তান পিতৃজাতি প্রাপ্ত হইত।

ক্ষত্রিয় যযাতি রাজা ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে এবং দৈত্য বংশজ শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়া পুরু ও যদু প্রভৃতি যে সকল সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহারা পিতৃজাতি প্রাপ্ত অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। পরশু-রাম ব্রাহ্মণের বিবাহিতা ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভজাত হইলেও জাতিতে ব্রাহ্মণ, ঘটোৎকচ রাক্ষসীর গর্ভজাত হইলেও ক্ষত্রিয়, বিদুর ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা

---

(১) কায়স্থপুরাণ, দ্বিতীয়ভাগ, ৯৮। ১৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।

শূদ্রকন্যার গর্ভজাত হইলেও জাতিতে ক্ষত্রিয়, যুযুৎসু ক্ষত্রিয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহিতা বৈশ্য কন্যার গর্ভজাত হইলেও জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। গ্রীস-দেশীয় সেকন্দার (Alexander) যবন ছিলেন। তাহার সেনাপতি সেলুকসের কন্যা লিসিয়ানাকে ক্ষত্রিয় চন্দ্রগুপ্ত বিবাহ করেন। তাহার গর্ভজাত পুত্রও ক্ষত্রিয় হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত শূদ্রী গর্ভজাত হইলেও জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই।

ভারতবর্ষ বিচার নামক গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে ইউরোপ, যাহাকে হিন্দুগণ অশ্বক্রান্তা (ইযুজাত) বলিতেন, তাহার অধিবাসিগণের মধ্যে যাহারা বিড়ালাক্ষ (বিড়ালের ন্যায় চক্ষু বিশিষ্ট) তাহারা দৈত্য। এই খণ্ডে দানব (Danube) নদী আছে। অতএব ঐ নদীর নিকটবাসীকেই যে হিন্দুগণ দানব বলিতেন তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা বন্য ও পাহাড়ী জাতিকেই রাক্ষস বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে যযাতিরাজার বিবাহিতা দৈত্যবংশজা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত এবং ভীমের বিবাহিতা হিরম্বা রাক্ষসীর গর্ভজাত সন্তান যখন জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়াছে ; এবং গ্রীসদেশবাসী যবন সেলুকসের কন্যাকে যখন ক্ষত্রিয় চন্দ্রগুপ্ত রাজা বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ হয় যে এক সময়ে হিন্দুগণ ইউরোপ ও আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীর কন্যাকেও বিবাহ করিতেন এবং তাহাতে যে সন্তান উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারাও পিতার জাতি অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

কালক্রমে জাতিবিচার অধিকতর প্রবল হইয়া বর্ণচতুষ্টয় চারি সমাজে বিভক্ত হইলে চারিটি জাতি স্থাপিত হয়। তদনুসারে বর্ণচতুষ্টয়ের ইতর-বিশেষও স্থাপিত হইল। সুতরাং বিবাহ নিয়মও পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই নিমিত্ত স্বজাতিজাত অক্ষতযোনি কন্যাকে বিবাহ করাই প্রশস্ত এবং কামোপশমনার্থ অসবর্ণা অক্ষতযোনি কন্যাকেও বিবাহ করা যাইতে পারে—কিন্তু অসবর্ণা ভার্য্যার গর্ভজাত পুত্র স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ সকল জাতি ক্ষেত্র ও ঔরস বিবেচনায় ভিন্ন

ভিন্ন ধর্ম্মপ্রাপ্ত হইবে—ইত্যাদি বিবাহ সম্বন্ধীয় নানা বিধি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংবদ্ধ হইয়াছে।

বিবাহ আইন প্রচলিত হইলে বেণ রাজা ঐ সকল নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যদিচ্ছাচারী হন। সুতরাং তাঁহার অধীনস্থ অনেক প্রজা ও অন্যান্য সময়েও মানবগণ পশুধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী (বিধবা ও সধবা), ও অনূঢ়া কন্যা গমন দ্বারা হিন্দুসমাজের নিন্দনীয় অম্বষ্ঠ প্রভৃতি পুত্র উৎপাদন করে। ঐ সকল পুত্র সামাজিক নিয়মের অতিক্রমে উৎপন্ন হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা আর্য্যসমাজভুক্ত হইতে পারে নাই। তাহারা পিতৃজাতি বা মাতৃজাতি প্রাপ্ত না হইয়া আর্য্যসমাজে পাপজ বর্ণসঙ্কর জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। ঐরূপ পাপজ বর্ণসঙ্কর আর উৎপন্ন না হয়, ক্রমে তৎসম্বন্ধেও নানাবিধ কঠোর শাসন স্থাপন হইয়াছে।

ক্রমে জাতিবিদ্বেষ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণজাতি সর্ব্বজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের অধম, কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, বৈশ্য ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ের অধম কিন্তু শূদ্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং শূদ্র ঐ জাতিত্রয়ের অধম—এইরূপ সমাজ স্থাপন হইয়াছিল। নিকৃষ্টবর্ণ উৎকৃষ্টবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে উৎকৃষ্টবর্ণের গৌরব ও সম্ভ্রম থাকিতে পারে না। সুতরাং এই সময়ে বিবাহ সম্বন্ধীয় প্রাচীন আইনের পরিবর্ত্তন ও নূতন নিয়ম স্থাপন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

ক্রমে জাতিবিদ্বেষ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে বিবাহ নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিলে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ একবারে রহিত করিবার প্রয়োজন হয়। বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে ঐ নিয়মই প্রচলিত আছে। অতএব যাহারা মনে করেন যে হিন্দুসমাজ চিরকাল একই নিয়মের (আইনের) অধীন ছিল তাঁহারা যে প্রাচীন অবস্থা কিছুমাত্র অবগত নহেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হিন্দুগণ যেরূপ সমাজ স্থাপন ও আইন প্রচলন করিয়াছেন, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে হিন্দুগণ ক্রমে যত সভ্যতা লাভ করিয়াছেন, ততই তাঁহারা প্রয়োজনানুসারে নূতন

নূতন আইন স্থাপন করিয়াছিলেন। কালক্রমে হিন্দুসমাজ পরিপক্বাবস্থায় নীত হইলে মনু কর্ত্তৃক প্রথমতঃ এই আইন প্রচলিত হইয়াছিল যে দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের পক্ষে স্বজাতীয় ভার্য্যাগ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। তবে কাম নিবারণের প্রবৃত্তি জন্মিলে ক্রমে অবরা অর্থাৎ স্বজাতি অপেক্ষা হীনবর্ণের কন্যাও বিবাহ করিতে পারিবে। এই হেতু সমস্ত আইনকর্ত্তাই (স্মৃতিকর্ত্তা) ব্যবস্থা দিয়াছেন যে স্বজাতীয় ভার্য্যাগ্রহণ করাই বিধেয়। এই সময় হইতেই হিন্দুসমাজের যদিচ্ছাচারে বহুবিবাহ বিধি রহিত করণার্থ কামতঃ অনুলোম বিবাহ অসঙ্গত বিবাহস্বরূপে গণ্য হয়, যথা—

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ।
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥

মনু।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরিগ্রহে।
স্বজাতিঃ শ্রেয়সী ভার্য্যা স্বজাতিশ্চ পতিঃ স্ত্রিয়াঃ॥

নারদসংহিতা।

ভার্য্যাঃ সজাতাঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মপ্রথমকল্পিকঃ।

যম।

গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেতাননাপূর্ব্বাং যবীয়সীম্।

গৌতমসংহিতা ৪র্থ অঃ।

গৃহস্থো বিনীতক্রোধহর্ষো গুরুণানুজ্ঞাতঃ স্নাত্বা
অসমানার্ষস্পৃষ্টমৈথুনাং যবীয়সীং সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত॥

বশিষ্ঠসংহিতা ৮ম অঃ।

স্বজাতি মুদ্বহেৎ কন্যাং সুরূপাং লক্ষণান্বিতাম্।

বৃহৎপরাশরসংহিতা।

মৎস্যসূক্তে বিবৃত হইয়াছে স্বজাতীয় ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী, অসবর্ণা ভার্য্যা কামপত্নী অর্থাৎ ধর্ম্মপত্নী নহে; যথা—

সবর্ণা যস্য যা ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী তু সা স্মৃতা।
অসবর্ণা চ যা ভার্য্যা কামপত্নী তু সা স্মৃতা॥

৩১ পটল।

শূদ্রজাতীয় পত্নী পরিবৃত্তি বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। ধর্ম্মপত্নী ও কামপত্নীর গর্ভজাত সন্তানের জাতি নিরাকরণার্থ মনুকর্ত্তৃক এই নিয়ম সংস্থাপিত হয় যে স্বজাতীয় অক্ষতযোনি কন্যাকে বিবাহ করিয়া তদ্দ্বারা যে সন্তান উৎপাদন করা যায়, ঐ সন্তান সবর্ণপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা অক্ষতযোনি কন্যা বিবাহ করিয়া যে সন্তান উৎপাদন হইবে তাহারা পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত না হইয়া স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া গণ্য হইবে। যথা—

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥

কামপত্নীর গর্ভজাত সন্তানের মধ্যে একান্তরবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের জাতি নির্ণয়ার্থ মনুকর্ত্তৃক এই বিধিসংবদ্ধ হয় যে একান্তরবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় জাতীয়া কামপত্নী, এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যজাতীয়া কামপত্নী এবং বৈশ্যের শূদ্র জাতীয়া কামপত্নীর গর্ভজাত সন্তানের মাতৃদোষ ধরা যাইবে না; তাহারা পিতৃসদৃশ জাতি অর্থাৎ মাতৃজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিন্তু পিতৃজাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট এই রূপ দ্বিজাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে। যথা—

স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃ দোষবিগর্হিতান॥

কুল্লুক ভট্ট এই বচনের এই অর্থ করিয়াছেন—যথা—

আনুলোম্যেনাব্যবহিত বর্ণজাতাসু ভার্য্যাসু
দ্বিজাতিভিরুৎপাদিতাঃ পুত্রাঃ যথা ব্রাহ্মণেন
ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং বৈশ্যেন শূদ্রায়াং
তান্ মাতৃহীনজাতীয়ত্বদোষেণ গর্হিতানপি সদৃশান্
নতু পিতৃসজাতীয়ান্ মন্বাদয় আহুঃ। পিতৃসদৃশ-
গ্রহণাৎ মাতৃজাতেরুৎকৃষ্টাঃ পিতৃজাতিতো নিকৃষ্টা
জ্ঞেয়াঃ। ইত্যাদি।

জাতিমিত্র ঐ বচনের অর্থ করিয়াছেন " দ্বিজাতি দ্বারা অনন্তরজাত-জাতীয়া পত্নীতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে * * যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা * * পিতৃজাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট, মাতৃজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট * * " (প্রথমভাগ জাতিমিত্র ১৭ পৃঃ দেখ)। জাতিমিত্র উপবীত লোভে কি ভ্রমেই পতিত হইয়াছেন। অনন্তর ও তানানন্তর অর্থাৎ একান্তর ও দ্ব্যেকান্তর বর্ণের মধ্যে যে ইতর বিশেষ আছে তাহা বোধ হয় জাতিমিত্র অবগত নহেন।

দ্ব্যেকান্তর জাতীয় ভার্য্যার গর্ভজাত পুত্র সম্বন্ধে এই নিয়ম সংবদ্ধ হইয়াছিল, যে অনন্তর জাতীয়া ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তান দ্বিজাতিস্বরূপ গণ্য হইলেও তাননন্তর অর্থাৎ দ্ব্যেকান্তর জাতীয়া কামপত্নী অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বৈশ্য জাতীয়া কামপত্নীর এবং ক্ষত্রিয়ের শূদ্রজাতীয়া কামপত্নীর গর্ভজাত পুত্রের মত দোষ গণ্য হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে তাহারা অনন্তরজাত পুত্রের ন্যায় দ্বিজাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে না ; মাতৃদোষ বশতঃ তাহারা স্বতন্ত্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। যথা—

পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাং।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে॥

এ স্থলে পাতিদাতা পণ্ডিতগণের দৃষ্টি করা উচিত যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের বৈশ্যজাতীয় কামপত্নীর গর্ভজাত এইরূপ তর্কানুরোধে বলিলেও তিনি ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়জাতীয়া ভার্য্যাজাত পুত্রের ন্যায় দ্বিজাতিত্ব প্রাপ্ত হন নাই। মাতৃদোষ বশতঃ তিনি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। মনু বলিয়াছেন, চারিটী বর্ণ ব্যতীত পঞ্চম বর্ণ নাই ; পঞ্চমে সমস্ত জাতিই শূদ্র। সুতরাং অম্বষ্ঠ মাতৃদোষহেতু শূদ্র ধর্ম্মাবলম্বনই করিয়াছিল। যাহা হউক এই বচন দ্বারা অম্বষ্ঠের কোন উপকার হইতে পারে না, কারণ, অম্বষ্ঠের মাতাকে যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং অম্বষ্ঠ যে এই বিধি অনুসারে মাতৃজাতীয় ধর্ম্ম অথবা মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কোন শাস্ত্রেই পরিব্যক্ত হয় নাই, বরং শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে তিনি ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যজাতীয়া ভার্য্যার গর্ভজাত বৈধ পুত্র নহেন, বৈশ্যের বিবাহিতা স্ত্রীর

গর্ভে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অবৈধরূপে উৎপাদিত হইয়াছেন। সুতরাং এই বিধি তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

অনন্তর জাতীয়া কামপত্নীর গর্ভজাত সন্তান পিতৃসদৃশ অর্থাৎ মাতৃজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কিন্তু পিতৃজাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট—এইরূপ দ্বিজাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে—এই বিধি মনুকর্ত্তৃক সংস্থাপন হইলেও কালক্রমে শঙ্খকর্ত্তৃক এই আইন সংবদ্ধ হইয়াছিল যে অনন্তর জাতীয়া ভার্য্যার অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তাহার বিবাহিতা ক্ষত্রিয় জাতীয়া পত্নীর গর্ভজাত সন্তান ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক তাহার বিবাহিতা বৈশ্যজাতীয়া পত্নীর (বাবাতার) গর্ব্ভজাত সন্তান বৈশ্য হইবে এবং বৈশ্যকর্ত্তৃক তাহার বিবাহিতা শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভজাত সন্তান শূদ্র হইবে, যথা—

" ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়ামুৎপাদিতঃ ক্ষত্রিয় এব ভবতি, ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়ামুৎপাদিতো বৈশ্য এব ভবতি, বৈশ্যেন শূদ্রায়ামুৎপাদিতঃ শূদ্র এব ভবতি "।

মিতাক্ষরা এই বচনের অর্থে বলিয়াছেন যে ঐ বচনের মূল তাৎপর্য্য ক্ষত্রিয়াদিধর্ম্ম প্রাপ্তিসম্বন্ধে হইতেছে (তৎ ক্ষত্রিয়াদিধর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থম্)। কিন্তু তিনি যে কোন্ প্রমাণের দ্বারা এই অর্থ করিয়াছেন তদীয় গ্রন্থে তাহা পরিব্যক্ত হয় নাই। সুতরাং ঐ অর্থ কেবল তাহারই স্থাপিত অর্থ হইতেছে।

নারদসংহিতায় বিবৃত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের স্বজাতি-ভার্য্যা গ্রহণ করাই শ্রেয়স্কর; কিন্তু কথিত আছে যে অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রজাতীয়া কন্যাকে; ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয়া কন্যাকে এবং বৈশ্য শূদ্রজাতীয়া কন্যা বিবাহ করিয়াছিল এবং প্রতিলোম (দুষ্টতা) বশতঃ শূদ্রের স্ত্রীর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতীয় অন্য তিন পতি, বৈশ্যের স্ত্রীর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতি অন্য দুই পতি, এবং ক্ষত্রিয়ের স্ত্রীর ব্রাহ্মণজাতীয় অন্য এক পতি হইয়াছিল, এবং কিম্বদন্তী আছে অনুলোম বিবাহ দ্বারা যে সন্তান উৎপত্তি হইয়াছিল তাহারা বৈধপুত্র বলিয়া সমাজে গৃহীত হইয়াছে এবং স্ত্রীর দুষ্টতাবশতঃ (প্রতিলোমবশতঃ) যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ সমাজবহির্ভূত অচলজাতি প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরিগ্রহে।
সজাতিঃ শ্রেয়সী ভার্য্যা সজাতিশ্চ পতিঃ স্ত্রিয়াঃ॥
ব্রাহ্মণস্যানুলোম্যেন স্ত্রিয়োঽন্যাস্তিস্র এব তু।
শূদ্রায়াঃ প্রাতিলোম্যেন তথান্যে পতয়ঃ স্ত্রিয়ঃ॥
দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যান্যে বৈশ্যস্যৈকা প্রকীর্ত্তিতা।
বৈশ্যায়া দ্বৌ পতী জ্ঞেয়া বেকোঽন্যঃ ক্ষত্রিয়াপতিঃ॥
আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥

এই বচনে "প্রকীর্ত্তিতা" এবং "স্মৃতঃ" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। প্রকীর্ত্তিতা শব্দের অর্থ কথিত এবং "স্মৃত" শব্দের অর্থ উক্ত, শ্রুত। সুতরাং "স্মৃতঃ" শব্দে "কিম্বদন্তীও" বুঝাইতেছে।

প্রতিলোম শব্দের অর্থ বিলোম, বিক্রান্ত, বিপরীত, অধম, দুষ্ট, ব্যুৎক্রম, ব্যত্যয় (শব্দার্থরত্নমালা দেখ)। নারদসংহিতার উল্লিখিত বচনে বিবৃত হইয়াছে, প্রতিলোমবশতঃ ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের ও শূদ্রের স্ত্রীর অন্য পতি হইয়াছিল। অন্য পতি শব্দে স্বপতি ব্যতীত অন্যকে বুঝায়। সুতরাং অন্য পতি শব্দে উপপতি বুঝাইতেছে। দুশ্চরিত্রা না হইলে স্বপতি ব্যতীত অন্য পতিতে আসক্ত হয় না। সুতরাং এস্থলে প্রতিলোম শব্দের অর্থ দুষ্টা বুঝাইতেছে।

নারদসংহিতার উল্লিখিত বচনসমূহের স্থূল মর্ম্ম এই যে কিম্বদন্তী আছে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ অনুলোম বিবাহ করিয়া যে সকল পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহারা বৈধপুত্র এবং দুষ্টতাবশতঃ তাহাদের স্ত্রী অন্য অন্য পতির (উপপতি) দ্বারা যে সকল সন্তান উৎপত্তি করিয়াছিলেন, তাহারা সমাজভ্রষ্ট অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর হইয়াছে। তথাচ বর্ণচতুষ্টয়ের স্ব স্ব জাতীয়া পত্নী গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

জাতিমিত্র নারদসংহিতার উল্লিখিত বচনের শেষ দুই পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন এই প্রমাণানুসারে অম্বষ্ঠ প্রভৃতি অনুলোমজ সন্তানগণের বর্ণসঙ্করতা নাই। যাহারা প্রতিলোমজ সন্তান, তাহারাই বর্ণসঙ্কর (জাতিমিত্র

প্রথম ভাগ ১১৭ পৃঃ দেখ)। জাতিমিত্র এই ভাবে এই বচন প্রয়োগ করিয়াছেন যে প্রতিলোমজ অর্থাৎ শূদ্র—বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিয়া, বৈশ্য—ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিয়া, এবং ক্ষত্রিয়—ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিয়া যে সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে, তাহারাই বর্ণসঙ্কর; অম্বষ্ঠ ঐরূপে উৎপত্তি না হইয়া অনুলোম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তদীয় বৈশ্যজাতীয় পত্নী দ্বারা উৎপন্ন। সুতরাং অম্বষ্ঠের বর্ণসঙ্করতা নাই। এই অর্থের পোষকে তৎকর্ত্তৃক ১১৬ পৃষ্ঠার উল্লিখিত বচনের প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ পংক্তি গোপন এবং কেবল তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পংক্তি উদ্ধৃত হইয়া অর্থ করা হইয়াছে যে "অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, ও শূদ্রা এই তিন স্ত্রী, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রা এই অন্য দুই ভার্য্যা, এবং বৈশ্যের শূদ্রা এই অন্য এক ভার্য্যা হইতে পারে। বৈশ্যার ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই অন্য দুই পতি হইতে পারে। ক্ষত্রিয়ার ব্রাহ্মণ এক মাত্র অন্য পতি হইতে পারে। তৎপরে তিনি প্রতিলোম বিবাহ নিষেধ সম্বন্ধীয় বিষ্ণুসংহিতার বচন স্থাপন পূর্ব্বক বলিয়াছেন, "অনুলোমজ সন্তানেরা মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইবে, প্রতিলোমজ সন্তানেরা আর্য্য ধর্ম্ম বিগর্হিত হইবে।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে অম্বষ্ঠ অনুলোম বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। সুতরাং তাহারা মাতৃবর্ণ অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু বিবাহিতা পত্নী ও অবিবাহিতা পত্নী এবং স্বপতি ও অন্য পতি যে স্বতন্ত্র পদার্থ তৎপ্রতি তিনি মনোনিবেশ করেন নাই। ফলতঃ তিনি ঐরূপ করিতেও পারেন না। কারণ তাহা হইলে অম্বষ্ঠকে বৈধপুত্র বলাইয়া উপবীত গ্রহণের আশা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধীয় আইনানুসারে বিবাহ না করিয়া যাহাকে পত্নীত্বে নিয়োগ করা যায় তিনি ধর্ম্মপত্নী নহেন, উপপত্নী, এবং শাস্ত্রসম্মত স্বপতি ব্যতীত অন্য পতিকে উপপতি বলে। অনুলোমক্রমে বিবাহিত বৈধপতি ও দুশ্চরিত্র বশতঃ উপপতি দ্বারা বর্ণচতুষ্টয়ের স্ত্রীগণ যে সকল সন্তান উৎপত্তি করিয়াছিল এবং তাহারা হিন্দু-সমাজে যে রূপে গণীত হইয়াছিল এই বিষয় নারদসংহিতার উল্লিখিত বচনে বিবৃত হইয়াছে। কোন্ প্রকার প্রতিলোমজ সন্তান বর্ণসঙ্কর হইয়াছে তাহা চতুর্থ পংক্তির

সহিত ষষ্ঠ বচনের একতায় অর্থ করিলে তিনি স্পষ্টই অবগত হইতে পারি-তেন। দুশ্চরিত্র বশতঃ শূদ্রের, বৈশ্যের, ও ক্ষত্রিয়ের স্ত্রীগণ স্ব স্ব বিবাহিত পতি ব্যতীত তাহাদের অগ্রজবর্ণের উপপতি দ্বারা যে সকল সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে তাহারাই বর্ণসঙ্কর। ইহা যে নারদসংহিতার প্রকৃত মর্ম্ম তাহা তিনি অবগত আছেন। এই নিমিত্ত তৎকর্তৃক চতুর্থ পংক্তিটী উদ্ধৃত না হইয়া তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। যাহা হউক অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের অনুলোম বিবাহিতা বৈশ্যজাতীয় পত্নীর গর্ভজাত পুত্র নহে, বৈশ্যের স্ত্রী স্বপতি ব্যতীত ব্রাহ্মণজাতীয় অন্য পতি দ্বারা তাহাকে উৎপন্ন করিয়াছে। অতএব নারদসংহিতার বচন অম্বষ্ঠের সম্বন্ধে নিয়োগ করিলে তাহাদের বর্ণ-সঙ্করতা বলবদ্রূপে সপ্রমাণ হইতেছে।

নারদসংহিতার উল্লিখিত বচনের অর্থ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রের সহিত এক বাক্যে করিতে হইলে প্রতিলোম শব্দের অর্থ যে দুষ্টা বুঝাইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে, দুষ্টাস্ত্রীর দ্বারাই বর্ণসঙ্কর হইয়াছে। যাহা হউক এই সংহিতায় বিবৃত হইয়াছে প্রতিলোমজ সন্তানই বর্ণসঙ্কর। কিন্তু মিতাক্ষরায় বর্ণিত হইয়াছে অম্বষ্ঠ অনুলোমজ বর্ণসঙ্কর; সুতরাং প্রতীত হইতে পারে যে অম্বষ্ঠ দ্বিবিধ। কিন্তু অনুলোম অর্থাৎ অনুবর্ত্তী জাতির তনু হইতে যাহা উৎপত্তি হয় তাহাকে অনুলোমজ বলে। বৈশ্যের স্ত্রী দুশ্চরিত্র বশতঃ স্বপতি ব্যতীত ব্রাহ্মণ জাতীয় অন্য পতি গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ কর্তৃক তদনুবর্ত্তী জাতিতেই গমন করা হইল। সুতরাং তাহাতে যে সন্তান জন্মে তাহাকেও অনুলোমজ অবৈধ সন্তান বলা যায়। নারদসংহিতার বচনে ব্যক্ত হইয়াছে "কিম্বদন্তী আছে, দুষ্টতা বশতঃ (প্রাতিলোম্যেন) বৈশ্যের স্ত্রীর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতীয় অন্য দুই পতি হইয়াছিল। সুতরাং যে ব্রাহ্মণ অন্য পতি স্বরূপ বৈশ্যের স্ত্রীতে উপগত হইয়াছিল তাহার অনুবর্ত্তী জাতিতেই গমন করা হইয়াছে এবং তাহাতে যে সন্তান উৎপত্তি হইয়াছে তাহাকে অনুলোমজ অবৈধ সন্তান বলিতে হইবে। মিতাক্ষরায়ও বিবৃত হইয়াছে কুণ্ড, গোলক, কানীন ও সহোঢ়াদি অবৈধ সন্তানের মধ্যে অম্বষ্ঠ অনুলোমজ। যেমন শাস্ত্রানুসারে

বিবাহিতা অনুবর্ত্তী জাতীয়া ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তান অনুলোমজ বৈধ সন্তান, তদ্রূপ শাস্ত্রানুসারে বিবাহ না করিয়া যে সকল অনুবর্ত্তী জাতীয়া কন্যা বা স্ত্রীকে উপপত্নীত্বে নিয়োগ পূর্ব্বক সন্তান উৎপত্তি করা হইয়াছে তাহারাও অনুলোমজ অবৈধ সন্তান বলিয়া সংজ্ঞিত। অতএব এই বিষয় স্মরণ রাখিয়া শাস্ত্রার্থ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে বর্ণসঙ্কর চিকিৎসক অম্বষ্ঠ কথনই দ্বিবিধ নহে।

কালক্রমে কোন স্থানের হিন্দুসমাজে বিবাহ বিধি সংশোধিত হইয়া এই বিধি প্রচলিত হইয়াছিল যে বিবাহিতা স্বজাতিজাত পুত্র স্বজাতি হইবে, অনুলোম বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র মাতৃবর্ণ হইবে এবং প্রতিলোম বিবাহ দ্বারা যে সকল পুত্র উৎপাদন হইবে, তাহারা আর্য্যধর্ম্মে অনধিকারী হইবে। সুতরাং বিষ্ণুসংহিতায় বিবৃত হইয়াছে,

সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সমানবর্ণা ভবন্তি।
অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ। প্রতিলোমাস্বার্য্যধর্ম্মবিগর্হিতাঃ॥

এস্থলে বিবৃত হইয়াছে অনুলোম বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু মনু বলেন, তাহারা স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার কারণ এই যে, সকল সময়ের ও সকল স্থানের আইন এক নহে। সুতরাং কোন স্থানে বা কোন সময়ে অনুলোম বিবাহিতা ভার্য্যার গর্ভজাত পুত্র মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং বিষ্ণুসংহিতায় বিবৃত হইয়াছে, অনুলোম বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র মাতৃবর্ণ হইবে। কিন্তু এই বিধি অনুসারে অম্বষ্ঠ যে মাতৃবর্ণ অর্থাৎ বৈশ্য হইয়াছিল অথবা বৈশ্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা কোন শাস্ত্রেই বর্ণিত হয় নাই।

ক্রমে প্রতিলোম বিবাহজাত সন্তান শূদ্রাপেক্ষা অধম বলিয়া গণ্য হয়। এই নিমিত্ত ব্যাসসংহিতায় বিবৃত হইয়াছে, যে অধম বর্ণ উত্তম বর্ণের দ্বারা সন্তান উৎপত্তি করিলে ঐ সন্তান শূদ্রাপেক্ষাও অধম হইবে ; যথা—

অধমাদুত্তমায়াস্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ।

মিথিলা প্রভৃতি দেশে কালক্রমে এই নিয়ম স্থাপন হইয়াছিল যে সবর্ণা ভার্য্যা বর্ত্তমানে অসবর্ণা অর্থাৎ অনুলোম বিবাহিতা পত্নী (কামপত্নী) লইয়া

ধর্ম্মকার্য্য করিবে না, এবং সবর্ণা বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান স্বজাতি ও অনিন্দ্যবিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্মাদি বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে জাত পুত্রগণ "সন্তান বর্দ্ধনাঃ" অর্থাৎ তাহারাই অরোগী, দীর্ঘায়ু ও (বৈধ) ধর্ম্মপুত্র বলিয়া গণ্য হইবে। যথা—যাজ্ঞবল্ক্য

"সত্যামন্যাং সবর্ণায়াং ধর্ম্মকার্য্যং ন কারয়েৎ।"

মিতাক্ষরার টীকা—

সবর্ণায়াং সত্যাং অন্যামসবর্ণাং নৈব ধর্ম্মকার্য্যং কারয়েৎ।
সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ॥

মিতাক্ষরার টীকা—

সবর্ণেভ্যো ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ সবর্ণাসু ব্রাহ্মণ্যাদিষু সজাতয়ো মাতৃপিতৃ সমানজাতীয়াঃ পুত্রা ভবন্তি। * * কিন্তু অনিন্দ্যেষু ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনা আরোগিণো দীর্ঘায়ুষোধর্ম্মপ্রজ্ঞাসম্পন্না ভবন্তি।

প্রতিলোম বিবাহ রহিত করণ জন্য এই নিয়ম স্থাপন হইয়াছিল যে প্রতিলোমবিবাহজাত সন্তান কোন প্রকার ধর্ম্মে অধিকারী হইবে না। এই নিমিত্ত গোতম বলিয়াছেন, "প্রতিলোমাস্তু ধর্ম্মহীনাঃ।

ক্রমে অনুলোম বিবাহ রহিত করণার্থ এই নিয়ম স্থাপন হইয়াছিল যে সকল পুত্রের মধ্যে বিবাহিতা সবর্ণাজাত পুত্রই শ্রেষ্ঠ, অনুলোম বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বর্ণ বহির্ভূত মধ্যবর্ত্তী জাতি এবং প্রতিলোম বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান পতিত বলিয়া গণ্য হইবে। যথা দেবল ঋষির বচন পরাশর ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে—

তেষাং সবর্ণজাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যোঽনুলোমজাঃ স্মৃতাঃ।
অন্তরালা বহির্বর্ণাঃ প্রথিতাঃ প্রতিলোমজাঃ॥

মনু বলেন চারিটী জাতি ব্যতীত আর জাতি নাই। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজাতি, চতুর্থ সমস্তই শূদ্র। সুতরাং, এই বচনানুসারে বর্ণ-বহির্ভূত মধ্যবর্ত্তী জাতি শূদ্র ধর্ম্মাবলম্বীই হইবে। অতএব অম্বষ্ঠও বর্ণবহির্ভূত মধ্যবর্ত্তী জাতি বলিয়া শূদ্রধর্ম্মেই অধিকারী হইতে পারে, আর্য্যধর্ম্মে নহে।

অবশেষে জিমূতবাহন দায়ভাগের দ্বারা প্রতিলোম বিবাহ একবারে রহিত করিলেন যথা—

প্রতিলোমপরিণয়ং সর্ব্বথৈব ন কার্য্যং।

মাধবাচার্য্য নিয়ম করিলেন যে প্রতিলোমবিবাহজাত পুত্র পতিত ও অধম অর্থাৎ অস্পর্শীয় হইবে যথা—

প্রতিলোমজাস্ত বর্ণবাহ্যত্বাৎ পতিতা অধমাঃ।

ক্রমে অনুলোম বিবাহ বিধি সংশোধিত হইয়া এই নিয়ম স্থাপন হইয়াছিল যে ব্রাহ্মণ শূদ্র কন্যা বিবাহ করিলে অধোগতি প্রাপ্ত এবং তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, যথা মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব

শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
প্রায়শ্চিত্তীয়তে চাপি বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মনা॥

অম্বষ্ঠ বংশজ রাজা রাজবল্লভের গৃহীত ব্যবস্থাপত্রে বিবৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শূদ্রীজাত নিষাদ (চণ্ডাল জাতি বিশেষ) সাবিত্রী সংস্কারার্হ। কিন্তু এই বচন দ্বারা প্রমাণ হইতেছে ব্রাহ্মণ শূদ্রজাতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং ব্রাহ্মণের শূদ্রীগর্ভজাত সন্তান অর্থাৎ নিষাদ যে পতিত সন্তান তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব বিবাহ বিধি দ্বারাও ঐ ব্যবস্থাপত্র অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

ক্রমে অনুলোম বিবাহ রহিত করণার্থ এই রূপ নিয়ম সংবদ্ধ হইয়াছিল যে স্বজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলে স্নাতক ব্রতের অনুষ্ঠান অথবা ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রা কন্যা বিবাহ করিতে পারে। পরাশরভাষ্য ও বীরমিত্রোদয় ধৃত পৈঠীনসির বচন

অলাভে কন্যায়াঃ স্নাতকব্রতং চরেৎ অপিবা ক্ষত্রিয়ায়াং
পুত্র মুৎপাদয়েৎ বৈশ্যায়াং বা শূদ্রায়াঞ্চেত্যেকে।

সকলেই অবগত আছেন বিবাহ সম্বন্ধীয় বিধি অনুসারে বিবাহ না করিয়া যাহাকে পত্নীত্বে নিযুক্ত ও তদ্দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করা যায় ঐ পত্নী ও পুত্র অবৈধ পত্নী ও পুত্র বলিয়া সমাজে অচল হইয়া থাকে। যখন উল্লিখিত বচনানুসারে প্রমাণ হয় যে স্বজাতি কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলেই অসবর্ণা কন্যার দ্বারা

পুত্র উৎপাদন করিতে পারে, নচেৎ নহে, তখন স্বজাতীয়া কন্যা প্রাপ্তি ঘটিলে যদি অসবর্ণা কন্যাকে বিবাহ ও তদ্দ্বারা পুত্র উৎপাদন করা যায় তাহা হইলে ঐ পুত্র ও স্ত্রী যে অবৈধ পুত্র ও স্ত্রী বলিয়া তাহারা সমাজে অচল হইবে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। অতএব যে ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠকে উৎপত্তি করিয়াছেন ঐ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তি বশতঃ যে অসবর্ণা বৈশ্য কন্যাকে বিবাহ করিয়া তদ্দ্বারা অম্বষ্ঠকে উৎপত্তি করিয়াছিলেন এই বিষয় যে পর্য্যন্ত প্রমাণ না হয় সে পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে ঐ স্ত্রী অবৈধ স্ত্রী এবং তজ্জাত অম্বষ্ঠ অবৈধ পুত্র বলিয়া অবশ্যই গণ্য হইবেন। কিন্তু এই বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রমাণই নাই। সুতরাং প্রাচীন হিন্দুসমাজের বিবাহ সম্বন্ধীয় আইন বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠের অনুকূল না হইয়া বরং তাহাকে বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের অনাচরণীয় বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে।

ক্রমে অনুলোম বিবাহ নিবারণার্থ এই নিয়ম স্থাপন হইয়াছিল যে ব্রাহ্মণগণ অনুলোমক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে না; তাহারা সবর্ণা কন্যা অগ্রে বিবাহ করিয়া কদাচ্ কখনও বা স্থলবিশেষে ক্ষত্রিয়াদি জাতীয়া কন্যা বিবাহ করিতে পারে—যথা—বীরমিত্রোদয়ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন—

> ক্ষত্রবিট্ শূদ্রকন্যাস্তু ন বিবাহ্যাঃ দ্বিজাতিভিঃ।
> বিবাহ্যা ব্রাহ্মণী পশ্চাদ্বিবাহ্যাঃ ক্বচিদেব তু॥

এই নিমিত্ত কেশববৈজয়ন্তী বলিয়াছেন যে প্রথমে ব্রাহ্মণ জাতীয়া কন্যাকে ব্রাহ্মণের বিবাহ করা কর্ত্তব্য, তৎপরে ক্ষত্রিয়াদি কন্যা বিবাহ; ইহার অন্যথা করিলে রাজন্যাপূর্ব্বী প্রভৃতি নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত ঘটে, অর্থাৎ প্রথমে ক্ষত্রিয়াদি জাতিতে বিবাহ করিলে যে প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক ঐ প্রায়শ্চিত্ত ঘটে—যথা—

> তেন ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণীবিবাহঃ প্রথমং
> ততঃ ক্ষত্রিয়াদিবিবাহঃ অন্যথা রাজন্যা
> পূর্ব্ব্যাদি নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গঃ॥

ব্রাহ্মণ প্রথমে স্বজাতীয়া কন্যা বিবাহ না করিয়া অন্য জাতীয়া কন্যা

বিবাহ করিলে তাহাকে এই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ক্ষত্রিয়কন্যাকে প্রথমে বিবাহ করিলে দ্বাদশ রাত্রি ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সবর্ণার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক কেবল তাহারই সহিত সহবাস করিবে অর্থাৎ পূর্ব্ব বিবাহিতা ক্ষত্রিয় ভার্য্যার সহিত সহবাস করিবে না। প্রথমে বৈশ্য কন্যা বিবাহ করিলে তপ্ত-কৃচ্ছ্র ও প্রথমে শূদ্র কন্যা বিবাহ করিলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে, যথা—

প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত শাতাতপবচন—

ব্রাহ্মণো রাজন্যাপূর্ব্বী দ্বাদশরাত্রং চরিত্বা নির্ব্বিশেৎ তাঞ্চৈবোপগচ্ছেৎ বৈশ্যাপূর্ব্বী তপ্তকৃচ্ছ্রং শূদ্রাপূর্ব্বী কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রম্।

অতএব এই সকল বচন দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বজাতি ব্যতিরেকে অন্য জাতিতে বিবাহ করা একবারে নিষিদ্ধ। তবে স্থল বিশেষে কদাচ্ কখন বা অন্য জাতিতে বিবাহ করিতে হইলে প্রথমে স্বজাতিতে বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ অন্য জাতিতে বিবাহ করিবে, নচেৎ নহে। প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সুতরাং প্রতীয়-মান হইতেছে যে অগ্রে স্বজাতিতে বিবাহ না করিয়া ব্রাহ্মণ যদি অন্য জাতিতে বিবাহ করে অথবা থমে স্বজাতিতে বিবাহ করিলেও যদি বিশেষ কারণ বা ঘটনা উপস্থিত না হইলে যদৃচ্ছাবশতঃ অন্য জাতীয়া কন্যা বিবাহ করে, কিম্বা প্রথমে যদি অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করে তাহা হইলে ঐ তিন স্থলেই অন্যজাতীয়া পত্নী নিষিদ্ধ-বিবাহিত অর্থাৎ অবৈধ পত্নী এবং তাহার গর্ভজাত পুত্র অবৈধ পুত্র বলিয়া গণ্য হইবে। অতএব যে পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় প্রমাণ না হয় যে ব্রাহ্মণ প্রথমে ব্রাহ্মণ জাতীয়া কন্যাকে শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করণানন্তর কোন অপরিহার্য্য কারণ বশতঃ বৈশ্য জাতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়া তদ্দ্বারা অম্বষ্ঠকে উৎপাদন করিয়াছে, অম্বষ্ঠের মাতা ঐ ব্রাহ্মণের প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী নহে, কিম্বা ব্রাহ্মণ যদৃচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়া বৈশ্যজাতীয়া পত্নী দ্বারা অম্বষ্ঠকে উৎপত্তি করে নাই, সে পর্য্যন্ত অম্বষ্ঠের মাতা কখনই ব্রাহ্মণের শাস্ত্র সম্মত বৈধ পত্নী এবং তাহার গর্ভজাত পুত্র (অম্বষ্ঠ) শাস্ত্র-সম্মত বৈধ পুত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এই বিষয় কোন শাস্ত্রেই বিবৃত হয় নাই। সুতরাং হিন্দুদিগের বিবাহ সম্বন্ধীয় আইন দ্বারা অম্বষ্ঠকে

উপবীত দেওয়া দূরে থাকুক, তদ্দ্বারা তাহারা বর্ত্তমান সমাজের অনাচরণীয় হওয়াই উচিত। কারণ, যে স্ত্রী শাস্ত্রসম্মত স্ত্রী নহে, সেই স্ত্রী ও তাহার গর্ভজাত পুত্র যে সমাজে চলিতে পারে না তাহা সকলেই অবগত আছেন।

ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে ব্রাহ্মণ স্বজাতীয়া কন্যা ব্যতীত অন্য জাতীয়া কন্যা বিবাহ করিবে না; কারণ বশতঃ কদাচ্ কখনও অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারে; যদৃচ্ছাক্রমে অন্য জাতিতে বিবাহ করিতে পারিবে না; প্রথমে সবর্ণা কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে হইবে; তাহা না করিয়া প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু আপস্তম্ব বলেন, যদি প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী ধর্ম্মসম্পন্না ও পুত্রসম্পন্না হয়, তাহা হইলে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবে না। অন্যতরের অভাবে অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ-সম্পন্না না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে বিবাহ করিবে। যথা—

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত।
অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াদিতি॥

বীরমিত্রোদয় এই বচনের এই অর্থ করিয়াছেন যথা—

যদি প্রথমোঢ়া স্ত্রী ধর্ম্মেণ শ্রৌতস্মার্ত্তাগ্নিসাধোন
প্রজয়া পুত্রপৌত্রাদিনা চ সম্পন্না তদা নান্যাং
বিবহেৎ অন্যতরাভাবে অগ্ন্যাধানাৎ প্রাক্ বোঢ়ব্যেতি।

বিধানপারিজাত এই অর্থ করিয়াছেন—

যদি প্রাগূঢ়া স্ত্রী ধর্ম্মেণ প্রজয়া চ সম্পন্না তদা
নান্যাং বিবহেৎ অন্যতরাভাবে অগ্ন্যাধানাৎ
প্রাক্ বোঢ়ব্যেতি।

কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন, স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালাতিপাত ব্যতিরেকে অধি-বেদন করিবে। যথা—

বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥

“অপ্রিয়বাদিনী তু সদ্য এব যদ্যপুত্রা ভবতি পুত্রবত্যাস্তু তস্যাং ধর্ম্মপ্রজা-

সম্পন্নে দারে নান্যং কুর্ব্বীত অন্যতরাপায়ে তু কুর্ব্বীত ইত্যাপস্তম্বনিষেধাৎ অধিবেদনং ন কার্য্যম্।"

অতএব উল্লিখিত বচনসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্রাহ্মণ সবর্ণা একটী ভার্য্যা ব্যতীত অন্যবিবাহ করিতে পারে না, তবে ঐ ভার্য্যা পুত্র-সম্পন্না অথবা ধর্ম্মসম্পন্না না হইলে অন্যবিবাহ করিতে পারিবে। অম্বষ্ঠের মাতা ব্রাহ্মণের অনুলোম বিবাহিতা স্ত্রী ছিল—তর্কানুরোধে বলিলেও এই বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণের শাস্ত্রসম্মত বৈধপত্নী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; কারণ, ইহাতে ব্যবস্থিত হইয়াছে যে সবর্ণ ব্যতীত অন্যবর্ণে বিবাহ করণে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই। সুতরাং তজ্জাত পুত্র অবৈধ স্ত্রীর গর্ভজাতবশতঃ অবৈধ সন্তান হইতেছে। বিশেষ, যে পর্য্যন্ত প্রমাণ না হয় যে অম্বষ্ঠের পিতার প্রথম বিবাহিতা সবর্ণপত্নী ধর্ম্মসম্পন্না ও পুত্রসম্পন্না ছিল না বলিয়া তিনি কারণবশতঃ বৈশ্যজাতীয়া কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন সে পর্য্যন্ত ঐ স্ত্রী কখনই ব্রাহ্মণের শাস্ত্রসম্মত বৈধ স্ত্রী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; সুতরাং তাহার গর্ভজাত অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের অবৈধ পুত্র এবং সমাজের অচল। অতএব এক সময়ের বিবাহ বিধি অন্য সময়ের প্রচলিত বিধি সহ যোগ করিয়া পাতি দিতে হইলে কথনই অম্বষ্ঠের উপবীত সম্বন্ধীয় পাতি দেওয়া যাইতে পারে না। যাহা হউক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বিবাহ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আইন সংবদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, কোন সমাজের প্রচলিত বিবাহ সম্বন্ধীয় আইনানুসারে ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠের মাতাকে বিবাহ করিয়া তদ্দ্বারা অম্বষ্ঠকে উৎপাদন করেন নাই। মোহবশতঃ তিনি বৈশ্যের স্ত্রী বৈশ্যজাতীয়া কন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠকে উৎপত্তি করিয়াছেন। সুতরাং অনুলোম অথবা অন্য কোন প্রকার বিবাহ সম্বন্ধীয় কোন বিধিই তৎসম্বন্ধে প্রয়োগ হইতে পারে না। অতএব এক সময়ের প্রচলিত বিবাহ সম্বন্ধীয় বিধি অন্য সময়ের প্রচলিত বিধির সহিত প্রয়োগ পূর্ব্বক ঐ অম্বষ্ঠের উপনীত গ্রহণের যে পাতি দেওয়া হইয়াছে ও পুস্তিকা প্রণীত হইয়াছে তাহা প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম্ম ও সাময়িক অবস্থা না জানার ফল মাত্র।

শাস্ত্রোক্ত অবস্থার প্রতি প্রণিধান করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দুসমাজে দুই প্রকার বর্ণসঙ্কর আছে। এক বর্ণসঙ্কর প্রতিলোম বিবাহ দ্বারা উৎপাদিত, কালক্রমে মাতৃবৎ শৌচাশৌচ প্রাপ্ত হইলেও তাহারা সমাজের অচল। আর এক সম্প্রদায় বর্ণসঙ্কর পশুধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক অর্থাৎ বিবাহ আইন অমান্য করিয়া মানবগণ কর্তৃক অন্যের বিবাহিতা দুষ্টা স্ত্রী, (সধবা ও বিধবা) প্রভৃতি গর্ভে উৎপাদিত হইয়াছে। তাহারা জাতান্তর বর্ণসঙ্কর; অম্বষ্ঠ এই বর্ণসঙ্কর সম্প্রদায়ের এক সম্প্রদায় মাত্র।

হিন্দুসমাজে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহজাত পুত্রের সম্বন্ধে নানাবিধ আইন সংস্থাপন হইলেও মোহবশতঃ হীনজাতি অর্থাৎ অসবর্ণা বিবাহ দ্বারা সন্তান উৎপত্তি করিলে ঐ সন্তান যে শূদ্রধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে এবং ঐ পুত্র যিনি উৎপাদন করেন তিনি যে প্রায়শ্চিত্তার্হ তাহাও শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে যথা—

পরাশরভাষ্যধৃত কূর্ম্মপুরাণোক্ত বচন—

যস্তু পত্ন্যা সমং রাগান্মৈথুনং কামতশ্চরেৎ।
তদ্ব্রতং তস্য লুপ্যেত প্রায়শ্চিত্তীয়তে দ্বিজঃ॥

এস্থলে "কামতঃ" শব্দের অর্থ বিবাহ বিধি অনুসারে না চলিয়া যদৃচ্ছাচারে স্ত্রীগমন অর্থাৎ মোহবশতঃ বুঝাইতেছে।

মনু বলেন—

হীনজাতি স্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যবনয়ন্ত্যাশু স সন্তানানি শূদ্রতাং॥

অর্থাৎ মোহবশতঃ যদৃচ্ছাচারে হীনজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপত্তি করিলে ঐ সন্তান বংশানুক্রমে শূদ্রধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে।

মানবে ব্যক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ অন্যের স্ত্রীতে অর্থাৎ বৈশ্যকন্যা (বৈশ্যের স্ত্রী) দ্বারা অম্বষ্ঠকে উৎপত্তি করিয়াছে। যথা—

ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ং।
নিয়োজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ॥

* * * *

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে। ইত্যাদি।

অন্যান্য শাস্ত্রেও বিবৃত হইয়াছে, চিকিৎসক অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর নীচ জাতি। সুতরাং অম্বষ্ঠ শূদ্রধর্ম্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম্মে অনধিকারী। এই নিমিত্ত প্রাচীন আর্য্যপণ্ডিতগণ অম্বষ্ঠকে চিকিৎসাবৃত্তি প্রদান করিয়া তাহাকে কেবল শূদ্রধর্ম্মেই অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে যে অম্বষ্ঠকে বৈশ্যধর্ম্মে অধিকারী বলিয়া পাতি দেওয়া হইয়াছে তাহা কলিযুগের ধর্ম্ম মাত্র অর্থাৎ "অন্নচিন্তা চমৎকারা" এই ধর্ম্মের ফল মাত্র।

জাতিমিত্র ও অম্বষ্ঠদীপিকা পশ্চাল্লিখিত মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান (অম্বষ্ঠ) উপনয়ন সংস্কারার্হ। (১) যথা—

স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রানান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥

কিন্তু এই বচনে কেবল "স্বজাতিজাত" ও "অনন্তরজাত" পুত্রের কথা বর্ণিত হইয়াছে; "দ্ব্যেকান্তর" জাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তানের বিষয় বর্ণিত হয় নাই। ঐ বচন দ্বারা অম্বষ্ঠ দ্বিজধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে মনুর এইরূপ অভিপ্রায় থাকিলে তৎকর্ত্তৃক কদাচ এরূপ বচন প্রয়োগ হইত না—যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রী, ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বৈশ্যা ও শূদ্রী, এবং বৈশ্যা কর্ত্তৃক শূদ্রীতে জাত—এই ছয় সন্তান নিকৃষ্ট; তন্মধ্যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যাকন্যাতে জন্মিয়াছে, যথা—

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।"
বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥

এস্থলে মনু স্বজাতি ও একান্তর বর্ণ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। নিকৃষ্ট জাতি কখনই দ্বিজধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং প্রথমোক্ত বচনের প্রাপ্ত দ্বিজধর্ম্ম ছয় পুত্র যে অপসদ (নিকৃষ্ট), অম্বষ্ঠ প্রভৃতি ছয় পুত্র নহে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

উশনা বলেন, দৈব সংঘটনে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াতে সমন্ত্রক এক পুত্র

(১) অম্বষ্ঠদীপিকা পৃঃ ৪। জাতিমিত্র প্রথমভাগ পৃঃ ২১।

জন্মে, তাহার নাম সুবর্ণ (শোনক্ষত্রিয়) ও অবৈধক্রমে এক পুত্র জন্মে, তাহার নাম ভিষক্। প্রথম পুত্র মূর্দ্ধাবসিক্ত ও দ্বিতীয়টী রাজাজ্ঞায় (বেণের আজ্ঞায়) বৈদ্য উপাধিতে পরিচিত। ইহারা দ্বিজধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রিয়বৎ আচার ব্যবহারে নিরত হয়। যথা—

বিধিনা ব্রাহ্মণাৎ প্রাপ্তো নৃপায়াস্তু সমন্ত্রকঃ।
জাতঃ সুবর্ণ ইত্যুক্তঃ সোঽনুলোমদ্বিজঃ স্মৃতঃ॥
ক্ষত্রবর্ণক্রিয়াং কুর্ব্বন্ নিত্যনৈমিত্তিকীং ক্রিয়াম্
অশ্বং রথং হস্তিনং বা বাহয়েদ্বা নৃপাজ্ঞয়া॥
সৈনাপত্যঞ্চ ভৈষজ্যং কুর্য্যাজ্জীবেত্তু বৃত্তিষু।
নৃপায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ যো জাতঃ স ভিষক্ স্মৃতঃ।
অভিষিক্ত নৃপস্যাজ্ঞাং পরিপাল্য তু বৈদ্যকম্।
আয়ুর্ব্বেদমথাষ্টাঙ্গং বেদোক্তং ধর্ম্মমাচরেৎ॥

উশনার উল্লিখিত বচনের "সোঽনুলোমদ্বিজঃ স্মৃতঃ" পদের শব্দার্থ এই যে তাহারাই অনুলোমজ দ্বিজ বলিয়া কথিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বর্ণসঙ্কর সুবর্ণ ক্ষত্রিয় ও বৈদ্য ক্ষত্রিয় যাহারা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াতে অবৈধ রূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহারাই বর্ণসঙ্করগণের মধ্যে রাজার আদেশে দ্বিজ-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। উশনা বলিয়াছেন, শোনক্ষত্রিয়াদি পুত্রগণ রাজাজ্ঞায় দ্বিজধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে তাহারা বিবাহ বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছিল বলিয়াই দ্বিজধর্ম্মে অধিকারী ছিল না, তবে রাজাজ্ঞার প্রতি কেহই হস্তক্ষেপণ করিতে পারে না। তাহারা রাজাদেশে দ্বিজধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা হিন্দু সমাজে দ্বিজভাবাপন্ন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

মিতাক্ষরাকার ব্যক্ত করিয়াছেন, শঙ্খস্মৃতিতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বৈশ্যাজাত সন্তান বৈশ্য, এবং বৈশ্য কর্ত্তৃক শূদ্রাজাত সন্তান শূদ্র হইয়াছে বলিয়া যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা ক্ষত্রিয়াদি-ধর্ম্ম প্রাপ্ত্যর্থ হইয়াছে; কিন্তু তাহা মূর্দ্ধাবসিক্তাদির জাতি নিরাকরণার্থ অথবা ক্ষত্রিয়াদিজাতি প্রাপ্ত্যর্থ ব্যবস্থিত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ঐ

বিধি মূর্দ্ধাবসিক্ত প্রভৃতির প্রতি নিয়োগ হইতে পারে না। অতএব মূর্দ্ধাব সিক্তাদি জাতিরা ক্ষত্রিয়াদি আচারে যে দণ্ডাজিন ও উপনয়নাদি গ্রহণ করিয়াছে, তাহা কামাচার (যদৃচ্ছাচার) মাত্র। ইহার তাৎপর্য্য এই যে উহা শাস্ত্রসম্মত নহে; তবে যদৃচ্ছাচার পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথা যাহা রাজার আজ্ঞাক্রমে প্রচলিত হইয়াছিল, ঐ প্রথা মাত্র। যথা—

ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়ামুৎপাদিতঃ ক্ষত্রিয় এব ভবতি, ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়ামুৎপাদিতো বৈশ্য এব ভবতি, বৈশ্যেন শূদ্রায়ামুৎপাদিতঃ শূদ্র এব ভবতি" ইতি শঙ্খস্মরণং তৎ ক্ষত্রিয়াদি ধর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থম্ ন পুনর্মূর্দ্ধাবসিক্তাদিজাতিনিরাকরণার্থং, ক্ষত্রিয়াদিজাতিপ্রাপ্ত্যর্থং বা।" অতশ্চ মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতীনাং ক্ষত্রিয়াদিভিরুক্তৈরেব দণ্ডাজিনোপবীতাদিভিরুপনয়নাদি কার্য্যম্ প্রাগুপনয়নাৎ কামাচারাদি পূর্ব্ববদ্বেদিতব্যম্॥

মিতাক্ষরায় তৎপরে বিবৃত হইয়াছে, যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়োৎপন্ন মূর্দ্ধাবসিক্ত ও মাহিষ্যাদি অনুলোমজ বর্ণসঙ্কর জাতি জাত্যন্তর উপনয়ন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা দ্বিজাতিভাবাপন্ন অর্থাৎ ইহারা প্রকৃতার্থে দ্বিজ নহে। যথা—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়োৎপন্ন মূর্দ্ধাবসিক্তমহিষ্যাদনুলোমসঙ্করে জাত্যন্তরতোপনয়নাদিপ্রাপ্তিশ্চ বেদিতব্যা তয়োর্দ্বিজাতিত্বাৎ। এই বচন উশনার বচনের সহিত পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে শঙ্খের ব্যবস্থা যে সময় প্রচলিত ছিল সে সময়ে কেবল ব্রাহ্মণের অনুলোম-বিবাহিতা ক্ষত্রিয়-জাতীয় ভার্য্যার ও ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা বৈশ্যজাতীয় ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তান মাতৃজাতীয় ধর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়ের স্ত্রীর গর্ভজাত অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর মূর্দ্ধাবসিক্ত (শোনক্ষত্রিয় ও বৈদ্যক্ষত্রিয়) ও ক্ষত্রিয় কর্তৃক বৈশ্যের স্ত্রীর গর্ভজাত বর্ণসঙ্কর মাহিষ্যজাতি ঐ ব্যবস্থা অনুসারে মাতৃধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় নাই। তবে রাজার আদেশে তাহারা যদৃচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়া জাত্যন্তর উপনয়ন অর্থাৎ একগাছা সূত্র ধারণ করিবার প্রথা প্রচলন করে; তাহারা প্রকৃতার্থে দ্বিজাতি নহে, কেবল দ্বিজাতিভাবাপন্ন এবং তাহাদের উপনয়ন প্রকৃতার্থে সাবিত্রীসংস্কারসূচক যজ্ঞোপবীত নহে। সাবিত্রীসংস্কারসম্পন্ন যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করা বেদোক্ত ধর্ম্ম হইতেছে। জাত্যন্তর উপনয়ন গ্রহণ

করিবার ব্যবস্থা কোন বেদেই ব্যবস্থিত নাই। সুতরাং তাহা বেদোক্ত সাবিত্রীসংস্কারসূচক যজ্ঞোপবীত নহে।

মিতাক্ষরার উল্লিখিত বচনে "মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতীনাং" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং অর্থলোভী পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন যে "আদি" শব্দ দ্বারা অম্বষ্ঠকেও বুঝাইতেছে। কিন্তু শঙ্খোক্ত ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়জাত, ও ক্ষত্রিয় কর্তৃক বৈশ্যজাত পুত্র মাতৃধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার ব্যবস্থার পরেই যখন মূর্দ্ধাবসিক্তাদি পদ ব্যবহার হইয়াছে তখন ঐ "আদি" শব্দের দ্বারা মিতাক্ষরায় কেবল মূর্দ্ধাবসিক্ত ও মাহিষ্য ও করণ জাতিরই উল্লেখ হইয়াছে। অম্বষ্ঠ জাতির বিষয় উল্লেখ হয় নাই। কারণ মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়াতে এবং মাহিষ্য জাতি ক্ষত্রিয় কর্তৃক বৈশ্যাতে অবৈধক্রমে উৎপত্তি হইয়াছে। শঙ্খোক্তবচনে যদি এরূপ বর্ণিত হইত যে ব্রাহ্মণ কর্তৃক বৈশ্যাতে উৎপাদিত সন্তান বৈশ্য হইয়াছে এবং তৎপরে যদি মিতাক্ষরাকার "মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতীনাং" পদ ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলেও ঐ আদিশব্দ দ্বারা এক দিন অম্বষ্ঠকেও বুঝাইতে পারিত। কিন্তু শঙ্খের বচনে ব্রাহ্মণ কর্তৃক বৈশ্যাজাত পুত্রের বিষয় কিছুমাত্র উল্লেখ হয় নাই। বিশেষ বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ (যদিচ্ছাচার) জাত্যন্তর উপনয়ন প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে তাহা কোন না কোন গ্রন্থে স্পষ্ট বর্ণিত হইত। এতদ্ব্যতীত দৃষ্ট হইতেছে যে মনু ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের স্ত্রীজাত অম্বষ্ঠ প্রভৃতি ছয় পুত্রকে অপসদ (নিকৃষ্ট) বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে স্বজাতিজ ও একান্তর বর্ণজাত ছয় পুত্র দ্বিজধর্ম্মপ্রাপ্ত এবং দ্ব্যেকান্তর বর্ণজাত পুত্রগণের মাতৃদোষ ধরিতে হইবে। অতএব মনুর বিরুদ্ধে যাজ্ঞবল্ক্য যদি বলেন যে দ্ব্যেকান্তরবর্ণজাত বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ কামাচার জাত্যন্তর উপনয়ন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কখনই প্রামাণ্য হইতে পারে না। কারণ, যে স্মৃতি মনুর বিরুদ্ধ তাহা অপ্রামাণ্য। প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন শাস্ত্রের অর্থ একবাক্যে হইতে পারিলে বাক্যভেদ করা অনুচিত। অতএব অন্যান্য শাস্ত্রদ্বারা যখন প্রমাণিত হইয়াছে, অম্বষ্ঠ চিকিৎসাবৃত্তি গ্রহণপূর্ব্বক শূদ্রধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে ও তৎপূর্ব্বে তাহাদের কোন প্রকার ধর্ম্মসাধনে অধিকার ছিল না, তখন নিঃসন্দেহরূপে

প্রমাণিত হইতেছে যে অম্বষ্ঠ কেবল শূদ্রধর্ম্ম অধিকার করিয়াছে, কামাচার (যদিচ্ছাচার) জাত্যন্তর উপনয়নাদি অধিকার করে নাই। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে "মূর্দ্ধাবসিক্তাদিজাতীনাং" পদের দ্বারা কেবল মূর্দ্ধাবসিক্ত শোনক্ষত্রিয়, বৈদ্যক্ষত্রিয়, এবং মাহিষ্যজাতিরই উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতে অম্বষ্ঠের বিষয় উল্লেখ হয় নাই।

উল্লিখিত স্বজাতিজাত ও একান্তরজাত ছয় পুত্র সম্বন্ধীয় মনুবচনের অর্থ এই যে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীতে এক পুত্র, ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াতে শোনক্ষত্রিয় ও বৈদ্যক্ষত্রিয় এই দুই পুত্র, ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াতে এক পুত্র ও বৈশ্যাতে এক পুত্র (মাহিষ্য) এবং বৈশ্যকর্ত্তৃক স্বজাতিজ এক পুত্র—এই ছয় পুত্র দ্বিজধর্ম্ম অর্থাৎ জাত্যন্তর উপনয়নস্বরূপ একগাছা সূত্র ধারণ করিয়াছিল।

এস্থলে একটী বিষয় বলা আবশ্যক যে দীর্ঘকাল গত হইয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্রে যাহা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হয় নাই তাহা এক্ষণে সঠিক্ নিশ্চয় হওয়া অসম্ভব। স্বজাতিজাত ও একান্তরজাত দ্বিজধর্ম্মপ্রাপ্ত ছয় পুত্রের নাম যখন মনু প্রভৃতি কোন শাস্ত্রেই স্পষ্ট বিবৃত হয় নাই তখন অনুমান দ্বারা তাহাদের নাম নিশ্চয় করিলেও যে তাহা সন্দেহ বিহীন হইবে তাহা কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। যাহা হউক ঐ বচন দ্বারা যে দ্ব্যেকান্তর বর্ণজাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বৈশ্যের স্ত্রীজাত অম্বষ্ঠের উল্লেখ হয় নাই তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ ঐ বচনে অনন্তর (একান্তর) শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, দ্ব্যেকান্তর শব্দ ব্যবহার হয় নাই।

উল্লিখিত "স্বজাতিজানন্তরজাঃ" মনুবচনের "দ্বিজধর্ম্মিণঃ" শব্দে কুল্লূকভট্ট বলিয়াছেন "উপনেয়াঃ।" কিন্তু মেধাতিথি গোবিন্দরাজ অর্থ করিয়াছেন "উপনেয়া ন সংস্কারার্থং।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে উল্লিখিত বচনোক্ত ছয় পুত্র প্রকৃতার্থে বেদোক্ত সাবিত্রীসংস্কার প্রাপ্ত হয় নাই। তাহারা রাজাদেশে একগাছা সূত্র ধারণ করিয়াছে মাত্র। যাহা হউক ঐ বচনের ছয় পুত্রের সহিত দ্ব্যেকান্তর বর্ণজাত সঙ্কর অম্বষ্ঠের কোন সংশ্রব নাই। অতএব জাতিমিত্র যে ঐ বচন অম্বষ্ঠ সম্বন্ধে নিয়োগ করিয়াছেন তাহা কেবল স্বার্থসিদ্ধির দুরাশামাত্র।

অম্বষ্ঠদীপিকা ও জাতিমিত্র এই বচন হারীতের বলাইয়া ব্যক্ত করিয়াছেন অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গৌরবান্বিত। যথা—

ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্ ॥

জাতিমিত্র নিজেই বলিয়াছেন, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জন্মিয়াছে, কিন্তু পিতৃজাতির উৎকর্ষ হেতু অম্বষ্ঠ মাতৃজাতি অর্থাৎ বৈশ্য-জাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। (১) অতএব তাহার লিখনানুসারে তর্কানুরোধে এক দিন বলিলেও বলা যাইতে পারে যে অম্বষ্ঠ বৈশ্যাপেক্ষাই গৌরবান্বিত, কখনই ক্ষত্রিয়াপেক্ষা গৌরবান্বিত নহে। তবে যে তিনি অম্বষ্ঠকে ক্ষত্রিয়া-পেক্ষা গৌরবান্বিত বলিয়াছেন তাহা কেবল প্রমাদমাত্র। যাহা হউক অম্বষ্ঠ বৈদ্য নহে, চিকিৎসক। এই বচনে "বৈদ্য" শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, অম্বষ্ঠ শব্দ প্রয়োগ হয় নাই। সুতরাং ঐ বচন প্রকৃতার্থে প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত বচন হইলেও তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণ কর্তৃক একান্তরবর্ণ ক্ষত্রিয়াজাত "বৈদ্যকে" বুঝাইতেছে।

এক্ষণে বঙ্গবাসীরা হিন্দুদিগের প্রাচীন শাস্ত্রবিষয়ে অজ্ঞ হইয়া পড়িয়া-ছেন। সুতরাং যে জাতি প্রাচীন শাস্ত্রে হীনজাতি বলিয়া গণ্য ছিল তাহারা উন্নতি লাভ করিয়া উপনয়ন লোভে আপনাদের সুবিধা অনুসারে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই আদিপুরুষ বলিয়া দাঁড়াইতেছেন। তদ্দর্শনে শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য বর্ত্তমান হিন্দুসমাজও ভ্যাল্ ভ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকেন। বর্ত্তমান অধ্যাপকগণও অল্পদর্শী, বিশেষ অন্নচিন্তায় বিব্রত। সুতরাং তাহারাও ঐ সকল জাতির বাসনা পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই জন্যই জাতিমিত্র ও অম্বষ্ঠদীপিকা সাধারণের চক্ষে ধূলা দিয়া যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ অম্বষ্ঠকে পরিচিত করিয়াছেন অর্থাৎ কখন অম্বষ্ঠকে বৈশ্যের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত, কখন তাহাকে ব্রাহ্মণের বিবাহিত বৈশ্যার গর্ভজাত বৈধ পুত্র, কখন তাহাকে বৈশ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কখন বা ক্ষত্রিয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বলিয়াছেন ; এবং কখন বলিয়াছেন, নারদসংহিতার বচন দ্বারা অম্বষ্ঠের বর্ণসঙ্করতা লোপ

---

(১) জাতিমিত্র প্রথম ভাগ ১৭—১৮ পৃঃ দেখ।

হইতেছে। আবার "জাত নাই তার কুলের আশা" নামক পুস্তিকায় অম্বষ্ঠ ঔরস বিবেচনায় ব্রাহ্মণ—এইরূপও বিবৃত হইয়াছে। যাহা হউক অম্বষ্ঠগণ উপবীত লোভে শাস্ত্রজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সুতরাং যখন যেমন ইচ্ছা সেই জাতি হইয়াই দণ্ডায়মান হইতেছেন। ধন্য উনবিংশ শতাব্দী। চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিরা কি জন্য নীরব রহিয়াছে, এই সময়ে তাহারা কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি অপেক্ষা গৌরবান্বিত ও ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করে না? তাহাদের বিলক্ষণ বলাইবার সুবিধাও আছে, তাহারা ব্রাহ্মণীর ক্ষেত্রজ, এবং ব্রাহ্মণের ন্যায় দশ দিবস অশৌচ পালন করিয়া থাকে। যাহা হউক জাতি-মিত্র, অম্বষ্ঠদীপিকা, এবং অম্বষ্ঠের উপনয়ন সম্বন্ধীয় পাতিদাতা পণ্ডিতেরা কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "বৈদ্য" শব্দ প্রয়োগ করিলেই কেবল অম্বষ্ঠ বুঝাইবে অন্য কাহাকে বুঝাইবে না? শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে অম্বষ্ঠ বৈদ্য নহে, তাহারা প্রথমে চাষা, পরে বাজীকর বেদীয়ার বৃত্তি সম্পন্ন, তৎপরে বনাজী বৃক্ষ বিক্রয়, পরিশেষে চিকিৎসক, এবং চিকিৎসক ও বৈদ্য এক পদার্থ নহে। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন বৈদ্য বলিলে অম্বষ্ঠকে বুঝাইতে পারে না। অম্বষ্ঠকে বৈদ্য বলিয়া সম্বোধন করিতে হইলে "বৈদ্য অম্বষ্ঠ" "অথবা অম্বষ্ঠ বৈদ্য" অর্থাৎ বৈদ্য উপাধিধারী অম্বষ্ঠজাতি এই রূপ বলিতে হইবে।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তিন প্রকার বৈদ্য আছে; অসংকীর্ণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তি, সংকীর্ণ জাতির মধ্যে অশ্বিনীকুমার কর্তৃক ব্রাহ্মণী গর্ভজাত শাকদ্বিপী ব্রাহ্মণ বংশ, এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়াতে অবৈধমতে যে সন্তান জন্মে তাহার বংশ। অশ্বিনীকুমারজাত বৈদ্য ব্রাহ্মণের মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং উল্লিখিত বচনের "ব্রহ্মা" শব্দেই এই ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত ব্রাহ্মণ-কেই বুঝাইতেছে। মূর্দ্ধাবসিক্ত ব্রাহ্মণের একান্তর জাতীয়া স্ত্রী-জাত, কিন্তু চৌর্য্যক্রমে উৎপন্ন হয় নাই। ব্রাহ্মণ কর্তৃক চৌর্য্যক্রমে উৎপন্ন ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত এক পুত্র জাতিতে ক্ষত্রিয়, তিনি বৈদ্য বলিয়া সংজ্ঞিত। পিতৃজাতির উৎকর্ষ হেতু মূর্দ্ধাবসিক্ত ও ঐ বৈদ্য এক দিন ক্ষত্রিয়াপেক্ষা গৌরবান্বিত হইলেও হইতে পারে। সুতরাং উল্লিখিত বচনের বৈদ্য শব্দ দ্বারা ক্ষত্রিয় বৈদ্যকেই বুঝাইতে পারে, অম্বষ্ঠকে নহে।

উল্লিখিত বচন হারীতের বলা হইয়াছে। কিন্তু পাঁচ ছয় খানা পুথী একত্রিত করিয়া দৃষ্ট করা হইয়াছে ঐ বচনটী তাহাতে নাই। সাধারণ অবস্থা গ্রহণ করিলেও ঐ বচনের সত্যতার প্রতি সন্দেহ জন্মে। অবৈধ পুত্র কখনই বৈধ-পুত্রাপেক্ষা গৌরবান্বিত হইতে পারে না। মূর্দ্ধাবসিক্ত (শৌনক্ষত্রিয়) ও ক্ষত্রিয় বৈদ্য উপনয়ন গ্রহণ করিয়া থাকিলেও তাহা সাবিত্রী সংস্কারসূচক উপনয়ন নহে। তাহারা বর্ণসঙ্কর, অনন্তর বর্ণজাত—দ্বিজাতি দ্বারা উদ্ভূত—এই চিহ্ন ধারণার্থ প্রথমে তাহারা রাজাজ্ঞায় এক গাছা সূত্র ধারণ করে; তাহাই তাহাদের উপনয়ন-স্বরূপে গণ্য হয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সাবিত্রী সংস্কার সম্পন্ন অসংকীর্ণ বর্ণ। সুতরাং সঙ্কীর্ণ মূর্দ্ধাবসিক্ত ও বৈদ্য (ক্ষত্রিয়) কখনই অসংকীর্ণ ক্ষত্রিয়াপেক্ষা গৌরবান্বিত হইতে পারে না। এই সকল কারণে প্রতীয়মান হইতেছে যে ঐ বচন কোন আধুনিক পণ্ডিতের কৌশল-কল্পিত, প্রাচীন স্মৃতিকর্ত্তাদের নহে।

অম্বষ্ঠ প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করণে অধিকারী এই বিষয় প্রমাণ করণার্থ জাতিমিত্র পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "বৈদ্যক গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, স্বাহা প্রণবযুক্ত মন্ত্র সকল বৈদ্যদিগের পাঠ্য।" (১) যথা—

ওঁ নমো ভগবতে গরুড়ায় ত্র্যম্বকায় সদাস্ত বস্তুতঃ স্বাহা।"

ওঁ নমো মহাবিনায় কায়ামৃতং রক্ষ রক্ষ মম ফলসিদ্ধিং দেহি ইত্যাদি।

ওঁ নমো অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ। ইত্যাদি।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ই বৈদ্য; তাহাদের প্রণবে অধিকার আছে। সুতরাং ঐ সকল মন্ত্র তাহাদের নিমিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছে। অম্বষ্ঠ বৈদ্য নহে, চিকিৎসক। সুতরাং প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক ঐ সকল মন্ত্র বলিতে অম্বষ্ঠের অধিকার নাই!

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, শুচি শূদ্রগণ প্রণবের পরিবর্ত্তে "নমঃ" শব্দ প্রয়োগ করিয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবে। যথা—

"শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা তয়াঽজীবন্ বণিগ্‌ভবেৎ"

(১) জাতিমিত্র প্রথম ভাগ ৮০—৮২ পৃঃ দেখ।

ভার্য্যারতিঃ শুচির্ভৃত্যঃ ভর্ত্তা শ্রাদ্ধক্রিয়াপরঃ।
নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চ যজ্ঞান্নহাপয়েৎ ॥

১১৯। ১২০ শ্লোক।

সকলে অবগত আছেন, শূদ্রগণ "নমঃ" বলিয়া সকল মন্ত্রই পাঠ করিয়া থাকেন। অতএব বৈদ্যগ্রন্থের উল্লিখিত মন্ত্রের অগ্রে "ওঁ" এবং "নমঃ" এই দুই বাক্যই লিখিত হইবার তাৎপর্য্য এই যে বৈদ্য উপাধি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ "ওঁ" উচ্চারণ পূর্ব্বক এবং শূদ্রধর্ম্মাবলম্বীরা "নমঃ" উচ্চারণ পূর্ব্বক ঐ সকল মন্ত্র পাঠ করিবে।

শাস্ত্রদ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যের বিবাহিতা বৈশ্যজাতীয় কন্যার গর্ভে পশুধর্ম্ম অনুসারে উৎপাদিত হইয়াছে। তাহারা আর্য্যবিগর্হিত হীন জাতি। প্রথমে তাহাদের কোন প্রকার ধর্ম্মে অধিকার ছিল না। কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে চিকিৎসক পদে নিযুক্ত করিয়া শূদ্রধর্ম্মে অধিকার দিয়াছেন; কিন্তু তথাপি তাহাদিগকে বেদ, স্মৃতি ও পুরণাদি গ্রন্থে অধিকার দেন নাই। অতএব যে সকল অম্বষ্ঠগণ বৈশ্যাচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন, যে সকল ব্রাহ্মণ তাহাতে আচার্য্য ক্রিয়া করিয়াছেন, এবং যাহারা ঐরূপ পাতি দিয়াছেন তাহারা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করা হেতু পাপী হইয়াছেন। সুতরাং তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ বিমোচন করা কর্ত্তব্য। নচেৎ তাহাদিগকে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পতিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে এক্ষণে হিন্দু সমাজ নিয়মশূন্য, কর্ত্তাশূন্য ও ধর্ম্মভ্রষ্ট; সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত না করিলেও কোন লৌকিক ক্ষতি হইবার সম্ভব নাই; কিন্তু প্রকৃত হিন্দুগণ অবশ্যই তাহাদিগকে ধর্ম্মচ্যুত বলিয়া গণ্য করিবেন ও করিতেছেন।

প্রাচীন সামাজিক অবস্থা দ্বারা অম্বষ্ঠের হীনতা প্রতিপাদন।

এক্ষণে অধিকাংশ হীন জাতিই এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন যে তাহাদিগকে অনায়াসেই আর্য্যবংশজ বলা যাইতে পারে। সুতরাং বর্ত্তমান

অবস্থার দ্বারা কোন জাতির মূল নির্ণয় হইতে পারে না। যে কোন জাতি হউক প্রাচীন সামাজিক অবস্থা দ্বারাই তাহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ প্রমাণ হইবে। অতএব দেখা আবশ্যক, অম্বষ্ঠ প্রাচীনকালে কিরূপে সমাজবদ্ধ ছিল।

অমরকোষ ২২০০ বৎসরের গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থকার অম্বষ্ঠকে চণ্ডালসহ শূদ্রবর্গে নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে, প্রায় ৭০০ শত বৎসর গত হইল বৈদ্য অম্বষ্ঠবংশজ বল্লালসেন নামক এক জন রাজা ছিলেন। কিম্বদন্তী আছে, তিনি পদ্মিনী নাম্নী ডোম বা চণ্ডালজাতীয় কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। অজ্ঞানতঃ বিবাহ করা তত দোষাবহ নহে। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি হীনজাতীয়া কন্যাকে বিবাহ করা যায় এবং তদ্ধেতু যদি সমাজে অচল না হইতে হয়, তাহা হইলে সহজেই প্রতীতি জন্মে যে ঐ বিবাহ সামাজিক-নিয়মসিদ্ধ। পদ্মিনী নাম্নী কন্যা যে চণ্ডাল বা ডোম বংশজা তাহা বল্লালসেন অবগত ছিলেন। ঐ বিবাহ দ্বারা তিনি সমাজচ্যুত হন নাই; তিনি যে সমাজভুক্ত ছিলেন সেই সমাজস্থ সকল অম্বষ্ঠেরা তাহার সহিত আহার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন।

সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে বর্ণসঙ্কর জাতিরা নীচ ও কুলশূন্য। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে বর্ণসঙ্কর জাতিরা যে পর্য্যন্ত রীতিমত পৃথক্ পৃথক্ সমাজবদ্ধ না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত তাহারা এক সমাজভুক্ত ছিল এবং তাহারা পরস্পর পরস্পরের কন্যা বিবাহ করিত। এই নিমিত্ত ২২০০ বৎসর গত হইল, অমরসিংহ অম্বষ্ঠ ও চণ্ডাল প্রভৃতি সমস্ত বর্ণসঙ্করকে এক সংকীর্ণ সম্প্রদায় বলিয়া শূদ্রবর্গে নিবিষ্ট করিয়াছেন। উশনার লিখনানুসারে অম্বষ্ঠ এক সময়ে আগ্নেয়বৃত্তি (ছায়াবাজীকরের বেদিয়ার বৃত্তি) সম্পন্ন ছিল এবং সমস্ত শাস্ত্রদ্বারা প্রমাণ হইয়াছে অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর। অতএব বৈদ্য অম্বষ্ঠবংশজ বল্লালসেন পদ্মিনী নাম্নী ডোম বা চণ্ডাল জাতীয়া কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন —এই বিষয় শাস্ত্রোক্ত অবস্থার সহিত একত্রিত করিয়া নিরপেক্ষভাবে প্রণিধান করিলে ঐ বল্লালসেনের সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে চণ্ডাল বা ডোম প্রভৃতি নীচ বর্ণসঙ্কর সম্প্রদায়ের সহিত বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ সম্প্রদায়ের যে বিবাহাদি প্রচলিত ছিল, পক্ষপাতশূন্য ব্যক্তি মাত্রই তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন উল্লিখিত বিবাহে আপত্তি করিলে তিনি পিতা কর্ত্তৃক দেশান্তরে দূরীকৃত হইয়াছিলেন এবং তদ্বশতঃ অম্বষ্ঠগণ বল্লালসেনী ও লক্ষ্মণসেনী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বলা যাইতে পারে যে চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির সহিত বিবাহাদি প্রচলিত থাকিলে লক্ষ্মণসেন কখনই ঐ বিবাহে আপত্তি উত্থাপন করিয়া দেশান্তর হইতেন না। তদ্দ্বারা বরং বলা যাইতে পারে যে চণ্ডালাদি জাতির সহিত তাহাদের বিবাহাদি প্রচলিত ছিল না। তবে পদ্মিনী নাম্নী কন্যা অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন এই নিমিত্ত বল্লালসেন তাহাকে বিবাহ করেন। কিন্তু এইরূপ প্রতিপাদ্য স্থাপন করণাগ্রে এই বিষয় স্মরণ করা উচিত যে উৎকৃষ্ট জাতীয় কোন ব্যক্তি কামবিহ্বল হইয়া কোন অস্পর্শীয় জাতীয়া কন্যাতে উপগত হইতে ইচ্ছা করিলে সমাজভয়ে অতি সঙ্গোপনে উপগত হইয়া থাকে, কখনই বিবাহ করে না। গোপনে উপগত হইলেও যদি তাহা প্রকাশ হয় তাহা হইলে তিনি যে সমাজচ্যুত হন তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিশেষ যে সময়ে বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল সে সময়ে উৎকৃষ্ট জাতির অস্পর্শীয় জাতি কন্যাকে বিবাহ করা দূরে থাকুক তাহাতে উপগত হইবারও প্রবৃত্তি জন্মিত না। বল্লালসেন যে সময়ে পদ্মিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন সে সময়ে বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মই প্রচলিত ছিল। সুতরাং ঐ প্রতিপাদ্য কখনই স্থাপন হইতে পারে না। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) ও ব্রাহ্মণগণ কনোজ ও গৌড়দেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক বঙ্গরাষ্ট্রে বাস করিলে তাহাদের আচার ও ব্যবহার দর্শন করিয়া অম্বষ্ঠবংশধরেরা ক্রমে ক্রমে তদীয় পূর্ব্বতন ব্যবহার সংশোধন করিয়া আসিতেছিলেন। সুতরাং লক্ষ্মণসেনের মনে উদয় হইয়া থাকিবে যে অম্বষ্ঠদিগের হীনজাতির সহিত যে বিবাহ প্রচলিত ছিল তাহা রহিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যখন তিনি দৃষ্ট করিলেন যে স্বয়ং তাঁহার পিতাই হীনজাতীয়া পদ্মিনীকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন তখন তিনি তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলে পিতা কর্ত্তৃক দেশান্তরিত হন; এবং তাহার অনুসঙ্গী অম্বষ্ঠগণ স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন পূর্ব্বক তাহারা লক্ষ্মণসেনের সম্প্রদায়

বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। অতএব হীনজাতির সহিত অম্বষ্ঠের বিবাহ প্রচলিত ছিল না,লক্ষ্মণসেনের ঐ কার্য্য দ্বারা তাহা কখনই প্রতীয়মান হইতে পারে না।

বল্লালসেন পদ্মিনীকে বিবাহ করিলে যে সকল অম্বষ্ঠগণ তাহার সহিত আদান প্রদান ও আহার ব্যবহার করিয়াছিল অর্থাৎ তাহার সম্প্রদায়ভুক্ত অম্বষ্ঠগণ যে পদ্মিনীর জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে। সুতরাং তাহাদের বংশধরেরা বৈশ্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, আচরণীয় শূদ্রধর্ম্মও প্রাপ্ত হইতে পারে না।

বিশুদ্ধ হিন্দুসম্প্রদায় অবগত আছেন যে উৎকৃষ্ট জাতির ব্যবহার্য্য যে আসনে নীচ জাতি উপবিষ্ট হয় তাহা ধৌত না করিয়া পুনর্ব্বার ব্যবহার করা যায় না। এই নিমিত্ত নীচ জাতিকে বসিবার জন্য কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ প্রায় আপনাদের ব্যবহার্য্য আসন দিতেন না। স্থানবিশেষে দৃষ্ট হয় যে বৈদ্য অম্বষ্ঠ রোগীর নিকট চিকিৎসার্থ সমাগত হইলে তিনি বসিবার জন্য পিঁড়া বা চৌকি প্রভৃতি কোন আসন প্রাপ্ত হন না। তাঁহাকে কখন বা ভূমিতে কখন বা রোগীর শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া চিকিৎসা করিতে হয়। এই বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন যে চিকিৎসককে বসিবার আসন প্রদান করিলে রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু রোগের শান্তির নিমিত্ত চিকিৎসককে আনা যায়। উপবিষ্ট না হইলে মন স্থির হয় না, মন স্থির না হইলেও নাড়ি ধরিয়া রোগ নিরাকরণ হওয়া সুকঠিন। শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে ভূম্যাসনে উপবিষ্ট হওয়া পাপাবহ। এক্ষণেও প্রত্যক্ষ করা যায় যে বসিবার জন্য ডাক্তারকে চেয়ার (কেদ্‌রা) দেওয়া যায়, তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারা চিকিৎসা করেন, এবং তাহাতে রোগ শীঘ্রই আরোগ্য হইয়া থাকে। অতএব বৈদ্য অম্বষ্ঠগণ চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইয়া বসিবার আসন প্রাপ্ত না হওন সম্বন্ধে যে কারণ বলিয়া থাকেন তাহা জ্ঞানবান্ লোকে কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না। ইতিপূর্ব্বে শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর নিকৃষ্ট জাতি, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। রোগীর জন্য সকলকেই সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত

হইতে হয়, সুতরাং তৎকালে চিকিৎসকের বসিবার আসন স্মরণ করিয়া ধৌত করা ঘটে না। বিশেষ সকলের বাটীতে চাকর থাকে না, থাকিলেও সকল চাকরে নিকৃষ্ট জাতির উপবিষ্ট হওয়া আসন প্রক্ষালন করিতে সম্মত হয় না। কখন কখন এমন সময়ও উপস্থিত হয় যে চিকিৎসক যে আসনে উপবিষ্ট হন তাহা ধৌত করিবার সাবকাশও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব এই সকল অবস্থা বৈদ্য-অম্বষ্ঠের জাতিত্বসহ একত্রিত করিয়া প্রণিধান করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তাঁহারা নিকৃষ্ট জাতি বলিয়াই চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইলে কেহ তাঁহাদিগকে বসিবার জন্য আসন প্রদান করিত না। কালক্রমে উহাই প্রথাস্বরূপ ব্যবহার হইয়া আসিতেছে।

পতিত বঙ্গদেশ ব্যতিত অন্য দেশে বৈদ্য-অম্বষ্ঠ জাতির অস্তিত্ব অতি বিরল। সুতরাং এই অবস্থা দ্বারাও তাহার নীচত্ব প্রতিপাদন হইতেছে। মনুকর্ত্তৃক এই বিধিসংবদ্ধ হইয়াছে যে, রাজ্যমধ্যে বর্ণসঙ্কর থাকিলে রাজ্য শীঘ্রই বিনষ্ট হয়, অতএব তাহাদিগকে দূরীকৃত করা কর্ত্তব্য। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, বেণ রাজার যদৃচ্ছাচার বশতঃ মানবগণ কর্ত্তৃক পশু-ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক বর্ণসঙ্কর উৎপত্তি করিলে তস্য পুত্র পৃথু রাজা তাহাদিগকে একবারে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হন। কেবল ভৃগু মুনির উপদেশ অনুসারে তাহারা রক্ষা হইয়াছিল। (১) অতএব এই সকল অবস্থা একত্রিত করিয়া প্রণিধান করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বর্ণসঙ্করগণ কালক্রমে আর্য্যদেশ হইতে দূরীকৃত হইয়া পর্ব্বতে, জঙ্গলে, গিরিগুহায় ও পতিত স্থানে অর্থাৎ যে সকল দেশ প্রাচীনকালে আর্য্য বাসযোগ্য ছিল না, সেই সকল দেশে বসবাস করিয়াছিল। সুতরাং বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ পতিত বঙ্গদেশের অধি-বাসী হইলে এই দেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশে ইহাদের অস্তিত্ব অতি বিরল হইয়াছে।

জনসংখ্যা দ্বারাও অম্বষ্ঠের নীচত্ব প্রতিপাদন হইতেছে। অম্বষ্ঠ-বান্ধব জাতিমিত্র স্বীকার করিয়াছেন " জনসংখ্যা ধরিলে এ দেশে বৈদ্য (অম্বষ্ঠ) জাতি অতি নিকৃষ্ট। যে হেতু সমুদায়ে বৈদ্যের (অম্বষ্ঠের) সংখ্যা ৬৮০০০

(১) নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ১২৭০ সালের আশ্বিন মাসের সংখ্যা দেখ।

অষ্টষষ্টি সহস্রের অধিক হইবে না।" (১) এস্থলে একটী বিষয়ের প্রতি নিরপেক্ষভাবে প্রণিধান করিলে অম্বষ্ঠের মূল তত্ত্ব প্রকাশ হইতে পারে। অম্বষ্ঠের উৎপত্তি সত্যযুগে। কলিযুগের ৫০০০ সহস্র বৎসর গত হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন জাতি মাত্রেরই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। পরশুরাম একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয় প্রায় করিলেও তাঁহার বর্ত্তমানেই অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথ এক অক্ষৌহিণী ২১৮৭০০ সৈন্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রাজকর্ম্মচারী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক অসংখ্য ক্ষত্রিয় তাঁহার শাসনাধীনে ছিলেন। এই রাজার সময়ে ভারতবর্ষে জনক প্রভৃতি বহুতর ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁহাদেরও অসংখ্য সৈন্য ও রাজকর্ম্মচারী ক্ষত্রিয় ছিল। দ্বাপর-যুগের শেষাবস্থায়ও কুরুপাণ্ডবের সময়ে কেবল কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী (প্রায় চল্লিশ লক্ষ) ক্ষত্রিয় সমবেত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত রাজকর্ম্মচারী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক অসংখ্য ক্ষত্রিয় ছিল। যদিও কালক্রমে মহানন্দী নামক শূদ্র রাজা কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় রাজগণ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিলেন, তথাপি বর্ত্তমান সময়ে মহারাষ্ট্র ও রাজপুতনা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের কেবল যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা ২০ লক্ষের অধিক হইবে। এইরূপে বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ ১১৬২০০০ এবং ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) ১১০৪০০০ জনেরও অধিক হইবে। অতএব সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও বর্ত্তমান কলিযুগের ৫০০০ সহস্র বৎসর অতীত হইলেও বঙ্গদেশস্থ বৈদ্য অম্বষ্ঠ জাতির জনসংখ্যা ৬৮০০০ সহস্রের অধিক না হইবার কারণ কি? এই অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করিলে এই প্রতিপাদ্য উত্থাপিত হয় যে বঙ্গদেশস্থ বৈদ্য জাতিটি অতি অল্পকাল হইল স্থাপিত হইয়াছে, পূর্ব্বে এই সংজ্ঞায় আদৌ কোন জাতি ছিল না। সুতরাং প্রতীতি হয় যে, তাঁহারা অন্যান্য সংজ্ঞায় পরিচিত ছিলেন।

অন্ধের চক্ষুদান নামক পুস্তিকায় বিবৃত হইয়াছে, "আমাদের বিবেচনায় বেদে (বাদিয়া) শব্দটী বৈদ্য শব্দের অপভ্রংশ * *। যখন উভয়েরই একরূপ ব্যবসায় ও একানুরূপ জাতিবোধক শব্দ, তখন যে বাদিয়া ও বঙ্গদেশস্থ বৈদ্য ইহারা পরস্পরের স্বজাতি হইবে, তাহা অযুক্তিসিদ্ধ নহে।" উশনার বচনের

(১) জাতিমিত্র প্রথমভাগ ৪০ পৃঃ দেখ।

দ্বারাও ঐ সিদ্ধান্তের পুষ্টিসাধন হইতেছে। তিনি বলেন, অম্বষ্ঠ এক সময়ে আগ্নেয়বৃত্তি অর্থাৎ ছায়াবাজিকর বেদিয়ার বৃত্তি সম্পন্ন ছিল। বৈদ্য অম্বষ্ঠদিগের কুলপঞ্জিকায় বিবৃত হইয়াছে, অম্বষ্ঠবংশধরের সেন ও গুপ্ত প্রভৃতি ত্রয়োদশ বংশই বৈদ্য বলিয়া কথিত; এতদ্ব্যতীত অন্য বংশের বৈদ্যত্বের বিষয় শুনা যায় না (পৃঃ ২৬০ দেখ)। বল্লালসেন চণ্ডাল বা ডোমজাতীয়া কন্যা বিবাহ করেন। অতএব এই সকল প্রাচীন বিবরণ একত্রিত করিয়া নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে বঙ্গদেশস্থ বর্ত্তমান বৈদ্য জাতিটি আধুনিক জাতি, ইহারা পূর্ব্বে বেদে প্রভৃতি সংজ্ঞায় পরিচিত থাকিবে; তন্মধ্যে কেবল ত্রয়োদশ বংশ বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইলে তাহারাই কালক্রমে বৈদ্যজাতি বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যে ত্রয়োদশ বংশের জনসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং তাহাদের জনসংখ্যা এতাধিক অল্প।

বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের (অম্বষ্ঠের) পরিচারক দাস (ডেঙ্গরা কায়েত) এক বংশজ (১)। কিন্তু স্থানবিশেষে ঐ অম্বষ্ঠের পরিচারকগণ কায়স্থের পরিচাক অপেক্ষা নীচ বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং কায়স্থের পরিচারকদিগের সহিত আদানপ্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদিগকে অধিক পণ দিয়া আদানপ্রদান করিতে হয়।

উল্লিখিত প্রাচীন ও বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা দ্বারাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রাচীনকালে বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া গণ্য ছিল।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রকৃত বৈদ্য নির্ণয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, প্রজাপতি ব্রহ্মা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ হইতে আয়ুর্ব্বেদ নামক পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করিয়া ভাস্করকে প্রদান করেন। ভাস্কর আয়ুর্ব্বেদ হইতে স্বতন্ত্র সংহিতা প্রণয়ন পূর্ব্বক তাহা ও

---

(১) প্রথমভাগ কায়স্থপুরাণ ১২৭ পৃঃ দেখ।

আয়ুর্ব্বেদ আপন শিষ্যসকলকে অধ্যয়ন করান। ঐ শিষ্যগণ চিকিৎসাবিষয়ক নানাবিধ তন্ত্র প্রণয়ন করিয়া " বিদূষা " অর্থাৎ বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হন। ঐ শিষ্যগণের নাম ধন্বন্তরি, দিবদাস, কাশীরাজ, অশ্বিনীসুতদ্বয়, নকুল, সহদেব, অর্কি, চ্যবন, জনক, বুধ, জাবাল, জাজলি, পৈল, করথ ও অগস্ত্য (১)। তাঁহারা বেদাঙ্গ ও বেদসমুহে পারদর্শী, তাঁহাদের নাম স্মরণ করিলে ব্যাধি নাশ হয়, এই নিমিত্ত তাঁহারা ব্যাধিনাশক বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছেন।

ঐ ষোড়শ মহাত্মার মধ্যে ধন্বন্তরি চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান নামক তন্ত্র, দিবোদাস চিকিৎসাদর্পণ, কাশীরাজ চিকিৎসাকৌমুদী, অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসাসার-তন্ত্র, নকুল বৈদ্যকসর্ব্বস্ব-তন্ত্র, সহদেব ব্যাধিসিন্ধুবিমর্দ্দন-তন্ত্র, অর্কি (চিত্রগুপ্ত) জ্ঞানার্ণব নামক মহাতন্ত্র, মহর্ষি চ্যবন জীবদান তন্ত্র, জনক বৈদ্যসন্দেহভঞ্জন তন্ত্র, বুধ সর্ব্বসারতন্ত্র, পৈল নিদান, করথ সর্ব্বধরতন্ত্র এবং অগস্ত্য দ্বৈধনির্ণয়-তন্ত্র প্রণয়ন করেন। এই ষোড়শ তন্ত্র চিকিৎসাশাস্ত্র ও ব্যাধিপ্রণাশের বীজ-স্বরূপ অর্থাৎ ইহা হইতেই চিকিৎসাবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন হইয়াছে। যথা—

ঋক্ যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যান্ দৃষ্টা বেদান্ প্রজাপতিঃ।
বিচিন্ত্য তেষামর্থঞ্চৈবায়ুর্ব্বেদং চকার সঃ॥
বৃত্বাতু পঞ্চম বেদং ভাস্করায় দদৌ বিভুঃ।
স্বতন্ত্র সংহিতাং তস্মাদ্ভাস্করশ্চ চকার সঃ॥
ভাস্করশ্চ স্বশিষ্যেভ্য আয়ুর্ব্বেদং স্বসংহিতাং।
প্রদদৌ পাঠয়ামাস তে চক্রুঃ সংহিতাস্ততঃ॥
তেষাং নামানি বিদুষাং তন্ত্রাণি তৎকৃতানি চ।
ব্যাধিপ্রণাশবীজানি সাধ্বিনত্তো নিশাময়॥
ধন্বন্তরির্দ্দিবোদাসঃ কাশীরাজোঽশ্বিনীসুতৌ।
নকুলঃ সহদেবোঽর্কিশ্চ্যবনো জনকো বুধঃ॥

---

(১) ধন্বন্তরি, দিবোদাস, কাশীরাজ, নকুল, সহদেব, অর্কি (চিত্রগুপ্ত), চ্যবন ও জনক এই অষ্টজন জাতিতে ক্ষত্রিয়, এবং অপর অষ্টজন ব্রাহ্মণ। ইহাদের কেহই বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠের বংশজাত নহে।

জাবালো জাজলিঃ পৈলঃ করথোঽগস্ত এব চ।
এতে বেদাঙ্গবেদজ্ঞাঃ ষোড়শ ব্যাধিনাশকাঃ॥
চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞানং নাম তন্ত্রং মনোহরং।
ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ চকার প্রথমে সতি॥
চিকিৎসাদর্পণং নাম দিবোদাসশ্চকার সঃ।
চিকিৎসাকৌমুদীং দিব্যাং কাশীরাজশ্চকার সঃ॥
চিকিৎসাসারতন্ত্রঞ্চ ভ্রমঘ্নং চাশ্বিনীসুতৌ।
তন্ত্রং বৈদ্যকসর্ব্বস্বং নকুলশ্চ চকার সঃ॥
চকার সহদেবশ্চ ব্যাধিসিন্ধুবিমর্দ্দনং।
জ্ঞানার্ণবং মহাতন্ত্রং যমরাজশ্চকার হ॥
চ্যবনো জীবদানঞ্চ চকার ভগবানৃষিঃ।
চকার জনকো যোগী বৈদ্যসন্দেহভঞ্জনং॥
সর্ব্বসারং চন্দ্রসুতো জাবালতন্ত্রসারকং।
বেদাঙ্গসারং তন্ত্রঞ্চ চকার জাজলির্ম্মুনিঃ॥
পৈল নিদানং করথস্তন্ত্রং সর্ব্বধরং পরং।
দ্বৈধনির্ণয় তন্ত্রঞ্চ চকার কুম্ভসম্ভবঃ॥
চিকিৎসাশাস্ত্র বীজানি তন্ত্রাণ্যেতানি ষোড়শ।
ব্যাধিপ্রণাশবীজানি বলাধান করাণি চ॥

অতএব ঐ ষোড়শ মহাত্মাই আর্য্যদিগের আদিম বৈদ্য।

কালক্রমে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিও বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হন। (১) ইনি জাতিতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্বের কুষ্ঠরোগ হওয়ায় গরুড় তাঁহাকে শাকদ্বীপ হইতে জম্বুদ্বীপে অর্থাৎ ভারতবর্ষে আনয়ন করেন। যথা—

শাকদ্বীপীতিবিখ্যাতো আনীতো দ্বিজপুঙ্গবঃ।
শাকদ্বীপীতিবিখ্যাতো জম্বুদ্বীপে বভুবহ॥

এই ব্রাহ্মণগণ বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইলেও কালক্রমে ভিষকের (চিকিৎ-

---

(১) প্রথমভাগ কায়স্থপুরাণ ৯২—৯৯ পৃঃ দেখ।

সকের) বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। চিকিৎসা-বৃত্তি আর্য্যবৃত্তি নহে। সুতরাং এই ব্রাহ্মণগণ পতিতস্বরূপ গণ্য হইয়া শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হওনে অনধিকারী হইয়াছে। যথা—

কন্যা দূষয়েত্তা "বৈদ্যো" গুরুপিত্রোস্তথোজনকঃ।
তথান্যে চ বিকর্ম্মস্থা বর্জ্যাঃ পিত্র্যেষু বৈ দ্বিজাঃ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

কালক্রমে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ের ভার্য্যার গর্ভে চৌর্য্যক্রমে ভিষক নামা এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র ক্ষত্রিয়াচারে নিরত এবং বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। অতএব উল্লিখিত মহাত্মারাই প্রকৃত বৈদ্য। তাঁহারা জাতিতে কেহ বা ব্রাহ্মণ, কেহ বা ক্ষত্রিয়। এতদ্ব্যতীত প্রাচীনকালে অন্য কোন জাতিই বৈদ্য বলিয়া পরিচিত ছিল না।

পঞ্চম খণ্ড।

নবশায়ক নির্ণয়।

পরাশর বলেন, গোপ, মালি, তিলি, তাঁতি (ক্ষীরতাঁতি), মোদক (ময়রা), বারুজী (বারুই), কুলাল (কুম্ভকার), কর্ম্মকার (কামার) ও নাপিত এই নয় বর্ণসঙ্কর জাতি নবশায়ক অর্থাৎ জল আচরণীয় নয়টী শাখা জাতি। যথা—

গোপ মালি তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥

পরাশর বলেন, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে গোপের উৎপত্তি। মনু বলেন, ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠার গর্ভে গোপের জন্ম। পরশুরামপদ্ধতিতে বিবৃত হইয়াছে, মণিবন্ধ্যার গর্ভে তন্তুবায়ের ঔরসে গোপ জন্মিয়াছে। এই তিন গ্রন্থেই বিবৃত হইয়াছে, গোপ বর্ণসঙ্কর। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, যে হিন্দুসমাজে তিন প্রকার গোপ আছে।

ব্যাসসংহিতায় বিবৃত হইয়াছে, বর্দ্ধকি (সূত্রধার), নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক, কিরাত, করণ, মালাকার, কুটুম্বিন্ (কৃষকবিশেষ), বরাট,

মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বপচ ও কোল ইহারা অন্ত্যজ অর্থাৎ শেষজাত বর্ণসঙ্কর। ব্যাসসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে এই সকল বর্ণসঙ্কর "অন্ত্যজা" বলিয়া বর্ণিত হইবার কারণ এই যে বেণরাজার রাজত্ব সময়ে মানবগণ পশুধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক প্রথমে অম্বষ্ঠ প্রভৃতি যে সকল বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করিয়াছিল ও যাহাদের বিষয় মানবে বিবৃত হইয়াছে গোপাদি উল্লিখিত ষোড়শ বর্ণসঙ্কর ঐ সকল বর্ণসঙ্কর উৎপত্তি হইবার পরে উৎপত্তি হইয়াছিল। সুতরাং প্রথম জাত বর্ণসঙ্কর হইতে বিভেদ করণার্থ তাহাদিগকে "অন্ত্যজ" অর্থাৎ শেষজাত এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

"অন্ত্যজাঃ" আখ্যা হেতু অনেকে বলিতে পারে ন গোপাদি জাতি চণ্ডাল সদৃশ অনাচরণীয় জাতি। উল্লিখিত "অন্ত্যজা" শোড়ষ বর্ণসঙ্করের মধ্যে গোপ, নাপিত, কুম্ভকার ও বণিক, এই কয়েক জাতি সৎশূদ্র বলিয়া কথিত—এইরূপ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিবৃত হইয়াছে। পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য ও মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন দাস ও গোপ প্রভৃতি বর্ণসঙ্কর জাতির অন্ন ভোজ-নীয়। সুতরাং অন্ত্যজা শব্দের অর্থ অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় গণ্য করিলে সমস্ত গ্রন্থের এক বাক্যতা থাকিতেছে না, এক গ্রন্থ অন্য গ্রন্থের বিরোধী হই-তেছে। বিশেষ যে জাতি অস্পর্শীয় সেই জাতির অন্নভোজ্য—এইরূপ ব্যবস্থা বিশুদ্ধ হিন্দু পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইত না এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কোন জাতিই তাহাদিগকে আচরণীয় জাতি বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক অস্পর্শীয় হইতে স্বীকার করিতেন না। অতএব এস্থলে "অন্ত্যজা" শব্দের অর্থ অস্পর্শীয় গণ্য করা শাস্ত্র না জানার ফল মাত্র।

পরাশর বলেন, শূদ্রকন্যার গর্ভে যে গোপ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত অর্থাৎ দীক্ষা, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, নামকরণ ও বিবাহাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের অন্ন ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিবে। অতএব পরাশরের লিখনানুসারে প্রমাণ হয় ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে যে গোপের উৎপত্তি, সেই গোপই হিন্দুসমাজের আচরণীয়। যথা—

দাস নাপিত গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধশারিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

শূদ্রকন্যা সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসোঽসংস্কারৈস্তু নাপিতঃ॥

এস্থলে অন্ন শব্দে পাক করা অন্ন নহে, স্বামিত্ববিশিষ্ট তণ্ডুল, লুচি প্রভৃতি ঘৃতপক্কান্ন ও অন্যান্য অন্ন বুঝাইতেছে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, ব্রাহ্মণ গোপান্ন গ্রহণ করিতে পারিবে। ইনি এই গোপকে শূদ্র বলিয়াছেন ; যথা—

শূদ্রেষু দাস গোপাল কুল মিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্না নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানাং নিবেদয়েৎ॥

এই বচনের টীকায় মিতাক্ষরাকার বলেন,—

দাসা গর্ভদাসাদয়ঃ, গোপালো গবনপালকঃ
গবাং পালনেন যো জীবতি, * * * এতে
দাসাদয়ঃ শূদ্রাণাং মধ্যে ভোজ্যান্নাঃ চকারাৎ * *।

বর্ণসঙ্কর জাতি শূদ্র কিন্তু যে বর্ণসঙ্কর গোপালন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, মিতাক্ষরার মতে সেই গোপই আচরণীয়। সুতরাং গোপ শব্দ জাতিবাচক নহে, উপাধিবাচক শব্দ। যে বর্ণসঙ্করগণ গোপালনাদি জীবিকা দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারা গোপ বলিয়া আখ্যাত। এই নিমিত্ত অমরসিংহ ব্যক্ত করিয়াছেন, এক গোপ, গোপাল, গোসংখ্য (গোসংখ্যাকারী), গোধুক, আভীর, বল্লব (গোচিকিৎসক) ও গবীশ্বর (গো ও মহিষাদির পাদবন্ধনকারী সেবক) আখ্যায় পরিচিত ; যথা—

গোপ গোপাল গোসংখ্য গোধুগাভীরবল্লবাঃ।
গোমহিষ্যাদিকং পাদবন্ধনং দ্বৌ গবীশ্বরে॥

গো শব্দে গোরু, প শব্দের অর্থ পালন। অতএব গোপ শব্দে যে "গোরু পালন করে" তাহাকে বুঝায়।

উল্লিখিত শাস্ত্র ও প্রাচীন গ্রন্থোক্ত বচন দ্বারা প্রমাণ হয় যে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার গোপের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে যে বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, ঐ জাতি গোপালন বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক গোপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কালক্রমে ঐ উপাধি জাতিগত হইয়া তাহারা

গোপজাতি বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছে। ক্রমে গোসেবা, গোসংখ্যা, গোচিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণ করিয়া তাহারা গোসজ্ঝ্য, গোধুক, আভীর, বল্লব ও গবীশ্বর উপাধিতে পরিচিত হয়। ব্রাহ্মণ কর্তৃক তাহারা দীক্ষা প্রভৃতি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া আর্য্যের আচরণীয় হইয়াছে এবং আর্য্য কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণের গুরু ও পুরোহিত ইহাদের গুরুত্বে ও পৌরহিত্যে নিযুক্ত আছেন। তাহারা বিপ্রভক্ত, বিপ্রমানদ ও ব্রাহ্মণের প্রসাদ ভোজন ও গুরুর গামছা প্রভৃতি বহন করিয়া গুরুভক্তির বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। বঙ্গরাষ্ট্রের পূর্ব্বাঞ্চলের হিন্দুসমাজে এই গোপ ব্যতীত অন্য গোপ নাই। এতদ্ব্যতীত অন্য দুই প্রকার গোপ আচরণীয় নহে।

বঙ্গরাষ্ট্রের রাঢ়বিভাগে উল্লিখিত আচরণীয় গোপ নাই, সদ্গোপ নামে একটী জাতি আছে। এস্থানের সমাজে তাহারাই আচরণীয় গোপস্বরূপে গণ্য হইতেছে। কিন্তু তাহারা যে প্রকৃতার্থে আচরণীয় গোপ নহে, স্বতন্ত্র জাতি, তাহা এই গ্রন্থের স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে।

পরাশর ও যাজ্ঞবল্ক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উল্লিখিত গোপান্ন ভোজনীয়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্রেই এইরূপ বর্ণিত হয় নাই। পরাশর ও যাজ্ঞবল্ক্য বৌদ্ধ ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধধর্ম্ম বিনষ্ট করণার্থ আপনাদের দলপুষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক হীন জাতিকেও হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া অন্যান্য সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব প্রতীতি হয় যে বৌদ্ধধর্ম্ম বিনষ্ট হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই গোপজাতি ব্রাহ্মণকর্তৃক প্রাপ্তসংস্কার হইয়া আচরণীয় হইয়াছে।

আদিম শূদ্রের বিবাহ সংস্কার ব্যতীত অন্য সংস্কার নাই, তাহাদের বৃত্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা শুশ্রূষা করা। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভজাত গোপ বর্ণসঙ্কর হইলেও কালক্রমে তাহারা কিয়ৎপরিমাণে বৈশ্যবৃত্তি (গোপালনাদি বৃত্তি) গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিল। সুতরাং অমরসিংহ এই গোপকে বৈশ্যবর্গে নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রকৃতার্থে গোপকে জাতিতে বৈশ্য বলেন নাই। কারণ তিনি বলিয়াছেন উরব্যা, উরুজ (ব্রহ্মার উরুজাত) অর্য্যকেই বৈশ্য বলে, যথা—

ঊরব্যা উরুজা অর্য্যা বৈশ্যা ভূমিস্পৃশোবিশঃ।
আজীবো জীবিকা বার্ত্তা বৃত্তির্বর্ত্তনজীবনে॥

এস্থলে গোপের উল্লেখ নাই। সুতরাং অমরকোষের লিখনের মর্ম্মানুসারে প্রতীয়মান হয় যে অমরসিংহ গোপকে প্রকৃতার্থে জাতিতে বৈশ্য বলেন নাই। তবে তাহারা তৎকালে বৈশ্যবৃত্তিসমূহের মধ্যে একটী বৃত্তি অর্থাৎ গোপালনবৃত্তি অবলম্বন করায় তিনি তাহাদিগকে বৈশ্যবর্গে নিবিষ্ট করিয়াছেন মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি বিবৃত হইয়াছে যে, কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন, কুসীদ এই চারিটি কার্য্য বৈশ্যের কার্য্য; তন্মধ্যে কেবল গোপালন বৃত্তিই আমাদের (গোপগণের) নিশ্চিত বৃত্তি; যথা—

কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষাঃ কুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽবিশম্॥

পদ্মপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, পশুপালন ও কৃষিকার্য্যাবলম্বী, শুচি ও বেদাধ্যায়ীরাই বৈশ্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা—

বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরুচিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥

এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে বর্ণভেদের সূত্রপাত হইলে কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদ গ্রহণ এবং তৎসহ শুচি ও বেদাধ্যায় সম্পন্ন মানবগণ এক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বৈশ্যসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা দ্বারা শূদ্রগণের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে নাই। রজোগুণ ও তমোগুণে বৈশ্যের, এবং কেবল তমোগুণে শূদ্রের উৎপত্তি। এই নিমিত্ত বৈশ্যবর্গে শূদ্রগুণও নিবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং হিন্দু সমাজপতিগণ এই আইন সংবদ্ধ করিয়াছিলেন যে দ্বিজাতির সেবা শুশ্রূষা দ্বারা শূদ্রগণের জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে তাহারা দ্বিজাতি সেবা দ্বারা পাপবিমোচন, পুত্রকলত্রাদি প্রতিপালন, কৃষিকার্য্য, পশুপালন, ভারবহন, ব্যবসায়, বাণিজ্য, চিত্রকর্ম্ম, নৃত্য, গীত, এবং বাঁশী, বীণা, ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গাদি বাদন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, যথা—

মিতাক্ষরাধৃত দেবল বচন——

"শূদ্রধর্ম্মো দ্বিজাতি-শুশ্রূষা পাপবর্জ্জনং কলত্রাদিপোষণং কর্ষণ-পশুপালন ভারোদ্বহনাপণ-ব্যবহার চিত্রকর্ম্ম নৃত্যগীত বেণু বীণা মুরজ মৃদঙ্গবাদনাদীনি।"

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে পশুপালন, কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তি প্রথমে কেবলমাত্র বৈশ্যের নিশ্চিত বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিলে কালক্রমে জীবিকা নির্ব্বাহার্থ আদিম শূদ্র ও বর্ণসঙ্করের অনেকে ঐ সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল গত হইলে ঐ উপাধি জাতিগত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি স্থাপন হইয়াছে। এইরূপে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভজাত, ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠার গর্ভজাত, এবং তন্তুবায়ের (তাঁতির) ঔরসে মণিবন্ধার (মণিবণিকের কন্যার) গর্ভজাত বর্ণসঙ্কর জাতিরা বৈশ্যবৃত্তির মধ্যে কেবল গোপালনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রথমে গোপ উপাধি প্রাপ্ত হয়। কালগতে ঐ উপাধি জাতিগত হইয়া হিন্দুসমাজে ভিন্ন ভিন্ন গোপজাতি স্থাপন হইয়াছে। অতএব গোপজাতি প্রকৃতার্থে জাতিতে বৈশ্য নহে, তাহারা শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী বর্ণসঙ্কর জাতি, বৈশ্যবৃত্তির মধ্যে কেবল গোরক্ষাবৃত্তি সম্পন্ন মাত্র।

সৎশূদ্র শব্দে শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বুঝায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিবৃত হইয়াছে গোপ সৎশূদ্র বলিয়া কথিত। সুতরাং গোপ শূদ্র নহে, শূদ্রের পূজ্য, স্বতন্ত্র সম্প্রদায় এইরূপ গণ্য হইতে পারে। কিন্তু ঐ পুরাণে গোপসম্বন্ধীয় বচনে "সচ্ছূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ" এই পাঠ ব্যবহার হইয়াছে। তাহার অর্থ প্রকৃষ্ট পূর্ব্বক কীর্ত্তিত অর্থাৎ আখ্যাত, ঘোষিত বা কথিত। পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, মিতাক্ষরা প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রে গোপ শূদ্র বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। শাস্ত্রের অর্থ একবাক্যত্বে হইতে পারিলে বাক্য ভেদ করা অনুচিত। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে যে গোপ প্রকৃতার্থে সৎশূদ্র নহে, তাহারা শূদ্র; তবে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া ও অন্যান্য কারণবশতঃ এক সময়ে অর্থাৎ পৌরাণিক সময়ে তাহারা সৎশূদ্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল। সুতরাং পুরাণকার "পরিকীর্ত্তিতাঃ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ এই গোপবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাহারা ঘোষ

অর্থাৎ " প্রশংসিত " এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কালক্রমে ঐ উপাধি লোপ হইয়া তাহারা নবশায়ক জল-আচরণীয় শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী অন্ত্যজ (শেষ-জাত) বর্ণসঙ্কর জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

গোপশব্দ জাতিবাচক নহে, উপাধিবাচক। এই নিমিত্ত তন্তুবায়ের ঔরসে মণিবন্ধার (মণিবণিক) এবং ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠার গর্ভজাত বর্ণসঙ্কর জাতিগণ গোপবৃত্তি অবলম্বন করিয়া গোপ ও আভীর বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংস্কার প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং তাহারা অনাচরণীয়। এই নিমিত্ত অনেক গ্রন্থে আভীর ও গোপজাতি মহাশূদ্র বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। কায়স্থ সদ্গোপসংহিতার প্রতিবাদকারক ধ্রুবানন্দ তর্কবাগীশ বলেন মণিবন্ধ্যার গর্ভজাত গোপকে ঘড়িয়াল গোপ কহে, উড়িষ্যা প্রদেশে তাহাদের সংখ্যা অধিক। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে গৌর গোপই অম্বষ্ঠার গর্ভজাত গোপ।

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে নাপিত জন্মিয়াছে, যথা—

নাপীতঃ শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয়াজ্জাতঃ।

ইতি বিবাদার্ণবসেতুঃ।

নাপিত যে ব্রাহ্মণ কর্তৃক আচরণীয় হইয়াছিল তাহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে দৃষ্ট হয়, যে ব্রাহ্মণ সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ করেন, তাহার ক্ষৌরকার্য্য ব্রাহ্মণই করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা প্রতীতি হয় যে ক্ষৌরকার্য্য করণার্থ আর্য্যগণের প্রথমে স্বতন্ত্র পরিচারক (দাস) ছিল না। কালক্রমে তাহারা সুখাভিলাষী হইয়া ঐ কার্য্য স্বয়ং করিতে কষ্টবোধ করেন। এই নিমিত্ত তাহারা ক্ষত্রিয় ও শূদ্রীজাত বর্ণসঙ্করকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলে তদবধি ঐ জাতি নাপিত আখ্যায় আর্য্যের (কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের) সেবায় নিযুক্ত, সংস্কৃত ও আচরণীয় হইয়াছে। সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ সময়ে শূদ্রের মুখদর্শন করা নিষিদ্ধ। সুতরাং ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষৌরকার্য্য অগত্যা স্বয়ং করিয়া থাকেন। পূর্ব্বাঞ্চলে ইহারা " শীল " উপাধিসম্পন্ন, ইহারা পরিচয় প্রদানের সময় নামের পরে " শীল " শব্দ প্রয়োগ করিয়া পরিচয় ও নাম স্বাক্ষর

করেন। তবে ইংরাজি বিদ্যাপ্রভাবে অনেকে সম্ভ্রান্ত পদলাভ করিয়া নাপিতের চিহ্ন "শীল" শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক স্বীয় পরিচয় ও নাম স্বাক্ষর করিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাহারা প্রাচীন পদ্ধতি "শীল" উপাধি পরিত্যাগ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে কেবল "দাস" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

নাপিত বংশধরের মধ্যে যাহারা চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতির ক্ষৌরকার্য্য করিয়া থাকে তাহারা বর্ণের নাপিত বলিয়া আখ্যাত। তাহারা কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের সেবক নহে, নীচ জাতির সেবক। সুতরাং তাহারা আর্য্যের অনাচরণীয়। পূর্ব্বাঞ্চলবাসী কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের দ্বারা আদৌ ক্ষৌরকার্য্য করান না, এবং কোন আচরণীয় জাতি তাহাদের জলস্পর্শ করে না।

কিম্বদন্তী আছে, আর্য্যের আচরণীয় নাপিতবংশজ মধুনাপিত রামচন্দ্রের ক্ষৌরকার্য্য করিয়া এই বরলাভ করিয়াছিল যে তাহার বংশধরদিগের পাক করা মোদক (মোয়া) আর্য্যগণ ভোজন করিলে অপবিত্র হইবে না! তদবধি ঐ নাপিত বংশধরেরা ক্ষৌরকার্য্যের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মোদক বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক স্বতন্ত্র সমাজবদ্ধ হয়। সুতরাং তাহারা মোদক উপাধিতে স্বতন্ত্র মোদক জাতি বলিয়া স্বতন্ত্র জাতিত্বে স্থাপিত হইয়াছে।

পৌরাণিক সময়ে আদিম শূদ্রের বিবাহসংস্কার ব্যতীত অন্য কোন সংস্কার ছিল না। কিন্তু তৎকালে গোপ নাপিত ও মোদক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কারণবশতঃ দীক্ষা প্রভৃতি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং জনসমাজে তাহারা সৎশূদ্র অর্থাৎ আদিম শূদ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এইরূপ প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিবৃত হইয়াছে যে নাপিতাদি জাতি সৎশূদ্র বলিয়া "কথিত।" কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই, তাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত সচ্ছূদ্র কালক্রমে এই দৈববাণী প্রচার হইলে গোপ, নাপিত ও মোদক প্রভৃতি জাতির সৎশূদ্র আখ্যা লুপ্ত হইয়া তাহারা জল আচরণীয় জাতি অর্থাৎ নবশাখা বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিবৃত হইয়াছে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচীর

অভিশম্পাতে মর্ত্ত্যপুরে ব্রাহ্মণবংশে এবং বিশ্বকর্ম্মার অভিশম্পাতে ঘৃতাচী প্রয়াগদেশে গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিলে তাহাদের অবৈধ সংযোগে মালকার (মালী), কর্ম্মকার (কামার), কংশকার, কুবিন্দ (ক্ষীরতাঁতি), (১) কুম্ভকার (কুমার), সূত্রধার (ছুতার), স্বর্ণকার (সেকরা) এবং চিত্রকর (পোট) জন্মিয়াছে। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে যে ঐ নয় জাতি ব্রাহ্মণের ও গোপকন্যার অবৈধ সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে ; যথা—

ঘৃতাচী কামতঃ কামং বেশঞ্চক্রে মনোহরং।
তাং দদর্শ বিশ্বকর্ম্মা গচ্ছন্তীং পুষ্করে পথি ॥
তাং যযাচে স শৃঙ্গারং কামেন হৃতচেতনঃ।

ঘৃতাচ্যুবাচ।

অদ্য যাস্যামি কামস্য মন্দিরং তস্য কামিনী।
বেশং কৃত্বা গমিষ্যামি ত্বৎকৃতেঽহং দিনান্তরে ॥
ঘৃতাচীবচনং শ্রুত্বা বিশ্বকর্ম্মা রুরোষ তাং।
শশাপ শূদ্রযোনিঞ্চ ব্রজেতি জগতীতলে ॥
ঘৃতাচী তদ্বচঃ শ্রুত্বা তং শশাপ সুদারুণং।
লব্ধজন্মা ভব ত্বঞ্চ স্বর্গভ্রষ্টো ভবেতি চ ॥
ঘৃতাচীত্যেবমুক্ত্বা চ জগাম কামমন্দিরং।
কামেন সুরতং কৃত্বা কথয়ামাস তাং কথাং ॥
সা ভারতে চ কামোক্ত্যা গোপস্য মদনস্য চ।
পত্নী প্রয়াগে নগরে লেভে জন্ম শৌনক ॥
বিশ্বকর্ম্মা তু তচ্ছাপং সমাকর্ণ্য রুষান্বিতঃ।
জগাম ব্রহ্মণঃ স্থানং শোকেন হৃতচেতনঃ ॥
নত্বা স্তুত্বা চ ব্রহ্মাণং কথয়ামাস তাং কথাং।
লেভে জন্ম ব্রাহ্মণাং পৃথিব্যামাজ্ঞয়া বিধেঃ ॥
স এব ব্রাহ্মণো ভূত্বা ভুবি কারুর্ব্বভূব হ।
নৃপাণাঞ্চ গৃহস্থানাং নানাশিল্পং চকার হ ॥

(১) এই তাঁতি রাঢ়খণ্ডে আশ্বিনে তাঁতি বলিয়া পরিচিত।

একদা তু প্রয়াগে চ শিল্পং কৃত্বা নৃপস্য চ।
স্নাতুং জগাম গঙ্গাঞ্চ দদর্শ তত্র কামিনীং॥
ঘৃতাচীং নবরূপাঞ্চ যুবতীং তাং তপস্বিনীং॥
দৃষ্ট্বা সকামঃ সহসা বভূব হৃতচেতনঃ।
উবাচ মধুরং শান্তঃ শান্তাং তাঞ্চ তপস্বিনীং॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অহোধুনা ত্বমত্রৈব ঘৃতাচি সুমনোহরে।
মা মাং স্মরসি রম্ভোরু বিশ্বকর্ম্মাহহমেবচ॥
শাপমোক্ষং করিষ্যামি ভজ মাং তব সুন্দরী।

গোপিকা উবাচ।

সর্ব্বং স্মরামি দেবোঽহমহো জাতিস্মরা পুরা।
ঘৃতাচী সুরবেশ্যাঽহমধুনা গোপকন্যকা॥"
ঘৃতাচী বচনং শ্রুত্বা বিশ্বকর্ম্মা নিরাকৃতিঃ।
জগাম তাং গৃহীত্বা চ মলয়ং চন্দনালয়ং॥
চকার সুখসম্ভোগং তয়া সহ সুনির্জ্জনে।
বভূব গর্ভঃ কামিন্যাঃ পরিপূর্ণঃ সুদুর্ব্বহঃ॥
সা সুসাব চ তত্রৈব পুত্রান্নব মনোহরান্।
মালাকারকর্ম্মকংসশঙ্খকারকুবিন্দকান্।
কুম্ভকারসূত্রধারস্বর্ণচিত্রকরাং স্তথা॥

উল্লিখিত নয়জন শিল্পী এক গর্ভসম্ভূত সহোদর ভ্রাতা ও এক জাতি ছিল। কালক্রমে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন শিল্পকার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হয়। ঐ উপাধি জাতিত্বে নিবিষ্ট ও এক্ষণে নয়টী পৃথক জাতি স্থাপন হইয়া তাহাদের পরস্পর আহার, ব্যবহার ও আদান, প্রদান প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য রহিত হইয়াছে।

উল্লিখিত নয় জাতির মধ্যে স্বর্ণকার (সেকরা), সূত্রধার (ছুতার), ও চিত্রকর (পোটুয়া), ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়া অনাচরণীয় হইয়াছে, যথা—

স্বর্ণকারঃ স্বর্ণ চৌর্য্যাৎ ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তম।

বভুব পতিতঃ সদ্যোব্রহ্মশাপেন কর্ম্মণা ॥
সূত্রধারো দ্বিজানাস্তু শাপেন পতিতো ভুবি।
শীঘ্রঞ্চ যজ্ঞকাষ্ঠানি ন দদৌ তেন হেতুনা ॥
ব্যতিক্রমেণ চিত্রাণাং সদ্যশ্চিত্রকরস্তথা।

সেকরা, ছুতার, ও পোটুয়া ব্যতীত বক্রী ছয় শিল্পীর মধ্যে অর্থাৎ মালী, কামার, ক্ষীরতাঁতি, কুমার এই চারি জাতিকে পরাশর নবশায়ক অর্থাৎ জল আচরণীয় নয়টী শাখা জাতির অন্তর্গত করিয়াছেন। কংসকার ও শঙ্খকার নবশায়কের অন্তর্গত জাতি নহে। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে যে তাহারা পরাশরের সময়ে জল আচরণীয় জাতি বলিয়া গণ্য ছিল না।

রাঢ়দেশে সেকরা ও ছুতার আচরণীয় জাতি। আচরণীয় জাতির সহিত তাহাদের হুকা চলা ও পংক্তি ভোজন থাকা দৃষ্ট হয়। কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলে কোন আচরণীয় জাতি সেকরা ও ছুতারের জলস্পার্শ করে না।

বেণরাজার শাসন সময়ে মানবগণ পশুধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক অম্বষ্ঠ প্রভৃতি যে সকল বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন করিয়াছিল উল্লিখিত নয়জন শিল্পী তাহাদের পরে স্বতন্ত্রভাবে জন্মিয়াছে। সুতরাং কোন কোন গ্রন্থে তাহারা "অন্ত্যজ" অর্থাৎ শেষজাত বর্ণসঙ্কর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বণিক নির্ণয়।

পরাশর পদ্ধতি অনুসারে রজপুতের ঔরসে অম্বষ্ঠার গর্ভে গন্ধবণিকের উৎপত্তি, যথা—

অম্বষ্ঠাৎ রাজপুত্র্যাং জাতো গান্ধিকঃ।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে অম্বষ্ঠ ও রজপুত (রাজপুত্র) এই দুই জাতিই বর্ণসঙ্কর। অতএব গন্ধবণিক দুইটী বর্ণসঙ্কর জাতির সঙ্করযোগে উৎপন্ন হইয়াছে।

গন্ধবণিকের ঔরসে রাজপুত্র (রজপুত) জাতীয়া কন্যার গর্ভে শঙ্খবণিকের উৎপত্তি, যথা—

গান্ধিক্যাং রাজপুত্রাচ্চ সংজাতঃ শাঙ্খিকো বণিক।

শঙ্খবণিকের ঔরসে গন্ধবণিকের জাতীয় কন্যার গর্ভে তাম্র ও কাংস্য-বণিক হইয়াছে, যথা—

শাঙ্খিক্যাং গান্ধিকাজ্জাতস্তাম্রকাংস্যোপজীবিকঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিবৃত হইয়াছে ব্রাহ্মণের ঔরসে গোপকন্যার গর্ভে কাংস্যকার হইয়াছে। কিন্তু কাংস্যকার শব্দে যিনি কাঁসা প্রস্তুত করেন তাঁহাকে বুঝায়। কাংস্যোপজীবী অর্থাৎ কাংস্যবণিক শব্দের অর্থ যে কাংস্য বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অতএব কাংস্যকার ও কাংস্যবণিক এক জাতি নহে, ইহারা পৃথক জাতি।

কাংস্যবণিক ও তাম্রবণিক এক পিতামাতা হইতে জন্মিয়াছে। সুতরাং তাহারা একজাতি, ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় দ্বারা স্বতন্ত্র উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ উপাধি কালক্রমে জাতিত্বে নিবিষ্ট হইয়া কাংস্যবণিক ও তাম্রবণিক এই দুইটি স্বতন্ত্র জাতি স্থাপন হইয়াছে।

শঙ্খবণিক ও কাংস্যবণিকের সংযোগে মণিকার অর্থাৎ মণিবণিকের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাকেই ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জহরি (ওস্‌য়াল) বলে ; যথা—

শাঙ্খিকাৎ কাংস্যকন্যায়াং মণিকারঃ প্রজায়তে।

কাংস্যকার ও মণিবণিকের সঙ্করযোগে সুবর্ণবণিক হইয়াছে। যথা—

কাংস্যকারাচ্চ মাণিক্যাং সুবর্ণজীবিকোঽভবৎ।

এই বচনে কাংস্যকার শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, কাংস্যবণিক শব্দ ব্যবহার হয় নাই। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে ব্রাহ্মণ ও গোপকন্যাজাত কাংস্যকার এবং মণিবণিকের সঙ্করযোগে সুবর্ণবণিক হইয়াছে।

বেণরাজার সময়ে যে সকল বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়, বণিকজাতিসমূহ তাহাদের পরে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং কোন কোন গ্রন্থে তাহারা "অন্ত্যজ" অর্থাৎ শেষজাত বর্ণসঙ্কর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপকগণ বিধান করিয়াছিলেন যে দ্বিজাতির শুশ্রূষা দ্বারা শূদ্রের জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে তাহারা বৈশ্যবৃত্তি অর্থাৎ ব্যবসায় আদি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। এই বিধি

অনুসারে উল্লিখিত ছয়টী বর্ণসঙ্কর জাতি দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বণিক উপাধি প্রাপ্ত হয়। ক্রমে আদিম শূদ্রাপেক্ষা সৎক্রিয়ান্বিত হইয়া তাহারা সৎশূদ্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে বিবৃত হইয়াছে ইহারা সৎশূদ্র বলিয়া "কথিত"। ইহার তাৎপর্য্য এই ইহারা প্রকৃতার্থে সৎশূদ্র নহে, শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী বর্ণসঙ্কর জাতি সৎ-আচারসম্পন্ন স্বতন্ত্র সম্প্রদায় মাত্র।

কালক্রমে এই বণিকগণের মধ্যে এক বণিক পতিত স্বর্ণকার (সেকরা) সহিত স্বর্ণ চুরি অপরাধে লিপ্ত হইয়া ব্রহ্মশাপে পতিত অর্থাৎ অস্পর্শীয় জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; যথা—

কশ্চিদ্বণিগ্বিশেষশ্চ সংসর্গাৎ স্বর্ণকারিণঃ।
স্বর্ণচৌর্য্যাদিদোষেণ পতিতো ব্রহ্মশাপতঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে স্বর্ণকার কোন ব্রাহ্মণের অলঙ্কার প্রস্তুত করণার্থ স্বর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার কিয়দংশ চুরি করিয়া কোন বণিকের নিকট বিক্রয় করে। ঐ বণিক উল্লিখিত চৌর্য্য কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া স্বর্ণকার ও ঐ বণিক পতিত অর্থাৎ অস্পর্শীয় হইয়াছে।

যে বণিক স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসায় করে, স্বর্ণকারের নিকট হইতে স্বর্ণ ক্রয় করা সেই বণিকের সম্ভব। সুবর্ণ বণিকেরই স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসায়। স্বর্ণকারের সহিত তাহাদেরই সংসর্গ আছে। প্রাচীনকাল হইতে এই বণিক বিশুদ্ধ হিন্দুসমাজে অব্যবহার্য্য। অতএব এই সকল অবস্থা একত্রিত করিয়া প্রণিধান করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে ব্রহ্মশাপে সুবর্ণ বণিকই পতিত হইয়া এপর্য্যন্ত আর্য্যদিগের অব্যবহার্য্য হইয়া রহি-য়াছে। এই জাতি আর্য্যাবর্ত্তে অতি বিরল। কিন্তু রাঢ়খণ্ডে এই জাতি এক প্রকার আচরণীয়। এই খণ্ডের অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ ধনাঢ্য সুবর্ণ বণিকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন পূর্ব্বক সিদা ও বিদায় এবং স্থান বিশেষে আচরণীয় কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণও ইহাদের বাটীতে ফলাহার অর্থাৎ লুচী প্রভৃতি পক্কান্ন ভোজন করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বাকলে এই

নিয়ম প্রচলিত নাই। তথায় কোন আচরণীয় জাতিই ইহাদের জলস্পর্শ করে না।

বঙ্গদেশে আদিম শূদ্রের অস্তিত্ব না থাকা নির্ণয়।

শূদ্রবর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) ও বৈশ্যবর্ণের সেবক। আর্য্যবর্ণত্রয়ের সেবা করাই তাহাদের পরম ধর্ম্ম। অতএব প্রতীতি হয় যে প্রাচীনকালে আর্য্যগণ যে স্থানের অধিবাসী ছিলেন, সেই স্থানই শূদ্রগণের আদি বাসস্থান। আর্য্যবর্ণত্রয়ের আদিম বাসস্থান আর্য্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি পুণ্যপাদ স্থান। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে যে আর্য্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলেই আদিম শূদ্রজাতির সংখ্যা অধিক থাকার সম্ভব, অন্য কোন স্থানে থাকা সম্ভব নহে।

প্রাচীনকালে আর্য্যগণ কখন অপবিত্র স্থানে বাস করেন নাই। এই জন্য তাঁহারা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ ও সুরাটদেশ সম্বন্ধে বিধান করিয়াছিলেন যে তীর্থযাত্রা ব্যতীত ঐ সকল দেশে গমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। বঙ্গদেশ অপবিত্র দেশ, এ দেশে প্রথমে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) প্রভৃতি আর্য্যজাতি ছিল না, এ দেশের আদিম অধিবাসী বর্ণসঙ্কর জাতি। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে আদিম শূদ্র ছিল না। এই নিমিত্তই এ দেশে আদিম শূদ্রবংশের অস্তিত্ব নাই।

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে মনুষ্য জন্মতঃ শূদ্র, সংস্কার হইলে দ্বিজ, বেদাভ্যাস করিলে বিপ্র, এবং ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে ব্রাহ্মণ।

স্মার্ত্তবাগীশ বলেন যে পর্য্যন্ত বেদাভ্যাসে রত না হয় সে পর্য্যন্ত মনুষ্য শূদ্রসম, যথা—

"শূদ্রেণ হি সমস্তাবৎ যাবৎ বেদে না জায়তে।"

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে শূদ্রের নাম বৃষল নহে, বেদের নাম বৃষ, যে বিপ্র বেদে অসমর্থ, তিনিই বৃষল।

ব্রাহ্মণের স্ত্রীর শালগ্রাম পূজায়, দেবতার উদ্দেশে ভোগ দিতে ও বিপ্রপাদোদক প্রদান করিতে অধিকার নাই। ব্রাহ্মণের স্ত্রী শূদ্র মধ্যে পরিগণিত

—ইহা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। এই নিমিত্ত কোন প্রকার সংস্কারে ব্রাহ্মণীর অধিকার নাই। ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে মনুষ্যগণ প্রথমে শূদ্র (আদিম সম্প্রদায়) বলিয়া পরিচিত ছিল, কালক্রমে কর্ম্মানুসারে শূদ্র সম্প্রদায় হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ), বৈশ্য সম্প্রদায় স্থাপিত হইয়া এই সমাজত্রয় আর্য্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। (১) শূদ্রসম্প্রদায় হইতে কালক্রমে যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসম্প্রদায় স্থাপিত হইয়াছে, তখন আদিম শূদ্রের সংখ্যা অত্যল্প থাকাই সম্ভব।

দর্শনবেত্তারা বলেন, দস্যু হইতে দাস হইয়াছে অর্থাৎ যাহারা গৃহস্থধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া দেশদেশান্তরে ভ্রমণ পূর্ব্বক অশুচি কর্ম্মে নিরত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহারাই দস্যু। প্রথমে মনুষ্যজাতি গৃহস্থ ছিল না, তাহারা বর্ত্তমান তাতার জাতির ন্যায় দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কালক্রমে তাহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় গৃহস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিলে তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) ও বৈশ্যবর্ণ স্থাপিত হয়, এবং অবশিষ্ট মনুষ্যগণ দস্যুই থাকে। ঐ দস্যুসম্প্রদায় হইতে আর্য্যবর্ণত্রয় যাহাদিগকে শাসন করিয়া আপনাদের দাসত্বে নিযুক্ত করিলেন তাহারাই দাস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রবাক্য দ্বারাও সুপ্রমাণিত হইতেছে। শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে প্রথমে জাতি ভেদ ছিল না, সকলে এক জাতি ছিল। হিংসাপ্রিয়, লোভী, সর্ব্বপ্রকার অশুচি কর্ম্মে নিরত ও অনাচারী সম্প্রদায়ই শূদ্র। যথা—

"হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।"

"সর্ব্বকর্ম্মরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।"

"ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ সবৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ।"

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, জাতিভেদ হইলে দস্যু সম্প্রদায়ের (শূদ্র) মধ্যে যাহারা আর্য্য বর্ণত্রয়ের দাসত্ব না করিয়া দস্যুবৃত্তিতেই রহিল, তাহাদিগকে রাজাগণ শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং তাহারা

---

(১) ১৩৩—১৪৪ পৃঃ দেখ।

রাজশাসনের ভয়ে ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতে, অরণ্যে ও দ্বীপান্তরে বাস করিয়াছে। এই নিমিত্ত প্রায় সমস্ত পরিচিত স্থানে আদিম শূদ্রের অস্তিত্ব এক প্রকার অভাব হইয়া পড়িয়াছে।

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে যে আদিম শূদ্রের বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন সংস্কার নাই। সুতরাং প্রতীতি হয় যে, যাহাদের বিবাহ ব্যতীত দীক্ষা, অন্নপ্রাশন, পুংসবন, গর্ভাধান, নিষ্ক্রমণ, চূড়াকরণ, নামকরণ প্রভৃতি অন্যান্য সংস্কার নাই, তাহারাই আদিম শূদ্র বংশজ।

যাজ্ঞবল্ক্য ও দেবল ঋষি প্রভৃতি ঋষিরা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, দ্বিজাতির সেবা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে শূদ্রগণ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে। অতএব প্রতীতি হয় যে, যে সকল শূদ্র দ্বিজাতির সেবায় নিরত ছিল, তাহারাও ঐ বিধানানুসারে পশুপালন, কৃষিকার্য্য, ভারবহন, বাণিজ্য, ব্যবসায়, ঢাক ও ঢোলবাদন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৃত্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কালক্রমে ঐ উপাধি জাতিগত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি স্থাপন হইয়া আদিম শূদ্রের অস্তিত্ব প্রায়ই অন্তর্হিত হইয়াছে।

এক্ষণে যে সকল জাতিরা " দাস " শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক হিন্দুক্রিয়া নিষ্পাদন করিতেছেন, অনেক মহাত্মা তাঁহাদিগকেই আদিম শূদ্র জাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু অম্বষ্ঠ প্রভৃতি অনেক বর্ণসঙ্কর জাতিতে শূদ্র নহে, তাহারা জাতিতে আর্য্যবিগর্হিত বর্ণসঙ্কর জাতি। কালক্রমে তাহারাও কারণ বশতঃ শূদ্রধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া " দাস " শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক হিন্দুক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। অনেক ক্ষত্রিয় ক্রিয়াহীন বশতঃ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। স্মার্ত্তবাগীশের ডিক্রীমতে কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই, সকলেই শূদ্রত্বপ্রাপ্ত। এই নিমিত্ত বঙ্গদেশে ও অন্যান্য স্থানে অনেক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্রবৎ ক্রিয়ায় লিপ্ত হইয়া " দাস " শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক ধর্ম্মক্রিয়া নিষ্পাদন করিতেছেন। এই সকল জাতি প্রকৃতার্থে আদিম শূদ্রবংশ নহে। অতএব এক্ষণে নিরবচ্ছিন্ন " দাস " উপাধিধারীদিগকে আদিম শূদ্রবংশজ বলা প্রাচীন শাস্ত্র ও সামাজিক অবস্থা না জানার ফল মাত্র।

উল্লিখিত শাস্ত্রোক্ত অবস্থা সামরিক ঘটনার সহিত একত্রিত করিয়া

প্রণিধান করিলে যখন প্রতীয়মান হয় যে অবাধ্য শূদ্রগণ রাজশাসন ভয়ে কালক্রমে পর্ব্বতে ও অরণ্যে বাস করিয়াছে, তখন পর্ব্বত ও অরণ্যবাসী ধাঙ্গড় প্রভৃতি আদিম অসভ্য জাতিরাই আদিম শূদ্রবংশজ।

জাতিমিত্র বলেন, ত্রিপুরা ও নওয়াখালী প্রভৃতি স্থানে একজাতীয় লোক আছে, তাহারা শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু তাহারা বেহারা, পালকী বহন করে, বাসার ভাণ্ডারীগিরি কর্ম্মও করে।

উড়িষ্যাদেশে একসম্প্রদায় লোক আছে, তাহারা শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেয়, উপবীত ধারণ করে এবং দাঁড়ী মাঝীর কার্য্যও করিয়া থাকে। কিন্তু ইহারা আদিম শূদ্রবংশজ কি না, জানা যায় না।

তাতার ও কসাক জাতিরা অদ্যাপি প্রকৃত গৃহস্থ নহে। তাহারা দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া কেবল দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। চীন ও রুসিয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ইহাদের সংখ্যা অধিক। কসাক জাতির অনেকে রুশসম্রাটের ক্রীতদাস। ইহারাই আদিম শূদ্রবংশজ।

কৌমারিকাখণ্ডে অর্থাৎ আধুনিক আমেরিকাখণ্ডে অনেক আদিম শূদ্র (aborigine) ছিল। কিন্তু পণ্ডশীল (১) (আধুনিক পর্টুগেল) ও স্পেনদেশ-বাসীরা কৌমারিকায় যে হত্যাকাণ্ড করেন, তাহাতে অনেক শূদ্রই বিনষ্ট হইয়াছে, শুনা যায় একজন মাত্র জীবিত আছে।

পশ্চিমপ্রদেশে কঞ্জর নামক এক জাতি আছে। তাহাদের নিশ্চিত বাসগৃহ নাই, তাহারা কুক্কুর সমভিব্যাহারে দেশদেশান্তরে ভ্রমণ পূর্ব্বক লোকালয়ে বাস না করিয়া সর্ব্বদা মাঠে ছাওনী করিয়া থাকে এবং তাহারা সময়ে সময়ে দস্যুবৃত্তিও অবলম্বন করে। এই জাতি তন্ত্র ও বেদবিহিত ধর্ম্ম মানে না এবং অত্যন্ত কদাচারী। আগরা, জয়পুর, রাজপুতনা প্রভৃতি দেশে এই জাতি সময়ে সময়ে দৃষ্ট হয়। ইহারাই অবশিষ্ট আদিম শূদ্রের এক শাখা, হিন্দুস্থানে কঞ্জর নামে পরিচিত হইয়াছে।

---

(১) আধুনিক পর্টুগেলকে প্রাচীন হিন্দু আর্য্যেরা পণ্ডশীল এবং আমেরিকাকে কৌমারিকা বলিতেন। ভারতবর্ষবিচার দেখ।

ষষ্ঠ খণ্ড।

রাঢ়ীয় সদ্গোপ ও পল্লব গোপ নির্ণয়।

বঙ্গরাষ্ট্রের রাঢ়খণ্ডের কিয়দংশ স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে সদ্গোপ নামক জাতির অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। কায়স্থসদ্গোপসংহিতা বলেন "বঙ্গদেশের মধ্যভাগে ভাগীরথীর উভয় তীর ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ ভিন্ন আর কোন স্থানেই সদ্গোপ দেখা যায় না।" ঐ গ্রন্থের ৮৬ পৃঃ দেখ। সুতরাং প্রতীতি হইতেছে, এই জাতি রাঢ়খণ্ডের চিরাধিবাসী।

কায়স্থ সদ্গোপসংহিতাই এই জাতির একমাত্র উপায়স্থল। তাহাতে বিবৃত হইয়াছে " মিঃ হণ্টরের রুর‍্যাল বেঙ্গল পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আর্য্যজাতি বর্ণভেদে বিভিন্ন হইবার পূর্ব্বে উড়িষ্যাতেই সর্ব্বপ্রথমে আসিয়া বাস করেন। ইহাতে বোধ হয় নারায়ণগড়স্থ রাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল ও মেদিনীপুরান্তর্গত নারাজলের বর্ত্তমান রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষ অজিত সিংহও উপরোক্ত আর্য্যজাতির অন্তর্গত ছিলেন।" কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত তাহারই বা প্রমাণ কি ?

অন্যান্য পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা এক বাক্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আর্য্যগণ সিন্ধুনদের পশ্চিমপার মধ্য আসিয়ার কোন স্থান হইতে আগমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ পঞ্জাব প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া বাস করেন ও তথা হইতে ক্রমে ক্রমে তাহারা হিন্দুস্থানের সর্ব্বস্থান অধিকার করিয়া আপনাদের অধিকৃত স্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় পরিচিত করিয়াছেন। অতএব আর্য্যগণ বর্ণভেদে বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে প্রথমে উড়িষ্যাতে বাস করেন বলিয়া কায়স্থ সদ্গোপসংহিতায় যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা অন্যান্য দার্শনিকের মতের বিরুদ্ধ, অপ্রামাণ্য ও ভ্রমমূলক। সুতরাং ঐ গ্রন্থকার তৎপ্রতি নির্ভর করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্তই ভ্রমমূলক।

মিঃ হণ্টারের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ইহা তর্কানুরোধে স্বীকার করা গেলেও মেদিনীপুরের উল্লিখিত সদ্গোপবংশদ্বয় যে আর্য্যবংশজ তাহার প্রমাণ আদৌ পাওয়া যায় না।

মিথিলা প্রভৃতি দেশে মিতাক্ষরা প্রচলিত। মেদিনীপুরস্থ উল্লিখিত সদ্গোপবংশের কোন কোন মকদ্দমায় ঐ আইনানুসারে বিচার হইবার প্রার্থনা হয়। সুতরাং গোস্বামী মহাশয় মীমাংসা করিয়াছেন যে ঐ বংশীয়েরা মিথিলা প্রভৃতি দেশের অধিবাসী আর্য্যবংশজ ছিলেন। তিনি দুইটী মকদ্দমার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটী রাণী শ্রীমতী দেই আপীলাণ্ট, বনাম রাণী কুন্দলতা দিগর। (১) কিন্তু এই মকদ্দমা দায়ভাগানুসারে নিষ্পত্তি হইয়াছে। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে যে নারায়ণগড়ের সদ্গোপবংশ বঙ্গদেশের রাঢ়খণ্ডের চিরাধিবাসী।

গোস্বামী মহাশয় বলেন "ইহারা (নারায়ণগড়ের সদ্গোপবংশ) যদি এদেশীয় না হইবেন তবে মিতাক্ষরানুসারে বিচার প্রার্থনার কি আবশ্যকতা ছিল?" কিন্তু মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ রাঢ়খণ্ডের ও কিয়দংশ উড়িষ্যার অন্তর্ভূত স্থান। এ জেলায় মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ এই দুই আইন প্রচলিত। কোন কোন স্থলে দায়ভাগ অপেক্ষা মিতাক্ষরা দ্বারা সুমহৎ ফললাভ হইবার সম্ভব আছে। মিতাক্ষরা অনুসারে অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের বিধবা তাহার মৃত স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী নহে, কিন্তু দায়ভাগানুসারে অধিকারিণী বটে। এইরূপ আরও অনেক সুবিধা আছে। এই নিমিত্ত মেদিনীপুরের সম্পত্তি বিভাগের মকদ্দমায় প্রায়ই মিতাক্ষরা অনুসারে বিচার হইবার প্রার্থনা হইয়া থাকে। আদালত প্রমাণের বাধ্য, অনেক সময়ে মিতাক্ষরানুসারে বিচারও হইয়া থাকে। অতএব উল্লিখিত মকদ্দমায় মিতাক্ষরা অনুসারে বিচার হইবার প্রার্থনা যে কি কারণে হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং মেদিনীপুরের কোন পরিবারের মকদ্দমা মিতাক্ষরা অনুসারে বিচার হইলেই যে ঐ পরিবার মিথিলা বা আর্য্যাবর্ত্তের অন্য স্থান হইতে আসিয়াছে এরূপ বলা ভ্রমমাত্র।

কোন পরিবারের মধ্যে মিতাক্ষরা প্রচলিত থাকিলে কেবল মাত্র ঐ অবস্থা দ্বারা ঐ পরিবারকে আর্য্যবংশজ বলা যাইতে পারে না। কারণ,

(১) শ্রীমতী দেই স্থলে গোস্বামী মহাশয় দেবী লিখিয়াছেন; পৃঃ ৪৮ দেখ।

মিতাক্ষরা প্রচলিত স্থানে আর্য্য ও অনার্য্য সকল বংশের ধনবিভাগাদি বিবাদ মিতাক্ষরা দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক, প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা এই জাতিকে কোন্ জাতি বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। নিগম, আগম, বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি কোন গ্রন্থে আদৌ "সদ্গোপ" নামা জাতির নাম গন্ধ মাত্রও পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে যে ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থের সময়ে হিন্দুসমাজে সদ্গোপ নামা জাতি আদৌ ছিল না। অতএব এই জাতি হিন্দুদিগের আচরণীয় জাতি হইতে নির্গত হইয়াছে এই বিষয় শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ না হইলে এই জাতি যে প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের অপরিচিত ও হিন্দুসমাজ বহির্ভূত অনাচরণীয় জাতি ছিল তাহা হিন্দুমাত্রই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

বঙ্গদর্শন এই জাতির মূল নির্ণয় করণার্থ বিশেষ যত্ন করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া বলিয়াছেন এই জাতির মূল কোন শাস্ত্রে বা গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কায়স্থ সদ্গোপ সংহিতাকার এই জাতির মূল নির্ণয় করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন তদ্দ্বারা কেবল ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে তিনি কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। কেবল কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত বাজে কথার দ্বারা সদ্গোপদিগের তুষ্টিসাধন করণার্থ অমূলক অভিপ্রায় প্রদান ও বিতণ্ডা স্থাপন করিয়াছেন।

কায়স্থ সদ্গোপ সংহিতাকার যে জাতির অথবা সমাজের কর্ত্তা কিম্বা নূতন জাতি স্থাপনের অধিকারী নহেন, তাহা রাঢ়ীয় সমাজপতিগণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। সুতরাং তিনি হিন্দুশাস্ত্র-প্রমাণ না দর্শাইয়া বর্ত্তমান সমাজের কোন জাতিকে যদি বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় কিম্বা ব্রাহ্মণ কি অস্পর্শীয় জাতি বলিয়া বর্ণনা করেন তাহা হইলে ঐ বর্ণনা যে হিন্দুসমাজের অগ্রাহ্য হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। তিনি সদ্গোপ জাতির মূল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে " সুবর্ণ বণিকদিগকে কোন কোন লেখক বৈশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু আমরা ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু ইহাদিগের ব্যবসায় অনেকাংশ বৈশ্যতুল্য। বোধ হয় বৈশ্যগণ

এদেশে আসিয়া, যাহারা কৃষি ও গো-রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা সদ্গোপ এবং যাহারা স্বর্ণ রৌপ্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা সুবর্ণবণিক নামে খ্যাত হইয়াছে" (৫৫ পৃষ্ঠা দেখ)। সুবর্ণবণিক জাতি যে বৈশ্য নহে, শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী বর্ণসঙ্কর জাতি, তাহা ইতিপূর্ব্বে নির্ণয় করা হইয়াছে। সদ্গোপ জাতি যে সুবর্ণবণিক জাতির এক শাখা বা বংশ তৎসম্বন্ধে তিনি কোন প্রমাণই দিতে পারেন নাই। অতএব এই অভিপ্রায় তাহার স্বকপোলকল্পিত মাত্র। সুতরাং তাহা অপ্রামাণ্য। বিশেষ সদ্গোপ জাতি সুবর্ণবণিকের বংশ হইলে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পতিত জাতি হইতেছে।

উল্লিখিত সংহিতাকার সদ্গোপকে সুবর্ণবণিকের বংশ বলিয়া আবার বলিয়াছেন "পঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে জাঠ নামে যে একটি জাতি আছে, তাহারাই প্রকৃত বৈশ্য এবং বঙ্গীয় সদ্গোপেরা তাহাদিগের একটি শাখা মাত্র" (৫৮ পৃঃ দেখ)। কিন্তু সদ্গোপ যে জাঠ জাতির শাখা তৎ-সম্বন্ধে তিনি কিছুমাত্র প্রমাণ দিতে পারেন নাই। সুতরাং এই অভিপ্রায়ও তাহার কপোলকল্পিত মাত্র। জাঠ জাতিকে প্রকৃত বৈশ্য বলা হইয়াছে— এটী ভ্রম মাত্র। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জাঠজাতি শূদ্র বলিয়া গণ্য। এই জাতি সকল স্থানের আচরণীয় জাতি নহে, তবে কোন কোন স্থানে অর্থাৎ যে স্থানে জাঠজাতির রাজা আছে সেই সেই স্থানে ইহারা জলাচরণীয় হইয়াছে। এই জাতি সম্বন্ধে হিন্দুস্থানে প্রবাদ এই যে "জাঠ্ ভিখারী বেরণী তিনো জাত্ কুজাত্।" হিন্দুশাস্ত্রে জাঠ নামা কোন জাতি নাই। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে এই জাতিও আধুনিক, প্রাচীন হিন্দুসমাজভুক্ত জাতি নহে। এই নিমিত্তই ধর্ম্মগ্রন্থে জাঠ সংজ্ঞায় কোন জাতিরই উল্লেখ নাই।

হিন্দুশাস্ত্রে জাঠজাতির উল্লেখ নাই। সুতরাং এই জাতির মূল নির্ণয়ার্থ অগত্যা ইংরাজি গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইল। কিন্তু ইংরাজি গ্রন্থে যদি এরূপ কোন কথা থাকে যে কথা হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থের বিরুদ্ধ, তাহা হইলে আমরা কদাচ তাহা বিশ্বাস করিব না। কারণ, হিন্দু সমাজভুক্ত কোন জাতির মূল নির্ণয় করিতে হইলে হিন্দুশাস্ত্রে ঐ জাতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত

হইয়াছে তাহাই সাময়িক ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাসহ সংমিলন করিয়া মীমাংসা করিতে হইবে। তাহা হইলেই ঐ মীমাংসা সঙ্গত মীমাংসা ও হিন্দুসমাজের স্বীকার্য্য হইতে পারিবে।

মার্সম্যান সাহেব নির্ণয় করিয়াছেন অসভ্য (savage) বন্যজাতির এক শাখা মুণ্ডিতমস্তক ও পাদুকাবিহীন গুকর্ষজাতি যাহারা সিন্ধুনদীর পূর্ব্বদিকে গিরিগুহায় বাস করে তাহারাই আধুনিক জাঠজাতির পূর্ব্বপুরুষ। (১) ইংরাজিতে Gakkers (গুকারস্) শব্দ লিখিত আছে। ঐ শব্দ সংস্কৃত গুকর্ষ শব্দের অপভ্রংশ শব্দ হইতে পারে। গু শব্দে গুহ্য, কর্ষ শব্দে চষা। গুকর্ষ শব্দে গুহ্যে চষিত অর্থাৎ গুহ্য হইতে উদ্ভূত। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কামধেনু লইয়া যে বিবাদ হয় ঐ বিবাদে কামধেনুর গুহ্যদেশ হইতে ম্লেচ্ছ পল্লব জাতি উৎপন্ন হয়। সুতরাং গুকর্ষ শব্দের অর্থ এই অবস্থার সহিত একত্রিত করিয়া প্রণিধান করিলে জাঠজাতিকে পল্লবের এক শাখা বলিলেও বলা যাইতে পারে। যাহাহউক সদ্গোপজাতি অসভ্যজাতির (savage) এক শাখা হইলে হিন্দুদিগের অনাচরণীয় জাতি হইতেছে।

কায়স্থ সদ্গোপ সংহিতাকার পুনর্ব্বার সিদ্ধান্ত করিয়া বলিয়াছেন, "যেখানে গোধেনু সেখানেই বৈশ্য।" যথা—ঋগ্বেদ—

"সজোষসা উষসা সূর্য্যেণ চ সোমং সুন্বতো অশ্বিন্যা। ধেনু জিনত মুত জিনতং বিশোহভং রক্ষাংসি সেবত মমী বা।"

তিনি পদ্মপুরাণ হইতে এই বচন তুলিয়াছেন—

"বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরুচিঃ শুচিঃ।
"বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥

এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "ব্রাহ্মণাদি জাতিত্রয় স্ব স্ব কার্য্য দ্বারাই নির্ণীত

---

(1) "The bareheaded and barefooted Gukkers, a tribe of savages, living in the hills and fastnesses to the east of Indus, the ancestors of the modern Dauts"

History of India.
Marshman.

হইয়াছে। অতএব কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি বৈশ্যবৃত্তানুসারী সদ্গোপেরাই যে প্রকৃত প্রমাণসিদ্ধ বৈশ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই, (৯১ পৃঃ দেখ)। কিন্তু ঐ প্রমাণসিদ্ধ বৈশ্যের বংশ যে সদ্গোপ তৎসম্বন্ধে তিনি কোন প্রমাণই দিতে পারেন নাই। সুতরাং এই উপলব্ধি কারণবশতঃ ভৌতিক বিদ্যাবলে স্থাপিত হইয়াছে। যাহা হউক তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে সদ্গোপ অসভ্য (savage) অর্থাৎ জাঠজাতির শাখা। জাঠজাতি শূদ্র, বৈশ্য নহে। তিনি আবার বলিয়াছেন সদ্গোপ ও সুবর্ণবণিক এক বংশজ। কিন্তু সুবর্ণ-বণিক কাংস্যকার ও মণিবন্ধ্যার সঙ্করজাত বর্ণসঙ্করজাতি। সুতরাং তিনি যে সদ্গোপ জাতির কিছুমাত্রই অবগত নহেন অথবা কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

তিনি বলেন যেখানে গো সেইখানেই বৈশ্য, এক্ষণে এই ব্যবস্থা অনু-সারে বৈশ্য নির্ণয় করিতে হইলে যে সকল জাতি এক্ষণে কৃষিবৃত্তি করিতেছে সেই সকলজাতিকেই বৈশ্য বলিতে হইবে। বঙ্গরাষ্ট্রে চাষাধোবা, চণ্ডাল, বাগদি প্রভৃতি জাতি প্রাচীনকাল হইতে কৃষিবৃত্তি করিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের নিকট গো আছে। সুতরাং ঐ বিধি দ্বারা বৈশ্য নির্ণয় করিতে হইলে সদ্গোপ, চাষাধোবা, চণ্ডাল প্রভৃতি বর্ত্তমান কৃষিজীবীদিগকে এক-বংশজ বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যামল হইতে বেদের আবির্ভাব এবং যামলের সময় হইতে বর্ণভেদের সূত্রপাত হয় (১৩৪ ও ১৮২ পৃঃ দেখ)। অতএব বর্ণভেদের সূত্রপাত হইলে বেদের সময় হইতে নিশ্চিত বর্ণ স্থাপনহয়। এই সময়ে যাহারা যে বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিল, তদনুসারে তাহাদের বর্ণ স্থাপন হইয়াছে। মনুষ্য গণের এক সম্প্রদায় গোপালনাদি বৃত্তি দ্বারা তৎকালে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিল, তাহাদিগকে বৈশ্যবর্ণত্বে স্থাপনার্থ সমাজপতি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, যেখানে গো সেইখানেই বৈশ্য অর্থাৎ যাহারা গোপালনাদি বৃত্তিসম্পন্ন, তাহাদিগকেই বৈশ্যবর্ণত্বে স্থাপন করা গেল। ক্রমে ক্রমে এই সম্প্রদায় কৃষিকার্য্য, ও বাণিজ্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করে। এই নিমিত্ত বেদের পর পদ্মপুরাণ প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রের

আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাতে বিবৃত হইয়াছে কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন বৃত্তিই বৈশ্যের বৃত্তি। ঐ বৈশ্যগণের সন্তানেরা অদ্যাবধিও বৈশ্য বলিয়া পরিচিত আছে। তাহাদের মধ্যে কোন কোন বংশ ব্রাত্য হইয়াছিল এবং ঐ ব্রাত্য বৈশ্য ও সংস্কার সম্পন্ন বৈশ্য হইতে সুধন্বাচার্য্য, কারুষ, বিজন্ম, মৈত্র প্রভৃতি বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা মনু—

বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এবচ।
কারুষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এবচ ॥

চতুবর্ণ স্থাপন হইবার পরে তাহাদের অবৈধ সংযোগে গোপাদি বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়। সমাজপতিগণ তাহাদিগকেও ভিন্ন ভিন্ন জাতিত্বে স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপে প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ সমাজবদ্ধ হইয়া আছেন। এক্ষণে সমাজপতিগণ সর্ব্বসমাজস্থ সকলের সম্মতি লইয়া নূতন জাতি স্থাপন করিতে পারেন। তাহা হইলেই নূতন জাতি সর্ব্বসমাজে গৃহীত হইতে পারে, নচেৎ নহে। এতদ্ব্যতীত অন্য কাহারই আর নূতন জাতি স্থাপনে অধিকার নাই। তবে পূর্ব্বস্থাপিত জাতির কেহ ক্রিয়াহীনতা দ্বারা ব্রাত্য হইলে ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ব্রাত্য দোষ খণ্ডন পূর্ব্বক পূর্ব্বসমাজ প্রাপ্ত হইবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে থাকিলে তাহারই ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে, এবং ব্রাত্যসমাজ তদনুসারে কার্য্য করিয়া সমাজ অধিকারকরণে সমর্থ। অতএব সদ্গোপ জাতি শাস্ত্রোক্ত বৈশ্য জাতির ঐ এক শাখা এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ না দর্শাইয়া ইচ্ছামত সদ্গোপকে বৈশ্য বলিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিলে ঐ জাতি ঐ গ্রন্থকারের চক্ষেই বৈশ্যস্বরূপে প্রতিভাত হইবে, সমাজে কখনই বৈশ্য বলিয়া গণ্য হইবে না। যাহাহউক প্রথমে মনুষ্য সংখ্যা অল্প ছিল। এই নিমিত্ত হিন্দুসমাজপতিগণ পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্যবৃত্তি কেবলমাত্র বৈশ্যের বৃত্তি এবং দ্বিজাতির শুশ্রূষা করাই শূদ্রবৃত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু মনুষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে যখন কেবল দ্বিজাতির শুশ্রূষা দ্বারা শূদ্রগণের ভরণপোষণ হইতে পারিল না, তখন বৃত্তিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা সংশোধন করিবার প্রয়োজন হয়। বৈশ্যবর্ণে কিয়ৎ পরিমাণে শূদ্রের গুণ আছে। শূদ্র তমোগুণে এবং বৈশ্য রজঃ ও তমোগুণে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য এই বিধি

করিলেন যে দ্বিজশুশ্রূষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে শূদ্রগণ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দ্বিজদিগের হিতাচরণ করিতে পারিবে, যথা—

শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা তয়াঽজীবন্ বণিগ্ভবেৎ।
শিল্পৈর্ব্বা বিবিধৈর্জীবেদ্দ্বিজাতিহিতমাচরন্॥

এবং দেবল ঋষি শূদ্রদিগের নিমিত্ত এইরূপ ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন যে তাহারা, দ্বিজাতির শুশ্রূষা দ্বারা পাপের শান্তি, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতিপালন, কৃষিকার্য্য, পশুপালন, ভারবহন, দোকানদারি, ব্যবসায়, চিত্রকর্ম্ম, নৃত্য গীত এবং বাঁশী, বীণা, ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ বাদন আদি কার্য্য করিবে যথা—

শূদ্রধর্ম্মো দ্বিজাতিশুশ্রূষা পাপবর্জ্জনং কলত্রাদিপোষণং কর্ষণ পশুপালন ভারোদ্বহনাপণ ব্যবহার চিত্রকর্ম্ম নৃত্যগীত বেণুবীণা মুরজ মৃদঙ্গবাদনাদীনি।

এই সকল বিধি স্থাপন হইলে শূদ্রগণ বৈশ্যবৃত্তি পশুপালন, কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তদবধি অনেক শূদ্রেরাও কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও বাণিজ্যাদি কার্য্য করিয়া আসিতেছে। অতএব " যেখানে গো সেইখানেই বৈশ্য " এই বিধান অনুসারে বর্ত্তমান গোপালনকারী অথবা কৃষিকর্ম্ম বা বাণিজ্য ব্যবসায়ীকে বৈশ্য বলা ভ্রম।

বর্ত্তমান হিন্দুজাতি সমূহের মধ্যে কোন জাতিকে বৈশ্যবংশজ বলিতে হইলে প্রথমতঃ প্রমাণ করিতে হইবে যে ঐ জাতি হিন্দুগণের বর্ণভেদ হওনের সময় যাহারা বৈশ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের অর্থাৎ ব্রহ্মার উরুদেশসম্ভূত বৈশ্যের সন্তান। সদ্গোপজাতি যে ঐ বৈশ্যের বা ব্রাত্যবৈশ্যের সন্তান তাহার কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং এই জাতিকে বৈশ্য বলা শাস্ত্র ও হিন্দুসামাজিক নিয়ম না জানার ফলমাত্র।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে সদ্গোপজাতির বর্ত্তমান রীতিনীতি দ্বারা কি পর্য্যন্ত নির্ণয় হইতে পারে। মনু বলেন, অপরিচিত জাতির মূল তাহার নিন্দিত কর্ম্মানুসারে নির্ণয় করিতে হইবে। যথা—

বর্ণাপেত মবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজং।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যাং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্ব্বিভাবয়েৎ॥

অনার্য্যতা, নিষ্ঠুরতা, পৌরুষভাবিত্ব, হিংসেচ্ছা, এবং বৈধকর্ম্মের অনমু-

ষ্ঠান,—এই সকল লক্ষণহীন যোনিজাত নীচজাতির পরিচয় স্বরূপ, যথা—

অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজং॥

নিন্দিত জাতি পিতার নিন্দিত স্বভাব বা মাতার দুষ্টচরিত্র অনুকরণ, অথবা পিতামাতার স্বভাব পাইবার অনেক আকিঞ্চন করে। নিন্দিত জাতি কখন পিতামাতার নিন্দিত স্বভাব গোপন করিতে পারে না; যথা—

পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতুর্ব্বোভয় মে বা।
ন কথঞ্চন দুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিয়চ্ছতি॥

মহৎ কুলজাত ব্যক্তিও মাতার অজ্ঞাত ব্যভিচার দোষে জারজ হইতে পারে, তথাচ তাহাতে বংশানুরূপ শ্রেষ্ঠ লক্ষণ কিছু না কিছু অবশ্যই থাকিবে, যথা—

কুলেমুখ্যেঽপি জাতস্য যস্য স্যাদ্ যোনিসঙ্করঃ।
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নরোঽল্পমপি বা বহু॥

সর্ব্বপ্রকার গুণের মধ্যে ধর্ম্মগুণই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের একমাত্র লক্ষণ। তাহা না থাকিলে অন্যান্য সকল গুণেরই আধিক্য বিলোপ হয়। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে গুরুভক্তি, গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন, গুরুসেবা, গুরুবংশের মর্য্যাদা ও ব্রাহ্মণের প্রসাদ গ্রহণ ও গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করাই প্রধান ধর্ম্মসাধন ও সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্মের অগ্রগণ্য। যিনি এই কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না, তিনি হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অহিন্দু, হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী ও পাপাত্মা ও পতিত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন।

শাস্ত্রে বিবৃত্ত হইয়াছে, গুরু, গুরুপুত্র-পৌত্রাদি গুরুবংশকে যে ভেদজ্ঞান করে, সে মহাপাপী।

গুরুতন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, গুরুর প্রসাদ ভোজন করিলে কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়; যথা—

গুরোরন্নং মহাদেবী যস্ত ভক্ষণ মাচরেৎ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাত্তস্য নশ্যতি॥

গুরু ও গুরুবংশজের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে কদাচ সন্দেহ করিবে না,

যে তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক বা ঘৃণা করে, সে নিশ্চয়ই নারকী ও পাপাত্মা ; যথা—

গুরূচ্ছিষ্টঞ্চ দেবেশি তৎসুতোচ্ছিষ্টমেব চ।
ভোজনীয়ং ন সন্দেহো বিকারশ্চেদধোগতিঃ॥

ভগবতীর উচ্ছিষ্ট যেমন ব্রহ্মাদি দেবগণের পক্ষে সুদুর্ল্লভ, গুরুর উচ্ছিষ্টও সেইরূপ দুর্ল্লভ ও মহাপবিত্র বস্তু, তদপেক্ষা প্রার্থনীয় পদার্থ আর কিছুই নাই। যথা—

তবোচ্ছিষ্টং মহাদেবি ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্ল্লভং।
গুরূচ্ছিষ্টং তথা প্রোক্তং মহাপূতং পরাৎপরং॥

ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু, যথা—বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ। সুতরাং ব্রাহ্মণের প্রসাদ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি হিন্দুজাতিরই ভোজনীয়। এই নিমিত্ত সকল হিন্দুই প্রাচীনকাল হইতে ব্রাহ্মণের প্রসাদ পাইয়া আসিতেছেন।

সকলেই অবগত আছেন, ব্রাহ্মণের পাতের প্রসাদ সদ্‌গোপ জাতির ঘৃণিত বস্তু। এই জন্য তাহারা ব্রাহ্মণের প্রসাদ পায় না।

কিম্বদন্তী আছে, একদা কোন সদ্‌গোপ গুরুর সহিত স্থানান্তরে যাইতেছিল। পথিমধ্যে নদীপার সময়ে অকস্মাৎ গুরুর হস্তস্থিত গামছা খানি জলে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গুরু শশব্যস্তে শিষ্যকে ঐ গামছা উঠাইয়া লইতে আদেশ করিলেন। শিষ্য বলিল, মহাশয় ওখানি গেল, তাহার জন্য ভাবিত হইবেন না, আমি বাটীতে গিয়া এক খানি নূতন গামছা ক্রয় করিয়া দিব। গুরু কহিলেন, বৎস তুমি আমার শিষ্য,গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করা মহাপাপ, বিশেষ গুরুর দ্রব্যাদি বহন করিয়া গুরুর পরিশ্রম শান্তি করিলে যার পর নাই ধর্ম্ম অর্জ্জন হইয়া থাকে। অতএব কি জন্য তুমি এরূপ পুণ্যপ্রদ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন অপরাধে অপরাধী হইতেছ। সদ্‌গোপ বলিল, তা যা হোক, এরূপ কার্য্য আমাদের সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধ। সুতরাং আমি ঐ কার্য্য করিতে পারিব না। কায়স্থসদ্‌গোপসংহিতাও এই বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে তিনি প্রকৃত অবস্থাকে সুসজ্জিত করণার্থ কথঞ্চিৎ অলঙ্কার দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (৫৮ পৃঃ দেখ)। এই জাতি যুটে

মজুরের ও অপর জাতির পরিচারক ও দাসের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আপন স্বামীর মোট পর্য্যন্ত বহন করিতেছে, তাহাতে তাহারা সমাজচ্যুত হয় না। কিন্তু গুরুর গামছা দৈবাৎ ভূপতিত হইলে তাহা উঠাইয়া লইয়া গুরুকে দিতে হইলে এই জাতির সম্ভ্রম বিনষ্ট হয়। ধন্য জাতি ও সম্ভ্রম। এই জাতি মুটে ও মজুরের কাজ করিয়াও যে দিনপাত করে, এবং ইহাদের মধ্যে অদ্যাপিও যে কুরীতি প্রচলিত আছে, তাহা সদ্গোপ-বান্ধব কায়স্থ-সদ্গোপ-সংহিতাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন (ঐ গ্রন্থের ৭১ পৃঃ দেখ)। যাহা হউক, ধন্য রাঢ়ীয় সমাজ, গুরু ও শিষ্য। অন্য হিন্দুসমাজে এইরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে গুরু অবশ্যই ঐ শিষ্যকে পরিত্যাগ করিতেন। অন্য জাতি দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণও আপন গুরুর তলবী বহন করিয়া থাকেন।

রুদ্রযামলে বিবৃত হইয়াছে, গুরু যে আজ্ঞা করেন কদাচ তাহা লঙ্ঘন করিও না। তাহাতে বিদ্যা, ধন ও জাত্যভিমান করা অকর্ত্তব্য, যথা—

গুর্ব্বাজ্ঞামেব কুর্ব্বীত তদ্গতেনান্তরাত্মনা।
অভিমানো ন কর্ত্তব্য জাতিবিদ্যাধনাদভিঃ॥

হিন্দুদিগের পক্ষে সুরাপান নিষিদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, গুরুর আজ্ঞাবশতঃ সুরাপান করিলেও তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার আবশ্যক নাই, যথা—

সুরাং যদ্যপ্য সংস্কারাং গুরোরাজ্ঞাবশাৎ পিবেৎ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তত্রাপি বেদেঽপিস্থিতমেবহি॥

যোগিনীতন্ত্র।

গুরু যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলেন, তথাপি তাহাতে সম্মত হইবে, যথা—

অপি তন্ত্রবিরুদ্ধং বা গুরুণা কথ্যতে যদি।
তৎসম্মতং ভবেদ্দেবৈর্ম্মহারুদ্রবচো যথা॥

হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন যে গুরুই ব্রহ্ম, শিষ্য গুরুর দাস, শিষ্যের দেহ পর্য্যন্ত গুরুর আজ্ঞাধীন ও আয়ত্তাধীন। হিন্দু অন্তরে থাকুক ম্লেচ্ছ প্রভৃতি জাতিরাও কায়মনোবাক্যে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালনে নিরত। রোমান কাথলিক প্রভৃতি সমস্ত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ পোপের (অভীষ্টদেবের) আজ্ঞা

প্রতিপালনে তৎপর, তাহাতে জাত্যভিমান ও বংশাভিমান করে না। এতাধিক উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াও সদ্গোপজাতি এক্ষণেও যখন হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে এতাধিক অজ্ঞ তখন প্রাচীনকালে এই জাতি যে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম আদৌ অবগত ছিল না এবং তাহারা যে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী অহিন্দু জাতি ছিল, তাহা হিন্দুমাত্রেই বলিতে বাধ্য হইবেন। সুতরাং প্রতীতি হয় যে আদিমকালে এই জাতি হিন্দুশাস্ত্রানুসারী কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত না। কালক্রমে হিন্দুক্রিয়ানিষ্ঠ হইবার নিমিত্ত যত্নবান হইলেও তাহাদের আদিম প্রকৃতি ধারাবাহীরূপে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং গুরুসেবা যে কি প্রকারে করিতে হয় এতাধিক উন্নতি লাভ করিয়াও তাহারা অবগত হইতে পারে নাই।

"চাষা" শব্দ নীচ লোকের প্রতি ব্যবহার হইয়া থাকে। চাষা উপাধি বৈশ্যের নহে, এবং বৈশ্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতিকে কেহই চাষা বলে না। অসভ্যকেই (savage) লোকে চাষা বলিয়া থাকে। যদি কোন ভদ্রবংশজ ব্যক্তি অসভ্য ব্যবহারে নিরত হয় তাহা হইলে লোকে তাহাকেই বলিয়া থাকে "এটা চাষা।" রাঢ়ীয়গণ সদ্গোপকে চাষা বলিয়া ঘৃণা করে, এ বিষয় সদ্গোপ-বান্ধব কায়স্থ-সদ্গোপসংহিতাকারও স্বীকার করিয়াছেন। অতএব এতদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে প্রাচীনকালে সদ্গোপজাতি অসভ্য ও অনার্য্য জাতি ছিল, এই হেতু তাহারা রাঢ়ীয় সমাজে (savage) চাষা উপাধিতে পরিচিত হইয়াছে। অতএব হিন্দুদিগের প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য অর্থাৎ বিপ্রভক্তি, বিপ্রমর্য্যাদা ও গুরুভক্তি সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় বচন ও সদ্গোপ জাতির সামাজিক ব্যবহার এবং তাহাদের "চাষা" উপাধি একত্রিত করিয়া প্রণিধান করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীনকালে এই জাতি হিন্দুসমাজভুক্ত ছিল না, তাহারা অসভ্য অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী বনজ ম্লেচ্ছ বা পিশাচ জাতির ন্যায় ছিল। কায়স্থ ব্রাহ্মণগণ বঙ্গবিভাগ হইতে রাঢ়খণ্ডে বসবাস করিলে ইহারা তাহাদের সহবাসে এই স্থানের অন্যান্য অধিবাসী অপেক্ষা প্রথম কিয়ৎপরিমাণে হিন্দুধর্ম্ম অবগত হইয়া হিন্দুক্রিয়ানিষ্ঠ হইলে ক্রমে ক্রমে আচরণীয় ব্রাহ্মণ সংগ্রহ পূর্ব্বক এস্থানের নবশায়কের অগ্রগণ্য হইয়াছে।

তর্ক হইতে পারে যে সদ্গোপজাতি প্রাচীনকালে প্রকৃতার্থে হিন্দুজাতি

না হইলে আর্য্য (আচরণীয়) ব্রাহ্মণগণ কি নিমিত্ত ইহাদের যাজক হইলেন এবং কি নিমিত্তই বা রাঢ়ীয় সমাজের হিন্দুগণ ইহাদিগকে জল আচরণীয় বলিয়া গ্রহণ করিলেন ? কিন্তু রাঢ়ীয় সমাজের কথা স্বতন্ত্র।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে রাঢ়বিভাগে প্রথমে অসভ্য অশিষ্ট ও মূঢ়জাতির বাস ছিল। সুতরাং প্রতীতি হয় যে এস্থানে প্রথমে বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত অথবা বিশেষ সমাজবন্ধন ছিল না। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ এস্থানে বাস করিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত করিলে হিন্দুসমাজবন্ধন স্থাপনের চেষ্টা হয়। কালক্রমে রঘুনন্দন নানা শাস্ত্র হইতে নানা বিষয়ের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এস্থানের সমাজের নিমিত্ত নূতন আইন (স্মৃতি) প্রণয়ন করেন। তাহাই নূতন স্মৃতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। রঘুনন্দনের আইন ব্যতীত কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে শ্রীরাম ভট্টাচার্য্যের মতও প্রচলিত আছে। যাহাহউক ঐ সকল মত স্থাপন হইবার পূর্ব্বে এস্থানে হিন্দুনিয়ম সম্যক প্রচলিত থাকিলে নূতন আইন স্থাপন হইবার কোন কারণই ছিল না, হইলেও তাহা আদৃত হইত না। যেস্থানে প্রাচীনকাল হইতে প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের হিন্দু নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে সেস্থানে রঘুনন্দন কি শ্রীরাম ভট্টাচার্য্যের মত সম্যকরূপে গৃহীত হয় নাই। এইজন্যই ঐ সকল স্মৃতি সাধারণতঃ সর্ব্বস্থানের প্রমাণ্য নহে। অতএব এই সকল অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে রাঢ়ীয় হিন্দুসমাজ স্থাপনের সময়ে যাহারা ধনাঢ্য ও উন্নতিশীল ও নবশায়কের বৃত্তিসম্পন্ন ছিল তাহাদের মূলানুসন্ধান না করিয়া বৃত্তি অনুসারে তাহাদিগকে আচরণীয় জাতিস্বরূপ গণ্য করিয়া আচরণীয় ব্রাহ্মণগণ তাহাদের যাজক হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান রাঢ়ীয় সমাজের ব্রাহ্মণগণও অতিশয় লোভী। যে কোন জাতি হউক ধনাঢ্য হইলেই তদ্দ্বারা প্রতিপালিত হইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা এতাধিক লোভী যে উচ্ছিষ্ট ও সংস্পর্শ দোষ অল্পই বিচার করিয়া থাকেন। জলপানের নিমন্ত্রণ হইলে ত রক্ষাই নাই। তখন তাঁহারা স্ব স্ব উচ্ছিষ্ট পাত্রের এবং আহ্বানকারীর দত্ত স্বতন্ত্র লুচি তরকারী (ছক্কা) ও দধি উচ্ছিষ্ট মুখে লইয়া যাইয়া পরিবারকে ভোজন করাইতে অথবা আবশ্যক

মতে বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত হন না। বিশেষ এস্থানে ধনেই শ্রেষ্ঠতা, যে কোন বৃত্তি দ্বারাই হউক ধনাঢ্য হইলেই এস্থানে আচরণীয় হওয়া যায়। হুগলী জেলার অন্তর্গত খাঁ উপাধিসম্পন্ন মদ্যব্যবসায়ী সুঁড়ী আচরণীয় ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইয়াছে। যুবরাজ কলিকাতায় আগমন করিলে তৎকালীয় মান্যতম অধ্যাপক অর্থাৎ ভূতপূর্ব্ব মহিমাবর ৺ ভরতচন্দ্র শিরোমণি তাঁহাকে বেদ উচ্চারণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ ও অর্ঘ্য প্রদান করেন। এই হেতু কাশ্মীরাধিপতি ইচ্ছানুসারে এ স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগকে কিছুই দান করেন নাই, এবং ঐ কার্য্য হেতু তিনি যে এস্থানের ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃণা করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। এস্থানের অনেক ব্রাহ্মণ মৎস্য, দুগ্ধ ও আলুর দমাদি বিক্রয় করে, তাহাতে তাহারা সমাজচ্যুত হয় না। যদিও অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বঙ্গদেশস্থ বৈদ্যজাতি অর্থবলে উপবীত গ্রহণের অশাস্ত্রীয় পাতি প্রাপ্ত হইয়াছে তথাপি পূর্ব্বাঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা ঐ উপবীত সম্বন্ধীয় আচার্য্য কার্য্য করণে অনিচ্ছুক। একজন অধ্যাপক ঐ কার্য্য করিয়া সমাজে যেরূপে গৃহীত হইতেছেন তাহা পূর্ব্বাঞ্চল সমাজপতিগণ অবগত আছেন। এই নিমিত্ত কলিকাতা হইতে অর্থ প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ লইয়া যাইয়া তাহাদের দ্বারা আচার্য্যের কার্য্য নিষ্পাদন করা হইতেছে। অতএব উন্নতশীল সদ্গোপ জাতি যে কালক্রমে এস্থানের আচরণীয় ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাতে আর বিচিত্র কি? এ খণ্ডে অনেক প্রতাপশালী নীচজাতিরা বল দ্বারাও আচরণীয় ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

শাস্ত্র দ্বারা সদ্গোপ জাতির মূল নির্ণয় করণার্থ চেষ্টা করিয়া কেবল ইহাই স্থির হইল যে এই জাতি প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের অপরিচিত অসভ্য (savage) ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী জাতি ছিল। কিন্তু যাহারা তন্ত্র, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। সদ্গোপ জাতি যে তাহাদের অপরিচিত থাকিবে তাহা কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে এই জাতি হিন্দুদিগের পরিচিত ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ও হিন্দুক্রিয়া-রহিত কোন জাতি হইতে বহির্গত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা আবশ্যক ঐরূপ কোন জাতি হইতে রাঢ়ীয় সদ্গোপ জাতি বহির্গত হইয়াছে। এই

বিষয় নির্ণয় করিতে হইলে প্রচলিত জনশ্রুতির প্রতি নির্ভর করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। কারণ, কোন্ জাতি হইতে সদ্গোপ বহির্গত হইয়াছে তাহার কোন লিখিত প্রমাণ নাই। সুতরাং জনশ্রুতি দ্বারা ঐ বিষয় মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। জনশ্রুতির সত্যতার বিরুদ্ধে লিখিত প্রমাণ না থাকিলে জনশ্রুতি যে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ তাহা সকলেই অবগত আছেন।

রাঢ়খণ্ডে প্রাচীনকাল হইতে এই জনশ্রুতি (Tradition) প্রচলিত আছে যে পল্লব গোপবংশজ কালুঘোষ ও মুরলী দুই সহোদর ছিল। তন্মধ্যে একজন জাতীয় কুরীতি, কুনীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পল্লবজাতির আদিম ক্রিয়া অপেক্ষা সৎক্রিয়ানুষ্ঠানে নিরত হওয়ায় সদ্গোপ অর্থাৎ তাহার ভ্রাতা পল্লব গোপাপেক্ষা সৎ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এই উপাধি প্রাপ্ত হয়। কালক্রমে ঐ উপাধি জাতিগত হইয়া বঙ্গরাষ্ট্রের রাঢ়খণ্ডের জলাচরণীয় সদ্গোপ নামা একটী আধুনিক জাতি স্থাপন হইয়াছে। কিন্তু মূলে ইহারা ঘৃণিত অসভ্য জাতি ছিল এই নিমিত্ত ইহারা ঘৃণাসূচক "চাষা" বা "নাঙ্গালা" আখ্যায় পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

এস্থলে একটী বিষয় বলা আবশ্যক। শূদ্রসম্প্রদায় হইতে বর্ণভেদ হওনের সময়ে চাষ্যবৃত্তি আর্য্যবৃত্তি বলিয়া গণ্য হইলেও কালক্রমে ঐ বৃত্তি অনার্য্য বৃত্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছে এই নিমিত্ত আর্য্যবর্ণত্রয়ের মধ্যে কোন বর্ণ কেবল চাষ্যবৃত্তিতেই নিরত থাকিলে তাহারা নাঙ্গলা বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। কালক্রমে চাষ্যবৃত্তি অনার্য্যবৃত্তিস্বরূপ পরিগণিত হইলে দেবল ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি আইনকর্ত্তারা শূদ্রজাতিকে ঐ বৃত্তিতে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব ঐ বিধি অনুসারে যখন শূদ্র ও বর্ণসঙ্করজাতিরা চাষ্যবৃত্তি অধিকার করিয়াছে তখন ঐ বৃত্তি আর আর্য্যবৃত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

সদ্গোপ ও পল্লবগোপ যে এক বংশ তাহা সদ্গোপ-বান্ধব কায়স্থ-সদ্গোপ-সংহিতাকারও স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি তৎসম্বন্ধীয় জনশ্রুতির রূপান্তর করিয়া বলিয়াছেন "অধুনা যাঁহারা সদ্গোপজাতির শ্রেষ্ঠতা স্বীকারে অনিচ্ছুক ও এ জাতির প্রশংসা করিলে যাঁহাদিগের গাত্রদাহ

উপস্থিত হয়, তাঁহারা কহেন " ইহারা গোয়ালার জাতি, পূর্ব্বে ইহারা এক ছিল, পরে পল্লবেরা নীচ ব্যবহার দ্বারা পতিত হইয়াছে এবং সদ্‌গোপেরা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে।" ভাল যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে সদ্‌গোপের পক্ষে ক্ষতি কি ? পল্লবেরা শাস্ত্রনিষিদ্ধ অসৎকর্ম্ম দ্বারা বা ব্রাত্যদোষে পতিত হইয়া নিকৃষ্ট হইয়াছে একথা এখন বলিবার প্রয়োজন কি ? ইহাতে বরং সদ্‌গোপের বৈশ্যত্বের আরও প্রতিপোষণ করা হইতেছে, অর্থাৎ প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, সদ্গোপ কখন কোন অশাস্ত্রীয় কার্য্য করে নাই, চিরকালই সদাচারে ও স্ববৃত্তিতে কালযাপন করিয়াছে। * *। সদ্গোপ গোয়ালা হইয়াছে বটে, কিন্তু গোয়ালা কখন সদ্‌গোপ হইতে পারে নাই।' তিনি বলিয়াছেন " পরে পল্লবেরা নীচ ব্যবহার দ্বারা পতিত হইয়াছে এবং সদ্‌গোপেরা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে "—ইহা সম্পূর্ণ অসত্য, ইহা কেবল ঐ গ্রন্থকর্ত্তার স্বকপোলকল্পিত মাত্র। প্রকৃত অবস্থা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে অর্থাৎ পল্লবগোপেরা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে তাহাদের এক বংশ সৎ আচারসম্পন্ন হইয়া সদ্গোপ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

গ্রন্থকার বলেন " পল্লবেরা শাস্ত্রনিষিদ্ধ অসৎকর্ম্ম দ্বারা বা ব্রাত্যদোষে পতিত হইয়া নিকৃষ্ট হইয়াছে একথা এখন বলিবার প্রয়োজন কি ?" কিন্তু পল্লবগোপ যে ব্রাত্যদোষে পতিত একথা কেহই বলে না। সকলেই বলিয়া থাকে ও প্রসিদ্ধ জনশ্রুতি এই যে পল্লবগোপ অনাচরণীয় জাতি তাহাদের এক বংশ সৎক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা সদ্‌গোপসংজ্ঞায় রাঢ়ীয় সমাজে আচরণীয় হইয়াছে। তাহার লিখনভাবে বুঝাইতেছে যেন সদ্‌গোপ ব্রাত্য নহে তাহারা দশসংস্কারসম্পন্ন। কৈ ? সদ্‌গোপগণের কেহই ত দশসংস্কারসম্পন্ন নহে। তাহাদের কেহই সাবিত্রীসংস্কারসম্পন্ন নহে। বরং আমরা বিশেষমতে অবগত আছি এ পর্য্যন্ত তাহাদের অনেকের মধ্যে গর্ভাধান ও সূর্য্যার্ঘ্য বিবাহ প্রভৃতি অনেক সংস্কার নাই। যাহাহউক গ্রন্থকার ব্রাত্যশব্দের অর্থ অবগত নহেন এই জন্যই তিনি ব্রাত্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। শাস্ত্রনিষিদ্ধ অসৎকর্ম্মকারীকে ব্রাত্য বলে না। ব্রাত্য হইয়াও শাস্ত্রসম্মত সৎকার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারে ও করিয়া আসিতেছে। ব্রাত্য শব্দের অর্থ দশসংস্কারহীন।

তিনি তৎপরে বলিয়াছেন যে উল্লিখিত অবস্থা দ্বারা বরং সদ্‌গোপের বৈশ্যত্বের আরও প্রতিপোষণ করা হইতেছে অর্থাৎ প্রমাণীকৃত হইতেছে যে "সদ্‌গোপ কখন কোন অশাস্ত্রীয় কার্য্য করে নাই, চিরকালই সদাচারে ও স্ববৃত্তিতে কালযাপন করিয়াছে।" এতদ্দ্বারা গ্রন্থকার সদ্‌গোপকে সদাচার সম্পন্ন বৈশ্য ও পল্লবগোপকে আচারভ্রষ্ট বৈশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু সদ্‌গোপ আচারসম্পন্ন বৈশ্য হইলে অবশ্যই তাহাদের সাবিত্রী-সংস্কার ও যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি বেদোক্ত বা তন্ত্রোক্ত সমস্ত সংস্কার থাকিত? বিশেষ পল্লবগোপ ও তাহার সদাচারসম্পন্ন এক বংশ অর্থাৎ আধুনিক রাঢ়ীয় সদ্‌গোপ যে বৈশ্যের আত্মজ তিনি এই বিষয়ের প্রমাণ দিতে অসমর্থ হইয়াছেন। যাহাহউক সদ্‌গোপ যে বৈশ্য নহে, প্রাচীনকালে অসভ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ম্লেচ্ছ বা অহিন্দু জাতি ছিল তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে।

সদ্‌গোপ বান্ধবের লিখন এবং প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে প্রমাণ হয় যে রাঢ়ীয় সদ্‌গোপ ও পল্লবগোপ এক বংশ। এক্ষণে দেখা আবশ্যক কিরূপে পল্লবের উৎপত্তি হইয়াছে? ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের যুদ্ধ সময়ে কামধেনুর গুহ্যদেশ হইতে যে বায়ু নির্গত হয়, তাহাতে "ম্লেচ্ছ" পল্লবজাতির উৎপত্তি। সুতরাং পল্লবজাতিকে গুকর্ষ অর্থাৎ গুহ্যচালিত জাতিও বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক প্রাচীনকালে হিন্দুগণ কাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বৌধায়ন বলেন যাহারা গোমাংসখাদক, শাস্ত্রবিরুদ্ধ বহুভাষী অর্থাৎ বাচাল ও আচারশূন্য তাহারাই ম্লেচ্ছ, যথা—

গোমাংসখাদকোযশ্চ বিরুদ্ধং বহুভাষতে।
সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে॥

অনেকে অবগত আছেন পল্লবের মধ্যে অনেকে এক্ষণেও গরুর অণ্ড তোলাইয়া দিয়া মজুরী গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ এবং ফুকা দিয়া দুগ্ধ দোহন করিতেছে। যাহা হউক ম্লেচ্ছজাতিরা সত্যযুগে আর্য্যদেশ হইতে দূরীকৃত হইয়া দেশত্যাগী অর্থাৎ পর্ব্বতে, পতিত স্থানে ও অরণ্যে বাস করে, ত্রেতাযুগে তাহারা ঐ সকল স্থানে গ্রাম স্থাপন করে অর্থাৎ তাহাদের বংশ

বর্দ্ধিত হইলে তাহারা যে সকল স্থানে বাস করিয়াছিল তাহা গ্রাম বলিয়া গণ্য হয়, দ্বাপরযুগে তাহারা এক এক কুল স্থাপন অর্থাৎ নিয়মসম্পন্ন সমাজবদ্ধ এবং কলিযুগে তাহারা কর্তৃত্বপদে ও নিযুক্ত হইয়াছে, যথা—

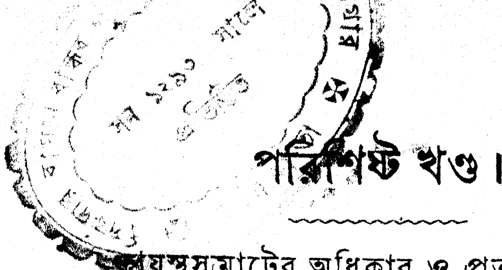
ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসৃজেৎ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্ত্তারন্তু কলৌযুগে॥

ম্লেচ্ছগণ আর্য্য দেশত্যাগী হইয়া পর্ব্বতে, অরণ্যে ও আর্য্যপরিত্যক্ত বঙ্গদেশ প্রভৃতি পতিত স্থানে বাস করিয়া অসভ্য অর্থাৎ চাষা বা অনার্য্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

এস্থলে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে গোপশব্দ জাতিবাচক নহে উপাধিবাচক। গোপালনবৃত্তি দ্বারা যে জাতি জীবিকানির্ব্বাহ করে তাহাকে গোপ বলে। সুতরাং পল্লবগোপ জাতিতে গোপ নহে, জাতিতে পল্লব, রাঢ়ীয় সমাজে গোপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

অনেকে বলিতে পারেন যে যখন সৎশব্দার্থ শ্রেষ্ঠ, তখন রাঢ়ীয় সদ্গোপার্থে রাঢ়ীয়গোপ (পল্লবগোপ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অন্যান্য সমাজস্থ শাস্ত্রোক্ত আচরণীয় গোপ বুঝাইবে অর্থাৎ অন্যান্য হিন্দুসমাজে যাহারা আচরণীয় গোপ তাহার বংশধরেরাই রাঢ়ীয়সমাজে সদ্গোপসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু আচরণীয়গোপ ব্রাহ্মণের পাতের প্রসাদ ভোজন এবং গুরুর গামছা ও তল্পী বহন করিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদিগকে সমাজচ্যুত হইতে হয় না। বরং তাহারা এই সকল কার্য্য হিন্দুধর্ম্মানুসারে মোক্ষ লাভের সোপানস্বরূপ গণ্য করিয়া থাকে। কিন্তু সদ্গোপগণ এই সকল কার্য্যকে ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া গণ্য করে। বিশেষ তাহারা শাস্ত্রোক্ত আচরণীয় গোপ বলিয়া স্বীকার করে না। সুতরাং রাঢ়ীয় সদ্গোপকে অন্যান্য সমাজস্থ আচরণীয় গোপ বলা যাইতে পারে না। যাহাহউক রাঢ়ীয় সদ্গোপ কেবল রাঢ়ীয় সমাজেই আচরণীয়, অন্য সমাজে এই সংজ্ঞায় কোন আচরণীয় জাতিই নাই। ইহারা ও পল্লবগোপেরা প্রথমে একবংশজ ছিল।

সমাপ্তশ্চায়ং দ্বিতীয়োভাগঃ।



পরিশিষ্ট খণ্ড।

কায়স্থসম্রাটের অধিকার ও প্রতাপ নির্ণয়।

আর্য্যকায়স্থ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ বঙ্গীয় কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণের যাঁহারা ভারতবর্ষের সম্রাট ছিলেন, তন্মধ্যে কোন কোন সম্রাটের নাম ও প্রতাপ এসিয়াটিক রিসার্চে উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগ কায়স্থপুরাণের মুদ্রাকার্য্য সমাপ্ত হইলে পর অনেকে ঐ সম্রাটগণের ইতিবৃত্ত এই খণ্ডে উল্লেখ করিবার অনুরোধ করেন। প্রাচীনকালে কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ অর্থাৎ কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালের অধিপতি ও ভারতের সম্রাট ছিলেন এবং বঙ্গদেশ বিজেতার অধীনস্থ হইলেও তাঁহাদের ক্ষত্রিয় বীর্য্য একবারে বিলুপ্ত না হওয়ার বিষয় যদিও ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করাই যখন কায়স্থপুরাণের মূল উদ্দেশ্য, তখন যে পর্য্যন্ত সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। অতএব ঐ বংশীয় সম্রাটগণের মধ্যে যাহাদের প্রতাপ ও বীর্য্য, সূর্য্য, চন্দ্র ও মনুবংশীয় ক্ষত্রিয়-সম্রাট অপেক্ষা প্রবল, বিস্তৃত ও প্রভাসম্পন্ন ছিল এবং বঙ্গদেশ মুসলমান বাদসাহের অধীন হইলেও ঐ বংশীয় জমীদারগণের মধ্যে যাহাদের প্রতাপ ও বীর্য্য মুসলমান বাদসাহের অনিষ্টকর হইয়াছিল, তাঁহাদের বিষয় এস্থলে কথঞ্চিৎ বর্ণনা করা গেল।

কায়স্থপুরাণ প্রথমভাগে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, মৌলিক কায়স্থগণ গৌর কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) পুরুষোত্তম চিত্রগুপ্তের বংশজ ও গৌরদেশের চিরাধিবাসী এবং গৌরদেশ আর্য্যদেশ বর্ত্তমান রাজসাহী জেলা। রাজসাহী শব্দ পারস্য ভাষা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। "সাহ" শব্দ হইতে সাহী হইয়াছে। "সাহ" শব্দের অর্থ স্বাধীন রাজ্যাধিপতি, যথা "সাহেইরাণ," "সাহে আউধ"। সুতরাং স্বাধীন রাজ্যাধিপতি রাজাগণের বাসস্থানকে মুসলমান বাদসাহগণ "রাজসাহী" নাম প্রদান করিয়াছিলেন, তৎপরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত বঙ্গদেশ ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বিভক্ত হইলে গৌরদেশ "রাজসাহী" জেলা বলিয়া সংজ্ঞিত ও বঙ্গদেশের অন্তর্গত হইয়াছে।

কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে গৌর কায়স্থ অর্থাৎ মৌলিক কায়স্থ পালবংশজ সম্রাট ভূপালের বংশধর দেবপাল দেব গঙ্গোত্রী হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর এবং লক্ষ্মীকোল অর্থাৎ প্রাচীন ঢাকা জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান লক্ষ্মীপুর হইতে পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া পরিশেষে কাম্বোজ, হূণ ও পারসীক রাজ্য (পারসিয়া) জয় করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বিজয়ী সেনা সহ যখন মুদ্গাগিরিতে (মুঙ্গেরে) অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন যে সকল বীর্য্যশালী অন্যান্য নরপতিগণ তাঁহাকে সম্মান প্রদানার্থ দর্শন করিতে তথায় আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অশ্বগণের পদধূলিতে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন এবং সৈন্য-পদভরে পৃথ্বী ভারাক্রান্তা হইয়া রসাতলগামী হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তিনি নদী পার হওনার্থ যে নৌসেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা এতাধিক উচ্চ ও দীর্ঘ, যে তাহা হিমাচল বলিয়া মানবগণের ভ্রম জন্মিয়াছিল। তিনি রত্নখচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া জম্বুদ্বীপের সমস্ত বিজিত ভূপতিগণ যে প্রকারে তাঁহাকে করপ্রদান ও তাঁহারা যে প্রণালীতে রাজ্যশাসন এবং তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে যে নিয়মে শাসন করিবেন তৎসম্বন্ধে দুই খানি অনুশাসন পত্র সংরচিত হইয়াছিল। তাহার এক খানি মুঙ্গেরে ও আর এক খানি বুদাল নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মন্ত্রীর নাম কেদার মিশ্র। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি প্রভাবে তিনি হূণদিগের দেশ জয় করিয়া উৎকলকুলের গর্ব্ব খর্ব্ব, দ্রাবিড় রাজ্যের মহিমা নষ্ট ও গুর্জ্জরের শ্রীভ্রষ্ট করিয়া সার্ব্বভৌম সমুদ্র মেখল রাজসিংহাসন উপভোগ পূর্ব্বক কাম্বোজ দেশ আক্রমণ করেন। এই সম্রাট সম্বন্ধে এসিয়াটিক রিসার্চের প্রথমভাগে এইরূপ লিখিত আছে (১)।

---

(১) "At Moodgoghiri where is encamped his victorious army; accross whose river is constructed for a road a bridge of boats; which is mistaken for a chain of Mountains; * * whither the princes of the north send so many troops of horse that the dust of their hoofs spreads darkness on all sides; whither so many mighty chiefs of Jamboo Dwipa resort to pay their respects, that the earth sinks beneath the weight of the

সিংহবংশজ রাজা সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয় সিংহ পিতৃরাজ্য গৌর হইতে কোন অপরাধ বশতঃ নির্ব্বাসিত হইলে তিনি সাত শত অনুচর লইয়া অর্ণবপোতে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্রপথে গমন করিতে করিতে এক দ্বীপে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ পরাক্রমশালী ভূপতিকে পরাজয় করতঃ ঐ দ্বীপের সিংহাসন অধিকার করিয়া তথায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাস বঙ্গদেশ হইতে গমন পূর্ব্বক তাঁহার মন্ত্রীর নিকট হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন (১)। সিংহবংশজ রাজা কর্তৃক দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শাসিত হওয়ায় ঐ দ্বীপ সিংহল বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। অনেকে সিংহলকে বর্ত্তমান সিলন ও প্রাচীন লঙ্কা দ্বীপ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এই মতের সহিত ঐক্য হইতে পারি না। আমাদের মতে সিংহল বর্ত্তমান সিংহপুর (Singapur) হইতে পারে। বুদ্ধদেব যে বৎসর মানবলীলা সম্বরণ করিয়া ব্রহ্মমূর্ত্তি ধারণ করেন, অর্থাৎ প্রায় ২৩০০ বৎসর হইল পাণ্ডুবাস সিংহলের সিংহাসন অধিকার করেন। গৌরদেশ অর্থাৎ রাজসাহী জেলা কালক্রমে বঙ্গদেশ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং কোন কোন গ্রন্থকার বিজয় সিংহ বঙ্গাধিপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

---

feet of their attendants. Here Deva Pall Deva who walking in the foot*steps of the mighty Lord of the Soogots * * issues his commands."

"He who conquered the earth from the source of the Ganges as far as the well known bridge, which was constructed by the enemy of Dasasya, from the river of Luckhicool, as far as the habitation of Boroon, * * who going to subdue other princes, his young horses meeting their females at Kamboge, they mutually neiged for joy."

"Trusting to his (Kedar Misser) wisdom, the king of Gour for a long time enjoyed the country of the eradicated race of Ootkola, the king of Dravir and Goorjas whose glory was reduced, and the universal sea-girt throne."

(১) মহাবংশ ও রাজরত্নাকরি গ্রন্থে সিংহলের বিবরণ দেখ।

ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে, ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়গণই কালক্রমে বৌদ্ধ হইয়া বেদ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থানুসারী কর্ম্মকাণ্ডের বিদ্বেষী হন এবং সর্ব্বত্রে আপনাদের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করণের চেষ্টা করেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা ব্রাহ্মণের বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। শাক্য সিংহ ক্ষত্রিয়, এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে তিনিই বুদ্ধদেব, তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি শ্রীক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। বৌদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি যে বৌদ্ধগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং জগন্নাথদেবের মন্দিরও যে বৌদ্ধ রাজাগণের নির্ম্মিত, তাহা কাজে কাজেই প্রমাণ হইতেছে। সকলেই অবগত আছেন উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজাগণ অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন, তাঁহারা এক সময়ে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারাই জগদ্বিখ্যাত জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রস্তুত করান। কলভিন সাহেব যে অনুশাসন প্রাপ্ত হন, তদ্দৃষ্টে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে অনন্ত বর্ম্মা ঐ গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ, প্রায় ৮০০ বৎসর হইল তিনি গঙ্গার দক্ষিণ রাঢ়খণ্ডের অধিপতি ছিলেন (১)। বর্ম্মা উপাধি সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়ের উপাধি। সুতরাং অনন্ত বর্ম্মা যে জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক কোন্ ক্ষত্রিয়েরা বর্ম্মা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে হিন্দুসমাজে এক প্রকার ক্ষত্রিয় ছিল না। সূর্য্য, চন্দ্র, মনু, কায়স্থ অর্থাৎ ব্রহ্মকায়স্থবংশজ (ব্রহ্মার বাহুজাত) প্রভৃতি আট প্রকার ক্ষত্রিয় ছিল। শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে ক্ষত্রিয়ের উপাধি দেব, রায়, এত্তা, ভূভুজ এবং বর্ম্মা। যখন ধরাতলে আট প্রকার

(১) "An inscription procured, since Mr. Stirling wrote, by Mr. Colvin, shews that Choranga was not the founder of the Gunga Vansa family, but that the frist who came into Kalinga was Ananta Barma, sovereign of Gunga Rahri, the low country on the right bank of the Ganges * *; this occurred at the end of eleventh century of our era"

P. CXXVIII. Wilson's preface to
The Mackenzie Collection.

ক্ষত্রিয় বংশ আছে, তখন " বর্ম্মা " বলিলে কায়স্থ অর্থাৎ ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়কে না বুঝাইয়া যে সূর্য্য, চন্দ্র ও মনুবংশীয় ক্ষত্রিয়কে বুঝাইবে, তাহা বলা বিদ্বেষবুদ্ধি মাত্র। ব্যোমসংহিতায় বিবৃত হইয়াছে, কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণই (ব্রহ্মকায়স্থ) কলিতে নিশ্চিত ক্ষত্রিয়, তাহারা বর্ম্মা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে বর্ম্মা উপাধিধারী ক্ষত্রিয়গণই কায়স্থ ক্ষত্রিয়-বংশজ। কায়স্থ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ মৌলিক কায়স্থগণের পদ্ধতির মধ্যে বর্ম্মা পদ্ধতিও আছে।

দ্বাপরের শেষ ও কলির প্রথমে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় সম্রাট যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহাতে সূর্য্য, চন্দ্র ও মনুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ একবারে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিলেন। কলির প্রথম ও যুধিষ্ঠিরের সময়ের বহু পূর্ব্বে অর্থাৎ দ্বাপরের রৌচ মনুর কল্পে কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের অধিকার বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হয়। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে কায়স্থ চিত্রগুপ্ত চিত্রসেন ও বিচিত্র ত্রিলোকের অধিপতি হইলেও কালক্রমে তাঁহার বংশধরেরা সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়াপেক্ষা হীনবল হইয়া যুধিষ্ঠিরের সময় পর্য্যন্ত ঐ ভাবে কাটাইয়াছিলেন। সুতরাং তৎকালে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের ন্যায় বিখ্যাত ছিলেন না। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের পর কলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই যুগে কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ বর্ম্মা অর্থাৎ কবচ অস্ত্রবলে বলবান হইয়া সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি হইয়া তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় বেদধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা হীনবীর্য্য ছিলেন। এই সকল কারণে কায়স্থ (ব্রহ্মকায়স্থ) কলিযুগে নিশ্চয় ক্ষত্রিয়, তাহারা বর্ম্মা অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ, যপ যজ্ঞে নিরত ও রাজা এই সংজ্ঞায় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ব্যোমসংহিতায় লিখিত হইয়াছে যে কায়স্থগণ কলিতে বর্ম্মা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। অতএব উল্লিখিত অবস্থা সকল একত্রিত করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে প্রণিধান করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ অনন্ত বর্ম্মা জাতিতে কায়স্থ (ব্রহ্মকায়স্থ) ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি গঙ্গার দক্ষিণ রাঢ়খণ্ডের অধিপতি ছিলেন। সুতরাং তাঁহার বংশধরেরা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। পরাশরসংহিতায় বিবৃত হইয়াছে

কায়স্থ চিত্রগুপ্ত স্বর্গে এবং চিত্রসেন (শ্রেণী) পৃথিবীতে রহিলেন। চিত্রসেনের বংশধরেরা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করিয়া স্থানীয় নামানুসারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সংজ্ঞায় পরিচিত হইয়াছেন। এইরূপে কায়স্থ চিত্রসেনের বংশধরেরা দক্ষিণ রাঢ় অধিকার করিয়া দক্ষিণ রাঢ়ীয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। অতএব অনন্ত বর্ম্মা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থবংশজ ছিলেন।

বুদ্ধদেবের মন্দির দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয় অনন্ত বর্ম্মার বংশধরের নির্ম্মিত বলিয়া যাহা বিবৃত হইয়াছে, প্রচলিত জনশ্রুতি ও ক্ষেত্র মাহাত্ম্যের সহিত তাহা অনৈক্য হইতেছে। ঐ মন্দির ইন্দ্রদেবন রাজা কর্তৃক নির্ম্মিত, ইহা প্রাচীন সম্প্রদায় মাত্রই বলিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে ইন্দ্রদেবন রাজা ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কোন্ দেবতার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবেন চিন্তা করণানন্তর উপদেশ গ্রহণ করণার্থ কোন ঋষির নিকটে গমন করেন। ঐ ঋষি তৎকালে যোগাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁহাকে কোন কথা বলিতে না পারিয়া করজোড়ে তাঁহার নিকটে উপস্থিত রহিলেন। এইরূপে কয়েক যুগ অতিবাহিত হইলে একদা ঋষিবর যোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নেত্র উন্মিলন করিয়া রাজাকে দর্শন ও তাহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যে কারণে তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছেন, তাহা নিবেদন করিলেন। তৎ শ্রবণে কোন্ দেবের প্রতিমূর্ত্তি ঐ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য—এই বিষয় নির্ণয় করণার্থ ঋষিবর পুনর্ব্বার ধ্যানে নিরত হইলেন। এইরূপে পুনর্ব্বার কয়েক যুগ অতিবাহিত হইল। ইতিমধ্যে সমুদ্র-ধৌত-বালুকা দ্বারা ক্রমে ক্রমে আচ্ছাদিত হইয়া ঐ মন্দির আর দৃষ্টিগোচর হইল না।

জগন্নাথদেবের (বুদ্ধদেবের) মন্দির যে স্থানে বালুকাবৃত পৃথ্বীতলে ছিল, সেই স্থান দিয়া একদা গঙ্গাবংশীয় কোন রাজা রথে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ রথচক্র আবদ্ধ হইল। রাজা রথ হইতে নামিয়া চক্র বদ্ধের কারণ নির্ণয় করিতে করিতে চক্রপার্শ্বে মন্দির-চক্রের লৌহ দৃষ্ট করিলেন। তদ্দর্শনে তিনি ঐ স্থান খনন করিবার আদেশ করেন। ক্রমে খনন করিতে করিতে জগন্নাথদেবের মন্দির ও তাহার সংলগ্ন অন্যান্য ইমারত

বহির্গত হইলে ঐ রাজা তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া স্থাপন করিলেন।

এদিকে ইন্দ্রদেবন রাজা যে ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি যোগ সম্বরণ করিয়া বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিলেন। ইন্দ্রদেবন রাজা তচ্ছ্রবণে মন্দিরের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে অন্য রাজা কর্ত্তৃক তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং মন্দির হেতু ইন্দ্রদেবনের সহিত ঐ রাজার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয়ে বিবাদ ভঞ্জনার্থ ঐ ঋষির নিকট গমন করেন। তিনি এইরূপে বিবাদ নিষ্পত্তি করিলেন যে ঐ মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তিতে উভয়েরই তুল্য স্বত্ব জন্মিয়াছে। কারণ বালুকাবৃত পৃথ্বীতলস্থ মন্দির যখন গঙ্গাবংশীয় রাজা স্বীয় পরিশ্রমে ও ব্যয়ে উদ্ধার করিয়া বুদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তখন তাহাতে তাঁহার অর্দ্ধেক স্বত্ব অবশ্যই বর্ত্তিবে। এই অবস্থার প্রতি প্রণিধান করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে ঐ মন্দির ইন্দ্রদেবন রাজার নির্ম্মিত এবং গঙ্গাবংশীয় রাজাগণের নির্ম্মিত, এই দ্বিবিধ জনশ্রুতি ধারাবাহীরূপে চলিয়া আসিতেছে।

কলভিন সাহেব উল্লিখিত ঘটনাটী একাদশ শত খ্রীঃ অব্দে সংঘটিত হওয়া বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার আনুমানিক কল্পনা মাত্র। উহা যখন ধর্ম্মগ্রন্থের সহিত অনৈক্য হইতেছে, তখন আমরা ঐ আনুমানিক কল্পনার প্রতি নির্ভর করিতে সমর্থ নহি। যাহা হউক, অনন্ত বর্ম্মা যে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার বংশধরেরা যে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া জগন্নাথদেবের মন্দির ভূগর্ভ হইতে পুনরুদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

কায়স্থ ক্ষত্রিয় বল্লালসেন, যিনি কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্য পদ্ধতি পুনঃ প্রচলন করেন, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন পিতৃসিংহাসন গ্রহণ করিয়া ৭ বৎসর রাজত্ব করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শ্রীক্ষেত্র ও কাশী পর্য্যন্ত জয় করিয়া তত্রস্থ রাজাগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিদেশীয় দাম্ভিকগণের মতে বাঙ্গালিরা প্লীহা রোগগ্রস্ত, নির্জীব,

কাপুরুষ ও ভীরু। কিন্তু ৭ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালি রাজা লক্ষণসেন বাহুবলে যে রাজ্য জয় করিয়াছিলেন সেই রাজ্য জয় করিতে বিদেশীয়গণের প্রায় ১০০ শত বৎসর লাগিয়াছিল। যাহা হউক লক্ষণসেন তাঁহার পিতৃরাজ্য রাঢ়, বাগারি ও বঙ্গখণ্ডের সমষ্টি বঙ্গরাষ্ট্র এবং মিথিলা ও গৌররাজ্য হইতে উৎকল ও কাশী পর্য্যন্ত আপন অধিকার ও বীর্য্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

অনেকের ধারণা এই যে বক্তিয়ারখিলিজি ১৭ জন অশ্বারোহী সৈন্য সহ নবদ্বীপে আগমন করিলে একজন সামান্য জমীদার স্বরূপ রাজা বৈদ্য-অম্বষ্ঠবংশজ লাক্ষ্মণেয় পলায়ন করিলেই সমস্ত বঙ্গদেশ মুসলমানের অধীন হয়। এইরূপ ধারণা ভ্রমমূলক, কেবল অল্পদর্শী মার্সমান সাহেবের বাঙ্গালা ইতিহাস রচনার ফল মাত্র। বক্তিয়ারখিলিজির বহু পরে আকবরের সময় কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) মকুন্দরাম নামক একজন জমীদার ছিলেন, তাঁহার জমীদারী ভূষনা ও ফতেহাবাদ ছিল। তাঁহার স্মরণার্থে ফরিদপুরের সম্মুখস্থ চর "চরমকুন্দিয়া" নামে অভিহিত। তিনি আকবর বাদসাহের অধীন হইতে অস্বীকার করিয়া তাঁহার প্রতিনিধির সহিত যুদ্ধ ও তাঁহাকে পরাজয় পূর্ব্বক অবশেষে দিল্লীশ্বরের একজন প্রধান সেনাপতিকে বিনষ্ট করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র শত্রুজিত জাহাঙ্গীর বাদসাহের বঙ্গীয় প্রতিনিধিকে কর দিতে এবং ঐ বাদসাহের স্থাপিত ঢাকার রাজধানীর নবাবকে গ্রাহ্য ও সম্ভ্রম করিতে অস্বীকার করিয়া অস্ত্রবলে ঐ বাদসাহকে অনেক কষ্ট দিয়াছিলেন। পরিশেষে সাহাজিহান বাদসাহের সময় তিনি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বন্দীকৃত ও ঢাকায় হত হইয়াছিলেন (১)। অতএব বক্তিয়ার খিলিজির পরে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের অনেক স্থান স্বাধীন ছিল।

যে গণেশ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি দিনাজপুরের রাজা গণেশ। দিনাজপুরের রাজবংশ কায়স্থ (ক্ষত্রিয়)। সুতরাং ইনিও কায়স্থ স্বাধীন রাজা ছিলেন।

---

(১) আকবরনামা দেখ।

